مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

فتاوىٰ فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৬

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-৬)

[**বিবাহ-শাদি,** বিবাহের বিধান ও শর্তসমূহ, বিবাহ সম্পাদনা , অশুদ্ধ ও অবৈধ বিবাহ, 'ওলি ও কুফু', যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ, দুগ্ধ পানের বিধান, মহর, যৌতুক, স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ, বিবাহসংক্রান্ত কুসংস্কার
অধ্যায় : তালাক, তালাক দেওয়ার বিধান, তালাক প্রদান , স্পষ্ট শব্দে তালাক, দ্ব্যর্থবোধক শব্দে তালাক]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়
হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)
প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-৬)

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

মুফতী আরশাদ রহমানী (দা. বা.)

মুহতামিম : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

সংকলন ও সম্পাদনায়

মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মুফতী নূর মুহাম্মদ

মুফতী মঈনুদ্দীন

মুফতী শরীফুল আজম

শব্দ বিন্যাস ও তাখরীজ

মুফতী মুহাম্মদ মুর্তাজা

মুফতী মাহমুদ হাসান

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারির ২০১৮

হাদিয়া : ৬৫০ (ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

كتاب النكاح ১৯
বিবাহ-শাদি ১৯
باب حكم النكاح وشروطه ১৯
পরিচ্ছেদ : বিবাহের বিধান ও শর্তসমূহ ১৯
সামর্থ্যবান ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করা জরুরি ১৯
চিরকুমার প্রথা শরীয়ত সমর্থন করে না ২০
বিবাহ ঈমানের অর্ধেক বলার মর্ম ২১
বিবাহের উদ্দেশ্য ২২
পাত্রীর মধ্যে লক্ষণীয় গুণাবলি ২৩
বিবাহের সুন্নাত তরীকা ২৫
সন্তানের বিবাহে অভিভাবকের অবহেলা ২৬
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিয়ের বিধান ২৭
তিন ঋতু অতিবাহিত হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা অন্যত্র বিবাহ বসতে পারে ২৮
বৈধ স্বামীর কাছে ফিরে আসতে বিবাহের প্রয়োজন হয় না ২৯
হিল্লা বিয়ের বিধান ৩০
বিয়ের আক্বদের পরে খেজুর বিতরণের পদ্ধতি ৩১
আক্বদের পরে মসজিদে খেজুর বিতরণের পদ্ধতি ৩৩
ব্যাংকের চাকরিজীবীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ৩৩
ঋণ বা পার্টনারশিপের ভিত্তিতে মূলধন দেওয়ার শর্তে বিবাহ করা ৩৫
সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করা ৩৫
হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করার বিধান ৩৬
বিবাহ করার শর্তে হিন্দু মেয়ের ইসলাম গ্রহণ ৩৭
খ্রিস্টান মেয়ে বিয়ে করা ৩৮
একত্ববাদ ও বাইবেলে বিশ্বাসী মেয়েকে বিবাহ করা ৩৯
কুফরী আকীদা পোষণকারী দলের সাথে বিবাহ অবৈধ ৪০
স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ না বসার অসিয়ত পালনীয় নয় ৪১
আইনি ঝামেলা এড়ানোর জন্য বয়স বাড়িয়ে লেখা ৪২
রাষ্ট্রীয় আইন উপেক্ষা করে ১৮ বছরের আগে বিয়ে ৪৩
মেয়ে রাজি আছে বলে মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে বিয়ে দেওয়ার বিধান ৪৪
স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়না ৪৫
বিবাহ পড়িয়ে টাকা নেওয়া বৈধ ৪৬
দুজন সাক্ষীর সামনে ইজাব কবুল হলে বিবাহ হয়ে যাবে ৪৭
বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রচার শর্ত নয় ৪৮

Scanned by CamScanner

সাক্ষ্যবিহীন বা একজন সাক্ষীর সামনে বিবাহ অশুদ্ধ ৪৮
ইসলাম গ্রহণের পর খ্রিস্টান স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা ৪৯
নিকাহে ফুজুলী ও তার পদ্ধতি ৫১
অমুসলিম বিধবা নারীকে ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই বিবাহ করা যাবে........ ৫২
হিন্দু বিধবা নারী মুসলমান হলে বিবাহ করা বৈধ ৫২
পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও নবমুসলিম নারীকে বিবাহ ৫৩
লা-মাযহাবীর মেয়েকে বিবাহ করা ৫৪
অসৎ চরিত্রা মহিলার তাওবার পরে বিয়ে হওয়ার পর জানাজানি হলে করণীয়.. ৫৪
মানুষের সাথে জিন-পরীর বিবাহ অবৈধ........ ৫৬
সাক্ষী ফাসেক হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে ৫৭
চাপের মুখে বিয়ে করলেও তা শুদ্ধ হয় ৫৭
সম্মতিতে বিবাহ হওয়ার পরে অস্বীকার করা গ্রহণযোগ্য নয় ৬০
পিতার অসিয়ত লঙ্ঘন করে কোনো মেয়েকে বিবাহ করা ৬১
পিতা-মাতার বাধা উপেক্ষা করে কোনো মেয়েকে বিয়ে করা ৬২
সিকিউরিটি নিয়ে মেয়ে বিয়ে দেওয়া........ ৬২
বিবাহের খুতবা দাঁড়িয়ে-বসে উভয়ভাবেই দেওয়া যায়........ ৬৩
একাধিক বিবাহের শর্ত ৬৪
স্ত্রী থাকাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহের শর্ত........ ৬৫
প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিবাহ করা ৬৫

باب انعقاد النكاح........ ৬৭
পরিচ্ছেদ : বিবাহ সম্পাদনা........ ৬৭
প্রবাসীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন করার সঠিক পদ্ধতি ৬৭
ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহের হুকুম........ ৬৮
মোবাইলে অডিও বা ভিডিও কলের মাধ্যমে বিবাহ........ ৬৯
মোবাইলের মাধ্যমে উকিল বানানো শরীয়তসম্মত ৭০
মোবাইলে বিবাহের সঠিক পদ্ধতি ৭১
পরের বিয়ে দ্বারা মেয়ের পূর্বের বিয়ে বাতিল হয় না........ ৭২
টেলিফোনে উকিল বানিয়ে বিয়ের পদ্ধতি........ ৭৪
ছেলে-মেয়ে উভয় পক্ষ উকিলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করতে পারবে ৭৪
লাউড স্পিকারের সাহায্যে আওয়াজ শোনা গেলেও মোবাইলে বিয়ে অশুদ্ধ..... ৭৫
ফোনে বিয়ের পর তালাক ছাড়াই অন্যত্র বিয়ের হুকুম........ ৭৬
উকিল না বানিয়ে সরাসরি ফোনে বিয়ে অগ্রহণযোগ্য........ ৭৯
মেসেজের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব........ ৭৯
ই-মেইলে বিয়ের সঠিক পদ্ধতি........ ৮০
ইজাব-কবুল লিখিত হলে বিয়ে হয় না........ ৮১

Scanned by CamScanner

ইজাব-কবুলের মাঝে দীর্ঘ বিরতি ৮২
শুধু কাবিননামায় স্বাক্ষর করার দ্বারা বিবাহ হয় না ৮৪
লিখিত ইজাব সাক্ষীদের সামনে পড়ে শুনিয়ে কবুল বললে বিবাহ হয়ে যাবে ৮৪
বিয়ের অভিনয় করলে বিয়ে হয়ে যায় কি না..৮৬
সাক্ষী ছাড়া ইজাব-কবুল করলে বিয়ে হয় না ৮৭
''নিকাহে মুয়াক্কাত' সাময়িক বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ ৮৮
স্বামীর অর্পিত ক্ষমতাবলে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিবাহ.....................................৮৯
মেয়ে নিজে কুফুতে বিয়ে করলে অভিভাবকের আপত্তির সুযোগ নেই.............৯০
মুয়াক্কেলের উপস্থিতিতে উকিল ইজাব বা কবুল করলে বিয়ে সহীহ...............৯২
লোকজনের কাছে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিলে কি বিয়ে হবে ৯৩
মহিলারা বিয়ের উকিল হতে পারে ৯৪
মা নিজের মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার হুকুম ৯৫
জামাই বলে সম্বোধনের পর আলহামদুলিল্লাহ বললে বিয়ে সংঘটিত হয় না ৯৬
আক্বদের সময় কনের নামে ভুল করা...৯৭
আক্বদের সময় মেয়ের বাপের নামে ভুল করার হুকুম....................................৯৮
তিনবার কবুল বলানো ও বর-কনের পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় ৯৯
ইজাব-কবুল একবার পড়ানোই নিয়ম...১০১
পিতার জন্য কনের অনুমতি সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই ..১০১
কনের অনুমতি নেওয়ার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নেই.....................................১০২
কনের অনুমতি নেওয়ার শরয়ী পদ্ধতি ১০৩
কবুলের সময় ইনশাআল্লাহ বলা...১০৪
باب النكاح الفاسد والباطل ১০৭
পরিচ্ছেদ : অশুদ্ধ ও অবৈধ বিবাহ..১০৭
স্বামী মারা যাওয়ার ৪৫ দিন পরে স্ত্রী বিয়ে করা...১০৭
কারো বিবাহিতা স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার বিধান ১০৮
তালাক গ্রহণ ব্যতীতই অন্যত্র বিয়ে দেওয়া ১০৯
ইদ্দতকালীন অন্যত্র বিয়ে ও সন্তানের বিধান...১১০
তালাক গ্রহণ ছাড়াই দুজনের সাথে বিয়ে ও সন্তানের বিধান...........................১১১
অন্যের স্ত্রীকে স্বামীর বর্তমানে বিয়ে করলে তা বিয়ে হয় না ১১২
অন্যের স্ত্রী হয়ে পরপুরুষের সাথে বিবাহ...১১৩
অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করলে তা বিবাহ বলে গণ্য হয় না ১১৪
বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যতীত অন্যের সাথে বিয়ে ও সন্তানের হুকুম ১১৫
পূর্ব বিবাহের কথা স্ত্রী অস্বীকার করে তবে ছেলে স্বীকার করে তালাক প্রদান করে
....১১৭
স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যকে বিয়ে করা...১১৮

Scanned by CamScanner

সঙ্গত কারণে অর্পিত তালাক গ্রহণ করে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে বসতে পারে..........১১৯
চারের অধিক বিবাহ অশুদ্ধ..........১২১
না জেনে ইদ্দতকালীন বিয়ে করে ফেললে করণীয়..........১২১
না জেনে ইদ্দতকালীন বিয়ে ও সন্তানের বিধান..........১২২
তালাকের ২৫ দিন পর অন্যত্র বিবাহ..........১২৩

باب الولاية والكفاءة..........১২৪
পরিচ্ছেদ : 'ওলি ও কুফু'..........১২৪
ছেলে-মেয়ে অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করা..........১২৪
কুফু তথা সমতা বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়..........১২৪
অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ের বিধান..........১২৬
বিয়ের বয়স ও নিজে নিজে বিয়ে প্রসঙ্গ..........১২৭
সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব..........১২৮
দ্বীনদার পরিবারের মেয়ের বদদ্বীন ছেলের সাথে কোর্ট ম্যারেজ করা..........১২৯
মেয়ের সম্মতিতে বদদ্বীন ছেলের সাথে বিয়ে..........১৩০
পিতার অনুমতি ছাড়া ভাইয়ের অনুমতিতে বিয়ে..........১৩১
অভিভাবককে না জানিয়ে বিবাহ করার কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করা..........১৩২
তালাকের এক মাসের মধ্যে অন্যত্র বিয়ে..........১৩৩
অভিভাবক থেকে বিয়ের কথা শুনে কনের প্রত্যাখ্যান..........১৩৫
কুফুর বিধান..........১৩৭

باب المحرمات..........১৩৯
পরিচ্ছেদ : যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ..........১৩৯
যেসব নারীকে বিবাহ করা হারাম..........১৩৯
মামাতো ভাই ও দুধ মামার মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ..........১৪০
সামাজিক সম্বোধন বিবাহ অবৈধ হওয়ার কারণ নয়..........১৪১
ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করা হারাম..........১৪১
ভাগ্নের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম..........১৪২
ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করা হারাম, অস্বীকারকারী কাফের..........১৪৪
সৎ বোনের মেয়ের ঘরের নাতনিকে বিবাহ করা হারাম..........১৪৬
সৎ বোনের নাতনিকে বিবাহ করা হারাম..........১৪৭
সৎ ভাগ্নের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম..........১৪৯
সৎ ভাগ্নিকে বিবাহ করা হারাম..........১৫০
পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম..........১৫০
সৎ বোনের নাতনিকে বিবাহকারীর সাথে সম্পর্ক রাখা..........১৫১
সৎ বোনের নাতনিকে বিবাহ করা হারাম..........১৫৩

Scanned by CamScanner

সৎ খালা ও ভাগ্নিকে বিবাহ করা হারাম ১৫৩
সৎমায়ের পূর্বের ঘরের সন্তানের সাথে বিবাহ বৈধ ১৫৪
সৎমায়ের সাবেক স্বামীর সন্তানের সাথে বিয়ে বৈধ ১৫৪
মামা শ্বশুর ও মামি শাশুড়ি মাহরাম নয় ১৫৫
পিতার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে বৈধ ১৫৬
সহোদর ভাইয়ের নাতনিকে বিবাহ ও সন্তানের হুকুম ১৫৭
নানার বৈমাত্রেয় বোনকে বিয়ে করা হারাম ১৫৮
সৎ শাশুড়িকে বিয়ে করা জায়েয ১৫৯
মামিকে বিবাহ করা বৈধ, খালাকে নয় ১৬০
চাচিকে বিয়ে করা বৈধ ১৬১
দূরসম্পর্কের খালা-ভাগ্নের বিবাহ বৈধ ১৬১
মেয়েকে ত্যাজ্য করলেও চাচার সাথে বিবাহ অবৈধ ১৬২
সৎ ভাগ্নের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম ১৬৩
১০-১১ বছরের ছেলের কামোত্তেজনার সহিত স্পর্শে মুসাহারাত সাব্যস্ত হয় না ১৬৫
বিনা উত্তেজনায় মেয়ের স্তনে পিতার হাত ১৬৭
কামভাব নিয়ে পুত্রবধূকে স্পর্শ করা, তাকানো ও কুপ্রস্তাব প্রদান ১৬৮
স্বাভাবিক অবস্থায় স্পর্শ পরবর্তীতে সন্দেহ ১৬৯
পুত্রবধূর কপালে চুমু খেলে সে পুত্রের জন্য হারাম হয়ে যায় ১৭০
পুত্রবধূর মুখে চুমু খেলে সে ছেলের জন্য হারাম হয়ে যায় ১৭১
ঘুমন্ত পুত্রবধূর গালে চুমু, স্তনে হাত ১৭৩
পুত্রবধূকে উত্তেজনার সহিত জড়িয়ে ধরার হুকুম ১৭৪
সৎমায়ের আগের ঘরের সন্তানের সাথে বিবাহ বৈধ ১৭৫
কামোত্তেজনার সাথে স্পর্শকৃত ছেলের সাথে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া অবৈধ ১৭৫
চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ ১৭৬
সৎমায়ের হাতে-কপালে চুমু দেওয়া ১৭৭
নানির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে খালাতো বোনকে বিয়ে করা হারাম ১৭৭
স্ত্রীর ভাতিজিকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে স্ত্রী হারাম হয় না ১৭৯
ভাগ্নির মেয়েকে বিয়ে করা হারাম ১৭৯
সমকামিতায় মুসাহারাত সাব্যস্ত হয় না ১৮০
পুত্রবধূর সাথে রিকশায় ভ্রমণকালে শারীরিক উত্তেজনা ১৮১
পুত্রবধূর হাত-চুল দেখা ও ধরার হুকুম ১৮২
জামাতা, শাশুড়ি, একে অপরকে বা শশুর পুত্রবধূকে কামভাব নিয়ে দেখা বা স্পর্শ করা ১৮৩
১০-১১ বছরের মেয়েকে বাসে কোলে নিলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়–তার হুকুম.... ১৮৪

Scanned by CamScanner

শাশুড়ি জামাতার যৌনাঙ্গ ধরলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায় ১৮৫
স্পর্শ অবস্থায় বীর্যপাত ঘটলে মুসাহারাত সাব্যস্ত হয় না ১৮৭
পুত্রবধূকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেওয়ার হুকুম ১৮৮
কামভাবের সহিত মাকে দেখলে, বোনকে স্পর্শ করলে, মা বাবার জন্য হারাম হয় ১৮৯
না ১৯০
শাশুড়ির সাথে ব্যভিচার করলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায় ১৯১
উত্তেজনার সহিত ছেলেকে স্পর্শ করলে মা হারাম হয় না ১৯১
একজনের কল্পনায় উত্তেজনা অবস্থায় অন্যজনকে স্পর্শ করার হুকুম ১৯২
যার সাথে ব্যভিচার করবে তার মেয়েকে বিবাহ করা হারাম ১৯২
যার সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে তার মেয়েকে বিয়ে করা অবৈধ ১৯৩
নারীর স্পর্শ উত্তেজনা ছড়ালে তার মেয়েকে বিয়ে করা অবৈধ ১৯৪
যে নারীকে কামুক দৃষ্টিতে দেখা বা স্পর্শ করা হয়েছে তার মেয়ের সাথে বিয়ে ১৯৬
মাযহাব ত্যাগ করে অবৈধ শয্যাসঙ্গিনীর মেয়েকে বিয়ে করা ১৯৭
নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দিলেই হুরমত সাব্যস্ত হয় না ১৯৮
নারীকে মাধ্যম বানিয়ে পরীর সাথে মেলামেশা ১৯৯
মাকে চুমু দিলে তার মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না ২০০
স্বামী থাকতে বিধবা ভেবে কোনো নারীকে বিয়ে করা ২০১
ধর্ষিতা তার স্বামীর জন্য হারাম হয় না ২০৩
শালির সাথে শারীরিক সম্পর্ক হলে স্ত্রী তালাক হয় না ২০৪
শালির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে স্ত্রী হারাম হয় না ২০৫
দুই বোনকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করা ২০৫
স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন শালিকে বিয়ে করা ২০৭
স্ত্রীর বর্তমানে শালিকে বিয়ে করা অবৈধ ২০৮
পরস্পর লেগে থাকা যমজ দুই বোনের বিয়ের হুকুম ২০৯
না জেনে অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করলে করণীয় ২১০
ইদ্দত চলাকালীন কাবিন করা ২১১
ফুফাতো ভাইয়ের মেয়ে ও ভাগিনার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা বৈধ ২১৩
দুই ভাই সমকামিতায় লিপ্ত হলে তাদের মা পিতার জন্য হারাম হবে না ২১৪
পুত্রবধূ কর্তৃক শ্বশুরের গায়ে তেল মালিশ করা ২১৪

باب الرضاعة ২১৬

পরিচ্ছেদ : দুগ্ধ পানের বিধান ২১৬
দুধবোনকে বিবাহ করা হারাম ২১৬
দুধবোন হওয়ার সন্দেহ হলে করণীয় ২১৬
নানির দুধ পানকারীর জন্য খালাতো বোনকে বিবাহ করা হারাম ২১৭
দুধ বোনের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম ২১৮

Scanned by CamScanner

পালক মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ..........২১৯
নানির দুধ পান করলে মামাতো বোন হারাম হয়ে যায় ২২০
কোনো মেয়ে মা হওয়ার আগেই কোনো বাচ্চাকে দুধ পান করানোর হুকুম.....২২১
দুধভাই-বোনের মাঝে বিয়ে হয়ে গেলে করণীয়..........২২২
বোনের দুধ পানকারী ভাইয়ের মেয়ের সাথে ওই বোনের ছেলের বিবাহ হারাম২২৩
দুধ পান করিয়েছে মর্মে একজন মহিলার কথায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করানো যাবে না..........২২৫
বিয়ের পর মা বলল আমি বৌমাকে দুধ পান করিয়েছি..........২২৬
স্ত্রীর দুধ পান করলে স্ত্রী তালাক হয় না..........২২৭
স্বামী তার স্ত্রীর দুধ পান করলে সে হারাম হবে না..........২২৮
স্ত্রীর স্তনে চুমু দিলে স্ত্রী হারাম হয় না ২২৮
মামির দুধ পান করলে দুধের বিধান যাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে..........২২৯
যাদের দুধ পান করলে পর্দার বিধান রহিত হবে..........২৩০
মায়ের দুধভাইয়ের সাথে মেয়ে দেখা দিতে পারবে ২৩১
একাধিক মহিলা থেকে সংগৃহীত দুধ পান করানোর বিধান..........২৩২
পর্দার বিধান লঙ্ঘন না হওয়ার জন্য অন্য বাচ্চাকে দুধ পান করানো..........২৩৩

باب المهر..........২৩৪
পরিচ্ছেদ : মহর..........২৩৪
মহরের সংজ্ঞা ও ছেলের ওপর ধার্য করার কারণ..........২৩৪
কী পরিমাণ মহর সুন্নাত ২৩৪
মহরে ফাতেমীর শরয়ী হুকুম..........২৩৬
মহরে ফাতেমী ও মহরে মিছিলের মধ্যে কোনটি সুন্নাত ২৩৭
মহরে ফাতেমী বাবদ পাঁচ ভরি স্বর্ণ আদায় ২৩৮
মহরে ফাতেমীতে আদায়কালের মূল্য প্রযোজ্য ২৩৮
মহরে ফাতেমীর পরিমাণ টাকায় কত? ২৩৯
মহরে ফাতেমীর পরিমাণ ও আদায়ের সময় ২৪০
নবীপত্নীগণের মহরের পরিমাণ..........২৪০
বর্তমান হিসেবে নবীপত্নীগণ ও কন্যাদের মহরের পরিমাণ..........২৪২
দিরহামের পরিমাণ..........২৪২
সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মহরের পরিমাণ ২৪৩
মহরের পরিমাণ সর্বনিম্ন কত টাকা হতে পারে..........২৪৪
সর্বনিম্ন কত টাকা দেনমহর দিয়ে বিবাহ করা যাবে..........২৪৪
কোনটি আদায়যোগ্য, নির্ধারিত মূল্য নাকি ১৫০ তোলা খাঁটি রুপা ২৪৫
অপরিশোধিত মহর কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়..........২৪৬
মহর বাকি রেখেও বিবাহ বৈধ..........২৪৬

Scanned by CamScanner

পুরো মহর বাকি রাখার বিধান........ ২৪৭
হজ্জের খরচ মহর থেকে কর্তন করা ২৪৮
স্ত্রীর অজান্তে হজ্জের খরচাদি মহর হিসেবে গণ্য করা ২৪৯
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অভিভাবকগণ মহর নিতে অস্বীকার করলে করণীয়........ ২৫০
তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে স্ত্রী কী পরিমাণ মহর পাবে........ ২৫১
সঙ্গত কারণে তালাক দিলেও মহর দিতে হবে........ ২৫২
নির্যাতিতা তালাক গ্রহণ করলে মহর পাবে কি না ২৫৩
নপুংসক স্বামীর থেকে তালাক গ্রহণ করলে স্ত্রী মহর পাবে........ ২৫৪
স্বামী বলে মহর মাফ করে দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীর অস্বীকার........ ২৫৫
বাসর হলে পূর্ণ মহর দিতে হবে ২৫৭
মহর গহনা ও টাকা দ্বারা উসুল করা যায়........ ২৫৮
হারাম উপার্জনকে মহর হিসেবে ধার্য করা........ ২৫৮
স্বেচ্ছায় মহর মাফ করে পুনরায় তা দাবি করা........ ২৫৯
স্ত্রী সহবাসের অনুপযোগী হলে অর্ধেক মহর পাবে ২৬০
মহরের নিয়্যাতে হাদিয়া........ ২৬১
মহর বাবদ বাসস্থানের ঘর দেওয়া ২৬১
মহরের পরিবর্তে জেল খাটলে মহর মাফ হয় না ২৬২
উপহার হিসেবে প্রাপ্ত স্বর্ণ মহর হিসেবে বিবেচ্য হবে কি না ২৬৩
বিয়ের সময় প্রদত্ত অলংকার ও বস্ত্রাদি মহর হিসেবে গণ্য হবে........ ২৬৪
সমুদয় মহর থেকে আংশিক উসুল দেওয়া ২৬৪
আক্বদের পরে মহর বাড়ানো-কমানোর অধিকার স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কারো নেই... ২৬৬
মহর মাফ চাওয়া ও স্ত্রীর মাফ করে দেওয়ার বিধান........ ২৬৭
সন্তুষ্টচিত্তে মহর মাফ করে পুনরায় মহর চাওয়া ২৬৯
মহর দিতে হয় না ভেবে বেশি ধার্য করলেও দিতে হবে........ ২৬৯
হেবা দলিলে মহর বাবদ জমি প্রদান........ ২৭০
উল্লেখ না করে মহরের নিয়্যাতে টাকা প্রদান ২৭১
স্ত্রীকে প্রদত্ত কোন কোন জিনিস মহর শুমার করা যাবে........ ২৭২
মহর নেওয়া সামাজিকভাবে অসুন্দর বলার অবকাশ নেই........ ২৭৩
কাবিননামা ও বিবাহ পড়ানোর সময় উল্লিখিত মহরের পরিমাণে তারতম্য হওয়া
.... ২৭৪
আক্বদের সময়ে উল্লিখিত পরিমাণ মহরই দিতে হবে........ ২৭৫
আক্বদের সময় মহর হিসেবে যা নির্ধারিত হবে তা-ই আদায়যোগ্য ২৭৫
জীবিত ও মৃত স্ত্রীর মহর আদায় করার পদ্ধতি ২৭৬
সামাজিকভাবে বেশি মহর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় ২৭৭
আদায় না করেও কাবিননামায় আংশিক মহর উসুল দেখানো........ ২৭৮

Scanned by CamScanner

باب الجهيز ২৭৯
পরিচ্ছেদ : যৌতুক ২৭৯
বিনা শর্তে জামাতাকে কোনো কিছু প্রদান করা ২৭৯
যৌতুকের টাকায় ওলীমা ও তাতে অংশগ্রহণের হুকুম ২৮০
যৌতুকের লেনদেন ও কনেকে সাজিয়ে দেওয়ার দাবি ২৮০
জামাতাকে কিছু দিতে চাইলে কিভাবে দেবে ২৮২
খুশিমনে মেয়েকে দেওয়া জিনিস তার স্বামীকে দিয়ে দেওয়া ২৮২
শ্বশুরালয় থেকে কিছু দেওয়ার আশ্বাস দিলে তা গ্রহণ করা ২৮৪
কনের যাবতীয় ব্যবস্থা পিতা করে দেবে বলে অঙ্গীকার করা ২৮৫
কনের বাবার হাদিয়া গ্রহণ করা ২৮৫
চাওয়া বিনে কিছু দেওয়া যৌতুক নয় ২৮৬
স্ত্রীর সম্পদ স্বামীর নামে বা সংসারে ব্যয় করতে চাপ প্রয়োগ করা ২৮৭
নিরুপায় হয়ে যৌতুক প্রদান ২৮৯
حقوق الزوجين ২৯০
স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসমূহ ২৯০
স্বামী ও মাতা-পিতার হক ২৯২
স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই অপরের হক আদায়ে মনোযোগী হতে হবে ২৯৪
অবাধ্য হয়ে স্বামী থেকে পৃথক থাকা ২৯৬
সতিনকে গালিগালাজ করা ও তার সাথে সহবাসকে যিনার সাথে তুলনা করা . ২৯৭
স্বামীকে অনৈসলামিক কাজ থেকে বাধা দিতে গিয়ে ঝগড়া ২৯৮
শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীকে চাকরি করতে দেওয়া ২৯৮
স্বামীর বারণে নামায ছেড়ে দেওয়া ২৯৯
পরকীয়ায় আসক্ত স্ত্রীর সাথে করণীয় ৩০০
শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব নয় ৩০১
স্ত্রী কোন ধরনের কাজ করতে বাধ্য ৩০২
রান্নাবান্না-বিছানাপত্র পরিষ্কার করা স্ত্রীর দায়িত্ব কি না ৩০২
স্বামীর সম্পদ ও সংসার নষ্ট করা অপরাধ ৩০৩
স্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব কি স্বামীর ৩০৪
স্বামীর অজান্তে তার টাকা হাতিয়ে নেওয়া ৩০৬
শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করা নৈতিক দায়িত্ব ৩০৭
শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত কখন পুত্রবধূর দায়িত্বে বর্তাবে ৩০৯
সঙ্গত কারণে যৌথ সংসার থেকে স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া ৩১০
স্বামীর চাপের মুখে সতিনের জন্য নিজের অধিকার ছেড়ে দেওয়া ৩১২
দুই স্ত্রী দুই দেশে থাকলেও সমতা বাধ্যতামূলক ৩১৩

Scanned by CamScanner

স্ত্রী একাধিক হলে যেসব বিষয়ে সমতা জরুরি........ ৩১৪
এক স্ত্রীর পাওনা আদায় জমি দ্বারা করলে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে করণীয়........ ৩১৫
এক স্ত্রীকে বস্ত্র দেওয়া অন্যকে না দেওয়া অপরাধ........ ৩১৫
একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব........ ৩১৬
স্ত্রীর জিনিস ব্যবহারে অনুমতির বিধান........ ৩১৭
الخرافات المتعلقة بالزواج........ ৩১৯
বিবাহসংক্রান্ত কুসংস্কার........ ৩১৯
বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাদ্য........ ৩১৯
বিয়ে বাড়িতে গেট নির্মাণ........ ৩২০
গেট নির্মাণ ও বাসরঘর সাজানো........ ৩২১
বিয়ে বা কোনো সম্মানিত ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে গেট নির্মাণ........ ৩২২
গান-বাদ্য ও মেহেদি অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করা........ ৩২৩
মেহেদি লাগানো বৈধ মেহেদি অনুষ্ঠান নয়........ ৩২৭
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মেহেদি অনুষ্ঠান ছিল না.... ৩২৮
আতশবাজি ও রং ছিটানো অবৈধ........ ৩২৮
বিবাহ অনুষ্ঠানে ছবি তোলা ও ভিডিও করা অবৈধ........ ৩২৯
বিবাহ অনুষ্ঠানে ভিডিও করতে বাধা প্রদানকারীকে কটাক্ষ ও প্রহার করা........ ৩৩০
বিবাহ অনুষ্ঠানে অবৈধ কর্মকাণ্ড হলে দাওয়াত কবুল করার বিধান........ ৩৩২
ছবি-ভিডিও করা হলে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ........ ৩৩৪
কার্ড তৈরি করে বিবাহের দাওয়াত........ ৩৩৪
বরযাত্রী আগমন ও আপ্যায়ন........ ৩৩৫
বরযাত্রী ও বিয়ে বাড়ির খানা........ ৩৩৬
কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ ও ওলীমা........ ৩৩৯
বরযাত্রী প্রথার উৎপত্তি........ ৩৪১
সংখ্যায় কতজন হলে বরযাত্রী হবে না........ ৩৪২
বিবাহ উপলক্ষে বর ও কনেপক্ষের খানার আয়োজন........ ৩৪৩
প্রচলিত বউ ভাত........ ৩৪৪
তোরণ, আলোকসজ্জা ও বর-কনের জন্য স্টেজ নির্মাণ........ ৩৪৫
শর্ত সাপেক্ষে বা শর্তহীন কনেপক্ষের খানার আয়োজন........ ৩৪৭
ওলীমা অনুষ্ঠানে উপহারসামগ্রী গ্রহণ করা........ ৩৪৭
বিয়ের পর স্বামীর ইমামতিতে স্ত্রীর নামায আদায়........ ৩৪৯
শ্বশুর-শাশুড়ির কদমবুচি........ ৩৫০
‘আয়দা’ নামে টাকা উসুল করা........ ৩৫১
বিয়ের আগে ও পরে প্রচলিত কিছু রসম........ ৩৫২
বিয়ের সময় প্রচলিত কিছু প্রথা........ ৩৫৩

Scanned by CamScanner

পাত্রী দেখার সঠিক পদ্ধতি ৩৫৫
মেয়ে দেখা ও বিবাহের সুন্নাত তরীকা ৩৫৬
পাত্রী দেখে উপহার দেওয়া ৩৫৮
পাত্রী দেখার প্রচলিত পন্থা বর্জনীয় ৩৫৯
পাত্রী দেখা জায়েয, দেখানো নয় ৩৬০
আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রী দেখে খানা খাওয়া ৩৬১
মেয়ে দেখে টাকা দেওয়া ৩৬৩
মুহাররম মাসে বিবাহ অশুভ মনে করা ভুল ৩৬৪

كتاب الطلاق ৩৬৫

অধ্যায় : তালাক ৩৬৫

باب حكم الطلاق ৩৬৫

পরিচ্ছেদ : তালাক দেওয়ার বিধান ৩৬৫
যে সব কারণে তালাক দেওয়া বৈধ ৩৬৫
তালাকের উস্কানি দেওয়া ৩৬৭
স্ত্রীকে তালাক না দিলে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করা ৩৬৮
শরয়ী কারণ ছাড়া পিতা-মাতার কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অবৈধ ৩৭১
স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেওয়া ৩৭২
গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়ার পদ্ধতি ৩৭৩
মুখে উচ্চারণ করলেই তালাক হয় না- বিশ্বাস করা ৩৭৪

باب إيقاع الطلاق ৩৭৬

পরিচ্ছেদ : তালাক প্রদান ৩৭৬
'একবারে দুইবার দিয়ে দিলাম' ৩৭৬
তালাকের অভিনয় করলেও তালাক হয়ে যায় ৩৭৭
মোবাইলে স্ত্রীকে দুই তালাক ৩৭৭
তাফবীজ না করা সত্ত্বেও স্ত্রীর তালাক প্রদান ৩৭৮
বাসরের পূর্বেই স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক প্রদান ৩৭৯
ইদ্দতের পরের তালাক কার্যকর হয় না ৩৮১
বিদায় করে দেব, তালাক দিয়ে দেব বললে তালাক হয় না ৩৮১
স্ত্রী স্বামীকে কোনো অবস্থায়ই তালাক দিতে পারে না ৩৮২
লিখিত এক তালাক দেওয়ার পর রজআত করা যায় ৩৮৩
শর্তযুক্ত তালাক শর্ত পাওয়া গেলে পতিত হয় ৩৮৪
মোবাইলে তালাক ও স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ ৩৮৫
ভগ্নিপতির মাধ্যমে হালালা—একটি জটিল প্রশ্ন ৩৮৭
স্বামীর আচরণে তালাক দেওয়ার সন্দেহ হলে স্ত্রীর করণীয় ৩৮৯

Scanned by CamScanner

তালাক সশব্দে দিয়েছে নাকি নিঃশব্দে–সন্দেহ.. ৩৯০
স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয়কালের তালাক.. ৩৯১
হাসি-ঠাট্টায় স্ত্রীকে তালাক প্রদান.. ৩৯২
গর্ভাবস্থায় তালাক ও বিয়ের হুকুম.. ৩৯৩
পূর্বে দেয়া তালাক নকল করলে তালাক হয় না.. ৩৯৪
শারীরিক ভাবে অসুস্থ স্ত্রীকে তালাক প্রদান.. ৩৯৫
দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়.. ৩৯৮
তালাক মন থেকে দিতে হয় না, মুখে দিলেই হয়ে যায়.. ৩৯৯
“স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন কি?” উত্তরে “হ্যাঁ” বললে তালাক হয়ে যাবে........ ৪০১
স্বামী স্বয়ং নিজেকে তালাক দিলে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না........... ৪০১
তালাক দিতে হবে প্রস্তুত থেকো বললে তালাক হয় না.. ৪০২
তালাকের অঙ্গীকার করলেই তালাক হয় না.. ৪০৩
বাবার নাম ভুল উল্লেখ করে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা.. ৪০৩
অন্যের তালাক প্রসঙ্গে আলোচনা করলে নিজের স্ত্রীর ওপর তালাক হয় না.... ৪০৬
তালাকের সংখ্যার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী ও সাক্ষীদের বিরোধ.. ৪০৭
এক তালাকে বায়েনের পর স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করলে স্বামী কয় তালাকের অধিকারী হবে.. ৪০৮
তালাক দেব বললে তালাক হয় না.. ৪০৮
কারো অনুকরণে তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে তালাক হয় না.. ৪০৯
তালাকের তালকীন করলে তালাক হয় না.. ৪১০
অন্যের বুলি নকল করলে তালাক হয় না.. ৪১১
স্ত্রী তালাক চাওয়ার পর ‘দিলাম’ বললে তালাক হয়ে যাবে.. ৪১২

باب الطلاق الصريح.. ৪১৪
পরিচ্ছেদ : স্পষ্ট শব্দে তালাক.. ৪১৪
দুই তালাকের পর রজআত বৈধ.. ৪১৪
তালাকে রজঈকে বায়েনে পরিণত করা.. ৪১৫
“তুমি যদি অবাধ্য হয়ে চলে যাও তাহলে তালাক” ৪১৫
শ্বশুরের নাম উল্লেখ করে তালাক প্রদান.. ৪১৬
দুই তালাক দিয়ে অমুকের ঝিকে রাখব না বলার হুকুম.. ৪১৭
বিনা তালাকে তালাক বললে এক তালাক হয়.. ৪১৮
‘যা তুই তালাক! তালাক!! দুই তালাক হবে.. ৪১৯
তালাক প্রদানের পর রেজিস্ট্রি করলে তালাকের সংখ্যা বাড়ে না.. ৪২০
দুই তালাকের পর রজআত করা যায়.. ৪২০
দুই তালাকের পর মুখ চেপে ধরায় আর কিছু বলা যায়নি.. ৪২১
তালাকের কথা স্ত্রী না জানলেও তালাক হয়ে যায়.. ৪২২

Scanned by CamScanner

বাবা-মা ও স্ত্রীর নাম উল্লেখ না করে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে........ ৪২৩
দুই তালাকের পর রজআত বৈধ.. ৪২৪
ইদ্দতের পর রজঈ বায়েন হয়ে যায় বিবাহ নবায়ন করতে হবে ৪২৫
নববধূকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দিলে বায়েন হবে ৪২৫
'যত প্রকার তালাক আছে সব তালাক দিলাম' বললে তিন তালাক হবে ৪২৬
'দুই তালাক দিলাম'র মধ্যে আগের এক তালাকের নিয়্যাত অগ্রহণযোগ্য ৪২৭
স্ত্রীর সাথে মারামারির সময় 'তালাক, তালাক' বললে দুই তালাক হবে ৪২৮
'ছেড়ে দিলাম' তিনবার বললে তিন তালাক হবে................................ ৪২৯
'ছেড়ে দিলাম' তিনবার বললে তিন তালাক হয়ে যায় ৪৩০
'ছাড়িয়া দিলাম' তালাকের স্পষ্ট শব্দ ৪৩১
তিন তালাক বলেছে কি না সন্দেহ ৪৩২

الطلاق بالكنايات.. ৪৩৪

পরিচ্ছেদ : দ্ব্যর্থবোধক শব্দে তালাক.. ৪৩৪
তালাকের নিয়্যাতে 'সম্পর্ক থাকবে না' বলা................................ ৪৩৪
তালাকের নিয়্যাত ছাড়া 'সে নিয়ামত রাখতে পারলাম না' বলা................ ৪৩৫
'কথা না মানলে তুমি আমার স্ত্রী না' বলার হুকুম ৪৩৫
স্ত্রীকে 'তুমি হারাম, তুমি স্বাধীন' বলার হুকুম ৪৩৬
'... তোমার ওপর পড়ে যাবে' বলার হুকুম ৪৩৭
তালাকের পর 'তোর হাতের ভাত আমার জন্য হারাম' বলার হুকুম............ ৪৩৮
কোরআন ছুঁয়ে 'তুমি আমার স্ত্রী নও' বলার হুকুম................................ ৪৩৯
'তুমি কি আমার জন্য হারাম' বলার হুকুম ৪৪০
তালাকের নিয়্যাতে 'চলে যাও' বললে তালাক হয়ে যাবে ৪৪১
তালাকের পর 'তুমি তোমার বাপের বাড়িতে থাকো' বলার হুকুম............... ৪৪২
স্ত্রীকে গ্রহণ না করার কসম করা এবং 'খালাম্মা' বলে সম্বোধন করা............ ৪৪৩
'চলে যাও' ... তালাক দিয়ে দিয়েছি' বললে কত তালাক হবে ৪৪৪
তুমি আমার ওপর হারাম বললে তালাক পতিত হবে কি না ৪৪৫
'তালাক দেওয়া বিডি যাওনা ক্যা, রইছ ক্যা' বললে তালাক হবে কি না ৪৪৬
'এখানেই ইতি টানতে চাই এবং ইতি টানলাম' তালাকের নিয়্যাত ছাড়া বললে তালাক হয় না ৪৪৭
'তোমার সাথে থাকলে হারাম হয়ে যাবে' বলার পর সহবাস ৪৪৯
তোর বাবা-মাকে খবর দে তোকে নিয়ে যেতে..................................... ৪৪৯
তালাকের নিয়্যাতে 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও' বললে তালাক হবে....... ৪৫০
'যাকে ভালো লাগে তার কাছে যেতে পারো, রাস্তা খোলা আছে' বলার হুকুম . ৪৫১
'তুই বাড়ি চলে যাইস... তোর মনের আশা পূরণ হবে' ৪৫২
'তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, ঘর-সংসার সম্ভব নয়'.................................. ৪৫৩

Scanned by CamScanner

'তোমার সাথে আমার সংসার করা শেষ' বলার হুকুম ৪৫৪
'আমার সাথে থাকা মানে তোর বাপের সাথে থাকা, তোকে তালাক' দুই তালাক হবে ৪৫৫
'তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই' তালাকের নিয়্যাতে বললে তালাক হবে ৪৫৬
'তার সাথে সম্পর্ক নেই, তার সাথে ভাত খাব না, তার সাথে সংসার করব না' বললে কয় তালাক হবে........................ ৪৫৭
তালাকের নিয়্যাতে 'তুই আমার মা' বললে তালাক হয় না ৪৫৮
'ঘরে আসলে তুই আমার মেয়ে, আমি তোর বাপ' বললে তালাক হয় না...... ৪৬০
'ঘর থেকে বের হয়ে যা, তোর জন্য ঘরে থাকা জায়েয নেই' বলার হুকুম..... ৪৬১
দুই তালাক দিয়ে তোর হাতের খানা আমার জন্য হারাম বলার হুকুম ৪৬২
স্পষ্ট তালাকের পর কেনায়ার প্রয়োগ........................ ৪৬৩
ঘর থেকে বের হয়ে যা, তোকে তো কবেই তালাক দিয়ে দিয়েছি........................ ৪৬৪
'তোকে ছেড়ে দিলাম, চলে যা' বললে কয় তালাক হবে ৪৬৬
'আমাকে তালাক দিয়ে দাও–প্রতিউত্তরে চলে যাও' বলার হুকুম ৪৬৭
'তোমাকে চাই না, তোমার ধার-ধারি না' ৪৬৮
'এই বউ আমার জন্য হারাম' বললে তালাক হবে ৪৬৯
'তোমাকে মনের থেকে বাদ দিলাম' বলার হুকুম........................ ৪৭০
'তোমার হাতের ভাত আমার জন্য হারাম' বললে কি তালাক হবে?........... ৪৭১
'তোমাকে নিয়ে ঘর-সংসার করি তো মায়ের সাথে যিনা করি" বলার হুকুম... ৪৭২
'তুমি আমার মায়ের মতো' বলার হুকুম ৪৭২
'যদি... না করো তুমি যেন তোমার বাপের সাথে ব্যভিচার করো' তালাক হবে না। ৪৭৩
এক তালাক দিয়ে 'শেষ করে দিলাম' বললে দুই তালাক হবে ৪৭৪
তালাক দিয়েছি বলে 'তোমার সাথে থাকলে মায়ের সাথে থাকা হবে' বললে দুই তালাক হবে........................ ৪৭৫
তালাকের নিয়্যাত ছাড়া 'তোমাকে শেষ করে দিলাম' বললে তালাক হয় না .. ৪৭৬
তালাকে বায়েনে তিন (৩)-এর নিয়্যাত কার্যকর হবে........................ ৪৭৬
তালাকের নিয়্যাতে 'আমার সাথে পর্দা কর' বললে তালাক হয়ে যাবে ৪৭৭
'যাও এটা বাদই, কোনো যোগ্য লোক দেখে নাও' তালাকের নিয়্যাতে বললে তালাক হবে........................ ৪৭৯

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

كتاب النكاح

বিবাহ-শাদি

باب حكم النكاح وشروطه

পরিচ্ছেদ : বিবাহের বিধান ও শর্তসমূহ

সামর্থ্যবান ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করা জরুরি

প্রশ্ন : আমার বড় ছেলে বিয়ের উপযুক্ত। সে বিয়ে করতে চায় না। সে বলে, বিয়ে করা যে আল্লাহ বা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ–সেটা কোথায় কোথায় আছে, আমাকে দেখাও। তাই এ বিষয়ে কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসহ আপনাদের মতামত আশা করি।

উত্তর : বিয়ে করা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই বিয়ে করার কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত সময়ে বিয়ে না করলে গোনাহগার হবে। (১৮/৬৬৫/৭৮১৮)

📖 سورة النساء الآية ٣ : ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٥٩ (٥٠٦٣) : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٤٩ (١٤٠٠) : عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء».

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٥٩٢ (١٨٤٦) : عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء».

চিরকুমার প্রথা শরীয়ত সমর্থন করে না

প্রশ্ন : আমাদের দেশে অনেক মানুষকে দেখা যায় তারা চিরকুমারিত্ব (অবিবাহিত জীবন) গ্রহণ করেছে এবং এর পেছনে তারা যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ এবং বিভিন্ন কারণও দেখিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে অনেক আকাবীরের জীবনীতে পাওয়া যায় তাঁরা অনেকেই অবিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন। জানার বিষয় হলো, চিরকুমার তথা অবিবাহিত জীবন যাপন করা ইসলাম সমর্থন করে কি না? না করলে আকাবীরগণ কেন করেছেন? এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণাদির জবাব কী? আর ইসলাম সমর্থন করলে এটা কোন শ্রেণীর লোকদের জন্য এবং কী কারণে বৈধ হবে?

উত্তর : পুরুষ কিংবা নারী যদি সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনে পরস্পর হক ও অধিকার আদায়ের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য রাখে তাহলে তাদের জন্য অবিবাহিত জীবন কাটানোর অনুমতি শরীয়তে নেই। তবে বিবাহের কারণে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি আল্লাহর বিধান পালন করতে অক্ষম এবং স্ত্রীর যাবতীয় অধিকার আদায়ে যদি অপারগ হয় বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার আশংকা হয় তাহলে চিরকুমার ও অবিবাহিত থাকা শরীয়তবিরোধী নয়। উল্লেখ্য, আকাবীরগণ ইলমে শরয়ীর চর্চায় মগ্ন এবং দ্বীন প্রচারের কাজে ব্যাপক ব্যস্ততার কারণে হয়তো হক আদায়ের ব্যাপারে সন্দিহান ও শঙ্কিত থাকায় বিবাহ করেননি, যা শরীয়তবিরোধী বলে গণ্য হবে না। (১৫/৪২৫/৬১০৪)

Scanned by CamScanner

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٣٧٠ (٣٢١٧) : عن أنس، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم فلا أفطر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٨٠ : فالمراد به السنة المؤكدة على الأصح ...وصرح في المحيط أيضا بأنها مؤكدة، ومقتضاه الإثم لو لم يتزوج؛ لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم كما علم في الصلاة. وأفاد بذكر وجوبه حالة التوقان أن محل الأول حالة الاعتدال كما في المجمع والمراد بها حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة فليس معتدلا فلا يكون سنة في حقه.

বিবাহ ঈমানের অর্ধেক বলার মর্ম

প্রশ্ন : কথিত আছে, النكاح نصف الإيمان (বিবাহ ঈমানের অর্ধেক), সত্যিই তাই হলে উভয়ের সম্পর্ক কী?

উত্তর : বিবাহ এবং ঈমানের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন যে সাধারণত মানুষের লজ্জাস্থান ও পেট দ্বীনকে ধ্বংস করে থাকে। আর বিবাহের দ্বারা এর একটির নাশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সে হিসেবে বিবাহকে نصف الإيمان বলা হয়ে থাকে। (১০/১৭৬/৩০৪৯)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٧/ ٣٣٢ (٧٦٤٧) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي» -

Scanned by CamScanner

📖 مرقاة الفاتيح (انور بكڈپو) ٦/ ٢٧٥ : وقال الغزالي: الغالب في إفساد الدين الفرج والبطن - وقد كفى بالتزوج أحدهما.

বিবাহের উদ্দেশ্য

প্রশ্ন : বিবাহের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : বিবাহের বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন—বিভিন্ন গোনাহ ও পাপাচার থেকে নিজেকে সংবরণ করার মাধ্যমে দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত করা, নারী জাতির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, বৈধ পন্থায় মানব বংশের বিস্তার ঘটানো, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি মহৎ সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি। (১০/১৭৬/৩০৪৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٤٩ (١٤٠٠) : عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء».

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٥٩٢ (١٨٤٦) : عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء» -

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٣ / ١٨٧ : الأمر الثالث سبب شرعيته تعلق البقاء المقدر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل.

📖 أوجز المسالك ٤ / ٢٣٦ : ولأن مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة.

Scanned by CamScanner

পাত্রীর মধ্যে লক্ষণীয় গুণাবলি

প্রশ্ন : কী কী গুণ দেখে বিবাহ করা দুনিয়া-আখিরাতের উন্নতির ধারক? এ ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় কী?

উত্তর : পাত্রীর মধ্যে যে সকল গুণাবলি লক্ষণীয় : দ্বীনদার হওয়া, সচ্চরিত্র হওয়া, স্বামীর অনুগত, বংশমর্যাদাসম্পন্ন, স্নেহপরায়ণ, কুমারী, অধিক প্রসবকারিণী, সংসারী ও সুন্দরী হওয়া এবং বেশি অভিমানী ও বিলাসিনী না হওয়া ইত্যাদি। (১০/১৭৬/৩০৪৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٦٤ (٥٠٩٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك ".

📖 فتح الباري (دار الريان) ٩/ ٣٨ : وذكر النسب على هذا تأكيد ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا أن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين وهكذا في كل الصفات وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فان كان مستندا إلى الخبر فلا أصل له أو إلى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون اليه المال فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ومنه حديث سمرة رفعه الحسب المال والكرم التقوى أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأتي في الباب الذي بعده أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد فعلى الاحتمال

Scanned by CamScanner

الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كما سيأتي البحث فيه لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك وقد أخرج مسلم الحديث من طريق عطاء عن جابر وليس فيه ذكر الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال قوله وجمالها يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا أن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق قوله فاظفر بذات الدين في حديث جابر فعليك بذات الدين والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٢٩ (٥٣٦٧) : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجت يا جابر» فقلت: نعم، فقال: «بكرا أم ثيبا؟» قلت: بل ثيبا، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك» قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: «بارك الله لك» أو قال: «خيرا» -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٨ : وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ومالا، وفوقه خلقا وأدبا وورعا وجمالا.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١ / ١٢٠ : ١- أن تكون صالحة ذات دين كما فى حديث الباب،... ...

٢- أن تكون ذات حسب ونسب لما مر فى حديث أبى هريرة ...

٣- أن تكون بكرا لما أخرجه ابن ماجه ... ...

٤- أن تكون ودودا ولودا لما روى النسائى وغيره ... ...

Scanned by CamScanner

٥- أن تكون حسنة القيام بأمور البيت لما ورد في حديث ابن عمر ... ...

٦- أن تكون مطيعة لزوجها لما أخرجه النسائى عن أبى هريرة ... ...

٧- أن تكون عفيفة لقوله تعالى : وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ

٨- أن تكون ذات جمال يستحسنه الرجل،...

٩- أن لا تكون غيرتها شديدة لما روى أنس ... ...

١٠- أن تكون بسيطة لا يحتاج نكاحها إلى مؤونة شديدة لما أخرجه أحمد والحاكم عن عائشة -

বিবাহের সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : মুসলমানদের বিবাহের সুন্নাত তরীকা কী?

উত্তর : ছেলে-মেয়ে উভয় পক্ষের পরামর্শক্রমে কোনো একটি সময় নির্ধারণ করে বিশেষ কোনো আয়োজন ছাড়া যেমন, বরযাত্রা গান-বাজনা ইত্যাদি মুক্ত কমপক্ষে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব ও কবুলের কাজ সম্পন্ন করে নিবে। সম্ভব হলে শুক্রবার মসজিদে করবে। সুযোগ হলে কিছু খেজুর বিতরণ করে দেবে। অতঃপর কনেকে বরের ঘরে উঠিয়ে দেবে। বরপক্ষ সামর্থ্য অনুযায়ী অলীমা করবে। (১৯/৫৮৪/৮৩০৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٩ - ٢١ : (وينعقد) متلبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لأن الماضي أدل على التحقيق ... ... (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما. (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا).

📖 فيه ايضا ٣ / ٨ : ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد.

Scanned by CamScanner

সন্তানের বিবাহে অভিভাবকের অবহেলা

প্রশ্ন : আমি ২৫-২৬ বছরের যুবক। বিয়ের খুবই প্রয়োজন। পরিবারের সচ্ছলতাও আছে। হেকমতের সাথে মাতা-পিতাকে বিয়ের ব্যাপারে বলার পর তাঁরা কিছুটা চেষ্টাও করেছেন, মেয়েও খুঁজেছেন। শেষ পর্যন্ত বিভিন্নজনের বিভিন্ন কথা শুনে এ কথা বলে দিয়েছেন, 'লেখাপড়া শেষ হোক, চাকরি হোক, তারপর বিয়েশাদি" । অথচ আমার জন্য এত সময় ধৈর্য্য ধরা খুবই কঠিন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

উত্তর : সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ জানা ও মানার ব্যাপারে দেখাশোনা করা মাতা-পিতার দায়িত্ব, তেমনি ছেলে বিয়ের উপযুক্ত হলে সাধ্যানুযায়ী বিয়ের ব্যাপারে সহযোগিতা করাও মাতা-পিতার দায়িত্ব। বিয়ে না করলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা হলে বিয়ে করা জরুরি হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় মাতা-পিতার সাধ্য থাকা সত্ত্বেও সহযোগিতা না করলে ছেলের পাপে মাতা-পিতাও শরীক হয়ে যাবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসের এ রকম স্পষ্ট ঘোষণা জানার পরও কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি ছেলেকে বিপথগামী হতে দেবে এবং নিজেও ছেলের পাপে শরীক হবে বলে মনে হয় না।

প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার পিতা-মাতার জন্য বিয়ের ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করা জরুরি। হিকমতের সাথে আবারো তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন। তাঁরা কোনোভাবে রাজি না হলে এবং আপনি নিজেও কোনোভাবে বিয়েতে অগ্রসর হতে না পারলে হাদীসে পাকে রোযা রেখে উত্তেজনা নিবারণের নির্দেশ এসেছে। এ নির্দেশ পালনে সচেষ্ট হতে পারেন। (৮/৭৪৮/২৩২১)

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٦/ ٤٠١ (٨٦٦٦) : عن أبي سعيد، وابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه " -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٦/ ٣٠٠ : (وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: من ولد له ولد) أي: ذكرا أو أنثى (فليحسن) بالتخفيف والتشديد (اسمه وأدبه) أي: معرفة أدبه الشرعي (وإذا بلغ) وفي نسخة صحيحة بالفاء (فليزوجه) وفي معناه التسري (إن بلغ) أي: وهو فقير (ولم يزوجه) أي: الأب وهو قادر (فأصاب) أي: الولد (إثما) أي: من الزنا ومقدماته (فإنما إثمه على أبيه) أي: جزاء إثمه عليه

Scanned by CamScanner

لتقصيره وهو محمول على الزجر والتهديد للمبالغة والتأكيد، قال الطيبي - رحمه الله -: أي جزاء الإثم عليه حقيقية ودل هنا الحصر على أن لا إثم على الولد مبالغة لأنه لم يتسبب لما يتفادى ولده من أصابه الإثم.

صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٥٩ (٥٠٦٥) : عن علقمة، قال: كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا، تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিয়ের বিধান

প্রশ্ন : আমার বড় ছেলে প্রতিবন্ধী। তার বর্তমান বয়স প্রায় ৩৯ বছর। শারীরিক দিক দিয়ে সাধারণ পুরুষের মতো। সাংসারিক অনেক কার্য সে সম্পাদন করতে পারে। বিশেষ করে ঘরের কাজকর্ম, এমনকি কাপড়চোপড়ও ইস্ত্রি করতে সক্ষম। অনেক কথা সে স্বাভাবিক বলবে। শুধু টাকা-পয়সা লেনদেন করতে পারে না। এমনকি বিভিন্ন প্রকারের নোট একত্রে দিলে কোনটা কত টাকার নোট, তা বলতে পারে না। তার পকেট থেকে কেউ টাকা নিয়ে গেলেও সে বাধা দেবে না।
ছোটবেলায় বেশ কয়েক বছর প্রতিবন্ধী স্কুলে পড়ানো হয়েছে, কিন্তু নাম-স্বাক্ষর পর্যন্ত শিখতে পারেনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সঙ্গে আদায় করে, কিন্তু একাকী দুই রাক'আত নামায সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে পারে না। কোন ওয়াক্তে কত রাক'আত নামায ফরয, তা জানে না। সূরা ফাতেহার মাত্র কয়েকটি আয়াত জানে। পাক-নাপাক বোঝে না।
দীর্ঘদিন যাবৎ বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে। তাকে বিবাহ করানো যাবে কি না? সে সম্বন্ধে ফতওয়া প্রদান করবেন।

উত্তর : স্ত্রীর মোহরানা ভরণ-পোষণ ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম ব্যক্তির বিবাহ জায়েয। পক্ষান্তরে যাদের এ সামর্থ্য নেই তাদের জন্য বিবাহ নাজায়েয। সুতরাং আপনার প্রতিবন্ধী পুত্র যদি স্ত্রীর উল্লিখিত হকগুলো পূরণ করতে সক্ষম হয়, তবে তাকে বিবাহ করানো জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

Scanned by CamScanner

পুত্রের ব্যাপারে আপনার বিবরণ মতে, তার ওপর গোসল ইত্যাদি ফরয হওয়ার হুকুম বর্তাবে না। অতএব সময় বিশেষে গোসল করাতে সচেষ্ট হতে হবে। তবে বেশি জোরাজুরির প্রয়োজন নেই। (১৩/২৬৮/৫৪৪৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧ : (قوله: أي القدرة على وطء) أي الاعتدال في التوقان أن لا يكون بالمعنى المار في الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق، وأن لا يكون في غاية الفتور كالعنين ولذا فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق وزاد المهر والنفقة؛ لأن العجز عنهما يسقط الفرض فيسقط السنية بالأولى.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤ / ٤٧٧ : الشخص المعتوه الذي لم يصل به العته إلى درجة اختلال العقل وفقده، وإنما يكون ضعيف الإدراك والتمييز.

ويفرق بالنسبة للمميز والمعتوه بين حقوق الله وحقوق العباد:

أما حقوق الله تعالى: فتصح من الصبي المميز كالإيمان والكفر والصلاة والصيام والحج، ولكن لا يكون ملزما بأداء العبادات إلا على جهة التأديب والتهذيب، ولا يستتبع فعله عهدة في ذمته، فلو شرع في صلاة لا يلزمه المضي فيها، ولو أفسدها لا يجب عليه قضاؤها.

তিন ঋতু অতিবাহিত হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা অন্যত্র বিবাহ বসতে পারে

প্রশ্ন : আমি ঝগড়া করে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসি। আসার দেড় মাস পর উভয় পক্ষ মিলে সরকারি আইন অনুযায়ী তিন তালাকের ছাড়পত্র লেখা হয় কাজি অফিসে গিয়ে। ছাড়াছাড়ি হওয়ার দুই মাস ২৭ দিন পর, অর্থাৎ তিন ঋতু পার হওয়ার পর সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী অন্য একটি ছেলের প্রস্তাবে আমি বিয়েতে রাজি হই এবং সামাজিক নিয়মেই বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। দীর্ঘ এক মাস আট দিন পর সমাজের কিছু লোক এ বিয়ে অবৈধ বলে নানা রকম কুকথা বলে। আমি জানতে চাই, শরীয়ত মতে এই বিয়ে জায়েয হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মহিলা বাস্তবে স্বামীর পক্ষ থেকে তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকলে প্রথম স্বামীর বিবাহ থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তিন ঋতুর পরই অন্য পুরুষের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে, এর আগে নয়। উক্ত মহিলার দ্বিতীয় বিবাহ যেহেতু তিন ঋতুর পর হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাই তা শরীয়তসম্মত বলে বিবেচিত হবে। যারা জেনে-শুনে এ ব্যাপারে সমালোচনা করছে, তাদের তাওবা করা জরুরি। (৯/৯৫৭/২৯৬৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٥١ : والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل له تمكينه.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.

বৈধ স্বামীর কাছে ফিরে আসতে বিবাহের প্রয়োজন হয় না

প্রশ্ন : যদি কোনো সাবালক ছেলে এবং সাবালিকা মেয়ে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ হয়, পরে মেয়ের অভিভাবক তা মেনে না নিয়ে ওই মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দেয় তবে বৈধ হবে কি না?

উল্লেখ্য, বিবাহের পর ঘর-সংসারও হয়। এখন আবার ওই মেয়ে প্রথম স্বামী গ্রহণ করতে পাগলপারা, ছেলেও রাজি। যদি আবার মেয়ে চলে আসে তবে আবারও কি বিবাহ পড়াতে হবে? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : যদি কোনো সাবালক ছেলে এবং সাবালিকা মেয়ে শরীয়তের বিধান মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের এ বিবাহ বৈধ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং অভিভাবকের জন্য উক্ত মহিলাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ হয়নি, এতে মারাত্মক গোনাহ হবে। যত দিন উক্ত মহিলার সাথে দ্বিতীয় স্বামীর মেলামেশা হয়েছে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ অবৈধ হয়েছে। মাসআলা জানার সাথে সাথে দ্বিতীয় স্বামী উক্ত মহিলা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরি। প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে আসার জন্য নতুন বিবাহের কোনো প্রয়োজন নেই। (৮/৪৮৬/২২২২)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣/ ١٣٢ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح، كذا في البدائع. ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها؛ تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطؤها، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢/ ١١١ : شادی شدہ عورت جب تک اپنے شوہر سے طلاق خلع وغیرہ شرعی طریقہ سے علیحدہ نہ ہو جائے دوسرے کا نکاح اس سے درست نہیں اگر کرے گی تو نکاح نہ ہوگا، اور نکاح پڑھنے والا اور پڑھانے والا اور شاہدین جو اس حقیقت سے آشنا ہیں سخت گنہگار ہیں۔

হিল্লা বিয়ের বিধান

প্রশ্ন : শরীয়তে হিল্লা বিবাহ জায়েয আছে কি না? এবং এর শরীয়তসম্মত সঠিক পদ্ধতি কী? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : কেউ নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর সে পুনরায় ওই স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাইলে ইদ্দত শেষে অন্যত্র উক্ত মহিলার যে দ্বিতীয় বিবাহ হয় তাকে আমাদের সমাজে হিল্লা বিবাহ বলা হয়। উক্ত বিবাহ যদি এ শর্তের সাথে হয় যে দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ করে সহবাসের পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে যাতে প্রথম স্বামী বিবাহ করতে পারে তাহলে উক্ত কাজ নাজায়েয, শর্তহীনভাবে হলে জায়েয হবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত শেষে প্রথম স্বামী বিবাহ করতে পারবে। (১৮/২০১/৭৫৪৪)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٤٧ : (وكره) التزوج للثاني (تحريما) لحديث «لعن المحلل والمحلل له» (بشرط التحليل) كتزوجتك على أن أحللك (وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣/ ١٨٧ : وإن شرط الإحلال بالقول، وأنه يتزوجها لذلك، وكان الشرط منها فهو نكاح صحيح عند أبي حنيفة، وزفر، وتحل للأول، ويكره للثاني، والأول.

বিয়ের আক্বদের পরে খেজুর বিতরণের পদ্ধতি

প্রশ্ন : বিয়ের আক্বদ পড়ানোর পর অনেক স্থানে খেজুর নিক্ষেপ করে আর অনেক স্থানে খেজুর বণ্টন করে। জানার বিষয় হলো, খেজুর নিক্ষেপ করা সুন্নাত নাকি বণ্টন করা? মসজিদ বা সুন্দর পরিবেশে কী করবে?

উত্তর : বিবাহের আক্বদের পর খেজুর নিক্ষেপ করা সুন্নাতে যায়েদা। তবে বর্তমানে মসজিদের সম্মান রক্ষার্থে এবং অন্যান্য পরিবেশে মজলিশের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে খেজুর নিক্ষেপ না করে বণ্টন করা উচিত। (১৭/৬৭১/৭২৩৭)

📖 مستدرك الحاكم (دار الكتب العلمية) ٤/ ٢٢ : عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: قالت أم حبيبة: ... ... وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله لرسوله، ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا، فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تزوجوا أن يؤكل الطعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا، ثم تفرقوا-

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١١/ ١١ : قلت : وليس ذلك بوليمة، بل هو طعام التزويج، ويلتحق به ما تعارفه المسلمون من نثر التمر ونحوه فى مجلس النكاح-

📖 التلخيص الحبير (دار الكتب العلمية) ٣/ ٤٢٤- ٤٢٥ : حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك فأتي بأطباق

Scanned by CamScanner

عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال ما بالكم لا تأخذون فقالوا لأنك نهيت عن النهبى فقال "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه" هذا لا نعرفه من حديث جابر وتبع في إيراده عنه الغزالي والإمام والقاضي الحسين نعم رواه البيهقي عن معاذ بن جبل، وفي إسناده ضعف وانقطاع ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه، وفيه بشر بن إبراهيم ومن طريقه ساقه العقيلي، وقال لا يثبت في الباب شيء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ورواه فيها أيضا من حديث أنس، وفيه خالد بن إسماعيل وهو كذاب.

وأغرب إمام الحرمين فصححه من حديث جابر وهو لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح.

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا بالنهب في العرسات والولائم وكرهه أبو مسعود وإبراهيم وعطاء وعكرمة.

📖سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٢٣٥ (٢٢١٠) : عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا» -

Scanned by CamScanner

আক্বদের পরে মসজিদে খেজুর বিতরণের পদ্ধতি

প্রশ্ন : মসজিদে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পর খেজুর বিতরণ করার সুন্নাত তরীকা কী? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : বিবাহ অনুষ্ঠানে খেজুর ইত্যাদি মিষ্টিজাতীয় জিনিস ছিটিয়ে দেওয়ার বৈধতা থাকলেও মসজিদে বিবাহ সংঘটিত হলে মসজিদের আদব রক্ষার্থে খেজুর ইত্যাদি উপস্থিত মেহমানদের মাঝে না ছিটিয়ে হাতে হাতে বণ্টন করে দেওয়াই শ্রেয়। (১২/৬২০/৪০৫৮)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٧/ ٥٠٣ (١٤٦٨٤) : عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: " شهد النبي صلى الله عليه وسلم أملاك رجل من أصحابه فقال: " على الألفة والطير المأمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأسه " , قال: فجيء بالدف وجيء بأطباق عليه فاكهة وسكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " انتهبوا "، فقال: يا رسول الله أولم تنهنا عن النهبة؟ قال: " إنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما العرسات فلا " قال: فجاذبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاذبوه " في إسناده مجاهيل وانقطاع وقد روي بإسناد آخر مجهول عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن معاذ بن جبل ولا يثبت في هذا الباب شيء والله أعلم۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص ٥٦٧ : جواب—ایسے جزئی عمل کو کرنا کچھ ضروری نہیں اگرچہ ایسالوٹنادرست ہو مگر یہ روایت چنداں معتمد نہیں، اور اس کے فعل سے اکثر چوٹ آجاتی ہے، اگر مسجد میں نکاح ہو تو بے تعظیمی مسجد کی بھی ہوتی ہے لہذا حدیث ضعیف پر عمل کرکے موجب اذیت مسلم کا ہونا ہے اور مسجد کی شان کے خلاف فعل ہونا مناسب نہیں اور اس روایت کو لوگوں نے ضعیف لکھا ہے۔

ব্যাংকের চাকরিজীবীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি করে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করা জায়েয আছে কিনা? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে সুদি ব্যাংকের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এর কর্তৃপক্ষ যেহেতু তার যাবতীয় কার্যক্রম শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালনার দাবি করে থাকে এবং তার সঠিক পরিচালনার জন্য হক্কানী উলামায়ে কেরামের শরীয়াহ বোর্ডও রয়েছে। তাই এ হিসেবে ওই ব্যাংকের চাকরিজীবীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। (১৪/২৯৩/৫৬০৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه» ، وقال: «هم سواء».

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٤ / ٨٥ : والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} وأما السنة فما روي عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه وقال - عليه الصلاة والسلام - «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه البخاري وأحمد وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية» رواه أحمد وأجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ / ٩٠ : الجواب ــ بنک اور بیمہ ربوا ہے اور ٹیکسوں کی تشخیص کا مروجہ طریق مروج ظلم ہے ان کے مصارف بھی صحیح نہیں اس لئے ان میں ملازمت جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

ঋণ বা পার্টনারশিপের ভিত্তিতে মূলধন দেওয়ার শর্তে বিবাহ করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি এই শর্তে বিয়ে করতে চায় যে বর্তমানে সংসার নির্বাহের জন্য স্ত্রী অথবা স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ ধার দেবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর উক্ত ব্যক্তি ধারকৃত টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে চাই। আবার যদি এ শর্তে টাকা ধার নিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত লাভ হারাহারি ভাগ করে নেবে এবং পরে মূলধন ফেরত দেবে। এ ব্যাপারেও শরীয়তের বিধান জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে বিবাহ করলে উক্ত বিবাহ সহীহ-শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। তবে উক্ত শর্তাবলি পূর্ণ করা জরুরি নয়। (১৭/৮৬৫/৭৩৪২)

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٤٠ : لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل هي ويصح النكاح، فصار كما إذا تزوجها على أن يطلقها بعد شهر صح وبطل الشرط.

সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : ব্যাংক বা ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করেন বা করেছেন, এমন লোকের মেয়ে বিবাহ করা যাবে কি না?

উত্তর : ব্যাংক বা ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করেন বা করেছেন, এমন ব্যক্তির মেয়ে মুসলমান হলে তাকে বিবাহ করতে কোনো বাধা নেই। (১৭/৮৬৫/৭৩৪২)

📖 سورة البقرة الآية ٢٢١ : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢٧٠ : ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها، فإن لم يكن بأن كان أحدهما مرتدا لا يجوز نكاحه أصلا.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٥ : (وصح نكاح كتابية) ، وإن كره تنزيها (مؤمنة بني) مرسل (مقرة بكتاب) منزل، وإن اعتقدوا المسيح إلها.

হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করার বিধান

প্রশ্ন : আমার মামাতো ভাই জালাল আহমদ কয়েক মাস আগে এক হিন্দু মেয়ের সহিত প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে তাকে বিভিন্নভাবে বোঝানো হলেও সে তাতে কোনো কর্ণপাত করেনি। অতঃপর সে কয়েক দিন আগে ওই হিন্দু মেয়েকে কোর্টের মাধ্যমে বিবাহ করে। আমরা বেশ কয়েকজন মিলে মেয়েকে ইসলাম ধর্ম কবুল করার জন্য দাওয়াত দিই। সে বলল, আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করব না। এদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারলাম, মেয়ের বাবা-মা জালালকে বিয়ে করায় তাকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।
বি.দ্র. : ছেলে জালাল আহমদ বর্তমানে লন্ডনে আছে। মেয়ে সংগীতা রানী ঢাকার মোহাম্মদপুরে আছে। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে জালাল আহমদের ওপর কী হুকুম?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমান পুরুষ কোনো হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করতে পারে না, যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করে। ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত বিবাহ করা হারাম ও অবৈধ। এ ধরনের বিবাহ শরীয়তের আলোকে বিবাহ বলে গণ্য হবে না।
তাই জালাল আহমদ যে হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করেছে তা শুদ্ধ হয়নি। বরং উক্ত মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে মারাত্মক গোনাহে লিপ্ত হয়ে আছে। অতি সত্বর এ সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে তাওবার মাধ্যমে গোনাহ মাফ করিয়ে নিতে হবে এবং স্বেচ্ছায় উক্ত হিন্দু মহিলার ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (১৬/৩০৫/৬৫৫১)

📖 سورة البقرة الآية ٢٢١ : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ﴾

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٧٠ : ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما، فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٥ : (و) حرم نكاح (الوثنية) بالإجماع (وصح نكاح كتابية) ، وإن كره تنزيها (مؤمنة بني)

Scanned by CamScanner

مرسل (مقرة بكتاب) منزل، وإن اعتقدوا المسيح إلها، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر. وفي النهر تجوز مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث. (لا) يصح نكاح (عابدة كوكب لا كتاب لها) ولا وطؤها بملك يمين (والمجوسية والوثنية).

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢ / ١٠١ : (فصل في المحرمات) اعلم أن المحرمات أنواع ... والنوع السادس المحرمة لعدم دين سماوي كالمجوسية والمشركة.

বিবাহ করার শর্তে হিন্দু মেয়ের ইসলাম গ্রহণ

প্রশ্ন : আমি একটি হিন্দুবাড়ির পাশ দিয়ে চলাচল করি। সেখানে একটি হিন্দু মেয়ে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। উত্তরে আমি তাকে বললাম, আমাকে বিয়ে করতে হলে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। সে আমার শর্তে রাজি হয়। প্রশ্ন হলো, মেয়েটিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়ে বিয়ে করলে আমার কোনো সাওয়াব হবে কি না? এবং আমাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে মুসলিম হওয়ার দ্বারা মেয়েটির কোনো সাওয়াব হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ করা সুন্নাত তথা সাওয়াবের কাজ। বিশেষ করে প্রশ্নে উল্লিখিত মেয়েকে বিবাহ করা যেহেতু তার ইসলাম গ্রহণের সহায়ক তাই উক্ত বিবাহের সাওয়াব অন্য বিবাহের তুলনায় বেশি হবে। আর উক্ত মেয়ের ইসলাম গ্রহণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যেহেতু একজন মুসলমান ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, তাই তার জন্যও নেকী হবে। (১৬/৭৩৬/৬৭৬৯)

📖 سورة البقرة الآية ٢٢١ : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٥٨١ (١٦٥٥) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف".

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٤/ ٤٧ (١٧٦٥١) : عن ثابت، وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة، " أن أبا طلحة، خطب أم

Scanned by CamScanner

سليم، فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض، نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى قالت: فلا تستحيي من ذلك، فإنك إن أسلمت لم أرد منك صداقا غيره حتى أنظر، قال: فذهب، ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالت: يا أنس قم فزوج أبا طلحة، فزوجها "

খ্রিস্টান মেয়ে বিয়ে করা

প্রশ্ন : আমার এক বন্ধুর কলেজে এক খ্রিস্টান মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল। এক সপ্তাহ আগে তাদের মধ্যে বিবাহ হয়। প্রশ্ন হলো, মুসলমানদের জন্য আহলে কিতাব তথা ইহুদি-নাসারার সাথে বিবাহ বৈধ কি না?

উত্তর : বর্তমান যুগের আহলে কিতাব, বিশেষ করে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বলে যারা পরিচিত, নির্ভরযোগ্য মতানুসারে তারা খ্রিস্টানদের মূলনীতির অবিশ্বাসী। সাথে সাথে বর্তমানে তাদের নারীদের বিবাহ করা অনেক ফিতনার কারণ হয়ে থাকে বিধায় তাদের বিবাহ করা বৈধ নয়।

তবে এ ধরনের নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধন হয়ে গেলে তার ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে যে সে প্রকৃত অর্থে খ্রিস্টান কি না? যদি হয় তবে তাকে মুসলমান বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার শর্তে এ বিয়েকে বাতিল বলা যাবে না। অন্যথায় এই বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। (১৩/১৯৯/৫১৬২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٥ : وإن كره تنزيها (مؤمنة بني) مرسل (مقرة بكتاب) منزل، وإن اعتقدوا المسيح إلها، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٥ : ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة، وتكره الكتابية الحربية إجماعا؛ لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٨١ : ويجوز للمسلم نكاح الكتابية الحربية والذمية حرة كانت أو أمة، كذا في محيط السرخسي.

Scanned by CamScanner

والأولى أن لا يفعل ولا تؤكل ذبيحتهم إلا لضرورة، كذا في فتح القدير.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷ / ۲٦۱ : سوال— اس وقت عیسائی عورت سے جو انگریز ہو ولایتی ہو شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب— جائز نہیں ہے یہی احوط ہے اور اس زمانے میں یہی حسب روایات فقہ راجح ہے۔

একত্ববাদ ও বাইবেলে বিশ্বাসী মেয়েকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান আল্লাহর একত্ববাদ ও বাইবেলে বিশ্বাসী আহলে কিতাব মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কি না? পারলে কী কী শর্ত প্রযোজ্য, না পারলে কী কারণে পারবে না? উল্লেখ্য, সন্তানাদি পিতার ধর্মের অনুসারী হবে এবং স্ত্রী এতে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

উত্তর : বর্তমানে নামধারী আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদি-খ্রিস্টান অধিকাংশই নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। তারা প্রকৃত আহলে কিতাব নয় বিধায় তাদের সঙ্গে মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পর্ক শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রকৃত আহলে কিতাব, যারা আল্লাহ ও তাওরাত বা ইঞ্জিল শরীফে বিশ্বাসী এ ধরনের মেয়েদের সঙ্গে মুসলমানের বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ হলেও অন্যান্য ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণে এ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি। (১৩/৬৪৩/৫৩৯৬)

📖 سورة النساء الآية ١٤٤ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨١ : ويجوز للمسلم نكاح الكتابية الحربية والذمية حرة كانت أو أمة، كذا في محيط السرخسي. والأولى أن لا يفعل ولا تؤكل ذبيحتهم إلا لضرورة، كذا في فتح القدير.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٥ : وإن كره تنزيها (مؤمنة بني) مرسل (مقرة بكتاب) منزل، وإن اعتقدوا المسيح إلها، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٥ : ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة، وتكره الكتابية الحربية إجماعا؛ لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب.

📖 الفقه على المذاهب الاربعة (دار الفكر) ٤ / ٧٣ : يحرم تزوج الكتابية إذا كانت في دار الحرب غير خاضعة لأحكام المسلمين لأن ذلك فتح لباب الفتنة، فقد ترغمه على التخلق بأخلاقها التي يأباها الإسلام ويعرض ابنه للتدين بدين غير دينه، ويزج نفسه فيما لا قبل له به من ضياع سلطته التي يحفظ بها عرضها، وغير ذلك من المفاسد فالعقد وإن كان يصح إلا أن الإقدام عليه مكروه تحريماً لما يترتب عليه من المفاسد.

কুফুরী আকীদা পোষণকারী দলের সাথে বিবাহ অবৈধ

প্রশ্ন : উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ৭৩ দল। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ছাড়া বাকি ৭২ দলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত উম্মতে মুহাম্মদীর বাকি ৭২ দলের মধ্য হতে যাদের আকীদা বিশ্বাস কুফুরীর পর্যায়ের, তাদের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিবাহ অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১৩/১৯৯/৫১৬২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٥ : وفي النهر مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٥ : (قوله: وفي النهر إلخ) مأخوذ من الفتح حيث قال: وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم؛ لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة، وإن وقع إلزاما في المباحث، بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين مثل القائل بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون وأقول: وكذا القول بالإيجاب بالذات ونفي الاختيار. اهـ

Scanned by CamScanner

وقوله: وإن وقع إلزاما في المباحث معناه، وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفر أي يلزم من قولهم بكذا الكفر، ولا يقتضي ذلك كفرهم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبهم وأيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم، وإن أخطئوا فيه، ولزمهم المحذور على أنهم ليسوا بأدنى حالا من أهل الكتاب، بل هم مقرون بأشرف الكتب، ولعل القائل بعدم حل مناكحتهم يحكم بردتهم بما اعتقدوه، وهو بعيد؛ لأن ذلك أصل اعتقادهم، فإن سلم أنه كفر لا يكون ردة. قال في البحر: وينبغي أن من اعتقد مذهبا يكفر به إن كان قبل تقدم الاعتقاد الصحيح فهو مشرك، وإن طرأ عليه فهو مرتد. اهـ

وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي، أو أن جبريل غلط في الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لا كافر.

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ না বসার অসিয়ত পালনীয় নয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিনজন মেয়ে থাকাবস্থায় তালাক দিয়েছে। অতঃপর সে দ্বিতীয় বিবাহ করে। দ্বিতীয় স্ত্রী থেকে একটি মেয়ে হয়েছে। তারপর সে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময় সে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে অসিয়ত করে যায় যে তুমি তোমার মেয়ে ও আগের ঘরের মেয়েদের নিয়ে জীবন যাপন করবে। অন্য কাউকে বিবাহ করবে না। এখন জানার বিষয় হলো, দ্বিতীয় স্ত্রী অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে কি না?
উল্লেখ্য, দ্বিতীয় স্ত্রী এখনো পূর্ণ যুবতী, বিবাহ না করলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

উত্তর : স্বামী স্ত্রীকে তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ না করার অসিয়ত করা সত্ত্বেও গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকায় দ্বিতীয় বিবাহ করা স্ত্রীর জন্য জরুরি বলে

Scanned by CamScanner

বিবেচিত হবে। অর্থাৎ স্বামীর অসিয়ত এমতাবস্থায় মানা জরুরি নয়। বরং প্রয়োজনে অন্যত্র বিবাহ বসা জরুরি বলে গণ্য হবে। (১৬/৩৩৬/৬৫২৭)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٤ : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٧٨ (١٤٢١) : عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها».

📖 التفسير المظهرى (دار إحياء التراث) ٦ / ٣٨٥ : وأنكحوا الأيامى منكم ... ... النكاح واجب عند غلبة الشهوة إذا خاف الوقوع في الحرام وفي النهاية ان كان له خوف وقوع الزنى بحيث لا يتمكن من التحرز عنه كان فرضا.

আইনি ঝামেলা এড়ানোর জন্য বয়স বাড়িয়ে লেখা

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সের কমে কোনো মেয়েকে বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ। অথচ শরয়ী আইন অনুযায়ী বিবাহে আবদ্ধ করানো জায়েয আছে। শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ দিলে অনেক সময় সরকারিভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। প্রশ্ন হলো, সরকারি হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য 14 বছর বয়সী মেয়েকে সরকারি খাতায় ১৮ বছর লিখিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত মেয়ের অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে যে মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হওয়ামাত্রই যেন তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া হয়। এর বিপরীতে কেউ যদি চাপ সৃষ্টি করে তাহলে জুলুম বা অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। শরীয়তের বিধান মানতে গিয়ে জুলুম বা অন্যায় থেকে বাঁচার যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করার অবকাশ আছে। (১৬/৪৭৯/৬৬১৮)

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٦/ ٤٠١ (٨٦٦٦) : عن أبي سعيد، وابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه".

Scanned by CamScanner

📖 ملتقى الأبحر (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٤٧ : والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم.

রাষ্ট্রীয় আইন উপেক্ষা করে ১৮ বছরের আগে বিয়ে

প্রশ্ন : আমরা জানি, মেয়েরা সাধারণত নয় থেকে বারো বছরের মধ্যে বালেগা হয়ে যায় এবং এ সময়ে তাদের বিবাহ দেওয়াও শরীয়ত মতে বৈধ। কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি আইনে আঠারো বছর বয়সের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ। তারা কারণ দর্শায় যে এর পূর্বে মেয়ে বিবাহ দিলে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। আর বাস্তবেও এগুলো সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় আইন উপেক্ষা করে আঠারো বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে বিবাহের জন্য কোনো বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে সঠিক দিক বিবেচনা করে মেয়ে যদি বিবাহের উপযুক্ত হয় তাহলে তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়ে দেবে। আঠারো বছর হলেও কোনো কোনো মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হয় না। আবার কোনো সময় এর পূর্বেও বিবাহের উপযুক্ত হয়ে যায়, তখন বিবাহ না দিলে বিভিন্ন ধরনের ফেতনার সৃষ্টি হয়। (১৬/৪৯১/৬৫৬২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٧ : وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب وإنما العبرة للطاقة إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك؛ كان للزوج أن يدخل بها، وإن لم تبلغ تسع سنين، وإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها، وإن كبر سنها وهو الصحيح.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵ / ۳۱۹ : جبکہ لڑکا اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے یا لڑکی چودہ سال سے پہلے بالغ ہو جائے اور قوائے جسمانیہ کے قوی اور مستحکم ہونے کی وجہ سے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے یا کسی مرض کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ولی پر اور خود لڑکے پر اور لڑکی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کرلے۔ اور احادیث میں

Scanned by CamScanner

২، عن أبي سعيد، وابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه ".

মেয়ে রাজি আছে বলে মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে বিয়ে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয় আমাকে এসে বলল যে আমার কাছে একটি ভালো ছেলে আছে আপনার মেয়ের জন্য ভালো হবে। আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু সে বাড়াবাড়ি করাতে আমি তাকে বলি, আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন, যদি সে রাজি থাকে তবে আমিও রাজি। সে আমাকে বলল যে মেয়ে রাজি আছে, অথচ বাস্তবে আমার মেয়ে রাজি ছিল না। সে আমাকে মেয়ে রাজি আছে, সমস্যা নেই বলে ধোঁকা দিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে দেখা যায় যে ছেলেও ভালো না। আমার প্রশ্ন হলো, মেয়ের অনুমতি ছাড়া এভাবে বিয়ে পড়ানোর দ্বারা বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : বিবাহ পড়ানোর সময় অথবা স্বামীর ঘরে বিদায়ের সময় যদি মেয়ে প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে, অথবা সহবাসের সময় নীরবতা অবলম্বন করে তাহলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। পরে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (১৬/৮৭৪/৬৮৪১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٩ : (أو وكيله أو رسوله أو زوجها) وليها وأخبرها رسوله أو الفضولي عدل (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده انعقد سراج وغيره، فما في الوقاية والملتقى فيه نظر (فهو إذن).

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١١/ ٥٥٢ : الجواب- اگر لڑکی نے والد کے کئے ہوئے نکاح کو اطلاع پانے پر رد نہیں کیا، بلکہ قبول کر لیا یا خاموش ہوگئی، مہر کی خبر پانے پر بھی رد نہیں کیا، بلکہ چپ ہوگئی اور سسرال جاتے وقت بھی نکاح سے ناراضی ظاہر نہیں کیا تو شرعاوہ نکاح لازم اور نافذ ہوگیا، اب لڑکی اس کو فسخ نہیں کر سکتی۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়না

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীকে একদিন আমাদের এলাকার মেম্বার মোবাইলের মাধ্যমে কুপ্রস্তাব দেয়। বিষয়টি আমি আড়াল থেকে শুনতে পাই। তাতে আমার স্ত্রী রাজি হয়নি। কিন্তু সে বেশি পীড়াপীড়ি এবং একবার ভোগ করতে দিলে আর জীবনেও বিরক্ত করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলে সে একবারের জন্য রাজি হয়ে যায় এবং ওই দিন সন্ধ্যায়ই আসতে বলে। কথাগুলো শুনে আমি সন্ধ্যার পর ঘরের পেছনের দরজায় আসার পথে পাহারা দিতে থাকি মেম্বারকে হাতেনাতে ধরার জন্য। কিন্তু মেম্বার পূর্বেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল, যা আমি টের পাইনি। কিছুক্ষণ পর আমার ঘরে কিছু একটা হচ্ছে বলে অনুমান করি। কিন্তু যেহেতু সে আসেনি বলে জানি তাই ভেতরে যাইনি, বরং পাহারা দিতে থাকি। পাঁচ মিনিট পর দেখলাম, মেম্বার ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এবং আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। সে আমাকে দেখতে পায়নি, আমি তাকে দেখেছি এবং চিনেছি। কিন্তু লজ্জা ও ভয়ে আমি তাকে কিছু বলিনি। তৎক্ষণাৎ আমি ঘরে যাই এবং আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমার স্ত্রী অকপটে সব স্বীকার করে এবং বলে যে মেম্বার প্রথমে ঘরে ঢুকে তার পাশে শুয়ে থাকে এবং উত্তেজিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার মধ্যে ভয় ও বয়স্ক হওয়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি। দুটি চুম্বন দেয় এবং ওপরে উঠে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে যায় এবং অনুত্তেজনার কারণে সে যোনি ভেদ করতে পারেনি। এটি আমার স্ত্রীর দেওয়া তথ্য। এ নিয়ে আমি ও আমার স্ত্রীর মধ্যে অনেক কথাকাটাকাটি হয়। কিন্তু আমার স্ত্রীর কথায় এতটুকু বিশ্বাস করি যে আমার স্ত্রী যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য তাকে এই সুযোগ দেয়নি। বরং মেম্বারের উত্ত্যক্ত থেকে বাঁচার জন্য অপারগ হয়ে তাকে এ সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। তবুও আমি তাকে শাসন করেছি। সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে এবং আমার পা ধরে মাফ চেয়েছে। আমি তার সাথে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে থাকি এবং এ যাবৎ করে আসছি। এ ঘটনা নিয়ে আমার স্ত্রী বাদী হয়ে মেম্বারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করে, যা প্রক্রিয়াধীন। এমতাবস্থায় এলাকার কিছু লোক বলাবলি করছে যে এই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা যাবে না। তার হাতের এক গ্লাস পানিও খাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন হলো, আমি এই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে পারব কি না এবং এমতাবস্থায় শরীয়তের আলোকে আমার করণীয় কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির স্ত্রী অন্য কারো সাথে যিনায় লিপ্ত হলে কিংবা ধর্ষণের শিকার হলে এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের বৈবাহিক সম্পর্কে প্রভাব পড়ে না। সুতরাং আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে পূর্বের ন্যায় ঘর-সংসার করতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই।

Scanned by CamScanner

বি.দ্র.: প্রশ্নের বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আপনার ঘরে শরীয়তের পর্দার মতো মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত ও অবহেলিত। এ কারণেই আপনার স্ত্রীকে এ ধরনের জঘন্যতম অপরাধের শিকার হতে হয়েছে। সুতরাং এ জন্য আপনিও কম দায়ী নন। অতএব উভয়ে নিজ নিজ অপরাধের তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়া জরুরি। (১৫/৪৬২/৬১০৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٢٧ : والمزني بها لا تحرم على زوجها.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم) ٢ / ٢١٩ : سوال—کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ زید کی منکوحہ ہندہ نااتفاقی سے یااور کسی وجہ سے بکر کے پاس چلی گئی، دو چار سال بکر کے گھر میں بطور عورت کے رہی بلکہ ایک بچہ بھی بکر کے نطفہ حرام سے پیدا ہوا مگر زید نے طلاق نہیں دیا، بعد مدت مذکورہ بالا کے زید نے سرکار کے ذریعہ سے یااور کسی وجہ سے اپنی منکوحہ ہندہ کو اپنے گھر لایا اس صورت میں زید وہندہ کا باہم پہلا نکاح کافی ہے یا نکاح ثانی کرنا ہوگا؟ یا طلاق ہوگئی؟

جواب—زید کا نکاح باقی ہے دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں۔

বিবাহ পড়িয়ে টাকা নেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিবাহ পড়িয়ে টাকা নেওয়ার প্রথা চালু আছে। এ প্রথা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী? কোনো ইমাম সাহেব যদি বিবাহ পড়িয়ে টাকা নেন, তাঁর ইমামতির হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ পড়িয়ে টাকা নেওয়া জায়েয আছে। তাই যে ইমাম সাহেব বিবাহ পড়িয়ে টাকা নিয়ে থাকেন, তাঁর পেছনে নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই। (১৫/৫৭৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ٣٤٥ : وكل نكاح باشره القاضي وقد وجبت مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر فلا يحل له أخذ الأجرة عليه، وما لم تجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه.

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ / ٧ : ولو اخذ الاجرة فى مباشرة نكاح الصغار ليس له ذلك لأنه واجب عليه وما لا يجب عليه مباشرته جاز أخذ الأجرة عليه.

📖 كفايت المفتى (دارالاشاعت) ٥ / ١٥٠ : الجواب–نكاح پڑھانے والے کو اجرت دینا جائز ہے مگر اجرت تراضی طرفین سے طے کی جائے، زبردستی کوئی رقم معین نہ کرلی جائے.

দুজন সাক্ষীর সামনে ইজাব কবুল হলে বিবাহ হয়ে যাবে

প্রশ্ন : আমাদের বাসায় একটি ফ্যামিলি ভাড়া থাকে এবং তারা আমাদের সামনে বেপর্দায় আসা-যাওয়া করে। তাই এ গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিবাহের উদ্দেশ্যে তার বালেগা মেয়েকে দুজন বালেগ পুরুষ ব্যক্তিকে সামনে রেখে আমি ওই মেয়েকে বললাম, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম, মোহর হিসেবে একটি স্বর্ণের হার দেব। উত্তরে সে বলল, জান! আমি রাজি আছি। আমি বললাম, আলহামদু লিল্লাহ বলো। উত্তরে সে আলহামদু লিল্লাহ বলল। এভাবে বিবাহ সহীহ হবে কি না? কোরআন-হাদীসের আলোকে এর সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর : কমপক্ষে দুজন বালেগ পুরুষ অথবা একজন বালেগ পুরুষ আর দুজন বালেগা মহিলার সম্মুখে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ থেকে ইজাব কবুল তথা প্রস্তাব আর গ্রহণ পাওয়া গেলেই বিবাহ হয়ে যাবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে উল্লিখিত শর্তাবলি বিদ্যমান আছে বিধায় বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ "দশ দিরহাম" তথা "দুই তোলা সাত মাশা" রূপা অথবা সমপরিমাণ টাকা দেওয়া জরুরি। (১১/১৩৪/৩৪৭৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٩ : (قوله: وينعقد) قال في شرح الوقاية: العقد ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول شرعا لكن هنا أريد بالعقد الحاصل بالمصدر، وهو الارتباط لكن النكاح الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط، إنما قلنا هذا؛ لأن الشرع يعتبر الإيجاب والقبول أركان عقد النكاح لا أمورا خارجية.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٠ : ينعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضي أو وضع أحدهما للمضي والآخر لغيره مستقبلا كان كالأمر أو حالا كالمضارع.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٥٢ : سوال—نکاح میں کتنے امور فرض اور واجب ہیں؟
جواب—نکاح نام ایجاب و قبول کا ہے، یہ دونوں رکن نکاح ہیں، اور سننا ہر یک کا عاقدین میں سے دوسرے کے لفظ کو اور سننا گواہوں کا ایجاب و قبول کو یہ شرائط میں سے ہیں، اور سنن و مستحبات میں سے اعلان نکاح وغیرہ۔

বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রচার শর্ত নয়

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির নিজের অজান্তে কোনো কুফুরী কথা বা কাজ প্রকাশ পেয়েছে, সে তাওবা করে ঈমান আনার পর তারা স্বামী-স্ত্রী এমন দুজন ব্যক্তিকে ডেকে যারা কারো অভিভাবক বা নিকটতম আত্মীয় নয় তাদের সামনে বিবাহ নবায়ন করল। কিন্তু এটা তারা গোপন রাখল, এলান ও প্রচার করল না। এই বিবাহ কি তাদের জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর : দুজন শরীয়তসম্মত সাক্ষীর সামনে মোহর ধার্য করে ইজাব কবুল করলেই বিবাহ হয়ে যায়, এলান করা শর্ত নয়। (১০/৪৪৩/৩০৬৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٩ : (وينعقد) متلبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٨ / ١٠٩ : سوال—تجدید نکاح میں گواہ اور اعلان عام نئے مہر کا تعین، خطبۂ نکاح زوجین کی اجازت جو لوازمات نکاح میں سے ہے یہ سب کئے جائینگے یا نہیں؟
الجواب—دو گواہوں کے سامنے مہر جدید سے دوبارہ ایجاب وقبول کرلیا جائے، خطبہ نکاح اور اعلان فرض نہیں سنت ہے.

সাক্ষ্যবিহীন বা একজন সাক্ষীর সামনে বিবাহ অশুদ্ধ

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে কাজির নিকট বিবাহ না করে সাক্ষ্যবিহীন অথবা একজন সাক্ষীর সামনে গোপনে বিবাহ করে তাহলেও আল্লাহর নিকট বিবাহ হিসেবে

Scanned by CamScanner

গণ্য হবে এবং আল্লাহর আযাব থেকে সে মুক্তি পাবে। এ কথাটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ দুজন মহিলার সামনে ইজাব কবুল সম্পন্ন হওয়া পূর্বশর্ত। সাক্ষ্যবিহীন বা একজন সাক্ষীর সামনে বিয়ে করলে ইসলামী শরীয়তে তা বিয়ে গণ্য হবে না। কেউ যদি এ কথা বলে যে সাক্ষ্যবিহীন বা এক সাক্ষীর দ্বারা বিবাহ আল্লাহর নিকট বিবাহ বলে গণ্য হবে তা ভিত্তিহীন কথা ও ভ্রষ্টতা। (১০/৪৬৩/৩১৩৮)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٢٦٧ (١١٠٣) : عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٥ : (ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف) اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بشهود» وهو حجة على مالك - رحمه الله - في اشتراط الإعلان دون الشهادة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٦٧ : (ومنها) الشهادة قال عامة العلماء: إنها شرط جواز النكاح.

ইসলাম গ্রহণের পর খ্রিস্টান স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা

প্রশ্ন : আমি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলাম। বর্তমানে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়ে গেছি। কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্র এখনো মুসলমান হয়নি। এমতাবস্থায় আমি আগের ন্যায় সপরিবারে একই বাসায় একত্রে বসবাস করতে পারব? আমার স্ত্রী যদি খানা পাক করে তবে আমি ও পরিবারের অন্যরা কি সেই খাবার খেতে পারব? যদি একত্রে বসবাস ও তার হাতের রান্না খাওয়া না যায় তবে স্ত্রী-পুত্রদের ব্যাপারে আমার জন্য ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী কী কী দায়িত্ব রয়েছে? বর্তমানে আমার স্ত্রী আমার সাথে পূর্বের ন্যায় বসবাস ও সহবাস করতে ইচ্ছুক, এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বর্তমানে বাস্তব আহলে কিতাব নেই বললেই চলে। এ হিসেবে নামধারী কোনো খ্রিস্টান মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম। পক্ষান্তরে কোনো মহিলা বাস্তব খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী হলেও কোনো মুসলমানের জন্য ওই মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে রাখা পরিবার, সমাজ ও নিজের দ্বীনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই কোনো খ্রিস্টান মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে রাখার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত খ্রিস্টান স্ত্রীকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। ইসলাম সম্পর্কে তার কোনো বক্তব্য থাকলে তার উত্তর প্রদানের জন্য ২-৩ জন আলেমের সহযোগিতা নেবে। সে ইসলামের দাওয়াত কবুল না করলে আলেমদের মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে পৃথক করে দেবে। তার হাতের পাকানো খাবার পরিহার করবে। আর নাবালেগ সন্তান মুসলমান হিসেবে গণ্য হয়ে পিতার সাথে থাকবে। আর স্থানীয় অভিজ্ঞ আলেমের সাথে যোগাযোগ রেখে ইসলামী জীবন গঠনে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখবে। (৭/৯৪৩/১৯৪২)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٥/ ٤٥ : ولو أسلم الزوج وامرأته من أهل الكتاب بقي النكاح بينهما، ولا يتعرض لهما؛ لأن ابتداء النكاح صحيح بعد إسلام الرجل فلأن يبقى أولى، وإن كانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته حتى يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما۔

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢ / ١٧٤ : قال - رحمه الله - (وإذا أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما) وهذا الكلام على إطلاقه يستقيم في المجوسيين؛ لأنه بإسلام أحدهما أيهما كان يفرق بينهما بعد الآباء، وأما إذا كانا كتابيين فإن أسلمت هي فكذلك وإن أسلم هو فلا يتعرض لها لجواز تزوجها للمسلم ابتداء فلا حاجة إلى العرض.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٠٩ : (فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه) لأن في جعله تبعا له نظرا له.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٣ / ٦٣ : جصاص نے احکام القرآن میں شقیق بن سلمہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمانؓ جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا حضرت فاروق اعظمؓ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط لکھا کہ

Scanned by CamScanner

اس کو طلاق دیدو۔ حضرت حذیفہؓ نے جواب میں لکھا کہ کیا وہ میرے لئے حرام ہے، تو پھر امیر المؤمنین فاروق اعظمؓ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عفت و پاکدامنی نہیں ہے۔ اس لئے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانہ میں اس راہ سے فحش و بدکاری داخل نہ ہو جائے۔

নিকাহে ফুজুলী ও তার পদ্ধতি

প্রশ্ন : নিকাহে ফুজুলী কাকে বলে এবং নিকাহে ফুজুলীর নিয়ম-পদ্ধতি কী? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : উকিল বা ওলি নয়, এমন ব্যক্তি অন্য কারো জন্য ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করে নেওয়াকে নিকাহে ফুজুলী বলে। এরূপ বিবাহ যার জন্য করা হয় তার অনুমতির ওপর নির্ভর করে, সে যদি সরাসরি বা কথায়-কাজে সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে এ বিবাহ কার্যকর হবে। (৮/১০২/২০০৯)

📖 مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ٥ / ١٩ : ولو كان عقد النكاح بين فضوليين خاطب أحدهما عن الرجل والآخر عن المرأة فبلغهما فأجازا جاز ذلك العقد؛ لأنه جرى بين اثنين ولو كانا وكيلين كان كلامهما عقدا تاما فكذلك إذا كانا فضوليين يكون كلامهما عقدا موقوفا.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٩٧ : (ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف) على الإجازة (كنكاح الفضولي).

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٩٧ : قال في البحر: الفضولي من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة أو لنفسه وليس أهلا وإنما زدناه أي قوله أو لنفسه ليدخل نكاح العبد بلا إذن إن قلنا إنه فضولي، وإلا فهو ملحق به في أحكامه.

Scanned by CamScanner

অমুসলিম বিধবা নারীকে ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই বিবাহ করা যাবে

প্রশ্ন : একজন হিন্দু মহিলার স্বামী মারা গেছে ৫ বছর পূর্বে। এখন যদি ওই মহিলা মুসলমান হয় তবে তাকে পরের দিন কোনো মুসলমান বিবাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত অমুসলিম মহিলাকে ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই বিবাহ করা জায়েয হবে। বিলম্বের প্রয়োজন হবে না। (৮/১৮৮/২০৫২)

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۵ / ۳۲۲ : ہندو عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر موجود ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے بعد عدت گذارنی ہوگی، عدت کے بعد وہ نکاح کر سکے گی، اور اگر غیر شادی شدہ یا بیوہ ہے تو مسلمان ہونے کے بعد اس سے فورا نکاح ہو سکے گا۔

হিন্দু বিধবা নারী মুসলমান হলে বিবাহ করা বৈধ

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান পুরুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিধবা মেয়েকে (যার সন্তানও রয়েছে) মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করতে পারবে কি না? এরূপ বিবাহ সামাজিকভাবে মেনে নেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : হিন্দু মহিলা বিধবা হোক বা অবিবাহিতা হোক, তার ছেলেসন্তান থাকুক বা নিঃসন্তান হোক, বাস্তবে মুসলমান হয়ে থাকলে তার সাথে যেকোনো মুসলমানের শরয়ী পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। মোহর নির্ধারণকরত দুজন মুসলমান পুরুষ বা একজন পুরুষ দুজন মহিলার উপস্থিতিতে ইজাব কবুল হওয়াই শরয়ী বিবাহ। এভাবে কোনো মহিলার সাথে বিবাহ হওয়ার পর তা সামাজিকভাবে মেনে নিতে আপত্তি নেই। তবে এরপর অন্য কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ করতে দেখা গেলে তাতে বাধাদান এবং আপত্তি জানানো সামাজিক দায়িত্ব। (৯/৬৪৮/২৭৭)

📖 سورة البقرة الآية ٢٢١ : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾

📖 الهداية (النسخة الهندية) ٢ / ١ : قال: " ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف ".

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷ / ۲۳۱ : جواب— ہندہ کا اسلام معتبر اور صحیح ہے اور نکاح اس کا زید کے ساتھ بھی جائز ہے فقط باقی ہندہ کا فرض ہے کہ وہ اپنا پرانا ہنودوانہ طریقہ چھوڑ دے اور اسلام کا طریقہ اختیار کرے۔

পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও নবমুসলিম নারীকে বিবাহ

প্রশ্ন : জনৈক মুসলমান ব্যক্তি বহুদিন থেকে একজন হিন্দু মহিলার সাথে প্রেম-ভালোবাসা করে আসছে। কিন্তু তারা এ যাবৎ অবৈধ মেলামেশায় লিপ্ত হয়নি। বর্তমান ওই মহিলা মুসলমান হয়ে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু তাদের পিতা-মাতা কোনো অবস্থাতেই সন্তুষ্ট নয় যে তারা এরূপ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোক এবং স্পষ্টভাবে এ কথাও বলে দিয়েছে যে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও তাহলে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেব।

উল্লেখ্য, উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অন্য স্থানে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। এমতাবস্থায় উভয়ে তাদের মাতা-পিতার কথা অমান্য করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে কি না?

উত্তর : কোনো বেগানা মহিলার সাথে প্রেম করা গোনাহ ও গর্হিত কাজ। অমুসলিমের সাথে হলে তো আরো মারাত্মক। এরূপ কাজ থেকে আল্লাহর দরবারে খাঁটি তাওবা করা জরুরি। অতঃপর প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় মহিলার স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ আইনগতভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর তাকে বিবাহ করতে কোনো আপত্তি নেই। বরং একজন নবমুসলিমের সাহায্যের নিয়্যাতে তা করলে বহু সাওয়াব পাওয়া যাবে। এরূপ অবস্থায় মাতা-পিতার অহেতুক অসন্তুষ্ট ক্ষতিকর হবে না। অবশ্য ইসলাম গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর বিবাহের প্রস্তাব করতে হবে। ইসলাম গ্রহণ যেন বিবাহের সাথে শর্তযুক্ত না হয়। (৭/১৯৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۳۰۸ : سوال—اگر ہنود کی عورت مسلمان کے ہمراہ مدت تک رہ چکی ہو اور مدت دراز کے بعد اپنی سیاہ کاری سے نادم ہو کر اسلام قبول کرلے اور وہ حاملہ بھی نہ ہو ایسی صورت میں بعد قبول کرنے اسلام کے لڑکے موصوف کے ہمراہ فوراً نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب—اگر عورت کافر ہے تو بغیر اسلام قبول کئے اس سے کسی مسلمان کا نکاح درست نہیں اور جس مسلمان نے اس سے ناجائز تعلق رکھا ہے وہ گنہگار ہے اس کے ذمہ توبہ ضروری ہے.

লা-মাযহাবীর মেয়েকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাবের কোনো আলেমের জন্য লা-মাযহাবী আহলে হাদীসের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মাযহাবী ও অমাযহাবী উভয়েই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মাযহাবীদের সঙ্গে বিশ্বের মুষ্টিমেয় লা-মাযহাবী বা তথাকথিত আহলে হাদীসের সাথে বিয়েশাদি সম্পর্কীয় বহু বিষয়ে মতপার্থক্য প্রকট এবং তাদের একগুঁয়েমি ও বাড়াবাড়ি এত বেশি, যার কারণে উলামায়ে কেরাম ফেতনা ও বিবাদের আশংকায় তাদের সাথে বিবাহ-শাদি নিষেধ করেন। (৪/১৩৩/৬২২)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵ / ۲۶۲ : الجواب—مقلدین اور غیر مقلدین میں بہت سے اصولی وفروعی اختلافات ہیں، یہ لوگ صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، ائمہ اربعہ پر سب وشتم کرتے ہیں اور ان کی تقلید کو جس کے وجوب پر امت کا اجماع ہو چکا ہے ناجائز اور بدعت بلکہ بعض تو شرک تک کہدیتے ہیں، بہت سے اجماعی مسائل کے منکر ہیں... ... ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ نکاحی تعلق قائم کرنا کیسے گوارہ ہو سکتا ہے، یہ فتنہ وفساد کا باعث ہے۔

অসৎ চরিত্রা মহিলার তাওবার পরে বিয়ে হওয়ার পর জানাজানি হলে করণীয়

প্রশ্ন : একজন স্ত্রী লোক অতীতে অসৎ চরিত্রের ছিল। অতঃপর তাওবা করে তার পাপকর্ম হতে ফিরে এল। তাওবার পর একজনের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। কিছুদিন পর তার স্বামী স্ত্রী লোকটির অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারল।
ক. এখন স্বামী কি এ কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে?

Scanned by CamScanner

খ. স্বামী বুঝতে পারল যে বর্তমানে তার স্ত্রী খালেস দিলে তাওবা করেছে, তাহলেও কি সে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে?

গ. তাওবাকারিণী স্ত্রী তার অতীত গোপন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দ্বারা কি স্বামীর হক নষ্ট করেছে?

ঘ. এ রকম কোনো স্ত্রী লোকের যখন বিবাহের প্রয়োজন হয় তখন কি হবু স্বামীকে অতীতের কথা জানানো আবশ্যকীয়? নাকি গোপন রাখবে?

উত্তর : (ক ও খ) যদি স্ত্রী পূর্বের পাপকার্য পরিহার করে তাওবা করে নেয় তাহলে স্বামী জানার পর সে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পূর্বের ন্যায় তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারে। (৪/২৩০/৬৭১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٠ : وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ١٢٥ : اگر وہ عورت توبہ کر لیوے تو اس کو طلاق دینا اور چھوڑنا ضروری نہیں ہے، اور نکاح قائم ہے، در مختار میں ہے وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة.

গ. যদি স্ত্রী অসৎ চরিত্র পরিহার করে তাওবা করে ফেলেছে এমতাবস্থায় তা গোপন রেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে স্বামীর কোনো হক নষ্ট করেনি।

ঘ. কোনো কারণে গোনাহ হয়ে গেলে তা মানুষের কাছে প্রকাশ না করাটাই শরীয়তের শিক্ষা। তাই অতীতের কথা প্রকাশ না করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই শ্রেয়।

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ٢/ ١٤١٩ (٤٢٥٠) : عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب، كمن لا ذنب له».

📖 موطأ الإمام مالك (مؤسسة زايد) ٥/ ١٢٠٥ (٣٠٤٨) : عن زيد بن أسلم، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته. فقال: دون هذا فأتي بسوط قد ركب به فلان فأمر به رسول الله

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا. فليستتر بستر الله. فإنه من يبدي لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله».

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٠٦ : وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٠٦ : (قوله وينبغي إلخ) تقدم في باب الأذان أنه يكره قضاء الفائتة في المسجد وعلله الشارح بما هنا من أن التأخير معصية فلا يظهرها. وظاهره أن الممنوع هو القضاء مع الاطلاع عليه، سواء كان في المسجد أو غيره كما أفاده في المنح.

মানুষের সাথে জিন-পরীর বিবাহ অবৈধ

প্রশ্ন : কোনো পরী জনৈক পুরুষের প্রেমে পড়ে এবং জোরপূর্বক যিনায় লিপ্ত হয়। আর ওই পরীকে ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন তদবির করেও ব্যর্থ হয় বরং উল্টো ক্ষতি হওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির জন্য পরীটিকে বিয়ে করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : মানুষ ও জিন ভিন্ন জাতি হওয়ায় ইসলামী শরীয়তে মানুষের বিয়ে জিনের সাথে সহীহ হয় না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মোতাবেক পরীর সাথে উক্ত পুরুষের বিবাহ সহীহ হবে না। পরী থেকে মুক্তির জন্য সম্ভাব্য তদবির চালিয়ে যেতে হবে এবং এটা অসম্ভব কিছু নয়। (৮/২৬০/২০৮৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥ : في الأشباه عن السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن، وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٧٨ : والأولى أن يقال: إن محلية الأنثى المحققة من بنات آدم ليست من المحرمات، وفي العناية محله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر للذكر والخنثى

Scanned by CamScanner

مطلقا والجنية للإنسي، وما كان من النساء محرما على التأبيد كالمحارم.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ / ۲۹۳ : جنیہ عورت سے نکاح درست نہیں اور اس سے بچنے کے لئے کوئی صورت اختیار کیا جائے۔

সাক্ষী ফাসেক হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিবাহ সম্পাদনের সময় যাদের সাক্ষী নেওয়া হয় তাদের মধ্যে কখনো একজন আবার কখনো উভয়জনই দাড়ি কাটা/ফাসেক হয়। এমতাবস্থায় বিবাহ শুদ্ধ হবে কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য দুজন মুসলমান সাক্ষী থাকা অপরিহার্য। তবে সাক্ষীদ্বয় মুত্তাকি হওয়া শর্ত নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত সাক্ষীদের সামনে সম্পাদিত বিবাহ শরীয়ত মতে শুদ্ধ হবে। (৭/৯৫১/১৯১৫)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣/ ٨٩ : والأصل في هذا الباب أن كل من صلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا فيه فخرج المكاتب فإنه، وإن ملك تزويج أمته لكنه بولاية مستفادة من جهة المولى لا بولاية نفسه ثم النكاح له حكمان حكم الإظهار وحكم الانعقاد فحكم الانعقاد على ما ذكرنا، وأما حكم الإظهار فإنما يكون عند التجاحد فلا يقبل في الإظهار إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر الأحكام كذا في شرح الطحاوي فلذا انعقد بحضور الفاسقين والأعميين والمحدودين في قذف.

চাপের মুখে বিয়ে করলেও তা শুদ্ধ হয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার ভগ্নিপতির সাথে মেয়ে দেখতে যায়। সেখানে যাওয়ার পর মেয়ে দেখে তার পছন্দ হয়নি। তাই সে বলে, এ মুহূর্তে কাবিন বা বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে আরেকটু চিন্তা করতে হবে। কথাটি শুনে ছেলের ভগ্নিপতি ও

Scanned by CamScanner

মেয়েপক্ষ বলে, এভাবে মেয়ে দেখতে এসে ছেলে চলে যায় কিভাবে? এ মুহূর্তে কলমা বা কাবিন হতে হবে। ছেলে অবস্থা বেগতিক দেখে একটি রাত ইস্তেখারার জন্য সময় চায়। কিন্তু তাকে তাও দেওয়া হয়নি। বরং ছেলের ভগ্নিপতি ও মেয়ের পক্ষ এখনই বিয়ে হতে হবে বলে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আর ছেলেও বলে, আমার পক্ষে এখনই বিয়ে করা সম্ভব নয়। এভাবে উভয় পক্ষের মাঝে বাক্‌যুদ্ধ চলে রাত আড়াইটা পর্যন্ত। অবশেষে সেই নিরীহ ছেলেটির শেষ রক্ষা হয়নি। রাত আড়াইটার দিকে তার ভগ্নিপতি বলে এখনই তোমার বিয়ে হবে, অন্যথায় তোমার বোনের তালাক হবে। এ অবস্থা দেখে ছেলে চিন্তা করল যে যদি দেরি করি তবে আমার বোন তালাক হয়ে যাবে। আর এই গভীর রাতে তার জীবনের ওপর হুমকি আসতে পারে তাই জীবন বাঁচাতে মিথ্যা কথাও বলা যায়, এদিকে লক্ষ করে ভীষণ জোর-জবরদস্তির মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাত আড়াইটার পর তৎমুহূর্তে বিয়ে হয়। এরপর ছেলে বাকি রাত চোখের পানিকে সঙ্গী করে কাটিয়ে দেয়। সকালে বাড়ি ফিরে তার অভিভাবকদের ঘটনা খুলে বললে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমাদের প্রশ্ন হলো, এ ধরনের জোর-জবরদস্তির বিবাহ সহীহ হবে কি না? যদি সহীহ না হয় তবে নতুন করে বিবাহের প্রয়োজন আছে কি না? এ ধরনের জালেমের হুকুম কী? খালওয়াতে সহীহা বা দুখুল ছাড়া যদি এই বিবাহ ভেঙে যায় তবে অপরাধী কে? কোনো প্রকার মোহর দিতে হবে? মোহর কে দেবে? জালেমরা, নাকি বর? উক্ত জালেম ভগ্নিপতি বারবার তালাকের কথা বলায় তাদের বিবাহের কোনো ক্ষতি হবে কি না? এখন বর্তমানে কনের ওপর অমানবিক ব্যবহার করছে? এর সমাধান কী হতে পারে? উল্লিখিত বিষয়ে জনৈক আলেম জানতে পেরে আমাকে বললেন, এ ধরনের বিবাহ সহীহ হয়নি, বাতিল ও হারাম।

আমি তাঁর নিকট প্রমাণ চাইলে সে ফতওয়ায়ে দারুল উলূমের ৮ম খণ্ডের ১৩৩ নং পৃষ্ঠায় ১০৪৫ নং প্রশ্নের সাথে উল্লিখিত প্রশ্নের বর্ণনা মিলিয়ে শুধু ছেলের স্থানে মেয়ের পার্থক্য দেখায় এবং ১৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দ্বারা প্রমাণ দেয়। তাই উক্ত উত্তরের ফটোকপি সংযুক্ত করে দিলাম। উক্ত সমস্যার সঠিক সমাধান প্রার্থনা করছি।

📖 فتاوی دار العلوم ۸ / ۱۳۳ : خلاصہ سوال یہ ہے کہ زید مدعی ہے کہ میرا نکاح ہندہ بالغہ کے ساتھ باجازت پدر ہندہ ہوا تھا اور ہندہ رخصت ہو کر میرے مکان پر آئی اور چند بار خلوت بھی ہوئی، ہندہ مدعی علیہ زید مدعی کے ساتھ اپنی رضامندی واجازت سے اس نکاح کا بحلف انکار کرتی ہے اور وطی سے بھی بحلف انکار کرتی ہے کہ کبھی اپنے ساتھ وطی اور دواعی جماع پر قدرت نہیں دی، اور یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جس وقت مجھ کو نکاح کی اطلاع ہوئی میں نے اس سے انکار واظہار نارضامندی کر دیا تھا، اور بعض قرابت دار ہندہ کے اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں تو زید کا ہندہ کے ساتھ نکاح صحیح ہوا یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب—حاصل جواب یہ ہے کہ در مختار میں ہے ولا تجبر البکر البالغة علی النکاح لانقطاع الولایة بالبلوغ الخ پس اس صورت میں جبکہ ہندہ نے بوقت استیذان ونیز بعد نکاح کے اس سے انکار کردیا اور اظہار ناراضامندی کردیا تو وہ نکاح باطل ہوگیا بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت رضیت لم یجز لبطلانه بالرد الخ درمختار۔ پس جبکہ رد کے بعد اگر وہ اپنی رضاء کا بھی اظہار کرے تب بھی نکاح صحیح نہیں ہوتا تو جس صورت میں بالغہ اول سے آخر تک انکار ہی کرتی رہے تو نکاح اس کا کسی طرح صحیح نہیں ہوا اور چونکہ موافق اقرار بالغہ کے وطی نہیں ہوئی تو مہر لازم نہ ہوا، لڑکی کو دوسرے شخص سے اپنی رضامندی کے کفو میں نکاح کرنا درست ہے۔

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় চাপের মুখে হিতাহিত চিন্তা করে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ের পক্ষের প্রস্তাব ওই ছেলের কবুল করার দ্বারা নিকাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। সে শরীয়ত মোতাবেক স্বামী ও মহিলা তার স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে। একমাত্র ছেলের পক্ষ থেকে তালাক প্রদানের দ্বারাই এ বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। সঙ্গত কারণ ছাড়া তালাক দিলে গোনাহ হবে।
এতদসত্ত্বেও দুখুল বা খলওয়াতের পূর্বে তালাকের দ্বারা ছেলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে ওই স্ত্রী নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে। ছেলেকেই এই অর্থ পরিশোধ করতে হবে। উল্লিখিত বিবাহের ব্যাপারে উক্ত আলেমের ফতওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

উল্লেখ্য, কোনো বিহীত কারণ ব্যতীত কাউকে কোনো মহিলার বিবাহের জন্য চাপ সৃষ্টি করা অন্যায় এবং নিরপরাধ কোনো মানুষকে শারীরিক নির্যাতন করা বড় অপরাধ। একের দোষে অপরকে শাস্তি দেওয়াও ইসলামী আইনবিরোধী। এ ধরনের অন্যায়ের সামাজিকভাবে প্রতিকার করা দরকার। "তালাক দেব" বলার দ্বারা তালাক পড়ে না। (৬/১৪৫/১১২৫)

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ٣ / ٤٨٣ : وتصرفات المكره على نوعين منها ما يصح ومنها ما لا يصح، أما الأوّل إذا أكره على النكاح فتزوج صح نكاحه عندنا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٤٤ : ولا يرجع الزوج على المكره بشيء، كذا في التتارخانية.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٠٤ : (و) يجب (نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة).

Scanned by CamScanner

সম্মতিতে বিবাহ হওয়ার পরে অস্বীকার করা গ্রহণযোগ্য নয়

প্রশ্ন : মেয়ের বাবা ঢাকা থাকেন। বালেগা মেয়েকে দাদা বাপের অনুপস্থিতিতে মেয়ের অনুমতিক্রমে বিবাহ পড়ান। বিয়ের পরেও মেয়ে কোনো রকমের অস্বীকৃতমূলক কথা বা কাজ করেনি। কিন্তু পরে তার বাবার রক্তচক্ষু দেখে মেয়ে বলছে–না, আমি এই বিয়েতে রাজি ছিলাম না। অন্যদিকে বলছে, যদি আমাকে ৩২০ শতাংশ বা দুই কানি জমি এবং ৫০,০০০ টাকা দেয় তাহলে আমি এই স্বামীর ঘরে যাব। মেয়ের বাবার বক্তব্যও এ ধরনের। অর্থাৎ বাবাও মেয়ের এ শর্ত সমর্থন করে। এমতাবস্থায় মেয়ের সাথে ছেলের সাক্ষাৎও হয়। কিন্তু এরই কয়েক দিন পর মেয়ের চাচা ঢাকা থেকে বাড়ি যায় এবং এ মেয়েকে পূর্বের বিবাহ থেকে কোনো রকম ছাড়াছাড়ি ব্যতীতই অন্য পাত্রের সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেয়। প্রশ্ন হলো, মেয়ের প্রথম বিবাহ শুদ্ধ হয়েছিল কি না? যদি শুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে কোনোরূপ তালাক ছাড়াই দ্বিতীয় বিবাহের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বালেগা মহিলা যেমনিভাবে নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে, তেমনিভাবে বিয়ের ব্যাপারে তার অনুমতি প্রদানের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব বালেগা মহিলার অনুমতিক্রমে কৃত বিবাহ বা সে বিয়ের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সেটাকে সমর্থন করে নিলে সে বিবাহ সহীহ-শুদ্ধ বলে গণ্য হয়। এরপর সেটাকে অস্বীকৃতি জানালেও তা আর গ্রহণযোগ্য হয় না। প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় উক্ত মহিলার প্রথম বিবাহে তার সম্মতি থাকার প্রমাণ বিদ্যমান থাকায় (যা জমি ও টাকার প্রস্তাবের মাধ্যমে স্পষ্ট) বিবাহ পূর্ণ সহীহ-শুদ্ধ হয়েছে। অতএব বর্তমানে তার এই অস্বীকৃতি অগ্রহণযোগ্য। স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা না হয়ে দ্বিতীয় বিবাহ শুদ্ধ হয়নি বিধায় তাদের পরস্পর মিলন যিনা ও ব্যভিচারের শামিল হবে। অতএব যেকোনো উপায়ে উক্ত মহিলাকে তার আসল স্বামীর নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা অভিভাবকদের ঈমানী দায়িত্ব। (৬/৬৬৩/১৩৮৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢١ : (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢١ : (قوله: ليتحقق رضاهما) أي ليصدر منهما ما من شأنه أن يدل على الرضا إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل.

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٧ : وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف " رحمهما الله "... ... ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷/ ۲۴۰ : سوال-ایک عورت کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کردیا گیا، دوسرے روز لوگوں کے بہکانے سے وہ عورت منکر ہو کر کہتی ہے کہ میرا نکاح بلا مرضی کے جبرا کیا ہے، نکاح صحیح ہے یا نہیں؟
الجواب-اس صورت میں نکاح صحیح ہو گیا کیونکہ زبردستی واکراہ سے ایجاب قبول کرنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔

পিতার অসিয়ত লঙ্ঘন করে কোনো মেয়েকে বিবাহ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির বাবার অসিয়ত ছিল, “খবরদার! তুই অমুক মেয়েকে বিবাহ করিসনে, ওকে বিবাহ করলে আমি রাজি নেই।” এই অসিয়তের কিছুদিন পর বাবা মারা যায়। প্রশ্ন হলো, তার জন্য ওই মেয়েকে বিবাহ করতে শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না?

উত্তর : বিবাহ-শাদি মাতা-পিতার সম্মতি ও সন্তুষ্টি মোতাবেক করা ছেলের নৈতিক ও দ্বীনি দায়িত্ব। মাতা-পিতার অসম্মতির ভিত্তি দ্বীনি ও শরয়ী কারণ হয়ে থাকলে তাদের অসিয়ত অমান্য করে বিবাহ করলে তা শুদ্ধ হলেও গোনাহ হবে। (৬/৭০৪/১৩৯৫)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۴۴۰ : الجواب—نکاح جائز ہے مگر یہ عورت اگر بلاوجہ شرعی باپ کے خلاف مرضی نکاح کرتی ہے تو گنہگار ہوگی، اول تو باپ کو بلا وجہ ناراض کرنا گناہ ہے، اور پھر بلا اجازت ولی نکاح کرنا بھی بے حیائی اور گناہ سے خالی نہیں اگرچہ نکاح درست و صحیح ہو جاتا ہے۔

Scanned by CamScanner

পিতা-মাতার বাধা উপেক্ষা করে কোনো মেয়েকে বিয়ে করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বিবাহের জন্য একটি মেয়েকে পছন্দ করে। কিন্তু তার বাবা-মা কিংবা কোনো একজন ওই বিবাহের প্রতি রাজি নেই। এমনকি তারা বলছে, যদি সে ওই মেয়েকে বিবাহ করে তাহলে তাকে ত্যাজ্যপুত্র হিসেবে ঘোষণা করবে। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন মেয়েকে বিবাহ করতে কোনো সমস্যা আছে কি না? সে ওই মেয়েকে বিবাহ করলে তাকে ত্যাজ্য করে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা বাবা-মায়ের জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী নিষেধাজ্ঞা বা প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও পিতা-মাতার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বিবাহটি না করা ছেলের জন্য কল্যাণকর হবে। এতদসত্ত্বেও এরূপ কোনো বিবাহ হয়ে গেলে ছেলেকে ত্যাজ্য করার অনুমতি মাতা-পিতার জন্য নেই। প্রচলিত নিয়মে সন্তানদের ত্যাজ্য করার ব্যাপারটি শরীয়তসম্মত নয়। এর দ্বারা সন্তান মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয় না। (৬/৭০৪/১৩৯৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۴۳۹ : الجواب- لڑکے کی سعادت اس میں ہے کہ والدین کی اطاعت کرے اور اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو غالب رکھے، لیکن اگر اس کے قلب میں ہندہ کی محبت اتنی گھر کر گئی ہے کہ وہ مجبور اور مغلوب ہو گیا تو پھر والدین کو بھی اس کی رعایت چاہیے،... ... شریعت میں عاق کرنا لغو ہے، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

সিকিউরিটি নিয়ে মেয়ে বিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের কারণে গর্ভ হয়ে যায়। গ্রাম্য মান্যগণ্য লোকদের ফায়সালা অনুযায়ী পরস্পরের বিবাহ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু মেয়ের পক্ষরা ভবিষ্যতে মেয়েকে তালাক বা খারাপ আচরণের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ছেলে থেকে সিকিউরিটি বা গ্যারান্টিমূলক কিছু সম্পত্তি মেয়ের নামে রেজিস্ট্রি করে নিতে চায়। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে সিকিউরিটি হিসেবে মেয়ের নামে সম্পত্তি লিখে নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যিনা-ব্যভিচারের কথা যদি উভয়ে স্বীকার করে বা প্রমাণিত হয় তাহলে সমাজপতিগণ সার্বিক বিবেচনায় ভালো মনে করলে তাদের পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে

Scanned by CamScanner

আবদ্ধ করিয়ে দিতে পারেন। সিকিউরিটিমূলক জমিজমা আমানত রাখা যেতে পারে। (৪/৪২/৩৩৭)

📖 الفتاوى البزازية ٣ / ٤٢٧ : والتعزير باخذ المال أن المصلحة جائزة، قال مولانا خاتمة المجتهدين مولانا ركن الدين أبو يحى الخوارزى ؒ، معناه أن نأخذ ماله ونودعه، فإذا تاب نرده عليه كما عرف فى خيول البغاة وسلاحهم -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٤١ : وصرح السرخسي بأنه ليس في التعزير شيء مقدر بل هو مفوض إلى رأي القاضي لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس مختلفة فيه -

বিবাহের খুতবা দাঁড়িয়ে-বসে উভয়ভাবেই দেওয়া যায়

প্রশ্ন : বিবাহের খুতবা বিবাহ অনুষ্ঠানে বসে না দাঁড়িয়ে পড়তে হয়? দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : বিয়ের খুতবা দাঁড়িয়ে ও বসে উভয় অবস্থায় পড়া যায়। দাঁড়িয়ে পড়ার ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং দাঁড়িয়ে পড়াই সুন্নাত–এ কথার কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। (৬/৮২০/১৪৪৬)

📖 فتاوى محموديہ (زکریا) ١٨/ ٣٢٠ : الجواب—جائز تو کھڑے ہو کر بھی پڑھنا ہے بیٹھ کر پڑھنا بھی ہے، جو شخص کھڑے ہو کر خطبۂ نکاح مسنون کہے دلیل اس کے ذمہ ہے، وہ فقہ وحدیث سے ثبوت پیش کرے، متعدد مواقع پر حدیث شریف میں منقول ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھکر خطبہ پڑھا ہے، مسلم شریف اور الادب المفرد میں حدیثیں موجود ہے، شراح نے اس جگہ لکھا ہے کہ خطبہ جمعہ نہیں تھا۔

Scanned by CamScanner

একাধিক বিবাহের শর্ত

প্রশ্ন : আমরা জানি যে ইসলামে একাধিক বিবাহ করা জায়েয আছে। জানার বিষয় হচ্ছে, একাধিক বিবাহ করার জন্য কোনো শর্ত আছে কি না? নাকি মনে চাইলেই করা যাবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত ওই সব পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছে, যারা স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পারস্পরিক সমতা রক্ষার বাস্তব ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে। পক্ষান্তরে যারা সমতা বিধান তথা ন্যায়বিচার ও হক আদায়ে সমতা সংরক্ষণ করতে অক্ষম তাদের জন্য একাধিক বিয়ের অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। সুতরাং মন চাইলেই একাধিক বিয়ে করা যাবে না, বরং হক আদায় ও সমতা রক্ষার বিধান বাস্তবায়ন করাই একাধিক বিবাহের পূর্বশর্ত। (১০/৯০৭)

🕮 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٣٣٢ : ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله {ذلك أدنى ألا تعولوا} أي: تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجبا ضرورة؛ ولأن العدل مأمور به لقوله عز وجل {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} على العموم والإطلاق إلا ما خص أو قيد بدليل.

🕮 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٢٩٣ : والأصل فيه أن الزوج مأمور بالعدل في القسمة بين النساء ... ... وظاهره أنه إذا خاف عدم العدل حرم عليه الزيادة على الواحدة.

🕮 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢ / ٢٨٧ : قوله تعالى: فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة، ... ... اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ کر سکے اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রী থাকাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহের শর্ত

প্রশ্ন : স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায় তাহলে এর জন্য শরীয়তে কী কী শর্ত?

উত্তর : একাধিক বিবাহ করার জন্য শর্ত হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীদের হক সমানভাবে আদায় করার সামর্থ্য থাকতে হবে, অন্যথায় একাধিক বিবাহের অনুমতি শরীয়তে নেই। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রথম স্ত্রী থেকে অনুমতি নেওয়া জরুরি নয়। (১৮/৫/৭৪১৩)

📖 سورة النساء الآية ٣ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلَّا تَعُولُوا﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٣٤١ : وإذا كانت له امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى وخاف أن لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك وإن كان لا يخاف وسعه ذلك والامتناع أولى ويؤجر بترك إدخال الغم عليها كذا في السراجية.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ /۵۹۳ : شریعت مطہرہ نے مسلمان کے لئے چار تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے قران کریم میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (الآیۃ) لیکن نان نفقہ قسم حسن معاشرہ وغیرہ میں مساوات کو ضروری قرار دیا ہے اسی لئے جو شخص بیبیوں کے درمیان میزان عدل قائم نہیں رکھ سکتا، شریعت نے ایسے شخص کو صرف ایک نکاح کرنے کو کہا... پہلی بیوی سے ثانی کی اجازت شرعا کوئی ضروری نہیں اس کو ضروری قرار دینا خلاف شرع ہے۔

প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিবাহ করা

প্রশ্ন : আমি লন্ডনে অধ্যয়নরত অবস্থায় মুসলিম বিবাহ বিধান মতে মিসেস রেবেকা রহমানকে বিয়ে করি। পরবর্তীতে আমি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করি। আমার বাবা-মা অসুস্থ ও বৃদ্ধ হওয়ায় তাদের পরিচর্যার দায়ভার আমার ওপর পড়েছে। এমতাবস্থায়

Scanned by CamScanner

আমি আমার স্ত্রীকে আমার আবাসস্থলে আসার জন্য বারবার সংবাদ পাঠাই। কিন্তু সে আসেনি। ফলে আমি তাকে তিন মাস অন্তর তিনটি উকিল নোটিশ দিয়েছি। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। প্রশ্ন হলো, এখন আমার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তসম্মত পন্থায় স্ত্রীর সার্বিক হক আদায়ে সক্ষম হওয়ার শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি শরীয়তে আছে। তাই প্রথম স্ত্রীকে বিবাহের সময় তার অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করলে তালাক হওয়ার কোনো কথা না থাকলে প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করতে শরীয়তের কোনো বাধা নেই। বরং নিজের জীবনকে পবিত্র রাখার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিবাহ করা উত্তম। (৯/৯০৯/২৯৪৫)

📖 سورة النساء الآية ٣ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلَّا تَعُولُوا﴾.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٢ / ٥١ : رجل له امرأة اراد أن يتزوج امرأة أخرى إن خاف لا يعدل لا يسعه وإن لم يخف جاز.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح نحو أن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكذا إذا قال: إذا أو متى وسواء خص مصرا أو قبيلة أو وقتا أو لم يخص وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا.

Scanned by CamScanner

باب انعقاد النكاح

পরিচ্ছেদ : বিবাহ সম্পাদনা

প্রবাসীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন করার সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : পাত্র-পাত্রী উভয়ে একে অন্যকে পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের যেকোনো একজন বাংলাদেশে উপস্থিত না থাকার কারণে বিবাহ সম্পাদনে অসুবিধা দেখা দেয়। অথচ পূর্ব থেকে কথা পাকাপাকি হয়ে আছে। প্রশ্ন হলো, ছেলে কিংবা মেয়ে যেকোনো একজন যদি আমেরিকা থাকে এবং একজন বাংলাদেশে থাকে তাহলে তাদের বিবাহ বা আক্বদ করার সহীহ-শুদ্ধ পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : বিবাহের মজলিসে পাত্র-পাত্রী উপস্থিত থাকা বা তাদের উকিলের দ্বারা দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে আক্বদ সমাপ্ত হওয়াই শরীয়তের বিধান। তবে যদি কোনো কারণে তা সম্ভব না হয় তাহলে পাত্রীর পক্ষে পাত্রের স্থানে আক্বদ দেওয়ার জন্য অথবা পাত্রের পক্ষে পাত্রীর স্থানে অত্র আক্বদ কবুল করার জন্য উকিল মনোনীত করে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে আক্বদ সমাপ্ত করে নিতে পারবে। প্রশ্নে উল্লেখ হয়েছে যে পাত্র আমেরিকায় এবং পাত্রী বাংলাদেশে এমতাবস্থায় আক্বদ করতে হলে নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতিদ্বয় হতে যেকোনো একটি অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. পাত্র টেলিফোনে বাংলাদেশে একজনকে তার পক্ষে গ্রহণ করার জন্য উকিল নির্ধারিত করবে। যখন বিয়ের মজলিসে দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে পাত্রীর পক্ষ হতে পিতা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য অভিভাবক বলবে আমি আমেরিকায় বসবাসকারী অমুকের ছেলে অমুককে এত টাকা মোহরে অমুকের অমুক মেয়েকে বিবাহ দিলাম। তখন ওই উকিল বলবে আমি অমুকের পক্ষে কবুল করলাম।

২. পাত্রীর পিতা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অভিভাবক বাংলাদেশ থেকে টেলিফোনে আমেরিকায় তার পক্ষে বিবাহ দেওয়ার জন্য একজন উকিল মনোনীত করবে এবং ওই উকিল ওইখানে বিয়ের মজলিসে বলবে আমি অমুকের মেয়ে অমুকের সাথে দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে অমুকের ছেলে অমুককে বিবাহ দিলাম। আর ছেলে তখনই বলবে কবুল করলাম।

উক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের যেকোনো একটি অবলম্বন করা হলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। (৩/১৮৪/৫৪৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ١٤ : ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين-

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣ / ٢١ – ٢٣ : (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٣١ : ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصالة ينعقد بها بطريق النيابة، بالوكالة، والرسالة؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل، وكلام الرسول كلام المرسل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١ / ١٢٢ : الجواب حامداً ومصلياً، جو شخص امریکہ میں ہے وہاں بذریعہ ٹیلیفون یا دیگر ذرائع (خط تار وغیرہ) سے کسی کو ہندوستان میں اپنا وکیل بنادے کہ وہ اس کی طرف سے فلاں لڑکی کے نکاح کو قبول کرلے، پھر یہاں مجلس نکاح منعقد کی جائے اور قاضی صاحب یا لڑکی کے والد وغیرہ جو بھی نکاح پڑھائیں وہ کہیں کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح فلاں شخص سے جو کہ امریکہ میں ہے کیا اور وکیل کہے کہ میں نے اس لڑکی کو فلاں کے نکاح میں قبول کیا، پس اس سے نکاح منعقد ہو جائیگا اور صحیح ہو جائیگا۔

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহের হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সর্বক্ষেত্রে চলে এসেছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। এমনকি ইসলামের অনেক বিধানেও লেগেছে এই নতুন নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া। যেমন ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ। ইসলামের দৃষ্টিতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহের হুকুম কী? এবং তার মাধ্যমে সহীহভাবে বিবাহের কোনো সুরত আছে কি না?

উত্তর : বিবাহ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহের মধ্য হতে অন্যতম দুটি শর্ত হচ্ছে, ইজাব কবুল একই মজলিসে হওয়া এবং সাক্ষীদের একই মজলিসে ইজাব কবুল নিজ কানে শোনা। ইন্টারনেট পদ্ধতিতে যেহেতু উক্ত শর্তদ্বয় পাওয়া যায় না, তাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহ সহীহ হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে বিবাহ সহীহ হওয়ার পদ্ধতি হলো, বর-কনের পক্ষ থেকে ইন্টারনেট বা অন্য কোনো মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করে বলে দেবে যে অমুকের সাথে তুমি আমার বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরপর উক্ত উকিল দুজন সাক্ষীর সামনে মুয়াক্কিলের পক্ষ থেকে বর/কনের সাথে অথবা তাদের নিযুক্ত উকিলের সাথে ইজাব কবুল করে নেবে, তাহলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। (১৯/১৩৫/৮০৪৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٤ : (قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا؛ وأما الفور فليس من شرطه؛ ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢١ – ٢٣ : (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح.

📖 فيه ايضا ٣ / ٩٦ : (ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصيلا من جانب ووكيلا أو وليا من آخر.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٢ : (قوله: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد بحر والأظهر أن يقول فقالت قبلت إلخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة، تأمل.

(قوله: بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس، وإن كان حاضرا في البلد ط (قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب.

মোবাইলে অডিও বা ভিডিও কলের মাধ্যমে বিবাহ

প্রশ্ন : মোবাইলের মাধ্যমে বিবাহে ইজাব কবুলকারী একে অপরকে দেখতে পায় অথবা দেখতে পায় না উভয় ধরনের মোবাইলের মাধ্যমে বিবাহ করা সহীহ হয় কি না? অথবা ছবি দেখা যায় না কিন্তু ইজাব কবুলকারীর আওয়াজ আশপাশে ৫-৬ জন লোক যদি শুনতে পায় এ ধরনের মোবাইলের মাধ্যমে যদি কেউ বিবাহ করে নেয় তাহলে তাদের বিবাহ সহীহ হবে কি না? যদি না হয় তার কারণ কী এবং বিবাহে ইজাব কবুল ও শাহাদাতের মজলিস এক হওয়া জরুরি কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিবাহের দায়দায়িত্ব একটি মহৎ কাজ ও ইবাদত, যা পুরো জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। এটি বেচাকেনার মতো ক্ষণিকের কোনো চুক্তি নয়। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত তার জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছে। যথা–দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব কবুল একই মজলিসে হওয়া। টেলিফোন-মোবাইল যতই উন্নত হোক না কেন তার দ্বারা এ শর্ত পূর্ণ হতে পারে না বিধায় এভাবে বিবাহ সম্পাদন হবে না। তবে দূর থেকে কোনো ব্যক্তিকে উকিল বানিয়ে দিলে এবং উকিল সাক্ষীর সামনে ইজাব বা কবুল করে নিলে বিবাহ সম্পাদিত হতে পারে। (১২/৯৬২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢١ : (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا).

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ٢ / ٣٠٥ : ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول اس میں شرعی شرائط کے مطابق ممکن نہیں۔ البتہ غیر ممالک میں رہنے والے اگر نکاح کرنا چاہیں تو اس کی یہ صورت ممکن ہے کہ جس شہر میں لڑکی موجود ہو اس شہر کے کسی آدمی کو لڑکا اپنا وکیل بنادے اور اس سے کہدے کہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کردو۔ اب یہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی یا اس کے وکیل کے ساتھ ایجاب و قبول کرلے۔ واللہ اعلم بالصواب

মোবাইলের মাধ্যমে উকিল বানানো শরীয়তসম্মত

প্রশ্ন : জনৈক অবিবাহিত মহিলা কোনো আলেমকে মোবাইলের মাধ্যমে বলে যে হুজুর! আমি অমুক, আমার নাম এই, আমি অমুকের মেয়ে, আপনি আমার পক্ষে উকিল হয়ে অমুক ব্যক্তির সাথে আমার বিবাহ পড়িয়ে দিন। এমতাবস্থায় মাওলানা সাহেব দুজন সাক্ষীর সামনে বিবাহ পড়িয়ে দিলে বিবাহ শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : মোবাইলের মাধ্যমে উকিল বানানো শরীয়তে গ্রহণযোগ্য এবং উক্ত উকিল দুজন শরীয়তসম্মত সাক্ষীর সামনে মুয়াক্কিলের বিবাহের কাজ সম্পন্ন করলে বিবাহ সহীহ হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাওলানা সাহেব দুজন শরীয়তসম্মত সাক্ষীর সামনে উক্ত মহিলার বিবাহ পড়িয়ে দিলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। (১৯/৩০/৭৯৯৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٩٥ : واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل، وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها فتح-

📖 فيه أيضا ٣/ ٩٦ : (قوله وليا أو وكيلا من الجانبين) كزوجت ابني بنت أخي أو زوجت موكلي فلانا موكلتي فلانة قال ط: ويكفي شاهدان على وكالته، ووكالتها وعلى العقد لأن الشاهد يتحمل الشهادات العديدة. اهـ وقدمنا أن الشهادة على الوكالة لا تلزم إلا عند الجحود-

📖 الفتاوى الخانية (أشرفيه) ١/ ٣٤٥ : رجل وكل رجلا ليزوجه فلانة فتزوجها الوكيل صح نكاح الوكيل-

📖 نظام الفتاوی ۳/ ۱۱۹ : ان عبارتوں سے واضح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا شرائط کے نہ پائے جانے کے سبب ٹیلیفون پر نکاح درست نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی بذریعہ ٹیلیفون دوسرے کو عقد نکاح کا وکیل بنادے پھر وکیل اس کی طرف سے بطور نائب ایجاب و قبول کی مجلس میں دو معتبر گواہوں کی موجودگی میں حاضر رہے، بعد ازاں وکیل اپنے موکل کو اس کے حکم کی بجاآوری کی اطلاع کرے اور موکل اس بات کو مان کر نافذ کردے تو عقد نکاح ہوجائیگا اور احناف کے نزدیک لازم بھی ہوگا۔

মোবাইলে বিবাহের সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে মোবাইলের প্রচলন বেশি হয়ে গেছে। তাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে মোবাইলের মাধ্যমে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয থাকে তবে তার সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর : মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিবাহ করলে তা সহীহ হবে না। তবে সহীহ হওয়ার পদ্ধতি হলো, মোবাইল দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বর বা কনের পক্ষে উকিল বানাবে, আর উকিল বিবাহের মজলিসে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মেয়েকে বরের পক্ষ থেকে ইজাব বা কবুল করবে। এতে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে, অন্যথায় নয়। (১৭/২৫৪/৭০২৫)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٤ – ٢١ : ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين، وإن طال كمخيرة، وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر نعم يصح الحط كزيادة قبلتها في المجلس، وأن لا يكون مضافا ولا معلقا كما سيجيء، ولا المنكوحة مجهولة، ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل ... ... (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا).

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٥ / ٤٧ : نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو اور ٹیلیفون پر یہ بات ممکن نہیں، اس لئے ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوتا، اور اگر ایسی ضرورت ہو تو ٹیلیفون پر یا خط کے ذریعہ لڑکا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنادے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کرلے۔

পরের বিয়ে দ্বারা মেয়ের পূর্বের বিয়ে বাতিল হয় না

প্রশ্ন : আমার সাথে একটি মেয়ের সম্পর্ক ছিল। মেয়ের পরিবার অন্য একজন সৌদিপ্রবাসী ছেলের সাথে টেলিফোনে মেয়েকে বিবাহ দেয়। বিয়েতে ছেলের পক্ষ থেকে একজনকে উকিল বানানো হলে সে বিবাহের মজলিসে ছেলের পক্ষ থেকে কবুল বলে। এর মাসখানেক পর মেয়ে আমার সাথে চলে আসে এবং উকিলের মাধ্যমে আমার সাথে কোর্ট ম্যারেজ করে। উকিলের বক্তব্য অনুযায়ী পরের বিয়ে দ্বারা আগের বিয়ে বাতিল হয়ে যায় মনে করে আমরা চার মাস সংসার করি। পরবর্তীতে আমার পরিবার বলে, আমার বিয়ে সঠিক হয়নি। এমতাবস্থায় আপনাদের নিকট এ বিষয়ে শরীয়তসম্মত ফতওয়ার আবেদন করছি এবং ওই মেয়ের সাথে আমার বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার কোনো উপায় আছে কি না?

উল্লেখ্য, বর্তমানে ওই সৌদিপ্রবাসী ছেলের কাছে তালাক চাইলে সে বলে যে আমি বিবাহে অনুমতি দিইনি, তাহলে তালাক দেব কেন?

আরেকটি প্রশ্ন হলো, যদি প্রথম বিয়ে হয়ে থাকে আর ছেলে যদি কিছুতেই মেয়েকে তালাক না দেয় এবং তাকে নিয়ে সংসারও না করে বা মেয়ে যদি তার সাথে সংসার না করে, তাহলে মেয়ের ব্যাপারে শরীয়তের সিদ্ধান্ত কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিবাহ যেমন ছেলে ও মেয়ের ইজাব কবুল দ্বারা সংঘটিত হয় তদ্রূপ ছেলে বা মেয়ের পক্ষ হতে নির্বাচিত উকিল কর্তৃক ইজাব কবুল দ্বারাও সংঘটিত হয়। তাই প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী সৌদিপ্রবাসী ছেলের সাথে উক্ত মেয়ের বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিবাহ মেনে নেওয়ার পর অনুমতি দিইনি বলে অস্বীকার করারা সুযোগ নেই। তাই ওই মেয়ের দ্বিতীয় বিবাহ শরীয়তসম্মত ও বৈধ হয়নি। যত দিন সৌদিপ্রবাসী ছেলে ওই মেয়েকে তালাক না দেবে তত দিন পর্যন্ত সে ওই ছেলের স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে।

কিন্তু সৌদিপ্রবাসী ছেলে যদি মেয়ের সাথে ঘর-সংসার না করে তার ভরণ-পোষণও না দেয় এবং তালাকও না দেয় এবং তালাকের অধিকারও প্রদান না করে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় ওই ছেলেকে তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। প্রথমত, স্ত্রী খোলা করার চেষ্টা করবে, খোলা করতে ব্যর্থ হলে একান্ত অপারগ অবস্থায় আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে মুসলিম আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করার পর ইদ্দত পালন শেষে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। (১৮/৩৩১/৭৬১০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٣١ : ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصالة ينعقد بها بطريق النيابة، بالوكالة، والرسالة؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل، وكلام الرسول كلام المرسل.

📖 التفسير المظهرى (دار إحياء التراث) ٢ / ٢٧٣ : والمحصنات من النساء عطف على أمهاتكم يعنى حرمت عليكم المحصنات من النساء اى ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن ما لم يمت زوجها او يطلقها وتنقضى عدتها من الوفاة او الطلاق.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٨٢

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨ / ١٩٣ : اس صورت میں نکاح صحیح ہے وکیل نکاح اپنے موکل کی طرف سے ایجاب و قبول کر سکتا ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٢٧٧ : جواب—ایسے شوہر سے جس طرح ہو طلاق لی جاوے بعد طلاق کے اور بعد گذرنے عدۃ کے دوسرا نکاح صحیح ہوگا، طلاق سے پہلے دوسرا نکاح کرنا عورت کو درست نہیں ہے ایسے شوہر کے خلاف محکمہ قضاء میں درخواست دیکر مسلمان قاضی یا مسلمان پنچایت سے نکاح فسخ کرا سکتی ہے۔

Scanned by CamScanner

টেলিফোনে উকিল বানিয়ে বিয়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : টেলিফোনের মাধ্যমে বিবাহর শরয়ী হুকুম কী? টেলিফোনের মাধ্যমে উকিল বানিয়ে ছেলে বা মেয়ের পক্ষ থেকে ইজাব কবুলের দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন করার পদ্ধতি কী?

উত্তর : বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য যেহেতু একই বৈঠকে ইজাব কবুলকারী ও দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব কবুল হওয়া শর্ত তাই টেলিফোনের মাধ্যমে সরাসরি বিবাহ হলেও তা সহীহ হবে না।

টেলিফোনের মাধ্যমে উকিল বানিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করার পদ্ধতি হলো, মেয়ে যেখানে অবস্থান করছে সেখানকার কাউকে ছেলে নিজের পক্ষ থেকে উকিল বানিয়ে দেবে এবং তাকে বলে দেবে যে অমুক মেয়ের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দাও। তখন ওই উকিল দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ে বা মেয়ের উকিলের সাথে ইজাব বা কবুল করে নেবে। (১৮/৪৮০/৭৬৯৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢١ : (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا).

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ٢ / ٣٠٥ : ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول اس میں شرعی شرائط کے مطابق ممکن نہیں۔ البتہ غیر ممالک میں رہنے والے اگر نکاح کرنا چاہیں تو اس کی یہ صورت ممکن ہے کہ جس شہر میں لڑکی موجود ہو اس شہر کے کسی آدمی کو لڑکا اپنا وکیل بنادے اور اس سے کہدے کہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کردو۔ اب یہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی یا اس کے وکیل کے ساتھ ایجاب و قبول کرلے. واللہ اعلم بالصواب۔

ছেলে-মেয়ে উভয় পক্ষ উকিলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করতে পারবে

প্রশ্ন : একটি দম্পতির দাম্পত্য জীবনের বয়স তিন বছর। তাদের বিবাহটি হয়েছিল এভাবে যে বালেগা মেয়ে নিজেই তার পক্ষ থেকে একজনকে উকিল নির্বাচন করেছিল মোবাইলের মাধ্যমে। উক্ত উকিল ও ছেলের পক্ষের উকিল দুই পুরুষ সাক্ষীর সামনে ইজাব কবুল করেছে। (সবাই প্রাপ্তবয়স্ক আকেল) এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত বিবাহ সঠিক হয়েছে কি না? এবং তাদের দাম্পত্য সঠিক হয়েছে কি না? প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : একই মজলিসে একপক্ষের উকিল বিবাহের প্রস্তাব করার পর দ্বিতীয় পক্ষের উকিল তার মুয়াক্কেলের পক্ষ থেকে যদি কবুল করে থাকে অর্থাৎ এভাবে বলে যে অমুকের পক্ষে আমি কবুল করলাম। তবে প্রশ্নোক্ত বিবাহ সঠিক বলে গণ্য হবে। অতএব তারা নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে পারবে। (১৭/৩৪৫/৭০৮৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢١ : (قوله: وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقد، أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحر، وإنما فائدتها الإثبات عند جحود التوكيل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ٥٦١ : وإذا وكل رجلا غائبا وأخبره رجل بالوكالة يصير وكيلا، سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا أخبره من تلقاء نفسه أو على سبيل الرسالة صدقه الوكيل في ذلك أو كذبه كذا في الذخيرة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵ / ۴۱ : نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو اور ٹیلیفون پر یہ بات ممکن نہیں، اس لئے ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوتا اور اگر ایسی ضرورت ہو تو ٹیلیفون پر یا خط کے ذریعہ لڑکا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنادے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کرلے۔

লাউড স্পিকারের সাহায্যে আওয়াজ শোনা গেলেও মোবাইলে বিয়ে অশুদ্ধ

প্রশ্ন : 'ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া'য় বলা হয়েছে যে ফোনের লাউড স্পিকারের মাধ্যমে বিবাহের মজলিসে উপস্থিত সাক্ষীগণ ইজাব কবুল একসাথে শুনতে পারলে ফোনে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত বর্ণনা সাপেক্ষে বাস্তবেই বিবাহ সহীহ হবে কি না? যদি হয় তাহলে ইত্তেহাদে মজলিসের ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুসারে বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য দুই পক্ষের ইজাব কবুল একসাথে একই মজলিসে সাক্ষীগণের শোনা পূর্বশর্ত। একই মজলিস ছাড়া শুধুমাত্র ইজাব কবুল শোনার দ্বারা বিবাহ সহীহ হয় না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মোবাইলের মাধ্যমে

Scanned by CamScanner

বিবাহ সহীহ হবে না। 'ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া'র বর্ণনাটি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ফতওয়ার কিতাবের সাথে বিরোধ হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। (১৬/৩২৯/৬৫১২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٣٢ : (وأما) الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٦٩ : (ومنها) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٥ / ٤١ : نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو اور ٹیلیفون پر یہ بات ممکن نہیں، اس لئے ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوتا.

ফোনে বিয়ের পর তালাক ছাড়াই অন্যত্র বিয়ের হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে কেউ কেউ বিদেশ থেকে ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ করে। কোনো কোনো সময় দেখা যায়, স্বামী না আসার কারণে কিছুদিন অপেক্ষা করে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো–

১. মজলিসে উপস্থিত না থেকে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে বিবাহ সঠিক হবে কি না?

২. সঠিক হলে অন্যত্র বিবাহ দেওয়ার পর হুকুম কী?

৩. আর যদি সঠিক না হয় তাহলে ফোনের মাধ্যমে যাদের বিবাহ হয়েছে বর্তমানে সন্তান-সন্ততিও আছে তাদের সন্তানদের হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য একই বৈঠকে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব কবুল হওয়া শর্ত বিধায় ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ হলে তা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে সহীহ হবে না। (১৭/৬৮৬/৭২৬৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٦٩ : (ومنها) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت، أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۴/ ۳۶۹ : نکاح کے انعقاد کے لئے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے مجلس سے غائب ہونے کی صورت میں نکاح نہ ہوگا۔ ...اگر ایسی ضرورت در پیش ہو تو خاوند کسی کو وکیل بنادے وہ وکیل اسکا نکاح کردے پھر فون پر خاوند کو مطلع کردے اور خاوند اجازت دیدے۔

২. যেহেতু বিবাহ শুদ্ধ হয়নি তাই কাজির মাধ্যমে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকরত নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। এমতাবস্থায় সহবাস করে থাকলে ইদ্দত পালনকরত অন্যত্রও বিবাহ দিতে পারবে। আর সহবাস না করলে ইদ্দত পালন করা ছাড়াই অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যাবে। উল্লেখ্য, সহবাস করে থাকলে মোহরে মিছিল ও ধার্যকৃত মোহরের মধ্যে যার পরিমাণ কম স্ত্রী সেটার অধিকার রাখবে।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣١ : (ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود (بالوطء) في القبل (لا بغيره) كالخلوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مهر المثل (على المسمى) لرضاها بالحط، ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد، ولو لم يسم أو جهل لزم بالغا ما بلغ (و)

Scanned by CamScanner

يثبت (لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه دخل بها أو لا).

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٣ / ١٨١ : والمراد بالنكاح الفاسد النكاح الذي لم تجتمع شرائطه كتزوج الأختين معا والنكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة ويجب على القاضي التفريق بينهما كي لا يلزم ارتكاب المحظور واغترارا بصورة العقد كما في غاية البيان وذكر في المحيط من باب نكاح الكافر ولو تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما؛ لأنه وقع فاسدا. اهـ فظاهره أنهما لا يحدان وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل بها.

৩. এটি নিকাহে ফাসেদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় সন্তান-সন্ততি বৈধ বলে বিবেচিত হবে। স্মর্তব্য, যদি বিদেশে অবস্থানরত পাত্র-পাত্রীর পক্ষ থেকে উকিলের মাধ্যমে অন্য পক্ষের উপস্থিতিতে ইজাব কবুল হয়। তারপর উকিল বিদেশে অবস্থানরত পাত্র-পাত্রীকে জানানোর পর তিনি কবুল বলেন তবে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। তখন স্বামীর তালাক ব্যতীত মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে না।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣٣ : (وتجب العدة بعد الوطء) لا الخلوة للطلاق لا للموت ... ... (ويثبت النسب) احتياطا بلا دعوة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٣٦ : قال أصحابنا: لثبوت النسب ثلاث مراتب (الأولى) النكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد: والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۲ / ۲۷۵ : جواب — نکاح باطل وفاسد میں صرف باب عدۃ میں فرق ہے کہ باطل موجب عدۃ نہیں ہے اور فاسد موجب عدۃ ہے بقیہ احکام میں فرق نہیں۔ (۳) اور بعض عبارات میں جو نکاح باطل کی بعض صورتوں میں ثبوت نسب کی نفی کی گئی ہے جس سے باطل وفاسد میں ثبوت نسب میں بھی افتراق معلوم ہوتا ہے وہ صاحبین کے قول پر مبنی ہے۔ جو بعض کے نزدیک مفتی بہ ہے ورنہ امام صاحب تو نکاح محارم میں بھی ثبوت نسب کے قائل ہیں اور اس کو شبہۃ العقد میں داخل کرتے ہیں اور شامی نے باب الحدود میں اسی کی تصحیح نقل کی ہے۔

Scanned by CamScanner

উকিল না বানিয়ে সরাসরি ফোনে বিয়ে অগ্রহণযোগ্য

প্রশ্ন : আমার এক ভাগ্নির ফোনে বিয়ে হয়েছে। উভয় দিকেই সাক্ষী ছিল। তবে কাউকে উকিল বানানো হয়নি। এ বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কী করতে হবে?

উত্তর : বিবাহের মধ্যে ইজাব কবুল একই মজলিসে দুজন সাক্ষীর সামনে হওয়া বিবাহ সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত, অন্যথায় বিবাহ সহীহ-শুদ্ধ হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইজাব কবুল একই সাক্ষীদ্বয়ের সামনে এক মজলিসে হয়নি, তাই উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। এখন পুনরায় সঠিক পদ্ধতিতে বিবাহ করতে হবে। অর্থাৎ বর বা কনে ফোনে কাউকে উকিল বানাবে আর উক্ত উকিল এ প্রস্তাব বিবাহের মজলিসে দুজন সাক্ষীর সামনে অপর পক্ষকে পেশ করবে এবং অপর পক্ষ উক্ত সাক্ষীদ্বয়ের সামনে তা কবুল করে নেবে। তখন বিবাহ সহীহ-শুদ্ধ হয়ে যাবে। (৯/৭৩/২৫১০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٣٢ : (وأما) الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵ / ۴۱ : جواب—نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو اور ٹیلیفون پر یہ بات ممکن نہیں اس لئے ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوتا اور اگر ایسی ضرورت ہو تو ٹیلیفون پر یا خط کے ذریعہ لڑکا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنادے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کرلے.

মেসেজের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব

প্রশ্ন : কোনো মহিলা পুরুষের কাছে অথবা পুরুষ মহিলার কাছে মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় তাহলে চিঠির মতো দ্বিতীয় পক্ষ সাক্ষীদ্বয়ের সামনে কবুল করে নিলে বিবাহ সংঘটিত হবে কি না? না হলে কেন হবে না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মেসেজের মাধ্যমে প্রেরিত বিবাহের প্রস্তাব প্রেরকের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়ার পর) দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে পাঠ করে তা কবুল করলে তখনই তাকে শরীয়তসম্মত বিবাহ বলা হবে। (১৩/২২১/৫১৯৪)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٢ / ٤٩ : ومن كتب كتابا إلى إمرأة بالنكاح يتزوجها ينبغي أن يشهد شاهدين على كتابه فيقرأ عليها ما كتب فى كتابه إليها إنى تزوجتك على كذا ويختم الكتاب ويكتب العنوان ويشهدهما أيضا على الختم والعنوان أنه ختمه وعنوانه ثم يبعثه فاذا وصل الكتاب إليها وشهد شاهدان أن هذا كتاب فلان وختمه وعنوانه وإن فى بطنه ذكر نكاحها متى ظهر أنه كتابه ثم ان المكتوب إليها تدعو بالشهود ويقرأ عليهم الكتاب ثم تزوج نفسها من الكاتب فيجوز بالاتفاق وإن كتب الكاتب ولم يشهد ما فى بطنه لكن اشهد على خاتمه وعنوانه ولم يعلم الشهود بما فى بطنه لا يقبل الشهادة ولا يجوز لها ان تزوج نفسها من الكاتب خلافا لأبى يوسف.

ই-মেইলে বিয়ের সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে ছেলে বিদেশে থাকে আর মেয়ে বাংলাদেশে। তাদের মধ্যে ই-মেইলে বিয়ে হয়। প্রশ্ন হলো, ই-মেইলের মাধ্যমে বিবাহ শুদ্ধ হবে কি না? হলে তার পদ্ধতি কী? আর বৈধ না হলে এ ক্ষেত্রে বিকল্প বৈধ কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছেলে এবং মেয়ে উভয়ে বা তাদের উকিল দুজন সাক্ষী যেন শোনে, এমনভাবে ইজাব কবুল করতে হবে। উভয়ের মাঝে শুধু লেখালেখির মাধ্যমে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। আর ই-মেইল যেহেতু উভয় পক্ষে লেখালেখির বস্তু, তাই এর মাধ্যমে বিবাহ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে না। তবে পাত্রী বা তার অভিভাবকগণ ই-মেইলের মাধ্যমে দূরে অবস্থিত পাত্রকে বিবাহের প্রস্তাব করলে

Scanned by CamScanner

অতঃপর সে ই-মেইলের পত্রটি দুজন সাক্ষীর সামনে পড়ে তা কবুল করলে বিবাহ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। (১৩/২৪৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ /١٢ : ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ /١٢ : وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٦٩ : ولو أرسل إليها رسولا أو كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب؛ جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما.

ইজাব-কবুল লিখিত হলে বিয়ে হয় না

প্রশ্ন : আমি জানি যে আক্বদে নিকাহে একপক্ষ মৌখিক প্রস্তাব দেয় ও অন্যপক্ষ মৌখিক কবুল করার দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়। কিন্তু যদি কোনো ছেলে সাক্ষীদ্বয়ের সামনে একটি মেয়েকে লিখিত দেয় যে "আমি তোমাকে বিয়ে করলাম" অন্যদিকে মেয়েও "কবুল করলাম" লিখে দেয়, তবে কি বিয়ে হয়ে যাবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র লিখিত প্রস্তাব এবং কবুল করার দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় না। তবে অনুপস্থিত একপক্ষ লিখিত প্রস্তাব দেওয়ার পর দ্বিতীয়পক্ষ দুজন শরয়ী

Scanned by CamScanner

সাক্ষীর সামনে লিখিত প্রস্তাবটি শোনানোর পর মৌখিকভাবে কবুল করলে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। (৮/৫৫৮/২২৭৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ۳ / ۱۲ : (قوله: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد. بحر والأظهر أن يقول فقالت قبلت إلخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة، تأمل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۱ / ۲۷۰ : ولا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ۲ / ۲۳۳ : ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل. وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى. وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز.

ইজাব-কবুলের মাঝে দীর্ঘ বিরতি

প্রশ্ন : কোনো বিবাহের আসরে খুতবা, মেয়ের সম্মতি ও কাবিননামায় মেয়ের স্বাক্ষর আনার পর মজলিসে বিবাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের (যথা—কথা ছিল শুধু কাবিন করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে কথাকাটাকাটি) পর ছেলে যদি কবুল করে এবং কাবিননামায় স্বাক্ষর করে তবে কি বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে না এবং তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হবে না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহের পক্ষদ্বয় হতে যদি একপক্ষ "তোমার সাথে বিবাহ দিলাম" বলে আর দ্বিতীয়পক্ষ "কবুল করলাম" বলে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। পক্ষদ্বয়ের এ বাক্যগুলো একসঙ্গে উচ্চারণ করার দরকার নেই।

Scanned by CamScanner

যদি দ্বিতীয় পক্ষের কবুলের পূর্বে স্থান ত্যাগ করা না পাওয়া যায় অথবা অসম্মতির আচরণ পাওয়া না যায় তাহলে ইজাব-কবুলের মধ্যখানে বিলম্ব হলেও অসুবিধা নেই। অতএব উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে বলা হবে। (১৬/৪৫৯)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣/ ٨٣ : فمنها اتحاد المجلس إذا كان الشخصان حاضرين فلو اختلف المجلس لم ينعقد فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا، وأما الفور فليس من شرطه.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٥ : ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧/ ٤٩ : اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين: وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، بأن يتحد مجلس الإيجاب والقبول، لا مجلس المتعاقدين؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجعل المجلس جامعا لأطرافه تيسيرا على العاقدين. فإن اختلف المجلس، فلا ينعقد العقد، فإذا قالت المرأة: زوجتك نفسي، أو قال الولي: زوجتك ابنتي، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يفيد انصرافه عن المجلس، ثم قال: قبلت بعدئذ، فإنه لا ينعقد العقد عند الحنفية. وهذا يدل على أن مجرد الوقوف بعد القعود يغير المجلس. وكذلك إذا انصرف العاقد الأول عن المجلس بعد الإيجاب، فقبل الآخر وهو في المجلس في غيبة الأول أوبعد عودته، لم ينعقد العقد. ويتغير المجلس عند الحنفية بالسير حال المشي أو الركوب على دابة بأكثر من خطوتين، كما يعد نوم العاقدين مضطجعين، لا جالسين، دليل الإعراض عن القبول. لكن لا يشترط الفور في القبول؛ فينعقد العقد وإن طال المجلس.

Scanned by CamScanner

শুধু কাবিননামায় স্বাক্ষর করার দ্বারা বিবাহ হয় না

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি প্রচলন আছে যে বিবাহের পূর্বে কাবিননামা করে থাকে এবং কাবিননামায় ছেলে ও মেয়ে উভয়ে স্বাক্ষর করে থাকে এবং সাক্ষীরাও স্বাক্ষর করে থাকে। উভয়ে উভয়ের পরিচয় জেনে বিবাহের উদ্দেশ্যে কাবিননামায় স্বাক্ষর করে। প্রশ্ন হলো, ইজাব-কবুলের পূর্বে এভাবে কাবিননামায় সকলে স্বাক্ষর করার দ্বারা কি বিবাহ হয়ে যাবে? এবং উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে?

উত্তর : বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য ইজাব-কবুলের বাক্যগুলো সাক্ষীদের সামনে মৌখিকভাবে বলা আবশ্যকীয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে শুধুমাত্র কাবিননামার লেখার ওপর দস্তখতের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। (১০/৩৯০/৩১৪৫)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۱۲ : (قوله: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد بحر والأظهر أن يقول فقالت قبلت إلخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة.

📖 البحر الرائق (ایچ ایم سعید) ۳ / ۸۹ : أن انعقاد النكاح بكتاب أحدهما يشترط فيه سماع الشاهدين قراءة الكتاب مع قبول الآخر.

📖 فيه ايضا ۳ / ۸۷ : الشرط الخاص للانعقاد سماع اثنين بوصف خاص للإيجاب والقبول.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۳۱۵ : شریعت اسلامی میں نکاح دو گواہوں کے سامنے زبانی ایجاب وقبول کا نام ہے، نفس تحریر سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔

লিখিত ইজাব সাক্ষীদের সামনে পড়ে শুনিয়ে কবুল বললে বিবাহ হয়ে যাবে

প্রশ্ন : 'ইসলামী বিবাহ ও যৌতুক প্রথা', নামক বইয়ের ৩১ নং পৃষ্ঠায় 'আদদুররুল মুখতার' কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড ৪৮ নং পৃষ্ঠার রেফারেন্স দিয়ে শরীয়ত মোতাবেক লিখিত বিয়ের একটি মাসআলা লেখা হয়েছে যে "ছেলে/মেয়ে যেকোনো একপক্ষ থেকে লিখিতভাবে ইজাব আসবে, আর উক্ত ইজাব শরীয়ত মোতাবেক সাক্ষীদের সম্মুখে পড়ে শুনিয়ে মৌখিকভাবে কবুল করানো হলেও বিয়ে সম্পাদন হয়ে যাবে।" ধরুন, তাজনুভা

Scanned by CamScanner

আরিফকে লিখল, আমি আমার জন্য এক লক্ষ টাকা মোহরানা ধার্যকরত কোনো প্রকার তালাকের অধিকার পাওয়া ব্যতীত তোমাকে বিয়ে করলাম, তুমি আমার এ ইজাব শরীয়ত মোতাবেক সাক্ষীদের সম্মুখে মৌখিকভাবে কবুল করে নিও, অতঃপর আরিফ সাক্ষীদের সামনে তা পড়ে শুনিয়ে কবুল করল অথবা এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করা হলো, যা উল্লিখিত মাসআলার ভাবার্থের মতোই। তাহলে কি শরয়ীত মোতাবেক তাদের বিয়ে হালাল হয়েছে বলে গণ্য হবে?

উত্তর : 'ইসলামী বিবাহ ও যৌতুক প্রথা' নামক বইয়ে যে পদ্ধতিটি প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে তা শরীয়তসম্মত। (১৭/৪৯১/৭১৪৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٧٣ : ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢٣٣ : ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل. وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى. وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۳۱۳ : جواب — اگرچہ بہتر یہ ہے کہ دونوں عاقدین یا ان کے وکلاء مجلس نکاح میں موجود ہوں لیکن اگر کوئی فریق خود یا اس کا وکیل نہ ہو مگر اس کی طرف سے ایجاب مستند تحریری شکل میں موجود ہو اور فریق ثانی گواہوں کی موجودگی میں قبول کا اظہار کرے تو نکاح درست ہوگا۔

Scanned by CamScanner

বিয়ের অভিনয় করলে বিয়ে হয়ে যায় কি না

প্রশ্ন : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, তিনটি বস্তু ঠাট্টা করে বললেও বাস্তবে হয়ে যায়। এর মধ্যে বিবাহ ও তালাক–এ দুটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত। আমার প্রশ্ন হলো, ছবির শুটিং করতে গিয়ে নায়ক ও নায়িকারা অভিনয় করে পরস্পরে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় পন্থায় সাক্ষী ও কাজির উপস্থিতিতে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রশ্ন হলো, তাদের বাস্তবে তো বিবাহের ইচ্ছা নেই, তা সত্ত্বেও কি বাস্তবে তাদের শরয়ী বিবাহ হয়ে গেছে এবং নায়িকা নায়কের বাস্তবে স্ত্রী হয়ে গেছে?

উত্তর : বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, হিকায়াত বা নকল করার দ্বারা নিকাহ সংঘটিত হয় না এবং তালাকও পতিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী যদি ছবির মূল কাহিনীতে বিবাহ আদান-প্রদানের শব্দ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ থাকে, আর অভিনয়ের সময় হুবহু ওই শব্দগুলোর হিকায়াত ও নকল করা হয় তাহলে এমতাবস্থায় বিবাহ সংঘটিত হবে না। অন্যথায় সকল শর্ত পাওয়া গেলে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। (১০/৩৪৭/৩১৩০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٨ : (قوله أو هازلا) أي فيقع قضاء وديانة كما يذكره الشارح، وبه صرح في الخلاصة معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ، وكذا في البزازية. وأما ما في إكراه الخانية: لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع، كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر، وإن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة، ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا لا يقع ديانة، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا. اهـ ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد أنه يقر بالطلاق هازلا ثم لا يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازلا. وما في الخانية فيما لو أقر به هازلا فلا منافاة بينهما. قال في التلويح: وكما أنه لا يبطل الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل الإقرار بهما هازلا، لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه، حتى لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما تلحق سببا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان، وبالإجازة لا يصير

Scanned by CamScanner

الكذب صدقا، وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل اهـ

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷/ ۱۴۵ : سوال—اگر کوئی شخص ہنسی میں اپنی لڑکی کا نکاح پڑھ دے تو منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں؟

الجواب—اس صورت میں نکاح ہو گیا۔

সাক্ষী ছাড়া ইজাব-কবুল করলে বিয়ে হয় না

প্রশ্ন : এক নাবালেগ মেয়ের বাবাকে এক ছেলে বলল যে কেন আমাকে এত ভালোবাসার নজরে দেখেন? তখন মেয়ের বাবা জবাব দেয় যে তুমি কোনো দিন যেন আমার মনে কষ্ট না দাও এবং মেয়ের নাম নিয়ে বলে যে তাকে যেন তুমি কবুল করো, মানে বিয়ে করো। তখন ছেলে বলল, ঠিক আছে আমি কবুল করলাম। এখন জানতে চাই যে উক্ত কথোপকথনের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে কি না? এরপর ছেলে তার ৪-৫ জন বন্ধুকে এ ব্যাপারে অবহিত করে। পরবর্তীতে এ কথাও জানা গেল যে মেয়ের বাবা ও ছেলে উভয়ে উক্ত মেয়ের বিয়েতে পূর্ণ রাজি।

উত্তর : বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে আদেশমূলক বা বর্তমান-অতীতকাল বোঝায় এমন বাক্য দ্বারা ইজাব-কবুল হওয়া অপরিহার্য। প্রশ্নের বর্ণনা মতে তা পাওয়া যায়নি বিধায় বিবাহ সংঘটিত হয়নি। তাই উভয় পক্ষ রাজি থাকলে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী নতুন করে আক্দ করে নিলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। (৯/৪৬০/২৬৯৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ۳ / ۹ – ۱۰ : (وينعقد) متلبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لأن الماضي أدل على التحقيق (كزوجت) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك (و) يقول الآخر (تزوجت، و) ينعقد أيضا (بما) أي بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو للحال، فالأول الأمر.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ۳ / ۲۱ : (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما. (و) شرط (حضور)

Scanned by CamScanner

شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا)
على الأصح.

''নিকাহে মুয়াক্কাত' সাময়িক বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন : 'নিকাহে মুয়াক্কাত' নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কিতাবের বিশুদ্ধ হাদীস জানতে চাই।

উত্তর : 'নিকাহে মুয়াক্কাত' নিষিদ্ধ হওয়া-সংক্রান্ত হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত হলো :
(১৮/২৮/৭৪৪৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٧٠ (٥١١٥) : أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٦٠ (١٤٠٦) : عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء» -

📖 صحيح ابن حبان (مؤسسة الرسالة) ٩/ ٢٤٧ (٣٩٤٠) : عن قتادة، قال: سمعت أبا نضرة، يحدث قال: كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر، فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر بن الخطاب قال: «إن الله كان يحل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء لما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» -

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٣/ ٢٤٦ ٢٤٧- : قال شيخ الإسلام في الفرق بينه وبين النكاح الموقت أن يذكر الموقت بلفظ النكاح والتزويج وفي المتعة

Scanned by CamScanner

أتمتع أو أستمتع اهـ يعني ما اشتمل على مادة متعة. والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة، وفي الموقت الشهود وتعيينها، ولا شك أنه لا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة الذي أباحه – صلى الله عليه وسلم – ثم حرمه هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار بأن المتحقق ليس إلا أنه أذن لهم في المتعة، وليس معنى هذا أن من باشر هذا المأذون فيه يتعين عليه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما عرف من أن اللفظ إنما يطلق ويراد معناه، فإذا قال تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا أتمتع بك بل أوجدوا معنى هذا اللفظ، ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دمت معك إلى أن أنصرف عنك فلا عقد.

والحاصل أن معنى المتعة عقد موقت ينتهي بانتهاء الوقت فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح الموقت أيضا فيكون النكاح الموقت من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى. ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة – رضي الله عنهم – بلفظ تمتعت بك ونحوه والله أعلم.

স্বামীর অর্পিত ক্ষমতাবলে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিবাহ

প্রশ্ন : একটি ছেলে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, আমি কিছু চিন্তা না করেই তাকে হ্যাঁ বলে দিই। অতঃপর আমাকে তার একটা বন্ধুর বাসায় নিয়ে যায়, যাদের আমি চিনতাম না। তারপর কাজি এল। সে কোথাকার কাজি তাও আমি জানতাম না। বিয়ে পড়ানোর সময় আমাকে বলল, দুজন সাক্ষী থাকবে, কিন্তু আমি তাদের দুজনকে চিনি না। আমাকে যা বলা হচ্ছিল সবই আমি করছিলাম, কিন্তু আমার মনে শুধু আমার পরিবারের কথা আসছিল। কাজি আমাকে বলল, কবুল বলতে আর একটা কাগজে স্বাক্ষর করতে, আমি তা করলাম। তারপর আমার পরিবার যখন বিয়ের কথা জানল তারা আমাকে সেদিনই বাসায় নিয়ে এল। তারপর

Scanned by CamScanner

কয়েক দিন আমাকে অনেক বুঝিয়ে বলেছে যে তারা ভালো পরিবার না, আর সেই পরিবার থেকেও কেউ আমার কোনো খবর নিতে আসেনি। পরে আমি আমাদের পরিবারের কথা শুনে বিশ্বাস করে তালাকের পেপারে সাইন করি। তারপর ২০০৭ ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখে আমার নতুন বিয়ে হয়, যা উভয় পরিবারের সম্মতিতে হয়। বিয়ের কয়েক দিন আগে আমার স্বামীকে জানানো হয় এসব ঘটনার কথা, যা আমার স্বামীর পরিবার জানে না। এখন আমার এক বছরের একটা সন্তান আছে, আর স্বামী-সন্তান নিয়ে আমি বেশ সুখেও আছি। কিন্তু তার পরও আমার আর আমার স্বামীর মনে সন্দেহ লাগে তালাকের কাজ কি পুরোপুরি সঠিক হয়েছে কি না? যদি কিছু অসম্পূর্ণ থেকে থাকে তবে আমি এর সমাধান কিভাবে করতে পারি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার প্রথম স্বামী কাবিনের শর্তাদি লঙ্ঘন করেছেন তা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে ১৮ নং কলামের অর্পিত তালাকের ক্ষমতাবলে আপনার নিজের ওপর তালাক দিয়ে আপনার প্রথম স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা সঠিক হয়েছে। এমতাবস্থায় ইদ্দত পালনকরত নতুন বিবাহ হয়ে থাকলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না। (১৯/২৯৩/৮১৬০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣١٧ : (قوله فلا يتقيد بالمجلس) أما في متى ومتى ما فلأنهما لعموم الأوقات فكأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس، وأما في إذا وإذا ما فإنهما ومتى سواء عندهما، وأما عنده فيستعملان للشرط كما يستعملان للظرف لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك.

📖 تبيين الحقائق (إمداديه) ٢ / ٢٢٢ : (وفي طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة) يعني في قولها طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة في جواب قول الزوج أمرك بيدك بانت بطلقة واحدة.

মেয়ে নিজে কুফুতে বিয়ে করলে অভিভাবকের আপত্তির সুযোগ নেই

প্রশ্ন : আমি আমার ভাবির ছোট বোনকে পছন্দ করি। আমার ভাই ও ভাবি উভয়ে আলেম। আমার ভাবিদের বাপের বাড়ির পরিবার সবাই আলেম। আমার ভাবির বোন কুদুরী পড়ে। আমি তাদের বাড়িতে আমার আব্বা এবং দুলাভাইয়ের দ্বারা বিয়ের প্রস্তাব পাঠাই। কিন্তু তারা রাজি না হয়ে সামনে বিবাহ দেওয়ার ওয়াদা করে। এদিকে আমরা দুজন একপর্যায়ে খুব ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছাই এবং বিবাহের সিদ্ধান্ত নিই। সে এবং আমি

Scanned by CamScanner

উভয়ে শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী বালেগ ও বালেগা। সে আমাকে মোবাইলে তার উকিল বানিয়ে দেয় এবং তাকে বিবাহ করার অধিকার আমাকে দেয়। এরপর আমি একজন আলেম ও একজন মুফতি সাহেবকে সাক্ষী রেখে মসজিদে সুন্নাত তরীকায় বিবাহ সম্পন্ন করি এবং এরপর দৈহিক মিলনও করি।

এখন আমার জানার বিষয় হলো,

১. শরীয়তের মাসআলা অনুযায়ী আমাদের বিবাহের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই তো?
২. তার বাবা যদি পরবর্তীতে কথা না রাখেন তাহলে কি আমাদের বিবাহ ভাঙার ক্ষমতা রাখেন?
৩. আমাদের মিলনের দ্বারা যদি আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়ে যায় তাহলে এর সমাধান কী?
৪. তার বাবা যদি বিবাহ ভাঙার ক্ষমতা রাখেন এবং আমাদের আলাদা করার চেষ্টা করেন, আর মেয়ে যদি তখন আমার কাছে থাকতে চায় আমি কি তাকে স্ত্রীর মর্যাদায় রাখতে পারব?

দয়া করে দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : (১ ও ৩). মহিলা যেহেতু আপনাকে উকিল বানিয়ে দিয়েছে তাকে বিবাহ করার জন্য। আর আপনিও দুজন সাক্ষীর সামনে বিবাহ করে নিয়েছেন তাই শরীয়তের মাসআলা অনুযায়ী আপনাদের বিবাহের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। আর আপনাদের দৈহিক মিলনে যদি সন্তান হয়ে থাকে তাহলে সেটা আপনাদের বৈধ সন্তান হিসেবেই গণ্য হবে। (১৮/৭২৪/৭৮৬১)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣٧ : امرأة وكلت رجلا أن يزوجها من نفسه فذهب الوكيل وقال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة ولم تعرف الشهود فلانة لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها وجدها؛ لأنها غائبة والغائبة لا تعرف إلا بالنسبة ألا ترى أنه لو قال تزوجت امرأة وكلتني بالنكاح لا يجوز.

(২ ও ৪). বাস্তবেই যদি আপনার সাথে মেয়ের 'কুফু' (তথা দ্বীনদারী, অর্থ সম্পদ, পেশা ও মর্যাদায় মেয়ের সমপর্যায়ের) মিলে থাকে, তাহলে মেয়ের অভিভাবক এই বিবাহ ভেঙে দিতে পারবে না এবং আপনি তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রাখতে পারবেন।

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٨٤ : فإن حاصله: أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفء لا يلزم.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ٤٢ : وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵ / ۴۸ : الجواب-لڑکی کا والدین سے بلا اجازت نکاح کر لینا شرافت وحیا کے خلاف ہے تاہم اگر اس نے نکاح کر لیا تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ لڑکا اس کی برادری کا تھا اور تعلیم اخلاق مال وغیرہ میں بھی اس کے جوڑ کا تھا تب تو نکاح صحیح ہو گیا والدین کو بھی اس پر راضی ہونا چاہئے، کیونکہ ان کے لئے یہ نکاح کسی عار کا موجب نہیں اس لئے انہیں خود ہی لڑکی کی چاہت کو پورا کرنا چاہئے.

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لڑکا خاندانی لحاظ سے لڑکی کی برابر کا نہیں... یا ہے تو اس کی برادری کا مگر عقل وشکل، مال ودولت، تعلیم اور اخلاق ومذہب کے لحاظ سے لڑکی سے گھٹیا ہے تو اس صورت میں لڑکی کا اپنی طور پر نکاح کرنا شرعا لغو اور باطل ہو گا، جب تک والدین اس کی اجازت نہ دیں.

মুয়াক্কেলের উপস্থিতিতে উকিল ইজাব বা কবুল করলে বিয়ে সহীহ

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলা একজন পুরুষকে এ মর্মে অনুমতি দেয় যে তুমি আমাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও। পরবর্তীতে বিবাহের মজলিসে মহিলার চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই ও ভগ্নিপতি প্রমুখ উপস্থিত ছিল। মজলিসের পক্ষ থেকে মহিলার কাছে তার ভাতিজাকে বিবাহের অনুমতির জন্য পাঠানো হয় যে তুমি ৫ হাজার টাকা মোহরের বিনিময়ে বিবাহ বসতে রাজি আছো কি না? উত্তরে মহিলা বলে এক টাকাও মোহর না হলেও চলবে। পরবর্তীতে উক্ত পুরুষ মহিলার ভগ্নিপতিকে বলে আমি খুতবা পড়ি, আপনি বিবাহ পড়ান। এরপর ভগ্নিপতি বিবাহ পড়িয়ে দেয়। এ বিবাহের আলোচনা মহিলা পর্দার আড়াল থেকে শোনে। কিন্তু সে মুখে কিছুই বলেনি। বরং সে তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এখন জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় উক্ত বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উপরোক্ত প্রশ্নের বক্তব্য সত্য হলে উক্ত মহিলার বিবাহ শরয়ী দৃষ্টিকোণে সহীহ হয়েছে। (১৮/৯৮৯/৭৯৮১)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٩٦ : (ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصيلا من جانب ووكيلا أو وليا من آخر.

📖 فيه أيضا ٣ / ٦٢ : (فلا) عبرة لسكوتها (بل لا بد من القول كالثيب) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالة كما ذكره بقوله (أو ما هو في معناه) من فعل يدل على الرضا (كطلب مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطء) ودخوله بها برضاها.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٧ / ٤٨ : جواب — عورت بالغہ اگر مرد کو اپنا وکیل بنادیوے کہ تو مجھ سے نکاح کرلے تجھ کو اجازت ہے اور وہ مرد دو گواہوں کے سامنے اپنا نکاح اس عورت سے کرلیوے تو شرعا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔

লোকজনের কাছে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিলে কি বিয়ে হবে

প্রশ্ন : সাবালক ছেলে ও সাবালিকা মেয়ে উভয়ে একে অপরকে পছন্দ করত। একদিন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে শরীয়ত মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। তারপর তারা ছেলের রুমে অবস্থান করে একে অপরকে দুজন দুজনার সম্মতিক্রমে বলে যে আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে স্বামী-স্ত্রী রূপে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বললাম—কবুল। এভাবে তারা প্রত্যেকেই তিনবার করে 'কবুল' বলে। এরপর সাথে সাথেই তাদের নিকটস্থ একই রুমে অবস্থানরত তিনজনকে জানায় যে আমরা এখন বিবাহের কাজ সম্পন্ন করলাম। প্রশ্ন হলো, দুজন সাক্ষীর সামনে কেবলমাত্র ছেলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে স্বীকারোক্তি দেয়; কিন্তু মেয়ে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। এমতাবস্থায় উপরোক্ত ছেলে-মেয়ে শরীয়ত মোতাবেক স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত মতে, বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য দুজন জ্ঞানী সাবালক পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল করতে হয়। যদি কোনো সময় এর ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ সাক্ষীবিহীন ইজাব কবুল হয়, পরবর্তীতে দুজন সাক্ষীর নিকট যদি ছেলে বলে এ আমার স্ত্রী, আর মেয়েও বলে এ আমার স্বামী, তাহলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। প্রশ্নের বর্ণনায় দেখা যায়, সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল হয়নি। প্রশ্নকারীর মৌখিক বক্তব্যে জানা গেল, কেবল ছেলে বলছে আমরা দুজন স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু মেয়ে সাক্ষীদের সামনে কিছু বলেনি। তাই এ বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। (১৭/৪৯৭/৭১৫৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٧٤ : وإن أقر الرجل أنه زوجها وهي أنها زوجته يكون إنكاحا ويتضمن إقرارهما الإنشاء.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٢ / ٤٥٦ : لو تزوج امرأة بغير شهود ثم اقر بالنكاح ... ... انا زوجان لا يجوز ولا يحل ما لم يجد.

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۴ / ۲۹۷ : الجواب۔اگر بطور اخبار یہ کہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے... تو ایسے کہنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، واللہ اعلم

মহিলারা বিয়ের উকিল হতে পারে

প্রশ্ন : বিয়ের উকিল মহিলা হতে পারে কি না? এবং কোনো উকিলের অনুমতি নিয়ে অন্য কেউ উকিল হিসেবে কাজ করতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলা বিবাহের উকিল হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, তবে পর্দার বিধান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখা জরুরি। মুয়াক্কেল যদি তার কাজের দায়িত্ব উকিলের ওপর সীমাবদ্ধ না করে তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়, তাহলে উকিল অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারাও কাজ করাতে পারবে। অন্যথায় পারবে না। (১৬/৪২৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٢٠ : وأما الذي يرجع إلى الوكيل فهو أن يكون عاقلا، فلا تصح وكالة المجنون، والصبي الذي لا يعقل، لما قلنا. وأما البلوغ، والحرية، فليسا بشرط لصحة الوكالة، فتصح

Scanned by CamScanner

وكالة الصبي العاقل، والعبد، مأذونين كانا أو محجورين وهذا عند أصحابنا.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤ / ٥١٤ : وإن كانت الوكالة مطلقة أو عامة بأن قال له: اصنع ما شئت، جاز له توكيل الغير، ويكون هذا الغير وكيلا مع الأول عن الموكل.

মা নিজের মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বিদেশে থাকে। তার ঘরে বিবাহের উপযুক্ত মেয়ে আছে। এমতাবস্থায় মেয়ের পরিবার একটি ছেলেকে পছন্দ করে এবং ছেলেকে জামাই বলে সম্বোধন করে। মেয়েও এতে রাজি। এমনকি মেয়ের মা একদিন মেয়ে, মেয়ের বড় ভাই, খালা ও নানির উপস্থিতিতে ছেলেকে বলে–আমার মেয়েকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম। তোমার বউ তুমি নিয়ে যাও। এমনকি বলে যে তোমার বউ আমাদের ফ্রিজ নষ্ট করেছে, এই ফ্রিজ নিয়ে নতুন ফ্রিজ দিয়ে যাও। ছেলে বলে, আমি গ্রহণ করলাম। আমার বউ হলেই চলবে, ফ্রিজ দরকার নেই। উল্লিখিত সুরতে কি তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কের হুকুম দেওয়া হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষীর উপস্থিতিতে পাত্রী নিজে বা পাত্রীর উকিল বিবাহ দিলাম বলা আর ওই মজলিসে পাত্র বা তার উকিল কবুল করলাম বলা অপরিহার্য। প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় পাত্রীর মা পাত্রীর উকিল হয়ে সাক্ষীদের সামনে বিবাহ দিলাম বলা এবং পাত্রের কবুল করায় বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। আর যদি মা উকিল না হয়ে বিবাহ দিলাম বলে সে ক্ষেত্রে পাত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে বিবাহ সংঘটিত হবে। আর যদি পাত্রীর সম্মতি না থাকে তাহলে বিবাহ সংঘটিত হবে না। (১৬/৪৭০/৬৫৯৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) : ومن شرائط الإيجاب والقبول: ... (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما. (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا).

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣ / ٥٩ : (أو وكيله أو رسوله أو زوجها) وليها وأخبرها رسوله أو الفضولي عدل (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت) ... (فهو إذن).

📖 رد المحتار(سعيد) ٣ / ٥٩ : لأن الضحك إنما جعل إذنا لدلالته على الرضا.

📖 فتاوی محمودیہ(ادارۂ صدیق) ١٠ / ٥١٣ : اگر لڑکی نے بعد عقد اس کو منظور کر لیا ہو قولا ہو یا فعلا یہ نکاح صحیح ہوگا۔

জামাই বলে সম্বোধনের পর আলহামদুলিল্লাহ বললে বিয়ে সংঘটিত হয় না

প্রশ্ন : মেয়ের বাবা অন্য লোকের সামনে কোনো বালেগ ছেলেকে লক্ষ করে বলল, সে আমার জামাই হয়। প্রতিউত্তরে ছেলে বলল, আলহামদুলিল্লাহ (অর্থাৎ সে কবুল করেছে)। এতে কি বিবাহ হয়ে গেছে?
উল্লেখ্য, ঘটনার সময় ওই লোকের মেয়ে নাবালেগা ছিল।

উত্তর : বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য ইজাব তথা একপক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া এবং অপরপক্ষ থেকে কবুল তথা প্রস্তাব গ্রহণ করা জরুরি। যেহেতু প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ইজাব-কবুল করানো হয়নি তাই পিতার বাক্য "সে আমার জামাতা" বলা এবং ছেলে "আলহামদুলিল্লাহ" বলার দ্বারা বিবাহ হয়নি। (১২/৫৮৫/৪০৪৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨ / ٤٨٠ : قال - رحمه الله - (تو زن من شدي) يعني أنت صرت زوجة لي (فقالت المرأة شدم) يعني صرت لم ينعقد النكاح؛ لأن هذا لا يدل على الإيجاب والقبول.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٦٧ : (وأما ركنه) فالإيجاب والقبول، كذا في الكافي والإيجاب ما يتلفظ به أولا من أي جانب كان والقبول جوابه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥/ ٤٠ : الجواب—انعقاد نکاح کے لئے ایجاب وقبول میں ایسے الفاظ کہنا شرط ہے کہ ان سے متعاقدین اور گواہ انعقاد نکاح کا علم رکھتے ہوں۔

Scanned by CamScanner

আক্বদের সময় কনের নামে ভুল করা

প্রশ্ন : বিয়ের আক্বদের সময় মেয়ের পক্ষ থেকে চাচা উকিল হয়ে যে হুজুর বিয়ে পড়িয়েছেন তাঁকে মেয়ের নাম বলার সময় ইয়াসমিনের জায়গায় জেসমিন বলে ফেলেছে। হুজুরও জেসমিন বলেই বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ মেয়ের নাম হচ্ছে আসমা আক্তার ইয়াসমিন এবং ইয়াসমিন বলেই ডাকা হয়ে থাকে। হ্যাঁ, বিয়েতে মেয়ের পিতার নাম এবং কত নাম্বার মেয়ে, তাও স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সমস্যা হলো, নাম বলতে যেই চাচা ভুল করেছেন, তাঁর মেয়ের নামই হচ্ছে জেসমিন। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত ভুলের দ্বারা ইয়াসমিনের বিয়ের মধ্যে কোনো সমস্যা হবে কি না?
উল্লেখ্য, আক্বদের সময় মেয়ে পাশের রুমে উপস্থিত ছিল। তবে পারস্পরিক আলোচনা মেয়ে শুনেছে কি না তা সন্দেহজনক।

উত্তর : শরীয়তের বিধানানুযায়ী বর ও কনের পরিচয় সাক্ষীদের কাছে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হওয়া বিবাহ সহীহ শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত। চাই নির্দিষ্টকরণ নামের মাধ্যমে হোক বা কোনো বিশেষ গুণের মাধ্যমে হোক। বর-কনে পরিচিত হলে বিবাহ সহীহ ও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় বিবাহ শুদ্ধ হবে না। প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী মেয়ের চাচা আক্বদ পড়ানোর সময় তাঁর বাপের নাম এবং কত নাম্বার মেয়ে তা বলাটা মেয়ের পরিচয় স্পষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত। তাই উক্ত বিবাহ সহীহ হয়ে গেছে। (১০/৯১৪/৩৩৯০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٥ : (قوله: ولا المنكوحة مجهولة)

فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة، فينصرف إلى الفارغة كما في البزازية نهر، وفي معناه ما إذا كانت إحداهما محرمة عليه فليراجع رحمتي وإطلاق قوله لا يصح دال على عدم الصحة، ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة منهما بعينها لتتميز المنكوحة عند الشهود فإنه لا بد منه رملي.

قلت: وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود أيضا يصح العقد وهي واقعة الفتوى؛ لأن المقصود نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود، وإن لم يصرح باسمها كما إذا كانت إحداهما متزوجة، ويؤيده ما سيأتي

Scanned by CamScanner

من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفى ذكر اسمها، وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضا.

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۲/ ۱۹۰ : شرط جواز نکاح یہ ہے کہ منکوحہ زوج اور شاہدین کے نزدیک مجہول نہ رہے بلکہ اپنے غیر سے متمیز ہو جائے، خواہ کسی طرح سے امتیاز ہو، پس اگر منکوحہ حاضر ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے، اور اگر غائب ہے تو اگر بدون تصریح نام کے بعض قیود سے اس کی تعیین ممکن ہے تو نام لینے کی حاجت نہیں اور اگر اوصاف سے تمیز نہ ہو تو اس کا نام لینا ضروری ہے بلکہ اگر اس کے نام سے بھی تعیین نہ ہو تو باپ دادے کا بھی ضروری ہے، حاصل یہ ہے کہ رفع ابہام ہو جائے۔

আক্বদের সময় মেয়ের বাপের নামে ভুল করার হুকুম

প্রশ্ন : মেয়ের বিবাহে বাপের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে বাপের নাম ভুল বললে বা না বললে উক্ত বিবাহের হুকুম কী হবে?

উত্তর : পাত্রী যদি স্বামী বা দুজন সাক্ষীর নিকট পরিচিত হয় সে ক্ষেত্রে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য পাত্রীর বাপের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবে উল্লেখ করা ভালো এ ক্ষেত্রে বাপের নাম ভুল উল্লেখ করা হলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। (১৬/৪৯২/৬৬২৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۳/ ۱٤- ۱۵ : ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين، وإن طال كمخيرة، وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر، نعم يصح الحط كزيادة قبلتها في المجلس، وأن لا يكون مضافا ولا معلقا كما سيجيء، ولا المنكوحة مجهولة، ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل-

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۱۵ : قلت: وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود أيضا يصح العقد وهي واقعة الفتوى؛ لأن المقصود نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود، وإن لم يصرح باسمها كما إذا كانت

Scanned by CamScanner

إحداهما متزوجة، ويؤيده ما سيأتي من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفى ذكر اسمها، وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضا .

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۰/ ۵۰۴ : الجواب-جبکہ لڑکی دولہا کے یہاں جاتی ہے اور گواہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو انعقاد نکاح کے لئے اتنی بات کافی ہے... ... والد کے نام کی جگہ ماموں کا نام لکھ دیا گیا ہو، کیونکہ وہ ماموں کی تربیت میں تھا تب بھی نکاح میں خرابی نہیں آئی، والد کے نام کی ضرورت رفع جہالت کیلئے ہوتی ہے جو حاضر میں موجود نہیں ۔

তিনবার কবুল বলানো ও বর-কনের পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়

প্রশ্ন : আমি একটি বিয়ের আক্বদ পড়িয়েছি। বিয়ের আক্বদ কন্যার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় অর্ধশতাধিক মেহমান এবং কন্যার বাবার উপস্থিতিতে আমি উচ্চস্বরে খুতবার পর বরকে সম্বোধন করে এই বলেছি যে মুসাম্মাৎ তাসলিমা আক্তার সুমীকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মোহরের বিনিময়ে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম, আপনি কবুল করেছেন? সে উত্তর বলে, আমি কবুল করেছি। এরপর কাবিননামায় দস্তখত হয় এবং অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। তার দুই দিন পর আমি খবর পেলাম যে আমার বিয়ে পড়ানো শুদ্ধ হয়নি এবং তারা অন্য মৌলভীর দ্বারা পুনরায় আক্বদ পড়িয়েছে। তারা আরো বলছে যে বিয়ে পড়ানোর সময় বরকে সম্বোধন করে বর ও কনের নামসহ পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে তিনবার প্রস্তাব পেশ করতে হবে এবং বর তিনবার কবুল করেছি বলে উত্তর দিতে হবে, অন্যথায় বিয়ে পড়ানো শুদ্ধ হবে না। প্রশ্ন হলো, আমার ওপরে বর্ণিত বাক্যগুলোর দ্বারা বিয়ে পড়ানো শুদ্ধ হয়েছে কি না? যদি শুদ্ধ হয় তাহলে দ্বিতীয় মৌলভীর দ্বিতীয়বার বিয়ে পড়ানোর হুকুম কী? বিয়ে পড়ানো শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের বর্ণিত উক্তিগুলো কতটুকু সত্য? এবং বিয়ে পড়ানোর সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর : শরয়ী বিধান মতে, কনের অনুমতি নিয়ে দুজন পুরুষ সাক্ষীর সামনে বরকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে এবং বর তাদের সামনে তা কবুল করলাম এ কথা বললে আক্বদ সহীহ হয়ে যায়। তিনবার বলার প্রয়োজন হয় না। তবে সাক্ষীগণের নিকট বর-কনে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট হতে হয়। শুধু নামের দ্বারা চিহ্নিত হলে ভালো, অন্যথায় বাবার নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে পরিচয় দিতে হবে। বরের উপস্থিতিতে তার নাম-ঠিকানা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই উক্ত বিষয়ে উপস্থিত জনতার মধ্যে কমপক্ষে দুজনের নিকট শুধু নাম উচ্চারণের মাধ্যমে কনে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হয়ে থাকলে আক্বদ সহীহ হয়ে

Scanned by CamScanner

গিয়েছে। উভয় পক্ষের নাম ও পিতার নাম-ঠিকানা উল্লেখ করা বরকে তিনবার সম্বোধন করা এবং সে তিনবার কবুল করেছি বলার কোনো প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়বার বিবাহ পড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন। এ নিয়ে সংশয় করা হট্টগোল করা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। (৮/১৯৬/২০৬৬)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۱۵ : قلت: وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود أيضا يصح العقد وهي واقعة الفتوى؛ لأن المقصود نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود، وإن لم يصرح باسمها كما إذا كانت إحداهما متزوجة، ويؤيده ما سيأتي من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفى ذكر اسمها، وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضا.

📖 فيه ايضا ۳ / ۲۲ : والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن كانت معروفة عند الشهود على قول ابن الفضل، وعلى قول غيره يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفة عندهم، وإلا فلا وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي مطلقا، ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۹ : (وينعقد) متلبسا (بإيجاب من أحدهما (وقبول) من الآخر.

📖 فتح القدير (دار الفكر) ۳ / ۱۹۲ : ولو زوج غائبة وكيل فإن كان الشهود يعرفونها فذكر مجرد اسمها جاز، وإن لم يعرفوها فلا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ / ۲۵۵ : ... آیا یہ نکاح جو ایک ہی ایجاب وقبول سے ہوا درست ہے یا کہ تین دفعہ ایجاب وقبول ضروری ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب— نکاح ہو جاتا ہے تین دفعہ ایجاب و قبول تکرار کرنے و کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ইজাব-কবুল একবার পড়ানোই নিয়ম

প্রশ্ন : বিবাহ পড়ানোর ব্যাপারে আমাদের ইমাম সাহেব শুধুমাত্র একবার ইজাব-কবুল পড়ান। এতে আপত্তি জানালে তিনি বলেন যে এটাই সঠিক ও শরীয়তসম্মত। একাধিকবার বলার প্রয়োজন নেই। এটি সঠিক কি না?

উত্তর : আপনাদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য সঠিক। বিবাহ সম্পাদনের বেলায় ইজাব-কবুল একবারই যথেষ্ট, একের অধিকের প্রয়োজন নেই। (৭/৪১২/১৭১০)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٩ : (وينعقد) متلبسا (بإيجاب من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لأن الماضي أدل على التحقيق (كزوجت) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك (و) يقول الآخر (تزوجت، و) ينعقد أيضا (بما) أي بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو للحال.

পিতার জন্য কনের অনুমতি সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি বিবাহ মসজিদে অনেক লোকের উপস্থিতিতে শরয়ী সাক্ষী (দুজন পুরুষ)সহ সংঘটিত হয়। কিন্তু মেয়ে থেকে ইজিন তথা অনুমতি নেওয়ার সময় শরয়ী সাক্ষী ছিল না, শুধু পিতা নিজে আপন মেয়ের কাছ থেকে ইজিন এনে বিবাহ পড়িয়ে দেন। এভাবে বিবাহ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী কিছুদিন ঘর-সংসার করে। এখন এলাকার জনৈক মৌলভী সাহেব বলেন যে ইজিনের সময় দুজন সাক্ষী উপস্থিত না থাকায় উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। ফলে এটা নিয়ে এলাকায় সমালোচনার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, মৌলভী সাহেবের ফতওয়া সঠিক কি না? যদি সঠিক না হয় তাহলে এ ধরনের মৌলভীর শরীয়তের দৃষ্টিতে কী শাস্তি এবং কেমন গোনাহ হবে? এখন স্বামী-স্ত্রীর কী করণীয়? আরো জানতে চাই যে সাক্ষীর উপস্থিতি কি শুধু আক্বদে নিকাহের সময় শর্ত না ইজিনের সময়ও জরুরি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আক্বদের পূর্বে কনের পিতা কনের নিকট থেকে বিবাহের ইজিন নেওয়ার সময় সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরি নয়। তবে বিবাহের আক্বদের সময় সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরি। কেননা উল্লিখিত বিবাহের ইজিন মেয়ের পক্ষ থেকে ওকালতির ন্যায়, আর ওকালতির জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করাতে শরীয়তের কোনো ধরনের বাধা নেই।

উল্লেখ্য, মৌলভী সাহেবের প্রদত্ত ফতওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক নয়। ইচ্ছা করে এ ধরনের ফতওয়া দিয়ে থাকলে মারাত্মক গোনাহগার ও অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। আর না জেনে ফতওয়া দেওয়ার অধিকার শরীয়তমতে কারো নেই। (৮/৬৯৭/২৩৩৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٩٥ : واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل، وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها.

📖 الفتاوى التاتارخانية ٣ / ٦٩ : ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود وإنما يكون الشهود شرطا فى حال مخاطبة الوكيل المرأة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢ / ٣٧٥ : دلہن کے سامنے اجازت لیتے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں (ہاں بہتر ہے) البتہ ایجاب وقبول کے وقت جس میں عورت کا وکیل یا ولی موجود ہے گواہوں کا ہونا ضروری ہے.

কনের অনুমতি নেওয়ার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নেই

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় নিয়ম আছে যে বিবাহ পড়ানোর সময় মেয়ের পক্ষ থেকে একজন উকিল এবং দুজন সাক্ষী বা যেকোনো পক্ষ থেকে প্রথমে মেয়ের নিকট থেকে ইজিন নেওয়ার জন্য যায়। তারা মেয়ের নিকট গিয়ে বলে যে অমুকের ছেলে অমুক এত টাকা মোহরানায় তোমাকে বিবাহ করতে চায়, তুমি রাজি আছো কি না? এভাবে মেয়ের নিকট থেকে ইজিন বা অনুমতি নেয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে বিবাহের সময় সাক্ষীর সামনে ইজিন না নিয়ে সাক্ষী ব্যতীত শুধু কোনো মাহরাম বিবাহের সময় বা তার কিছুদিন পূর্বে যদি মেয়ের থেকে বিবাহের অনুমতি নেয় এবং বিবাহের সময় ওই মাহরামের সামনে তার অনুমতি নিয়ে ইমাম সাহেব বিবাহ পড়ায় তাহলে বিবাহ হবে? না শুধু ওই মাহরাম থেকে ইজাব নিলে চলবে যে মেয়ের থেকে অনুমতি নিয়েছিল?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আক্বদের পূর্বে কনের পিতা বা যেকোনো মাহরাম ব্যক্তি কনের কাছ থেকে অনুমতি নিলে এবং আক্বদের মজলিসে ওই মাহরাম ব্যক্তির অনুমতিক্রমে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ পড়ালে বিবাহ সহীহ-শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে মেয়ের কাছ থেকে পুনরায় অনুমতি নিতে হবে না। পূর্বের অনুমতিই যথেষ্ট হবে। আর মাহরাম ব্যক্তি মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার সময় সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। (৮/৯৭০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٩٥ : واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل، وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٣١ : ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصالة ينعقد بها بطريق النيابة، بالوكالة، والرسالة؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل، وكلام الرسول كلام المرسل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٩٨ : الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره فإن فعل فزوج الثاني بحضرة الأول جاز، كذا في فتاوى قاضي خان في كتاب الوكالة.

📖 فيه ايضا ١ / ٢٩٤ : يصح التوكيل بالنكاح، وإن لم يحضره الشهود.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢ / ٣٧٥ : دلہن کے سامنے اجازت لینے کے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں (ہاں بہتر ہے) البتہ ایجاب وقبول کے وقت جس میں عورت کا وکیل یا ولی موجود ہے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔

কনের অনুমতি নেওয়ার শরয়ী পদ্ধতি

প্রশ্ন : ইজাব কবুলের সময় মেয়ের থেকে ইজিন বা অনুমতি নেওয়ার শরয়ী পদ্ধতি কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মেয়ে নাবালেগা হলে তার ইজিনের প্রয়োজন হয় না। বালেগার সামনে পাত্রের সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করে তার সাথে বিয়ের কথা পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। এরপর মুখে সম্মতি প্রকাশ করলে ভালো, অন্যথায় কুমারী মেয়ের ইজিন গ্রহণকারী শরয়ী অভিভাবক হলে তখন তার চুপ থাকাও ইজিন বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে মেয়ে সাইয়েবাহ তথা পূর্বে বিবাহিতা ছিল, এমন হলে তার মৌখিক অনুমতি নেওয়া জরুরি। (১০/৫৭১)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣ / ١١١ : قوله ولا تجبر بكر بالغة على النكاح... ... وإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «البكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت» ولأن حيثية الرضا فيه راجحة؛ لأنها تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد والضحك أدل على الرضا من السكوت. والأصل أن سكوت البكر للاستئمار وكالة وللعقد إجازة.

📖 فيه ايضا ٣ / ١١٥ : (قوله وإن استأذنها غير الولي فلا بد من القول كالثيب) أي فلا يكفي السكوت؛ لأنه لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٣ / ٢٢١ : باپ اپنے لڑکی سے کہدے کہ فلاں لڑکے سے اتنے مہر پر میں تمہارا نکاح کرتا ہوں تم کو منظور ہے؟ اس پر اگر لڑکی صاف اجازت دیدے یا خاموش رہے یعنی عدم رضا ظاہر نہ کرے تو بس اتنی بات کافی ہے اس کیلئے شاہدوں کی ضرورت بھی نہیں، پھر باپ جب مجمع میں ایجاب وقبول کرائے یا اس کی اجازت سے قاضی ایجاب وقبول کرائے تو نکاح بلا تکلف صحیح ہو جائیگا۔

কবুলের সময় ইনশাআল্লাহ বলা

প্রশ্ন : জনৈক ছেলে-মেয়ের বিবাহ পড়ানো হয়। বিবাহ পড়ান একজন আলেম। শরীয়তের সকল শর্ত মেনে বিবাহ পড়ানো হয়েছে। কিন্তু ঘটনা হলো, মেয়ের পক্ষ থেকে ইজাব হওয়ার পর বিবাহ পড়ানেওয়ালা আলেম ছেলেকে বলল, তুমি বলো, কবুল করলাম! ছেলে কবুল করতে গিয়ে বলে, আমি কবুল করলাম ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে ছেলেটির ইনশাআল্লাহ বলার দ্বারা 'তালীক' করার ইচ্ছা ছিল না। বরং খুশির মুহূর্তে আলহামদু

Scanned by CamScanner

শিল্লাহ না বলে হঠাৎ মুখে ইনশাআল্লাহ এসে গেছে। ইনশাআল্লাহ দ্বারা ছেলেটি তার কবুলকে দৃঢ় করতে চেয়েছে, বরকত হাসিল করতে চেয়েছে। প্রশ্ন হলো, ছেলে কবুল বলার সময় ইনশাআল্লাহ যুক্ত করা সত্ত্বেও বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে কি না? আর উক্ত বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশার হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহের প্রস্তাব কবুল করার সময় যেকোনো নিয়্যাতে ইনশাআল্লাহ সংযোগ করা হলে বিবাহ সংঘটিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহটি শুদ্ধ হয়নি। বর্তমানে ঘর-সংসার করতে হলে মোহর নির্ধারণ করে নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। আর বিগত দিনে ভুলবশত বিবাহ সঠিক মনে করে স্বামী/স্ত্রীসুলভ আচরণের কারণে তাদের গোনাহ হবে না। (৭/৪৩২/১৬৭৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٦ : وعن الحلواني: كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع، بخلاف ما لا يختص به كالصوم لا يرفعه.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥٥٤ : (ولا يشترط) فيه (القصد ولا التلفظ) بهما، فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع.

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٤/ ١٣٦ : وكل من لم يوقف له على مشيئة لم يقع إذا كان متصلا فلا يفتقر إلى النية، حتى لو جرى على لسانه من غير قصد لا يقع.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٨ : (قوله: وصح نكاح حبلى من زنى) أي عندهما. وقال أبو يوسف لا يصح والفتوى على قولهما، كما في القهستاني عن المحيط. وذكر التمرتاشي أنها لا نفقة لها وقيل لها ذلك، والأول أرجح؛ لأن المانع من الوطء من جهتها بخلاف الحيض لأنه سماوي بحر عن الفتح (قوله: حبلى من غير إلخ) شمل الحبلى من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين.

Scanned by CamScanner

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤ / ٢٧ : الشبهة في المحل: وتسمى أيضا الشبهة الحكمية وشبهة الملك: وتنشأ عن دليل موجب للحل في المحل، فتصبح الحرمة القائمة فيها شبهة أنها ليست ثابتة، نظرا إلى دليل الحل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك . فلا يجب الحد لأجل شبهة وجدت في المحل وإن علم حرمته؛ لأن الشبهة إذا كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنى فامتنع الحد؛ لأن الدليل المثبت للحل قائم، وإن تخلف عن إثباته لمانع فأورث شبهة.

Scanned by CamScanner

باب النكاح الفاسد والباطل

পরিচ্ছেদ : অশুদ্ধ ও অবৈধ বিবাহ

স্বামী মারা যাওয়ার ৪৫ দিন পরে স্ত্রী বিয়ে করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একটি মেয়ের বয়স ২৫ বছর। তার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার ৪৫ দিন পরে একজন দাখিল মাদ্রাসার মাওলানার মাধ্যমে আপন দেবরের সাথে বিবাহ পড়ানো হয়। তারা প্রায় দুই মাস যাবৎ ঘর-সংসার করছে। আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত বিবাহ শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয়ে থাকে তাহলে এখন করণীয় কী? যে আলেমের মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো হয়েছে বা যিনি জায়েয বলেছেন শরীয়তে তাঁর ব্যাপারে কী হুকুম?

উল্লেখ্য, স্বামীর ইন্তেকালের ৪৫ দিন পর বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীর দুই হায়েজ অতিক্রম হয়েছিল।

উত্তর : ইসলামে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যথা–অন্যের স্ত্রী না হওয়া অথবা তালাক বা মৃত ব্যক্তির ইদ্দতের মধ্যে না হওয়া। প্রশ্নে উল্লিখিত মহিলার স্বামী যেহেতু সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে তাই স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা না হলে তার ইদ্দত হলো ৪ মাস ১০ দিন। এই ইদ্দতের ভেতর অন্যের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। যে ব্যক্তি এই মহিলাকে নিয়ে সংসার করছে সে অবৈধ কাজে লিপ্ত। আর জেনে-শুনে যে ব্যক্তি এ বিবাহ পড়িয়েছে সেও জঘন্যতম অপরাধ করেছে। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেবে। আর অবৈধ কাজ ছেড়ে দিয়ে ৪ মাস ১০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (১২/৭০/৩৮৩০)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٤ : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٨٣ : وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر " لقوله تعالى: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح، كذا في البدائع.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣١ : ومثله تزوج الأختين معا ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷/ ۲۲۹ : پس عدۃ میں نکاح کرنے کی وجہ سے جو گنہ ہوا اس سے توبہ کریں اور عدت گذرنے کے بعد پھر نکاح کر لیویں اس میں شرعا کچھ ممانعت نہیں ہے۔

কারো বিবাহিতা স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : প্রাপ্তবয়স্ক একটি ছেলে দুজন মুসলমান সাক্ষীর সামনে এক সাবালক নারীকে লক্ষ করে বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম, তুমি বলো কবুল! ছেলে বারবার বাক্যটি উচ্চারণ করলে মেয়ে বলে ওঠে কবুল। অতঃপর তারা কিছুদিন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দাম্পত্য জীবন যাপন করে। কিছুদিন পর তাদের মাঝে সামান্য কিছুদিনের দূরত্ব হওয়ায় মেয়ের মা-বাবা তাকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দেয় এবং কিছুদিন পর মেয়ের পেটে বাচ্চা চলে আসে। প্রশ্ন হলো, প্রথম বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে কি না? এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করা মেয়ের জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বিবরণে প্রথম বিবাহটি সঠিক ও শরীয়তসম্মত হয়েছে। উক্ত স্বামীর বৈধ স্ত্রীকে তালাকবিহীন অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর বিবাহ দিলেও বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ হবে না। সুতরাং এই মেয়ের জন্য দ্বিতীয় স্বামীর ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ হবে এবং এই মেয়ের গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেবে ওই সন্তান তার প্রথম স্বামীর সন্তান বলে বিবেচিত হবে। (১২/৯২৫/৫১১৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٩ : (وينعقد) متلبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر.

📖 فيه ايضا ٣ / ٢١ : (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا).

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳/ ۲۷۳ : کسی دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک پہلا شوہر طلاق نہ دیدے اور مدخولہ ہونے کی صورت میں عدت نہ گذر جائے۔

তালাক গ্রহণ ব্যতীতই অন্যত্র বিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : একজন মহিলার স্বামী বিদেশে থাকে। সে দীর্ঘ পাঁচ বছর দেশে আসেনি এবং স্ত্রীর কোনো খবরও নেয়নি। ফলে ওই মহিলা অন্য পুরুষের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে বিয়ে করে নেয়। এ খবর তার প্রথম স্বামী শোনার পর বলে আমি তাকে রাখব, তালাকও দেব না। আজ দীর্ঘ আট বছর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করে আসছে। এ সংসারে তার চারটি সন্তান রয়েছে। ইতিমধ্যে মহিলাটি প্রথম স্বামীর নিকট কাজির মাধ্যমে তালাকনামা পাঠিয়েছে। প্রকাশ থাকে যে এ সকল ঘটনার কোনো পর্যায়ে তালাক দেওয়া-নেওয়ার কোনো কথাই হয়নি।
প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় স্বামীর কী করণীয় এবং প্রথম স্বামী থেকে তালাক নেওয়ার কোনো পদ্ধতি আছে কি? দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে জন্ম নেওয়া সন্তানগুলোর কী হুকুম? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম ও মারাত্মক গোনাহ। এ বিবাহ অবৈধ ও অশুদ্ধ এবং ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবে।
তাই প্রশ্নে উল্লিখিত মহিলা ও দ্বিতীয় স্বামীর পরস্পর বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। তাই তারা এখনই পৃথক হয়ে যেতে হবে এবং উক্ত মহিলাকে প্রথম স্বামীর নিকটই ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রথম স্বামী তাকে রাখতে ও তালাক দিতে অসম্মত হলে উভয় পক্ষের মুরব্বিগণের মাধ্যমে মীমাংসা করার চেষ্টা করবে, অন্যথায় কোর্টের মাধ্যমে প্রথম স্বামী থেকে পৃথক করে নেবে। শরয়ী পন্থায় প্রথম স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার পর ইদ্দত শেষে দ্বিতীয় স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তানগুলো দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান বলেই বিবেচিত হবে। (১১/৩৭৭/৩৫৬৩)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٥٢ : (غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا) ثم جاء الزوج الأول (فالأولاد للثاني على المذهب) الذى رجع إليه الإمام وعليه الفتوى كما في الخانية والجوهرة والكافي وغيرها. وفي حاشية شرح المنار لابن الحنبلي. وعليه الفتوى إن احتمله الحال، لكن في آخر دعوى الجمع حكى أربعة أقوال ثم أفتى بما اعتمده المصنف، وعلله ابن مالك بأنه المستفرش حقيقة، فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدا .

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٥٢ : وإنما وضع المسألة في الولد إذ المرأة ترد إلى الأول إجماعا. اهـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٥٩ : رجل غاب عن امرأته فتزوجت بزوج آخر، ودخل بها فعاد الزوج الأول فرق القاضي بينها وبين الزوج الثاني، وكان عليها العدة، ولا نفقة لها في عدتها لا على الأول، ولا على الثاني.

ইদ্দতকালীন অন্যত্র বিয়ে ও সন্তানের বিধান

প্রশ্ন : এক মহিলার বিবাহের ২১ দিন পর তার স্বামী মারা যাওয়ার পর ইদ্দত পালন করার পূর্বে এক মাওলানা সাহেব তাকে অন্যের সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেয়। স্বামী-স্ত্রী মিলনের পর সেই মহিলা থেকে বাচ্চা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এমন বিবাহ শরীয়তে বৈধ কি না? সেই মাওলানা সাহেবের শরীয়তের দৃষ্টিতে শাস্তি কী? যদি এই বিবাহ শরীয়তে বৈধ না হয় তবে তা বৈধ করার উপায় কী? এতে জন্মগ্রহণকৃত বাচ্চা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : ইদ্দত পালনরত মহিলার বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য বলে বিবেচ্য। এ ধরনের বিবাহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিবাহ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ওই বিবাহ সংঘটিত হবে না। তাই তাদের বিবাহ শরীয়তের আলোকে বৈধ হয়নি। জেনে-শুনে এ ধরনের অবৈধ কাজে সংশ্লিষ্ট সবাই গোনাহগার হবে। এখন তাদের জন্য তাওবা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। শরীয়তের হুকুম জানার সাথে সাথেই তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া অপরিহার্য। পরবর্তীতে ইদ্দত পালন করার পর পুনরায় তারা চাইলে বিবাহ বন্ধনে

Scanned by CamScanner

আবদ্ধ হতে পারে। বিবাহ অবৈধ হলেও এতে জন্মগ্রহণকৃত সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর বলেই গণ্য হবে। (১০/৯২০/৩৩৮৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥١٦ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته ... ... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٨ : ومنها أن لا تكون معتدة الغير لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} أي: ما كتب عليها من التربص ... ولأنه لا يجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة، ومعلوم أن خطبتها بالنكاح دون حقيقة النكاح فما لم تجز الخطبة فلأن لا يجوز العقد أولى، وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٣١ : (قوله في نكاح فاسد) وحكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد، فيسقط الحد ويثبت النسب ... (قوله كشهود) ومثله تزوج الأختين معا ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٣٠ : ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول.

তালাক গ্রহণ ছাড়াই দুজনের সাথে বিয়ে ও সন্তানের বিধান

প্রশ্ন : ফাতেমা নামক একজন মহিলা খালেদের সাথে বিবাহ করার পর কিছুদিন অতিবাহিত হলে খালেদের তালাক দেওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বসে। এ অবস্থায় কিছুদিন চলার পর দ্বিতীয় ব্যক্তির তালাকবিহীন তৃতীয় এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বসে এবং তার থেকে দুটি সন্তান হয়। পরে তৃতীয় স্বামীর মনে সন্দেহ হলে এলাকার জনৈক আলেমের শরণাপন্ন হয়। তিনি পরামর্শ দেন যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে বলো আগের দুই স্বামীকে তালাক দিয়ে দিতে। পরামর্শ অনুযায়ী তালাক দিলে ওই আলেম তাদের মধ্যে দ্বিতীয়বার আক্বদ পড়িয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, ফাতেমার

Scanned by CamScanner

তৃতীয় স্বামীর সাথে আক্বদ সহীহ হলো কি না? না হলে শরীয়ত অনুযায়ী কিভাবে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট রাখা যাবে? এবং সন্তানগুলোকে জারজ সন্তান বলা যাবে কি না?

উল্লেখ্য, দুই সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তান তৃতীয় স্বামীর ঘরে তার সাথে প্রথম বিবাহের পর দ্বিতীয় বিবাহের আগেই জন্মগ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় সন্তান তৃতীয় স্বামীর ঘরে তার সাথে দ্বিতীয় আক্বদের আনুমানিক দুই বছর পর জন্ম নেয়।

উত্তর : পূর্বের স্বামীর তালাক না পাওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। সব বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার পরের সব কটি বিবাহ অকার্যকর এবং তৃতীয় স্বামীর সাথে দ্বিতীয়বারের যে বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে তাও শরীয়তসম্মত নয়। কারণ মহিলার তালাকের ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায় প্রথম স্বামীর তালাক ব্যতীত কোনোক্রমেই এ মহিলাকে কেউ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না। অজান্তে তার সাথে স্ত্রীসুলভ ব্যবহার করে থাকলে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে জানামাত্রই তাকে পৃথক করে দিতে হবে। আর ওই মেলামেশার দ্বারা যে সন্তান জন্ম হয়েছে তা স্ত্রীরূপে ব্যবহারকারীর সন্তান বলে গণ্য হবে। (৪/৩০২/৬৮২)

📖 تفسير الجلالين (دار الحديث) ص ١٠٤ : {وَ} حرّمت عليكم {الْمُحْصَنَات} أي ذوات الأزواج {مِن النِّسَاء} -

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٨ : ومنها أن لا تكون منكوحة الغير، لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء}.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣٢ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

📖 فيه ايضا ٣ / ١٣٢ : والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه، ولذا لا يثبت النسب ولا العدة.

অন্যের স্ত্রীকে স্বামীর বর্তমানে বিয়ে করলে তা বিয়ে হয় না

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে এক মেয়ের একটি ছেলের সাথে প্রেম ছিল। ঘটনাক্রমে মেয়ের পিতা জানতে পেরে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দেয়। কিন্তু সে স্বামীর সাথে কিছুদিন

Scanned by CamScanner

সংসার করার পর পূর্বের প্রেমিকের সাথে পালিয়ে কোর্টে গিয়ে বিবাহ করে ফেলে। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় তার দ্বিতীয় বিবাহ কি সহীহ হয়েছে? যদি প্রথম স্বামী দ্বিতীয় বিবাহের খবর শুনে মহিলাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাদের দ্বিতীয় বিবাহ সহীহ হবে কি না? আর যদি তালাক না দেয় তাহলে এর হুকুম কী?

উত্তর : বিবাহিতা মহিলাকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম। এ ধরনের বিয়ে শরীয়তের আলোকে বিয়ে হিসেবে গণ্য হয় না। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মহিলা কোর্টে গিয়ে দ্বিতীয় যে তথাকথিত বিবাহ করেছে, তা সম্পূর্ণ অবৈধ। প্রথম স্বামী তালাক দিলেও এ বিবাহ সহীহ হবে না। এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা যাবে না। তবে প্রথম স্বামী তালাক দেওয়ার পর তালাকের ইদ্দত পালন শেষে নতুনভাবে মোহর নির্ধারণ করে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে বিবাহ করলে তখনই ওই মহিলা তার স্ত্রী হিসেবে শরয়ীভাবে স্বীকৃত হবে, এর পূর্বে নয়। (৯/৫৫৬/২৭৪৪)

📖 تفسير الجلالين (دار الحديث) ص ١٠٤ : {وَ} حرّمت عليكم {الْمُحْصَنَات} أي ذوات الأزواج {مِن النِّسَاء} -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٠ : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣٣ : بل يجب على القاضي التفريق بينهما (وتجب العدة بعد الوطء) لا الخلوة للطلاق لا للموت (من وقت التفريق) أو متاركة الزوج .

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٢٨٠ : (قوله بل يجب على القاضي) أي إن لم يتفرقا (قوله وتجب العدة) ظاهر كلامهم وجوبها من وقت التفريق قضاء وديانة.

📖 فتاوى محموديہ (زکریا) ١٠ / ٣١٦ : اگر نکاح کر دیا ہے تو نکاح بالکل درست نہیں ہوا، فورا ان کو علیحدہ کر دیا جائے جب تک شوہر طلاق نہ دے یا شرعی طور پر تفریق نہ ہو جائے، دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا۔

অন্যের স্ত্রী হয়ে পরপুরুষের সাথে বিবাহ

প্রশ্ন : জনৈক স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবন বর্তমান ২ বছর ৩ মাস। বিবাহের সময় স্ত্রীর বয়স ছিল ১৩ বছর ৪ মাস। বিবাহের কাবিন হয়নি। বিবাহের এক বছর তিন মাস পর

Scanned by CamScanner

স্ত্রী বিবাহের কথা গোপন করে দ্বিতীয় বিবাহ করে। দ্বিতীয় বিবাহের কোনো কাবিন হয়নি। উক্ত মহিলা দীর্ঘ তিন মাস দুই স্বামীর সাথেই স্বামী-স্ত্রীসুলভ সম্পর্ক রাখার পর দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। দ্বিতীয় স্বামীর ডাকনাম ছাড়া প্রকৃত নাম-ঠিকানাও মহিলা জানে না। দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার কিছুদিন পর প্রথম স্বামী ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়। এতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশেষ কোনো অবনতি হয়নি। তারা পূর্বের মতো ঘর-সংসার করছে। উল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাতে শরীয়তসম্মত হয় এ মর্মে পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রথম স্বামীর আক্বদে থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা উক্ত মহিলার জন্য হারাম হয়েছে। অবশ্য প্রথম বিবাহ পূর্বের ন্যায় বহাল আছে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার জন্য স্বীয় কর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে খালেস অন্তরে তাওবা করা আবশ্যক। (১৮/৮৫৯/৭৮৭৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥١٦ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا، فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونها زنا كما في القنية وغيرها. اهـ

📖 فيه أيضا ٣/ ١٣٢ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢ / ١١١ : جواب—شادی شدہ عورت جب تک اپنے شوہر سے طلاق خلع وغیرہ شرعی طریقہ سے علیحدہ نہ ہو جائے دوسرے کا نکاح اس سے درست نہیں، اگر کرے گی تو نکاح نہ ہوگا، اور نکاح پڑھنے والا اور شاہدین جو اس حقیقت سے آشنا ہیں سخت گنہگار ہیں.

অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করলে তা বিবাহ বলে গণ্য হয় না

প্রশ্ন : আমার বাবা আজ থেকে প্রায় ৪-৫ বছর পূর্বে জনৈক লোকের স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে কাজি অফিসে আগের স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে মিথ্যা কথা বলে নিকাহ করেন, অথচ তাঁর স্ত্রী মারা যাননি। সে সময় তিনি ৮ সন্তানের জনক ছিলেন এবং স্ত্রী জীবিত ছিলেন।

Scanned by CamScanner

আর ওই মেয়েটির সন্তান ছিল না। তবে অন্যের সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করছিল। মেয়েটি ইতর স্বভাবের এবং আগেও এ রকম কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনার জেরে আমাদেরকে লোকেরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে আমরা আমাদের বাবাকে নিয়ে আবার সমাজের সকলের সঙ্গে একসাথে বসবাস করতে পারি? সমাজ থেকেও আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছিল। শরীয়তের আলোকে এর সমাধান কামনা করছি।

উত্তর : অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। কেউ করলে তা বিবাহ হয় না। অবৈধভাবে মহিলাকে নিয়ে সংসার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মহাপাপ এবং হারাম। সমাজেও মারাত্মক অন্যায় ও জঘন্য কাজ বলে বিবেচিত। এমন ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের দায়িত্ব।

প্রশ্নের বর্ণনা সত্য হলে সামাজিকভাবে বয়কট করাটা অনুচিত হয়নি। আপনাদের দায়িত্ব হলো, বাপকে বুঝিয়ে ওই মহিলাকে তার স্বামীর কাছে ফেরত দেওয়া এবং জনসমক্ষে আপনাদের বাবাকে এ মস্ত বড় গোনাহ থেকে খাঁটি মনে তাওবা করিয়ে ভবিষ্যতে এরূপ অন্যায় কাজ না করার ওপর অঙ্গীকার করানো। তাওবার পর সামাজিক বয়কট উঠিয়ে নেবে এবং সবাই মিলেমিশে সমাজকে গোনাহমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। (১৪/৮৬০/৫৮২৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٣٢ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٥/ ٣٢ : جواب—زيد كى زوجه كا نكاح بكر سے حرام ہے؛لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره،،اور ايسا كرنے والا فاسق گنہگار ہے،اور جو لوگ اس كے ساتھ ايسا برتاؤ كرتے ہيں وہ سخت ظالم وجابر ہيں، مسلمانوں كو ان سے تعلقات منقطع كردينا چاہئے.

বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যতীত অন্যের সাথে বিয়ে ও সন্তানের হুকুম

প্রশ্ন : আমি হালিমা বেগমকে ২০০১ সালে বিয়ে করি। বিয়ের পর প্রায় দেড় মাস একসাথে সংসার করি। এরপর আমার স্ত্রী লন্ডন চলে যায়। অতঃপর ২০০৩ সালে সে দেশে ফিরে আসে এবং ৮-৯ মাস আমার সাথে থেকে আবার সে লন্ডন ফিরে যায়। সেখানে যাওয়ার পর একটি ছেলে তাকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে। একপর্যায়ে সেও ওই ছেলের প্রেমে মজে যায়। এমতাবস্থায় আমার থেকে তালাক না নিয়ে এবং আমাকে কোনো তালাকের নোটিশ না পাঠিয়েই সেই ছেলেটির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে

Scanned by CamScanner

যায়। সে ঘরে তার একটি পুত্রসন্তানও হয়। অতঃপর ছেলেটি আমার স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায়। এখন আমার স্ত্রী তার ভুল বুঝতে পেরেছে এবং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এ মুহূর্তে সে আমার সাথে আবারো সুখের দাম্পত্য জীবন শুরু করতে চায়। প্রশ্ন হলো, আমার বিবাহ কি অটুট রইল? আমি এই স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারব? বাচ্চাটিকে কী করা যেতে পারে?

উত্তর : কোনো বিবাহিতা নারীর যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী থেকে তালাক বা খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে শরয়ী পদ্ধতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না, অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কেউ করলে সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তাই প্রশ্নোক্ত স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল ও অগ্রাহ্য বলে গণ্য হবে। উক্ত অবৈধ বিবাহের কারণে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে তা আসল স্বামীর সন্তান বলেই বিবেচিত হবে।

অতএব, এখন যদি স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয় এবং সেও কৃতকর্ম থেকে খালেস মনে তাওবা করে স্বীয় স্বামীর নিকট এসে ঘর-সংসার করতে চায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তা আপত্তিকর হবে না এবং এর জন্য কোনো নতুন আক্বদ ও বিবাহের প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য যে উক্ত নবজাতক শিশুটি উভয়ের সন্তান বলে গণ্য হওয়ায় তার রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব উভয়ের ওপরই বর্তাবে। (১৩/৯০/৫২০৩)

📖 سورة النساء الآية ٢٤ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

📖 سورة البقرة الآية ٣٣٥ : ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٢٧٣ (٦٧٥٠) : عن محمد بن زياد: أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد لصاحب الفراش».

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٥٢ : فقد ذكرنا قريبا أن المنكوحة لو ولدت لدون ستة أشهر لم يثبت نسبه من زوج ويفسد النكاح أي لأنه لا بد من تصور العلوق منه وفيما دون ستة أشهر لا يتصور ذلك، وهذا إذا لم يعلم بأن لها زوجا غيره فكيف إذا ظهر زوج غيره فلا شك في عدم ثبوته من الثاني.

পূর্ব বিবাহের কথা স্ত্রী অস্বীকার করে তবে ছেলে স্বীকার করে তালাক প্রদান করে

প্রশ্ন : এক বছর পূর্বে আমাদের বিয়ে হয়। বর্তমানে আমার স্ত্রী ৩-৪ মাসের গর্ভবতী। কয়েক দিন আগে আমি জানতে পারি যে আমার স্ত্রীর সাথে পূর্বে একটি ছেলের সম্পর্ক ছিল এবং তার সাথে বিবাহও হয়। কিন্তু এই বিয়ের কোনো কাবিননামা নেই। বিষয়টি আমার বা স্ত্রীর পরিবারের কারোরই জানা ছিল না। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলে সে উক্ত বিয়ের কথা স্বীকার করে। সে গত ২৬/৬/১১ইং তারিখে স্বেচ্ছায় মোবাইলে দুজন সাক্ষীর সামনে তালাকে বাইন দেয়, যা রেকর্ড করা আছে। কিন্তু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করে। তবে বলে যে তোমার বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য যা দরকার তুমি তা করো।

প্রশ্ন হলো,

১. বর্তমানে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর করণীয় কী? এই স্ত্রীকে বৈধ করার উপায় কী?
২. গর্ভের সন্তানের অবস্থা কী হবে?
৩. বর্তমান স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে চাইলে এর পদ্ধতি কী?

উত্তর : (১ ও ৩) বর্তমানে আপনারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবেন না। বরং স্ত্রীকে মোহরে মিছিল দিয়ে তালাক ছাড়াই পৃথক করে দেবেন। আর যেহেতু প্রথম স্বামীর প্রদত্ত তালাক পতিত হয়ে গেছে তাই স্ত্রীর ইদ্দত শেষে (সন্তান প্রসব হওয়ার পর) আপনাদের পরস্পর সম্মতিতে পুনরায় নতুন মোহর নির্ধারণকরত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। সাথে সাথে পূর্বের কৃতকর্মের জন্য উভয়েই আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। (১৮/২৭০/৭৫৮৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥١٧ : (والموطوءة بشبهة) ومنه تزوج امرأة الغير غير عالم بحالها

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥١٧ : (قوله: والموطوءة بشبهة) كالتي زفت إلى غير زوجها والموجودة ليلا على فراشه إذا ادعى الاشتباه … (قوله: ومنه) أي من قسم الوطء بشبهة. قال في النهر: وأدخل في شرح السمرقندي منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة. حيث قال: أي بشبهة الملك، أو العقد، بأن زفت إليه غير امرأته فوطئها، أو تزوج منكوحة الغير ولم يعلم بحالها. وأنت خبير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسدا إذ لا شك أنها موطوءة بشبهة العقد أيضا بل هي أولى بذلك من منكوحة الغير إذ اشتراط الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير. اهـ إذا علمت ذلك ظهر لك أن الشارح متابع لما في شرح السمرقندي لا مخالف له، إذ لو قصد مخالفته كان عليه أن يذكر قوله ومنه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٢٧ : إذا دخل الرجل بامرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض إن كانت حرة.

২.গর্ভের সন্তানটি আপনার বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে।

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٥٩ : (غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا) ثم جاء الزوج الأول (فالأولاد للثاني على المذهب) الذي رجع إليه الإمام وعليه الفتوى كما في الخانية والجوهرة والكافي وغيرها.

স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যকে বিয়ে করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীকে কুমন্ত্রণা দিয়ে স্ত্রীর পক্ষ থেকে ডিভোর্স নিয়ে ইদ্দত অতিবাহিত না করেই বিবাহ করে নেয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ সহীহ হবে কি না? যদি না হয় তাহলে এখন করণীয় কী?
উল্লেখ্য, উক্ত স্ত্রীর আগের স্বামীর ঘরে দুটি সন্তান আছে, যারা খুব ছোট এবং একজন মায়ের দুধ খায়। এখন সন্তানগুলোর লালন-পালনের দায়িত্ব কার ওপর? শরীয়তের বিধান জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : অন্যের স্ত্রীকে প্রবঞ্চনা দিয়ে ও প্রতারিত করে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটানো কবীরা গোনাহ। তদুপরি ইদ্দতের ভেতরে কোনো মহিলাকে বিবাহ করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার ডিভোর্স শরীয়তসম্মত হলে তার বিবাহটি ইদ্দতের ভেতরেই সংঘটিত হয়েছে। এমতাবস্থায় ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহ দোহরানো ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার কোনো পথ নেই।

আর যদি ডিভোর্স শরীয়তসম্মত না হয় তবে সে প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে। এমতাবস্থায় তাকে বিবাহ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে ডিভোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও কাগজপত্র না দেখা পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া দুষ্কর। (১৪/৭৬৭/৫৭৯৭)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٤٨٧ : (أو في عدتها) يعني أن من أبان زوجته الحرة لا يحل له أن يتزوج في عدتها أمة عند الإمام؛ لأن النكاح باق في العدة من وجه فالاحتياط المنع كما لم يجز نكاح أختها في عدتها.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢ / ٢٧٦ : بیشک یہ نکاح ثانی عدت کے اندر ہوا ہے اس لئے درست نہیں ہوا اور ان دونوں کا اب دوبارہ نکاح کر دینا ضرور چاہئے... ... اور صورت مذکورہ میں زوج اول کی عدت تو تمام ہو چکی ہے پس اگر اس وقت نکاح صحیح زوج ثانی کے ساتھ ہی کیا جائے تو بس اور عدت کی ضرورت نہیں اور اگر زوج ثانی کے علاوہ کسی اور سے کیا جائے تو ایک اور عدت لازم ہو گی۔

সঙ্গত কারণে অর্পিত তালাক গ্রহণ করে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে বসতে পারে

প্রশ্ন : আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দুই মাস পূর্বে এফিডেভিটকারী একজন মহিলার সঙ্গে বিয়ে করে এবং তা ইদ্দতের ভেতরেই। আমরা মহিলার থেকে বিস্তারিত বিবরণ শুনলাম, যা এফিডেভিটে উল্লেখ আছে। তা ছাড়া অতিরিক্ত বিবরণ এটাও শুনলাম যে তার প্রথম স্বামী বিদেশ যাওয়ার সময় তাদের মাঝে কথা হয়। তার স্বামী বলে, আমি দেড় বছর পর আসব। তখন মহিলা বলল না দুই বছরের ভেতরই আসেন। তখন তার স্বামী বলল, খোদার কসম কথা দিলাম আসব, আর যদি না আসি তুমি যা পারো করে নিও, আমার কোনো আপত্তি নেই। মহিলা আরো বলেছে যে মূলত তার স্বামী তাকে

Scanned by CamScanner

গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। তাই তার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করেছে এবং তাকে নির্যাতন করেছে। আমরা যখন মহিলাকে বললাম "তোমার বিয়ে হয়নি, তুমি বাড়ি চলে যাও!"। তখন সে কান্নায় ভেঙে পড়ে ও বলে, আমার স্বামী আমাকে আর কোনো দিন গ্রহণ করবে না, আমার ভাইয়েরা বলেছে, আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এমতাবস্থায় আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কাজেই আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, আর আমি যদি আত্মহত্যা করি তার জন্য দায়ী হলেন আপনারা। তার এসব কথায় আমরা খুব চিন্তায় পড়ে যাই, কী করে মহিলার জীবন রক্ষা হয়। এখন আপনাদের কাছে একান্তভাবে এর সমাধান চাই।

উত্তর : প্রশ্নে যে মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কাবিননামায় দেখা যায় স্বামী তাকে শরীয়তসম্মত কারণ পাওয়ার শর্তে তাফবীজে তালাক করেছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর বিবরণ সত্য হলে নিজের ওপর তালাক গ্রহণের ক্ষমতা পেয়েছে। অতএব সে ওই লিখিত তালাকের পর থেকে ওই স্বামীর স্ত্রী রয়নি। তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য স্বামীর সাথে তার বিয়ে সহীহ হবে না। অবশ্য ইদ্দত শেষ হওয়ার পর পুনরায় শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ হলে তা সহীহ হবে। এর পর থেকে তারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সংসার শুরু করতে পারবে। (১১/২১৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٩٠ : وإن قالت اخترت أن لا أكون امرأتك فقد بانت منه كذا في المحيط.

📖 فيه ايضا ١ / ٣٩١ : رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت للزوج أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو أنا عليك حرام أو أنا منك بائن فهذا كله طلاق.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢٥ : فقولها: أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كما مر لأنها أسندت الحرمة والبينونة في الأولين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليها يقع بأن قال: أنا عليك حرام أو أنا منك بائن.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٣٧ : الجواب- جب کہ شوہر نے ایسا اقرار نامہ لکھ دیا تھا اس کے موافق شرط کے پائے جانے پر عورت کو اختیار طلاق لینے کا ہے، اور بعد عدت کے دوسری جگہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے.

Scanned by CamScanner

চারের অধিক বিবাহ অশুদ্ধ

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি চারের অধিক বিবাহ করলে আগের চার স্ত্রীর বিবাহ যে বৈধ থাকবে তার স্পষ্ট প্রমাণ জানতে চাই।

উত্তর : কোনো ব্যক্তির চারজন স্ত্রী থাকাবস্থায় পঞ্চম বিয়ে করলে তার এই বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় না। সম্পূর্ণ অনর্থক একটি গোনাহের কাজ হয়। এরূপ কাজ করার দ্বারা তার পূর্বের বৈধ স্ত্রীদের বিয়েতে কোনো ক্ষতি হয় না। ফতওয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে তা বর্ণিত হয়েছে। (৭/২২৪/১৬০৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٧ : وإذا تزوج الحر خمسا على التعاقب؛ جاز نكاح الأربع الأول ولا يجوز نكاح الخامسة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۲۱۵ : یہ پانچواں عقد باطل محض ہے منعقد ہی نہ ہوگا۔

না জেনে ইদ্দতকালীন বিয়ে করে ফেললে করণীয়

প্রশ্ন : আমার একজন আত্মীয় মাসআলা না জানার কারণে এক বিধবা মহিলার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই ৩ মাসের মাথায় তাঁকে বিবাহ করেন। পরবর্তীতে এই বিবাহ সঠিক হয়নি জানার পর তাঁরা বর্তমানে পৃথক আছেন। তবে বিয়ের পর প্রায় দেড় মাস তাঁরা সংসার করেছেন। এমতাবস্থায় উপরোক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে ফতওয়া প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতী না হলে ৪ মাস ১০ দিন এবং গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা জরুরি। ইদ্দতের ভেতর বিয়ে সহীহ নয়। ইদ্দত পার হওয়ার পর নতুনভাবে বিয়ে করতে হয়। প্রশ্নে উল্লিখিত হিসাব মতে বর্তমানে ওই মহিলার ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন পার হয়ে যাওয়ায় উল্লিখিত ব্যক্তির জন্য ওই মহিলাকে পুনরায় মোহর নির্ধারণপূর্বক দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নতুনভাবে বিয়ে করে ঘর-সংসার করা সহীহ হবে। প্রথম বিয়ের মোহরও মহিলার প্রাপ্য হবে। সর্বাবস্থায় ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে। (৭/৫৩৩/১৭৬২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥١٠ : (و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرة كما مر (وعشر) من الأيام.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥١٠ : (قوله: والعدة للموت) أي موت زوج الحرة.

📖 فيه أيضا ٣ / ٥١٩ : وإذا تمت عدة الأول حل للثاني أن يتزوجها لا لغيره ما لم تتم عدة الثاني.

📖 فيه أيضا ٣ / ١٣١ : (قوله في نكاح فاسد) وحكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد، فيسقط الحد ويثبت النسب ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل.

না জেনে ইদ্দতকালীন বিয়ে ও সন্তানের বিধান

প্রশ্ন : খালেদার স্বামী মারা যাওয়ার ৩ মাস পর সে বলল, আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। এ কথার ওপর রহীম তাকে বিয়ে করে। পরে তারা জানতে পারল যে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। কিন্তু খালেদার ধারণা ছিল তিন হায়েজ। অতঃপর তারা দুজন ৪ মাস ১০ দিন পর আবার বিবাহ করে নেয়। কিন্তু প্রথম আক্বদের পরই খালেদা গর্ভবতী হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন হলো, প্রথম আক্বদ সহীহ ছিল কি না? যদি সহীহ না হয় তবে দ্বিতীয় আক্বদের জন্য আবার ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে কি না? বাচ্চার কী হুকুম?

উত্তর : ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করা অবৈধ, জেনে করুক বা অজান্তে করুক। তবে যদি অজান্তে আক্বদ করে ভুল ধরা পড়ার পর ইদ্দত পূর্ণ করার পর ওই স্বামীই বিবাহ করে তখন নতুন ইদ্দতের প্রয়োজন হবে না। এমতাবস্থায় ছেলে উক্ত স্বামীরই হবে। (৪/৪৩/৫৮৪)

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۵ / ۲۷۴ : جواب—عدت ختم ہونے سے پہلے معتدہ عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے یہ قرآن پاک کا صریح حکم ہے (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتٰب أجله) پس جو نکاح عدت کے اندر ہوا وہ جائز نہیں ہوا اور اگر باوجود اس علم کے کہ عورت معتدہ ہے نکاح کیا گیا تو اس کا وجود و عدم برابر اور اولاد بھی حرام ہوئی، البتہ اگر شوہر کے معتدہ ہونے کا علم نہ ہوا ہو تو اولاد ثابت النسب ہوگی.

Scanned by CamScanner

তালাকের ২৫ দিন পর অন্যত্র বিবাহ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ২৫ দিন পর শাহীন নামের অন্য এক ব্যক্তি ওই মহিলাকে বিবাহ করে ঘর-সংসার করতে থাকে। পরে প্রথম স্বামী মেয়ের অভিভাবককে দিয়ে শাহীনকে মারধর করে তার থেকে তালাক নিয়ে নেয়। কিন্তু পরে আবারো শাহীন ওই মহিলাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে থাকে। এমতাবস্থায় শাহীন ওই মহিলাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ। ইদ্দতের ভেতর কেউ বিবাহ করলে সে বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অকার্যকর। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, যদি প্রথম স্বামী তালাক দিয়ে থাকে এমতাবস্থায় ২৫ দিন পর ওই মহিলার সাথে শাহীনের বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হয়নি। তাদের স্বামী-স্ত্রীসুলভ ব্যবহারও অবৈধ হয়েছে। বর্তমানে শাহীনের জন্য উক্ত মহিলার সাথে মেলামেশা করা হারাম। অবশ্য তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে চাইলে প্রথম স্বামীর তালাকের ইদ্দত তিন হায়েজ শেষ হওয়ার পর নতুনভাবে শাহীন উক্ত মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে পারবে না। (৪/১৫৪/৬৪৩)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ١٦٧ : ومعتدة الغير ليست بمحل أصلاً.

Scanned by CamScanner

باب الولاية والكفاءة

পরিচ্ছেদ : 'ওলি ও কুফু'

ছেলে-মেয়ে অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করা

প্রশ্ন : ছেলে-মেয়ে বা পাত্র-পাত্রী নিজেরাই কাজি সাহেবের কাছে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীয়তসম্মত সাক্ষীর (দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলার) উপস্থিতিতে একপক্ষ থেকে প্রস্তাব ও অপর পক্ষ থেকে কবুল উচ্চারণ করা হলে কাজি অফিসের বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে, তবে অভিভাবকহীন এ ধরনের গোপন বিবাহ সুন্নাত পরিপন্থী ও অনেক ফেতনার কারণ হওয়ায় বর্জনীয়। (১৭/৯০৬/৭৩)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٣/ ٥٥- ٥٦ : (فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا۔

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٧ : " وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف " رحمهما الله " في ظاهر الرواية ... ... ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفؤ ولكن للولي الاعتراض في غير الكفؤ۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٢/ ١٠٥ : الجواب-اگرایجاب وقبول کے وقت شرعی گواہ موجود ہوں تو نکاح صحیح ہے، لیکن بلا عذر خفیہ نکاح پڑھنا خلاف سنت ہے کہ نکاح کا اعلان کرانا چاہئے۔

কুফু তথা সমতা বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়

প্রশ্ন : আমার সাথে একটি মেয়ের সম্পর্ক ছিল। যিনার গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমি ওই মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিই। প্রায় তিন বছর আগে মেয়ের অভিভাবককে না

Scanned by CamScanner

জানিয়ে আমরা গোপনে বিয়ে সম্পন্ন করি। বিয়েতে তিনজন সাক্ষী উপস্থিত ছিল। একজন হুজুর (যিনি কাজির সহকারী) আমাদের বিয়ে পড়ান। আমরা কাবিননামা করিনি, কেননা মেয়েটার বয়স ১৮ বছরের কম ছিল। (তার বয়স ছিল ১৫ বছর) কিন্তু আমরা ১০০ টাকার স্ট্যাম্পে দুজন এবং সাক্ষীগণ স্বাক্ষর করি, যাতে ব্যাপারটা শুধু মৌখিক না থাকে। মোহরানা ধার্য করি সাত লক্ষ টাকা, তাও ছিল মেয়ের সম্মতিতে। বিয়ের এক মাস পর আমি তাকে একটা আংটি দিই, যার দাম ছিল ২৫০০ টাকা। এরপর আমরা মিলিত হই। পরবর্তীতে আমি তাকে আরো মোহরানা শোধ করি এবং আরো শোধ করব ইনশাআল্লাহ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি উল্লেখ করছি :

১. যখন বিয়ে হয় তখন মেয়েটি নবম শ্রেণীতে পড়ত এবং আমি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো একটা সাবজেক্টে পড়তাম। আমি ছিলাম দ্বিতীয় বর্ষে।

২. মেয়ের বাবা মোটামুটি ধনী। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী; কিন্তু বিয়ের আগে আমি প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি না করলেও ভালো প্রাইভেট-টিউশনি করতাম। এখান থেকে আমার আয় হতো প্রায় ১৪০০০ টাকা।

৩. স্বাভাবিকভাবে ও বংশগতভাবে আমরা মেয়েপক্ষের সমান।

৪. যেহেতু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তাই আমার একটা আলাদা সামাজিক মর্যাদা ছিল।

বিয়ে-পরবর্তী সময়ে তাকে আমার ভরণ-পোষণ দিতে হয়নি যেহেতু সে বাবার বাড়িতে ছিল। কিন্তু যখন তার টাকার প্রয়োজন হতো তাকে আমি সাহায্য করতাম। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি এবং পাশাপাশি একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াই। আমার ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ হয়ে গেলে আমি একটা ভালো চাকরি নিয়ে তার বাবার কাছে প্রস্তাব পাঠাব। যাতে তিনি আমার ওপর পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট ও রাজি থাকেন। মেয়ের পরিবারকে বিয়ের কথাটি এখনো জানাইনি কারণ তার বড় বোনরা এখনো অবিবাহিত।

আমি ইদানীং ইসলামী বই পড়তে গিয়ে কুফু-সমতার ব্যাপারটা জানতে পারি। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী বিয়ের সময় আমার কুফু ঠিক ছিল কি না? কিংবা আদৌ এটা বাধ্যতামূলক কি না? আমার বিবাহ বৈধ হয়েছে কি না? যদি বিবাহ বৈধ না হয়ে থাকে আমরা কি আবার বিয়ে করতে পারব? এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর : আপনাদের বিবাহ শরীয়ত কর্তৃক পছন্দনীয় পদ্ধতিতে না হলেও সহীহ হয়েছে। দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রয়োজন নেই। আপনার করণীয় স্ত্রীর হক আদায় করা। (১৯/৫৭২/৮৩২৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٥ : (وهو) أي الولي (شرط) صحة (نكاح صغير ومجنون ورقيق) لا مكلفة (فنفذ نكاح

Scanned by CamScanner

حرة مكلفة بلا (ولي) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا

(وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية، وخرج ذوو الأرحام والأم والقاضي (الاعتراض في غير الكفء).

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴/ ۳۹۴ : ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کے والدین کی رضامندی کے بغیر اپنے کفو میں نکاح کرنا احناف کے ہاں درست ہے اس لئے کہ بالغہ لڑکی اپنے اختیار کی حقدار ہے۔

অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ের বিধান

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে গোপনে কোর্টে নিয়ে বিবাহ করি, যা আমাদের উভয় পরিবারের তেমন কেউ জানত না। শুধু মেয়ের এক বড় বোন জানত। এরপর যখন আমাদের এ বিয়ের কথা সবাই জানতে পারে, তখন মেয়েপক্ষ বলতে লাগল এ বিয়ে হয়নি। কারণ এ বিয়েতে কুফু হয়নি। এত দিন তাদের মাঝে যে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় মিলন হয়েছে তা যিনা হয়েছে। কথাগুলো মেয়ের চাচা বলেছেন, যিনি একজন মুফতী। ওই মুফতী সাহেবের কথা কতটুকু সঠিক?

প্রশ্ন হলো, আমাদের এই বিয়ে শরীয়ত অনুযায়ী হবে কি না? যদি হয় তাহলে দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন। উল্লেখ্য, মেয়ে বলেছে তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী? আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমি সাধারণ মুসলমান, নামায-কালাম পড়ি, ধর্মীয় জ্ঞান মোটামুটি আছে। আর মেয়ে আলেম পরিবারের, তার বাবা পীর সাহেব এবং আমি মেয়ের বাবার মুরীদও।

উত্তর : ছেলে-মেয়ের জন্য অভিভাবকের অগোচরে বিবাহকাজ সম্পাদন করা অনুচিত। তা সত্ত্বেও বালেগ, বুদ্ধিমান পুরুষ-মহিলা স্বেচ্ছায় দুজন সাক্ষীর সামনে ইজাব কবুল করে নিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওই বিবাহ সহীহ ও সঠিক বলে বিবেচিত হয়। কুফুর গরমিলে অভিভাবকদের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হলেও উল্লিখিত বর্ণনায় যেহেতু মহিলা গর্ভবতী হয়ে গেছে তাই বর্তমানে অভিভাবকদের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাদের বিবাহ শুদ্ধ বলে ধর্তব্য হবে। (১২/৮৪২)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٦ : (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ... ... (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به -

📖 الفقه الاسلامى وادلته (دار الفكر) ٧ / ٢٣٥ : يثبت هذا الحق عند الحنفية للأقرب من الأولياء العصبة فالأقرب، فإذا لم يرضوا فلهم أن يفرقوا بين المرأة وزوجها، ما لم تلد، أو تحمل حملا ظاهرا في ظاهر الرواية.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۳۸۸ : عدم کفوئت کی وجہ سے مرور زمانہ سے اولیاء کا حق ساقط نہیں ہوتا،اِلّا یہ کہ اولیاء رضامندی ظاہر کردیں یا اس مرد کا عورت سے بچہ پیدا ہو جائے،اس لئے صورت مسئولہ میں بچے کے پیدائش کے بعد اولیاء کو کسی قسم کے اعتراض کا حق نہیں رہتا۔

বিয়ের বয়স ও নিজে নিজে বিয়ে প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে এবং একটি প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে দুজন সাক্ষীর সামনে মোহরে ফাতেমীর ভিত্তিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে যখন মেয়ের মা-বাবা উক্ত ঘটনা জানতে পারে তখন তারা বলে যে আমাদের মেয়ের বয়স ১৮ বছর হয়নি এবং উক্ত বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, ছেলে-মেয়ে উভয়ে সাবালক-সাবালিকা।

প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহের জন্য বয়স শর্ত কি না? এবং এই মেয়েটিকে উক্ত স্বামীর তালাক দেওয়ার পূর্বে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া সহীহ হবে কি না?
উল্লেখ্য, মেয়েটিকে তালাকের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

উত্তর : অভিভাবকদের অগোচরে বিবাহ করা অপছন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। তা সত্ত্বেও ছেলে-মেয়ে উভয়ে সাবালক হলে এবং শরয়ী সাক্ষীদ্বয়ের সমক্ষে শরয়ী পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পাদন করা হলে তা সহীহ এবং শুদ্ধ বলে বিবেচিত। এমতাবস্থায় ছেলের তালাকবিহীন উক্ত মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যাবে না। তবে মেয়ের অভিভাবকদের উক্ত বিবাহে শরীয়ত সমর্থিত কারণে আপত্তি থাকলে মুসলিম আদালতের শরণাপন্ন হয়ে

Scanned by CamScanner

উক্ত বিবাহকে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার রাখে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া জায়েয হবে, এর আগে নয়। (৯/৯৬২/২৯১৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٦ : (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٧ : وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد، فلا يفيد الرضا بعده بحر. وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي لأن وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء، أما هي فقد رضيت بإسقاط حقها فتح، وقول البحر: لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصريح بعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرناه فلا بد حينئذ لصحة العقد من رضاه صريحا.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٤٤٢ : الجواب- ... ... اور پہلا نکاح جو لڑکی نے خود بلا اجازت باپ کے کیا ہے وہ اگر اپنے کفو میں مہر مثل کے مطابق کیا ہے تو نافذ و مکمل ہو گیا اب اس کو کوئی فسخ نہیں کرا سکتا، البتہ اگر نکاح اپنے کفو میں نہیں کیا تھا یا مہر مثل سے کم میں کرالیا ہے تو باپ کو اس نکاح کے فسخ کرانے کا شرعا اختیار ہے اور وہ بھی اس طرح کہ حاکم مسلمان کے یہاں درخواست دے کر فسخ نکاح کا حکم حاصل کرے لما قال فی الهداية: ويشترط فيه القضاء، اور پھر بھی دوسری جگہ نکاح کرانے کا کوئی حق بغیر لڑکی کی رضاء کے نہیں۔

সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব

প্রশ্ন : আমাকে রেখে আমার মা ইন্তেকাল করেন। এর পর থেকে সৎমায়ের সাথে আমার প্রায়ই মারামারি হয়। এ কারণে আমি পিতা থেকে কিছু জমি নিয়ে আলাদা হয়ে যাই। এখন আমার বিয়ের বয়স হয়েছে। আমি বিবাহ করতে চাই। আর আমার পিতার এ পরিমাণ সম্পদ আছে যে আমাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না। তাহলে এখন আমাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কার?

বি.দ্র. : যদি এ দায়িত্ব পিতার হয় আর তিনি তা পালন না করেন তবে কী হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ছেলে বড় হলে বিবাহ করিয়ে দেওয়া পিতার দায়িত্ব। পিতা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে পিতাও ছেলের গোনাহের ভাগী হবেন। (১৯/৭৬০/৮৪৪০)

📖 شعب الإيمان (مكتبة الرشد) ١١/ ١٣٧ (٨٢٩٩) : عن أبي سعيد، وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه ".

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٣٢ : الجواب—حدیث شریف میں ہے من ولد لہ ولد فلیحسن الخ خصوصا لڑکی کی نکاح میں باوجود موقع مناسب ملنے کے دیر کرنا بہت برا ہے حدیث مذکور سے معلوم ہوا اگر اس اولاد سے گناہ سرزد ہوا تو وبال اس کا باپ پر ہے۔

দ্বীনদার পরিবারের মেয়ের বদদ্বীন ছেলের সাথে কোর্ট ম্যারেজ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একটি দ্বীনদার পরিবারের এক দ্বীনদার মেয়ে পিতা-মাতার অসম্মতিতে তাদের না জানিয়ে কোর্টে গিয়ে এমন এক ছেলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় যে ছেলে দাড়ি মুণ্ডন করে ও নিয়মিত নামায পড়ে না। প্রশ্ন হলো, তাদের বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি না? পরবর্তীতে পিতা-মাতা যদি উক্ত বিবাহকে মেনে নেয় তাহলে তাদের সংসার বৈধ হবে কি না? আর মেনে না নিলে তাদের কোনো করণীয় আছে কি না?

উত্তর : কোনো মেয়ে সমগোত্রের কোনো ছেলেকে স্বীয় পছন্দে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ করে থাকলে তা সহীহ হয়ে যায় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহটিও সহীহ হয়েছে। তাই পিতা-মাতার জন্য তাদের এ বিবাহকে যেকোনোভাবে মেনে নেওয়াই উচিত হবে। (১৯/৬৭৩/৮৪১৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٨٩ : قلت: والحاصل: أن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل، وإن من اقتصر على صلاحها أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان، فعلى هذا فالفاسق لا يكون كفؤا لصالحة بنت صالح

Scanned by CamScanner

بل يكون كفؤا لفاسقة بنت فاسق، وكذا لفاسقة بنت صالح كما نقله في اليعقوبية، فليس لأبيها حق الاعتراض لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبہ معارف القرآن) ۲ / ۲۸۸ : الجواب—صورت مسئولہ میں اگر لڑکی عاقل بالغ ہے تو اپنا نکاح خود کر سکتی ہے بشرطیکہ جس لڑکے سے نکاح کرے وہ خاندانی اور نسبی اور دینی اعتبار سے اس کا کفو ہو، اسی صورت میں باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو بھی اس طرح راضی کر لیا جائے۔

মেয়ের সম্মতিতে বদদ্বীন ছেলের সাথে বিয়ে

প্রশ্ন : দ্বীনদার পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের সন্তুষ্টিক্রমে দ্বীনদার নয়, এমন ছেলের নিকট মেয়ের পিতার অসন্তুষ্টিতে মেয়ের মামা যদি বিয়ে দেয়, তাহলে বিয়ে হবে কি? যদি না হয় তাহলে এমতাবস্থায় করণীয় কী?

উল্লেখ্য, সন্তান হওয়ার পর আচার-আচরণে মেয়ের পিতার সন্তুষ্টি বোঝা যাচ্ছে এবং বর্তমানে ওরা ঘর-সংসারও করছে।

উত্তর : বিবাহ-শাদির ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী ছেলে-মেয়ের সব দিক দিয়ে বিশেষ করে দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা জরুরি। তাই উভয় পক্ষের অভিভাবকদের কর্তব্য হলো, দ্বীনদার মেয়ের জন্য দ্বীনদার ছেলেই পছন্দ করা। এতদসত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বিবাহ অনুচিত হলেও সহীহ হয়ে গেছে। এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। (১৫/১৬/৫৯১৮)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٥٥- ٥٦ : (فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٧ : " وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف " رحمهما الله " في ظاهر الرواية .... ثم

Scanned by CamScanner

في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفؤ ولكن للولي الاعتراض في غير الكفؤ-

পিতার অনুমতি ছাড়া ভাইয়ের অনুমতিতে বিয়ে

প্রশ্ন : বরের বয়স ২৮, কনের বয়স ১৮ বছর। কনে তার সুযোগমতো আগে কাবিননামায় স্বাক্ষর করে দেয়, পরে কনে তার পিতার বর্তমানে নিজের বড় ভাইকে (বয়স সাড়ে ১৯ বছর) উকিল বানায় এবং তাকে বিয়ের জন্য 'ইজিন' দেয়। এরপর বর ও কনের বড় ভাই এবং কাজিসহ অপর দুজন মোট চারজনের উপস্থিতিতে মোহরানা ধার্য করে খুতবাসহ ইজাব-কবুল পড়িয়ে বিবাহ সমাধা করা হয়। এখন এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? যদি উল্লিখিত মাসআলায় বিবাহ শুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে মেয়ের বাবা বিবাহ মেনে নিতে অস্বীকার করলে তখন ছেলে-মেয়ের করণীয় কী? এবং মেয়ের বাবা যদি বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চান এর শরয়ী পদ্ধতি কী?

উত্তর : বালেগ ছেলে-মেয়ে শরীয়ত নির্ধারিত বিধিবিধান সাপেক্ষে তাদের বিবাহের ব্যাপারে স্বাধীন। তাই বালেগ মেয়ে যদি তার কুফু তথা সমকক্ষ ছেলের সাথে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং অভিভাবকের জন্য উক্ত বিবাহ মেনে নেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে কুফু তথা সমকক্ষে না হলে মেয়ের বাবা আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রাখে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ছেলে যদি মেয়ের কুফু হয়, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে এবং পিতার জন্য শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদ করা জায়েয হবে না। তবে ছেলে-মেয়ের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা উচিত নয়। (১১/৯৫১/৩৭৮৯)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٥٥– ٥٧ : (فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية، وخرج ذوو الأرحام والأم والقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان)-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٨٤ : فإن حاصله: أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفء لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۳۹۴ : الجواب- ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کے لئے والدین کے رضامندی کے بغیر اپنے کفو میں نکاح کرنا احناف کے یہاں درست ہے اس لئے کہ بالغہ لڑکی اپنے اختیار کی حقدار ہے۔

অভিভাবককে না জানিয়ে বিবাহ করার কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন : কোনো নিকটস্থ আত্মীয়স্বজন, অর্থাৎ শ্যালক-শ্যালিকা, ভাগ্নে-ভাগ্নি, চাচাতো ভাইবোন, ভাতিজাদের মধ্যে কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ ঘটলে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেমন–কোনো ছেলেমেয়ে ভালোবেসে নিজে নিজে বিবাহ-শাদি করল অথবা পিতা-মাতা বা কোনো আত্মীয়স্বজন বাধ্য হয়ে বিবাহকাজ সম্পন্ন করল, আর ওই কারণে যদি কোনো আত্মীয়স্বজন তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া, খাওয়াদাওয়া, খোঁজখবর ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের জন্য এমন করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : একজন মুসলমান পরনারীর সাথে প্রেম-ভালোবাসা বিবাহের নিয়্যাতে করাও অবৈধ ও মারাত্মক গোনাহ। তাই পিতা-মাতা তথা অভিভাবকমণ্ডলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্মতি ছাড়া ছেলেমেয়ে একে-অপরকে ভালোবেসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কোনোক্রমেই উচিত নয়। তথাপি যদি কেউ এমনটি করে বসে তবে এর জন্য তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, তাদের উচিত অনুতপ্ত হয়ে পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পিতা-মাতাও তাদের ক্ষমা করে দেওয়া (১৬/৪৩৪/৬৫৮৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٥ : (فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا.

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (١٩٠٧) : حدثنا ابن أبي عمر، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: اشتكى أبو الرداد الليثى فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد،

Scanned by CamScanner

فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تبارك وتعالى: أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته ".

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۳۹۴ : الجواب—حنفیہ کے نزدیک بالغ مرد اور عورت اپنے نفس کے خود مختار ہیں اس لئے دونوں ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرا سکتے ہیں اور ایسا نکاح شرعا صحیح اور درست ہوگا، لیکن موجودہ دور نازک حالات کو سامنے رکھ کر ولی سے اجازت لینا فتنہ وفساد ختم کرنے کا ذریعہ ہے.

তালাকের এক মাসের মধ্যে অন্যত্র বিয়ে

প্রশ্ন : ২৩ বছর বয়সের এক ছেলের ১৮ বছরের একটি মেয়ের সাথে খুব সম্পর্ক ছিল, তারা মাঝে মাঝে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। ছেলে চিন্তা করল, বিয়ে ছাড়া মেলামেশা ঠিক নয়, অবশেষে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং দুজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার উপস্থিতিতে উভয়ে ইজাব-কবুল করে নিল। বিয়ের পর ৮-১০ মিনিট উভয়ে নির্জন কক্ষে ছিল, যেখানে তৃতীয় কেউ ছিল না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সহবাস হয়নি। এরপর মেয়ের মা-বাবা বিয়ের কথা জানতে পেরে মেয়েকে খুব মারধর করে। মেয়ের যে বান্ধবী বিয়েতে ছিল সে বিয়ে হওয়ার কথা অস্বীকার করে। মা-বাবার অগোচরে বিবাহ করার কারণে তারা এ বিবাহ মেনে নিতে রাজি নয়। যদিও মেয়ে কুফুতে এবং ভদ্র পরিবারে বিবাহ করেছে। তাই মেয়ের মা-বাবা মেয়েকে আর বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু মেয়েও কাজি ছাড়া এভাবে বিয়ে হলো কি না তা বুঝে উঠতে পারল না। অবশেষে মেয়ের মা-বাবা মেয়ের অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক করে ফেলল। ছেলে অনেকভাবে মেয়ের অভিভাবককে বোঝাল। তারা কোনো কিছুই শুনল না। অবশেষে ছেলে চিন্তা করল মেয়ে অন্তত হালালভাবে নতুন ঘর করুক, এ জন্য সে মেয়েকে তালাক দিয়ে দিল। কিন্তু তালাকের আনুমানিক এক মাসের মধ্যে মেয়ের অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেল। ছেলের সন্দেহ ছিল তালাকের পর তিন হায়েজ পর্যন্ত সময় পার হওয়ার পর বিয়ে শুদ্ধ হয়। তবুও সে মেয়ের পরের স্বামীকে সমস্ত ঘটনা জানায় এবং তার ইদ্দত পালন করে বিয়ে নবায়ন করার জন্য বলে। কিন্তু নবায়ন হলো কি না তা জানা জায়নি। এ অবস্থায় মেয়ের দুই সন্তান জন্ম নেয়। এখন এদের ব্যাপারে বিধান কী?

১. মেয়ের পরের বিয়ে শুদ্ধ হলো কি না?

২. সন্তানাদি কার বংশের ধরা হবে?

Scanned by CamScanner

৩. মেয়ের অজান্তে পরের স্বামী এবং মেয়ের মা-বাবা বিয়ে নবায়ন করতে পারবে কি না?

৪. মেয়ে তো নির্দোষ, সে অনেক কিছুই জানত না, এখন বিয়ে শুদ্ধ না হলে তার স্বামীর সাথে ১০ বছর সংসারের কী হবে? মেয়ে তার দ্বিতীয় স্বামীকে কিভাবে অস্বীকার করবে বা তার কী করণীয়?

উত্তর : অভিভাবকের অগোচরে বালেগ ছেলে-মেয়ে পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করা জঘন্যতম অপরাধ। এ জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছে, ওই তালাকের পর তিন হায়েজ ইদ্দত পালন করতে হবে, তা না করে অভিভাবক ইদ্দত পূরণের পূর্বেই যে বিবাহ সম্পন্ন করেছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এতে অভিভাবক গোনাহগার হয়েছে। এখন একমাত্র করণীয় হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তিন হায়েজ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ করবে না। তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার পর নতুন করে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এত দিন যা কিছু হয়েছে তার জন্য তাওবা করবে এবং সন্তানগুলো দ্বিতীয় স্বামীরই হবে। (৯/৫৩৩/২৭৪২)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٣/ ٥٢٢ : (و) مبدؤها (في النكاح الفاسد) بعد التفريق من القاضي بينهما، ثم لو وطئها حد جوهرة وغيرها -

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣/ ٥٢٢ : (قوله: ومبدؤها في النكاح الفاسد بعد التفريق إلخ) وقال زفر: من آخر الوطآت لأن الوطء هو السبب الموجب.

ولنا أن السبب الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق، ألا ترى أنه لو وطئها قبل التفريق لا يجب الحد وبعده يجب، فلا تصير شارعة في العدة ما لم ترتفع الشبهة بالتفريق كما في الكافي وغيره. اهـ سائحاني.

قلت: ولم أر من صرح بمبدإ العدة في الوطء بشبهة بلا عقد. وينبغي أن يكون من آخر الوطآت عند زوال الشبهة، بأن علم أنها غير زوجته، وأنها لا تحل له إذ لا عقد هنا فلم يبق سبب للعدة سوى الوطء المذكور كما يعلم مما ذكرناه، والله أعلم (قوله: بعد التفريق من القاضي) أي

Scanned by CamScanner

عقبه، وهذا إذا كان في زمان يصلح لابتدائها فلا يشكل بما إذا فرق في الحيض فإنه يعتبر ابتداؤها بعده إذ لا بد من ثلاث حيض أفاده القهستاني، والمراد بالتفريق أن يحكم القاضي به بينهما كما في البحر عن العناية تأمل -

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣/ ١٧١ : (قوله ويثبت النسب) أي نسب المولود في النكاح الفاسد؛ لأن النسب مما يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه أطلقه فأفاد أنه يثبت بغير دعوة كما في القنية وتعتبر مدة النسب وهي ستة أشهر من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٥/ ١٨- ١٩ : سوال-ایک شخص نے دوسرے کی معتدہ عورت سے دیدہ دانستہ باوجود علم کے نکاح کرلیا یہ نکاح درست ہے یا نہیں؟

الجواب-یہ نکاح صحیح نہیں ہوا،دوسرے خاوند نے اگر جماع کیا ہے، تو اس پر مہر مثل اور مہر مقرر میں سے اقل واجب ہے،اور عورت پر متارکت کے بعد دوسرے خاوند کی عدت بھی ہوگی، مگر دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا، عدت اولی گزرنے کے بعد اگر عورت اسی خاوند سے نکاح کرنا چاہے جس سے نکاح فاسد ہوا ہے، تو عدت ثانیہ گزرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے البتہ اگر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو دونوں عدت کا گزارنا لازم ہے۔

অভিভাবক থেকে বিয়ের কথা শুনে কনের প্রত্যাখ্যান

প্রশ্ন : জয়নব নামক একটি মেয়ের জায়েদ নামক একটি ছেলের সাথে খুব গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জয়নবের বাবা তার অনুমতি না নিয়ে ওমরের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেয়। খবরটি লোক মারফত বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলে জয়নব সাথে সাথে বিয়েটি প্রত্যাখ্যান করে দেয় এবং বলে, "এই বিয়ে হবে না, এখানে আমার বিয়ে হবে না, জায়েদের সাথে আমার বিয়ের কথা হয়ে আছে" ইত্যাদি। বিয়ের কয়েক ঘণ্টা পর জয়নবের বাবা ওমরকে নিয়ে বাড়ি এলে সে জেদ ধরে। কিন্তু বাবা, মা, নানি ও বাড়ির অন্য আত্মীয়রা সবাই জয়নবের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং বোঝায় যে বিয়ে হয়ে গেছে এখন আর রাগ করো না, স্বামীর খেদমতে এগিয়ে যাও। আনুমানিক এক ঘণ্টা পর জয়নবের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়। অতঃপর সে স্বামীর কাছে যায়।

Scanned by CamScanner

এভাবে তিন মাস সংসার করার পরও তার মনের টান জায়েদের দিকে রয়ে যায়। ফলে ওমরের সাথে তার মনোমালিন্যতা দেখা দেয় এবং সে এখন ওমর থেকে তালাক চায় এবং জায়েদের কাছে বিবাহ বসতে চায়। জায়েদেরও জয়নবকে বিবাহ করার মত আছে। এমতাবস্থায় নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর সমাধান কী?

১. উপরোক্ত ঘটনা অনুযায়ী জয়নব বিয়ের খবর শুনে সাথে সাথে অস্বীকার করেছে এবং ঘণ্টাখানেক পরে আবার স্বেচ্ছায় স্বামীর সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হয়েছে ও স্বামীকে সব সুযোগ দিয়েছে।

২. যদি বিবাহ শুদ্ধ না হয়ে থাকে তবে গত তিন মাসে তাদের যে মিলন হয়েছে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বিধান কী? এবং এ অবস্থায় করণীয় কী?

৩. বিবাহ দোহরাতে হবে কি না? বিবাহ দোহরানো ও শুদ্ধ করার নিয়ম জানতে চাই।

৪. জয়নব জায়েদকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে ওমর হতে তালাক চায়, জয়নবের সাথে ওমরের যদি বিবাহ শুদ্ধ না-ই হয়, তবে ওমরের পক্ষ থেকে জয়নবের পূর্বের নির্ধারিত মোহর পরিশোধ করতে হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে বালেগা মেয়ে নিজ বিবাহে স্বাধীন। তাই অভিভাবক বালেগা মেয়েদের সম্মতিক্রমে বিবাহের প্রস্তুতি নেওয়া অপরিহার্য। যদি কোনো অভিভাবক বালেগা মেয়ের সম্মতিবিহীন বা তার অগোচরে বিবাহ পড়ায় এবং মেয়ে বিবাহের সংবাদ শোনার সাথে সাথে ওই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

প্রশ্নের বর্ণনায় স্পষ্ট যে জয়নব প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে জয়নব ওমরের জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। পরে ওমরকে স্বামী মনে করে সুযোগ দেওয়াটা জয়নবের জঘণ্যতম ভুল হয়েছে। পূর্বের বিবাহ যেহেতু শুদ্ধ হয়নি তাই তালাক নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং তালাকবিহীন ইদ্দত পালন শেষে যেখানে ইচ্ছা অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তবে নির্ধারিত মোহর এবং মোহরে মিসিল এতদুভয়ের মধ্য থেকে যেটা অপেক্ষাকৃত কম হবে সে পরিমাণ মোহর ওমর জয়নবকে দিতে বাধ্য থাকবে। (৪/২৩৫/২৭৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٧ : لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرا كانت أو ثيبا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته؛ جاز، وإن ردته بطل، كذا في السراج الوهاج.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٦٠ : (قوله بخلاف ما لو بلغها إلخ) لأن نفاذ التزويج كان موقوفا على الإجازة، وقد بطل بالرد والرد في الأول كان للاستئذان لا للتزوج العارض بعده.

📖 البناية (دار الفكر) ٥ / ٥٢٨ : إذا دخل الرجل بالمرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض إن كانت حرة، وحيضتان إن كانت أمة.

কুফুর বিধান

প্রশ্ন : বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্ধারণ করতে ইসলাম কোন জিনিসের মধ্যে সমতার নির্দেশ করেছে। তা মেনে চলা ফরয নাকি ওয়াজিব? যদি কেউ না মানে তবে সে কতটুকু অপরাধী সাব্যস্ত হবে?

সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। সকলের মান-মর্যাদা এক। বর্তমান যুগে কৃষক ও কারিগর তথা তাঁতি–এরা সকলেই মুসলমান। তাহলে কুফু বা সমতা বিধানের মধ্যে তাঁতি ও চাষার কোনো পার্থক্য আছে কি না? যদি না থাকে তবে কেউ যদি অতিরঞ্জিত করে এ কথার ওপর জোর দেয় যে তাঁতি ও চাষার মধ্যেও সমতার বিধান মেনে চলতে হবে। তবে সে কি গোনাহগার হবে? এ ব্যাপারে দলিলসহ উত্তর দিলে ভালো হয়।

কোনো তাঁতির ছেলে যদি কোনো কৃষকের মেয়েকে অথবা কোনো কৃষকের ছেলে যদি কোনো তাঁতির মেয়েকে বিবাহ করতে চায় তবে পারবে কি না? অভিভাবকরা বাধা দিলে তাদের অবাধ্য হলে কোনো গোনাহ হবে কি? কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা ইসলাম ও কাফেরদের মতো তাঁতি ও কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য করে আত্মীয়তায় রাজি হয় না–এদের বিধান কী? এরা কি পরিপূর্ণ ইসলাম মেনে চলছে?

উত্তর : বিবাহ পরস্পর মিল-মোহাব্বতের সাথে সুখের জিন্দেগী গঠনের মাধ্যম। পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কিছু বিষয় উচ্চ-নিম্নের ব্যবধানের কারণে পরস্পর মিল ও বনিবনা না হলে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই শরীয়ত নির্ধারিত কিছু বিষয়ে পাত্র-পাত্রীর পক্ষের সমপর্যায়ের হওয়াকে প্রণিধানযোগ্য বিষয় বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ওই সব বিষয়ে সমতা না হওয়া সত্ত্বেও উভয় পক্ষ রাজি-সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করলে শরীয়ত আপত্তি করে না। কিন্তু অভিভাবকদের অমতে বালিকা মেয়ে অসম পাত্রের সাথে বিবাহ করলে অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার থাকে। মুসলমান

Scanned by CamScanner

হিসেবে সকলে ভাই ভাই হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে সমতার বিষয়কে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ কোনো মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করা নয়। কোনো মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করা বড় অপরাধ। পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন না করা আর তুচ্ছ মনে করা এক কথা নয়। মোট পাঁচটি বিষয়ে সমতার বিচার শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। ১. বংশ, ২. ইসলামে নতুনত্ব ও পুরানত্বের বিষয়, ৩. দ্বীনদার ও পরহেজগারী, ৪. অর্থ-বৈভব ও ৫. পেশা।

সুতরাং যে সমাজে তাঁতিকে নীচু গণ্য করা হয় তথাকার কোনো বালেগ মেয়ে তাঁতি পাত্রের সাথে অভিভাবকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ওই বিবাহ সহীহ হলেও শরয়ী আদালতের মাধ্যমে অভিভাবকদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকবে। অবশ্য কৃষক পাত্র খুশিমনে তাঁতি পাত্রীকে বিয়ে করলে এতে কারো আপত্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে কোনো শরয়ী কারণ ছাড়া অভিভাবক তথা পিতা-মাতার অমতে বিবাহ করা উচিত নয়। (৭/৭৪৯/১৮৬১)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣٠ : (قوله والكفاءة تعتبر نسبا فقريش أكفاء والعرب أكفاء وحرية وإسلاما وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالا وحرفة)؛ لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم فلا بد من اعتبارها.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٨٤ : (قوله الكفاءة معتبرة) قالوا معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى أن عند عدمها جاز للولي الفسخ. اهـ فتح وهذا بناء على ظاهر الرواية من أن العقد صحيح، وللولي الاعتراض، أما على رواية الحسن المختارة للفتوى من أنه لا يصح. فالمعنى معتبرة في الصحة. وكذا لو كانت الزوجة صغيرة، والعاقد غير الأب والجد، فقد مر أن العقد لا يصح.

Scanned by CamScanner

باب المحرمات

পরিচ্ছেদ : যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ

যেসব নারীকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : আমি শুনেছি, ১৩ প্রকারের মহিলাকে মুসলমানদের জন্য বিবাহ করা হারাম। আমি জানতে চাই, তারা কারা, যাদের বিয়ে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

উত্তর : নিম্নে বর্ণিত ১৩ প্রকার মহিলাকে বিবাহ করা হারাম।

১. আপন মা, পিতা দাদা-নানার স্ত্রীগণ এবং তাদের কামভাব নিয়ে স্পর্শকৃত মহিলাগণ। এরূপ উর্ধ্বতন সকল দাদা, নানার স্ত্রীগণ।
২. মেয়ে এবং ছেলে ও মেয়ের ঘরের সকল নাতনি।
৩. সহোদরা, বৈপিত্রেয়া, বৈমাত্রেয়া ফুফু।
৪. সহোদরা, বৈপিত্রেয়া, বৈমাত্রেয়া খালা।
৫. সহোদরা, বৈপিত্রেয়া, বৈমাত্রেয়া বোন ও তাদের সন্তানাদি।
৬. সহোদরা, বৈপিত্রেয়া, বৈমাত্রেয়া ভ্রাতৃকন্যা ও তাদের সন্তানাদি।
৭. দুধ মা, তার মাতা, দাদি, নানি এমনিভাবে ওপরের সকল মহিলাগণ।
৮. স্ত্রীর মেয়ে, যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়ে থাকে।
৯. পুত্রবধূ, আপন ছেলের হোক বা দুধ ছেলের হোক।
১০. আপন শাশুড়ি, দাদি শাশুড়ি, নানি শাশুড়ি এবং ওপরে যারা রয়েছে।
১১. দুই বোন একত্রিকরণ, এমনিভাবে ফুফু ও তার ভাতৃকন্যা, খালা ও তার ভাগ্নিকন্যাকে একসাথে বিবাহের মধ্যে রাখা।
১২. উল্লিখিত রক্ত সম্পর্কের কারণে যারা হারাম হয়েছে, দুধের কারণে সবাই হারাম হয়ে যায়।
১৩. যে মেয়ে অপরের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : মাআ'রেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ) সূরা নিসা, আয়াত নং ২৩, পারা ৪, ফাতাওয়ায়ে শামী, খণ্ড : ৩ (৪/৪৪১/৭৯৬)

📖 سورة النساء الآية ٢٢- ٢٤ : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ○ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Scanned by CamScanner

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ○ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾

মামাতো ভাই ও দুধ মামার মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার মামাতো ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এলাকার মানুষ বলে ছেলে তো বংশগতভাবে মেয়ের চাচা। আর চাচা কিভাবে ভাতিজির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে? এ জন্য আত্মীয়রা তাদের এ বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য, মেয়ের পিতা ছেলের নানির দুধসন্তান। কোরআন-হাদীসের আলোকে এর সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : মামাতো বোনের মেয়েকে বিয়ে করতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। অনুরূপ দুধ মামার মেয়েকে বিবাহ করাও জায়েয বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত মেয়ে বিয়ে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। (১৩/২০৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢١٣ : (قوله ما يحرم من النسب) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب، فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضاع، وهو قول أكثر أهل العلم، كذا في المبسوط بحر.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧/ ٢٠٧ : الجواب—چچازاد بھائی کی دختر یا دختر دختر سے نکاح درست ہے اسی طرح ماموں زاد بھائی کی دختر اور دختر دختر سے بھی نکاح درست ہے غرض یہ ہے کہ حقیقی بھائی و بہن کی اولاد سے تو نکاح جائز نہیں ہے، وان سلفوا اور ابناء العم وابناء الاخوال کی اولاد سے یا اولاد اولاد سے نکاح درست ہے، لقولہ تعالی واُحل لکم ماوراءذ لکم (الآیۃ).

Scanned by CamScanner

সামাজিক সম্বোধন বিবাহ অবৈধ হওয়ার কারণ নয়

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু সেখানে নিম্নের সমস্যাগুলো বিদ্যমান। মেয়ের মা-বাবা আমার মা-বাবাকে খালাম্মা-খালু ডাকে। মেয়ের খালারা আমার মা-বাবার পূর্বপরিচিত ছিল এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তাদেরও আমার মা-বাবা খালাম্মা-খালু বলে সম্বোধন করে আসছে। এমতাবস্থায় উক্ত মেয়েকে বিবাহ করতে শরীয়তে কোনো বাধা আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে যে মেয়ের বিবাহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে তার সাথে বিবাহ শুদ্ধ না হওয়ার কোনো শরয়ী কারণ প্রশ্নের বিবরণে নেই। তাই তার সাথে আপনার বিবাহ হওয়ার ব্যাপারে শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো বাধা নেই। (১৩/২৫৬)

📖 سورة النساء الآية ٢٤ : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٠ : وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.

📖 فتاوى دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٢٠٧ : الجواب— چچازاد بھائی کی دختر یا دختر دختر سے نکاح درست ہے اسی طرح ماموں زاد بھائی کی دختر اور دختر دختر سے بھی نکاح درست ہے غرض یہ ہے کہ حقیقی بھائی و بہن کی اولاد سے تو نکاح جائز نہیں ہے، وان سلفوا اور ابناء العم وابناء الاخوال کی اولاد سے یا اولاد اولاد سے نکاح درست ہے، لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم (الآية).

ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : আপন ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করা ইসলামী শরীয়তে জায়েয আছে কি না ? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : যেমনিভাবে নিজের বোনকে বিবাহ করা হারাম, তেমনি বোনের মেয়ে তথা ভাগ্নি, ভাগ্নির মেয়ে, এমনিভাবে নিচ পর্যন্ত সবাইকে বিবাহ করা হারাম। (১৩/২৫৬)

Scanned by CamScanner

📖 التفسير المظهري (إحياء التراث العربية) ٢/٢٦٥- ٢٦٦ : قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يعني أصولكم على عموم المجاز ... ... ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ يعني فروعكم كذلك على عموم المجاز فيشتمل بنات الابن وبنات البنت وان سفلن اجماعا ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ تعم ما كانت منها لأب أو لأم أو لهما ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ ... ... ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ يعني فروع الأخ والأخت بناتهما وبنات أبنائهما وبنات بناتهما وإن سفلن سواء كان الأخ والأخت لأبوين أو لأحدهما -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٨ : فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وإن نزلن -

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢ / ١٠١ : يتناول النص الوارد على بنات الأخ وبنات الأخت بنات أولادهما وإن سفلن -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴/ ۳۴۸ : سوال- زید زینب کا علاتی بھائی ہے زینب کی بیٹی رقیہ ہے رقیہ کی بیٹی کلثوم ہے توکیازید کا نکاح کلثوم کیساتھ صحیح ہے یا نہیں؟
جواب- اپنے والدین کے کسی بھی فروع (یعنی اولاد جس درجے میں بھی ہو) سے نکاح کرنادرست نہیں لہذا زید کا نکاح کلثوم کیساتھ جائز نہیں ہے-

ভাগ্নের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার বৈপিত্রেয় বোনের ছেলের মেয়েকে বিবাহ করে। প্রশ্ন হলো, উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি না? না হলে তাদের করণীয় কী?
উল্লেখ্য, তাদের একটি সন্তানও রয়েছে, যার বয়স আনুমানিক পাঁচ বছর হবে। তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখার কোনো পদ্ধতি শরীয়তে আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে আপন বোন, বৈপিত্রেয় বোন ও তাদের সন্তান এবং সন্তানদের সন্তান এভাবে নিচ পর্যন্ত সকলের হুকুম এক ও অভিন্ন। তাই আপন বোনের ছেলের মেয়ের ন্যায় বৈপিত্রেয় বোনের ছেলের মেয়েকেও বিবাহ করা হারাম। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ। শরীয়তের বিধান জানার সাথে সাথে পৃথক হয়ে যাওয়া অপরিহার্য এবং কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তাওবা

Scanned by CamScanner

করা জরুরি। এ বিবাহ বহাল রাখার কোনো পন্থা শরীয়তে নেই। তবে তাদের মিলনে যে সন্তান জন্ম লাভ করেছে, তা ওই ব্যক্তির সন্তান বলে বিবেচিত হলেও তার মৃত্যুর পর সে সন্তানটি উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকারী হবে না। (১৮/৫২০/৭৭০৭)

📖 التفسير المظهرى (إحياء التراث العربية) ٢ /٢٦٥- ٢٦٦ : قوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يعنى أصولكم على عموم المجاز ... ... ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ يعنى فروعكم كذلك على عموم المجاز فيشتمل بنات الابن وبنات البنت وان سفلن اجماعا ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ تعم ما كانت منها لأب أو لأم أو لهما ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ ... ... ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ يعنى فروع الأخ والأخت بناتهما وبنات أبنائهما وبنات بناتهما وإن سفلن سواء كان الأخ والأخت لأبوين أو لأحدهما.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ /٢٣- ٢٤ : (و) لا حد أيضا (بشبهة العقد) أي عقد النكاح (عنده) أي الإمام (كوطء محرم نكحها) وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى خلاصة، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى قاله قاسم في تصحيحه، لكن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى، وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٢٣- ٢٤ : (قوله كوطء محرم نكحها) أي عقد عليها أطلق في المحرم فشمل المحرم نسبا ورضاعا وصهرية، وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته أو مطلقته الثلاث أو أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده أو تزوج خمسا في عقدة فوطئهن أو جمع بين أختين في عقدة فوطئهما أو الأخيرة لو كان متعاقبا بعد التزوج فإنه لا حد وهو بالاتفاق على الأظهر، أما عنده فظاهر، وأما عندهما فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان مجمعا على تحريمه وهي محرمة على التأبيد بحر.

Scanned by CamScanner

📖 قلت: وهذا هو الذي حرره في فتح القدير وقال إن الذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم كابن المنذر ذكروا أنه إنما يحد عندهما في ذات المحرم لا في غير ذلك كمجوسية وخامسة ومعتدة، وكذا عبارة الكافي للحاكم تفيده حيث قال تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه وإن فعله على علم لم يحد أيضا ويوجع عقوبة في قول أبي حنيفة.

📖 وقالا: إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم اهـ فعمم في المرأة على قوله ثم خص على قولهما بذوات المحرم (قوله وقالا إلخ) مدار الخلاف على ثبوت محلية النكاح للمحارم وعدمه، فعنده هي ثابتة على معنى أنها محل لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص عاقد لقبولها مقاصده من التوالد فأورث شبهة ونفياها على معنى أنها ليست محلا لعقد هذا العاقد فلم يورث شبهة وتمامه في الفتح والنهر۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹ /۲۰۵ :الجواب(۱) یہ نکاح ناجائز ہے متون شروح فتاوی سب میں عدم جواز مصرح ہے کسی کتاب میں اس کا جواز نہیں ہے(۲) باوجود نکاح حرام ہونے کے اس نکاح سے جو اولاد ہو گی وہ زید سے ثابت النسب ہو گی نکاح محارم سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت النسب ہوتی ہے۔۔۔ ...
(۳) نسب تو ثابت ہے احتیاطا میراث کا استحقاق نہیں ہو گا واما الارث فلا تثبت فیہ۔

ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করা হারাম, অস্বীকারকারী কাফের

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করেছে। প্রশ্ন হলো, এ বিবাহ বৈধ হয়েছে কি না? যদি না হয় তাহলে তার করণীয় কী? যদি সে সম্পর্ক বিচ্ছেদ না করে তাহলে সমাজের লোকেরা তাদের বিচ্ছেদ করাতে পারবে কি না? এবং ভাগ্নির মেয়ের সাথে বিবাহ হারামকে অস্বীকার করলে মুসলমান থাকবে কি না? সে বলে, ভাগ্নির মেয়ের সাথে বিবাহ হারামের কথা কোরআনে নেই। কথাটি ঠিক কি না?

Scanned by CamScanner

খ. ভাগ্নির মেয়ের থেকে যে মেয়েটি জন্ম নিয়েছে সে মেয়েটি কার হবে এবং এর লালন-পালন কে করবে? উক্ত ব্যক্তি মারা গেলে ওই মেয়ে মিরাছ পাবে কি না? এবং প্রথম স্ত্রীর ছেলে-মেয়ের সাথে কার কী সম্পর্ক হচ্ছে।

উত্তর : ক. আপন ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করা হারাম এ কথাটি কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন আয়াতে মুহাররমাতের বাক্য 'بنات الأخت' -এর মধ্যে তা বিদ্যমান। সুতরাং সন্দেহকারী ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহটি বিবাহ বলেই গণ্য হয়নি। বরং তাদের সংসার ও পরস্পর মেলামেশা সম্পূর্ণ হারাম। অতএব অনতিবিলম্বে তাদের পরস্পর পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরি। অন্যথায় মুসলমান সমাজ তাদের পরস্পর পৃথক করে দেবে।

খ. ভাগ্নির মেয়ে থেকে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার নসব উক্ত ব্যক্তি থেকেই সাব্যস্ত হবে। তবে পিতার মিরাছ থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং উক্ত ব্যক্তির প্রথম স্ত্রী থেকে যে সন্তান হয়েছে। তাদের সাথে এবং উক্ত বিবাহের মাধ্যমে যে সন্তান হয়েছে তার সাথে ভাইবোনের বন্ধন স্থাপিত হবে। (১৬/৩৪২/৬৫২০)

📖 سورة النساء الآية ٢٣ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 تفسير الجلالين (دار الحديث) ص ١٠٤ : {حرمت عليكم أمهاتكم} أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم {وبناتكم} وشملت بنات الأولاد وإن سفلن {وأخواتكم} من جهة الأب أو الأم {وعماتكم} أي أخوات آبائكم وأجدادكم {وخالاتكم} أي أخوات أمهاتكم وجداتكم {وبنات الأخ وبنات الأخت} ويدخل فيهن أولادهم.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٨ : فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٤٠ : رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣٤ : (قوله ويثبت النسب) أما الإرث فلا يثبت فيه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۰۵ : سوال- ۱-زید مذکور کا نکاح اپنی سگی بھانجی کی بیٹی سے شرعا درست ہوا یا نہیں؟

۲-ان دونوں کی جفتی سے جو اولاد ہوئی اس کا نسب زید سے ثابت ہوا یا نہیں؟ مگر زید اس کو اپنا لڑکا لڑکی ثابت کرتا ہے؟

۳- زید کے مرنے کے بعد یہ لڑکا لڑکی عصبہ بن کر اس کے مال کی وارث بنیں گے یا نہیں؟

الجواب- ۱-یہ نکاح ناجائز ہے، متون شروح فتاوی سب میں عدم جواز مصرح ہے۔

۲-باوجود نکاح حرام ہونے کے اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہو گی، وہ زید سے ثابت النسب ہو گی،... ...

۳-نسب تو ثابت ہے، احتیاطا میراث کا استحقاق نہیں ہو گا۔

সৎ বোনের মেয়ের ঘরের নাতনিকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান তার সৎ বোনের মেয়ের ঘরের নাতনিকে বিয়ে করতে পারবে কি না? যদি নাতনির সাথে নানার বিয়ে হয়ে যায় এবং দাম্পত্য জীবন চলতে থাকে এবং ওই মেয়ের বাবা প্রতিবাদ না করে নীরব থাকে, তবে শরীয়তে তার হুকুম কী? যদি মেয়ের বাবার আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসীও এ ব্যাপারে নীরব থাকে তাদের হুকুম কী? সে সংসারে সন্তান হলে শরীয়ত মোতাবেক তার ফয়সালা কী হবে?
যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত বিয়েকে হালাল মনে করে তবে শরীয়তে তার হুকুম কী? কিন্তু যদি কেউ জেনে-শুনে এ বিয়েকে হারাম মনে করেও নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে

Scanned by CamScanner

উক্ত মেয়ের বাবার সাথে সমাজ করে তবে তার হুকুম কী? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : যে সকল নারীকে কোরআনে পাকে বিবাহ করা হারাম বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে আপন বোন, সৎ বোন, তাদের মেয়ে এবং মেয়ের মেয়েরাও অন্তর্ভুক্ত বিধায় সৎ বোনের মেয়ের ঘরের নাতনিকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম। আর যদি নাতনির সঙ্গে সৎ নানার বিবাহ হয়ে যায় তাহলে মেয়ের বাবা, গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজনের জন্য তাদের পৃথক করে দেওয়া একান্ত জরুরি। অন্যথায় সবাই গোনাহগার হবে।

উল্লেখ্য, উক্ত কাজ হালাল মনে করা কুফরী হবে। আর অজান্তে বিবাহ করার কারণে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তানের পিতা বলে বিবেচিত হবে। তবে মাসআলা সম্পর্কে জেনে-শুনে বিবাহ করে থাকলে সন্তান পিতার পরিচয় পাবে না। (১৮/২৮৩/৭৫৬৮)

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٤ / ٤٧ : والأخت حرام، وهى على ثلاثة أصناف، أختك لأبيك وأمك، وأختك لأبيك، وأختك لأمك، وكذلك بناتهن وإن سفلت.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣٢ : أن نكاح المحارم باطل أو فاسد. والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه، ولذا لا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم أيضا.

সৎ বোনের নাতনিকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : আমি ১/১০/২০১০ ইং রোজ শুক্রবার সময় ৬.৩০ মিনিটে ইসলামিকভাবে এক মুসলিম নারীকে বিবাহ করেছি। কনে আমার সৎ বোনের (বৈমাত্রেয়) মেয়ের ঘরের নাতনি। বিবাহের তিন দিন পর আমার গ্রামের মসজিদের দুই মুসল্লি আমাকে ডেকে একটি ফতওয়া জানাল যে তোমার এই বিবাহ ইসলামী শরীয়তসম্মত হয়নি। এ কথাগুলো আমার মা ও বড় বোন এবং আমার বিবাহিতা স্ত্রী জানতে পেরেছে। বর্তমানে আমি মানসিকভাবে খুবই সমস্যায় আছি।

অতএব, হুজুরের নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, উক্ত ফতওয়ার ব্যাপারে একটা লিখিত পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

সম্পর্কের বিবরণ

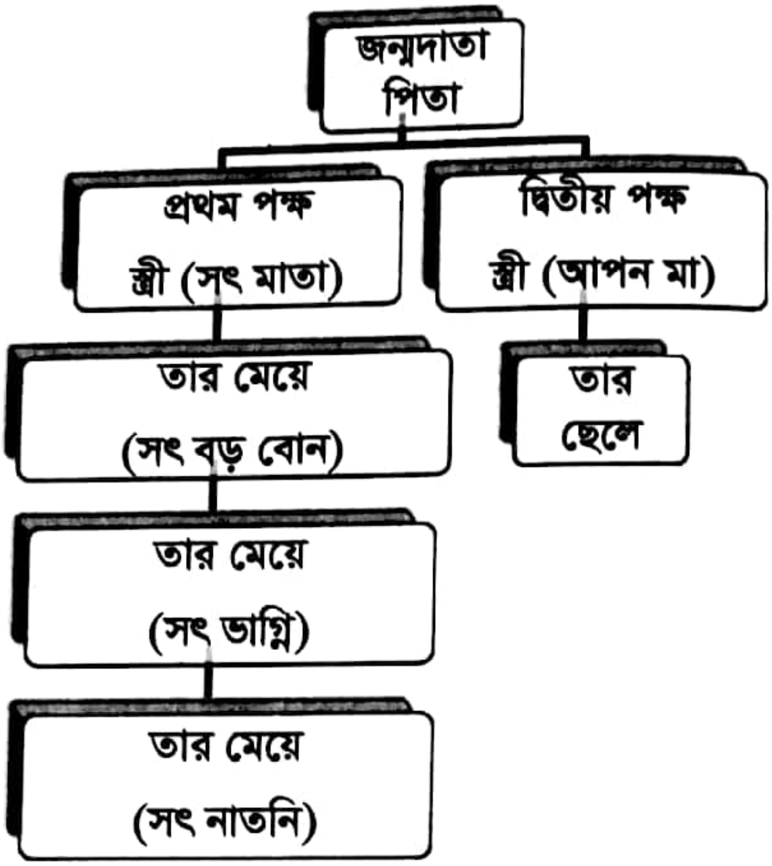

বি.দ্র. : এ বিবাহ সম্পর্ক যদি না চলে এবং আমি যদি এখন মেয়েটাকে তালাক দিই তাহলে মেয়েটা জীবনে আর বিবাহ করবে না এবং আমিও আমার স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরে যেতে পারব না। এসব দিক বিবেচনা করে আমাকে একটা লিখিত পরামর্শ দানে আপনার মর্জি কামনা করছি।

উত্তর : ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বৈমাত্রেয় সৎ বোনের নাতনি 'মুহাররমাত' (অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ অবৈধ)-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই তার সাথে আপনার বিবাহই শুদ্ধ হয়নি বিধায় তালাক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অনতিবিলম্বে দাম্পত্য সম্পর্ক অবসান ঘটাতে হবে এবং বিগত দিনের ভুলের জন্য তাওবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে। (১৭/৫২৫/৭১৭৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ١٦٣ : المحرمات بالنسب: وهن فروعه وأصوله وفروع أبويه وإن نزلوا.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٤ / ٤٧ : والأخت حرام، وهى على ثلاثة أصناف، أختك لأبيك وأمك، وأختك لأبيك، وأختك لأمك، وكذلك بناتهن وإن سفلت.

Scanned by CamScanner

সৎ ভাগ্নের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি দুই বিবাহ করার পর প্রথম স্ত্রী থেকে একটি ছেলে হয় এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি কন্যা হয়। ওই কন্যার ঘরের ছেলের মেয়ের সঙ্গে প্রথম স্ত্রীর ছেলের বিবাহ বৈধ হবে কি না? আর যদি বিবাহ হয়ে যায় তবে তাদের ঘর-সংসার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে আপন বোনের ছেলের মেয়েকে বিবাহ করা যেমন বৈধ নয়, তেমনি বৈমাত্রেয় বোনের ছেলের মেয়েকেও বিবাহ করা বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বৈমাত্রেয় বোনের ছেলের মেয়েকে বিবাহ করা শরীয়তের আলোকে হারাম। কেউ এ ধরনের বিবাহ করলে তা বিবাহ বলে গণ্য হবে না এবং ঘর-সংসার করাও অবৈধ হবে। সাথে সাথে তাদের পৃথক করে দেওয়া জরুরি। আর এ কৃতকর্মের জন্য খালেস দিলে উভয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেবে। (১৭/৩১৫/৭০৫৪)

📖 سورة النساء الآية ٢٣ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٨ : وفروع أبويه، وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وإن نزلن.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٣ : وأما الأخوات فالأخت لأب وأم والأخت لأم وكذا بنات الأخ والأخت وإن سفلن.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷ / ۳۱۴ : الجواب - بابنت ابن اخت علاتی نکاح حرام است ونکاح مستوجب تعزیر ست واگر توبہ نہ کند وزن مذکور را علیحدہ نہ کند با ومشاربت ومواکلت ومجالست ترک کردہ شود.

Scanned by CamScanner

সৎ ভাগ্নিকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : আমার পিতার প্রথম স্ত্রীর মেয়ে তাহেরা খাতুনের মেয়ে, অর্থাৎ পিতার নাতনির সাথে আমার পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলের বিবাহ হয়েছে। এই বিবাহ শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি না হয় তাহলে আমাদের এখন করণীয় কী?

উত্তর : সৎ বোনের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম। তাই উক্ত বিয়ে সহীহ হয়নি। এখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে এবং এ কাজের সাথে জড়িত সবাইকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করতে হবে। (১৯/৩৮৩/৮২১৭)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٥٧ : وتحرم عليه بنات الأخ وبنات الأخت بالنص، وهو قوله تعالى: {وبنات الأخ وبنات الأخت} [النساء: ٢٣] وبنات بنات الأخ والأخت وإن سفلن بالإجماع.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٣ : وأما الأخوات فالأخت لأب وأم والأخت لأم وكذا بنات الأخ والأخت وإن سفلن.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢ / ٢٥٠ : سوال—دختر پسر اخت عینیہ وعلاتیہ واخیافیہ را نکاح کردن رواست یانہ ؟واز بنات الاخت بنات ابن الاخت داخل باشد یاچہ ؟للہ ارشاد فرمایند!

جواب—بنات الاخت میں بنات ابن الاخت وبنت الاخت سب داخل ہیں ولو سفلن جیساکہ بناتکم میں بنت الابن والبنت داخل ہیں.

পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : একজন ৫৫ বছরের পুরুষ ২৫ বছরের এক মহিলাকে বিবাহ করল এবং বিবাহ করার পর তাদের দুজনের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। তাদের মধ্যে নির্জনে কোনো প্রকারের কথাবার্তা ও কাজই হয়নি। এখন ওই স্বামী ইন্তেকাল হয়ে গেলে তার আগের ছেলে ওই মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো মহিলা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই ওই স্বামীর সন্তানদের বিমাতা হয়ে যায়, আর বিমাতার সাথে বিবাহ চিরতরের জন্য হারাম। তাই ওই স্বামীর আগের ঘরের ছেলের সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ হবে না। (১/১৮৯)

📖 سورة النساء الآية ٢٢ : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

📖 الدر المنثور (مكتبة الرحاب) ٢ / ٢٥٧ : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله : {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} يقول: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ١٢٠ : (قوله ولا بامرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} اعلم أن امرأة الأب والأجداد تحرم بمجرد العقد عليها.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١ : (وزوجة أصله وفرعه مطلقا) ولو بعيدا دخل بها أو لا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١ : وتحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أو لا.

সৎ বোনের নাতনিকে বিবাহকারীর সাথে সম্পর্ক রাখা

প্রশ্ন : আনুমানিক ৪০-৪২ বছর আগে জনৈক ব্যক্তি বৈমাত্রেয় বোনের মেয়ের মেয়েকে, অর্থাৎ নাতনিকে বিবাহ করে। বিবাহের পর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে জন্মের পর স্থানীয় একজন আলেম ওই সন্তানাদি হওয়ার পর ফতওয়া প্রদান করেন যে "শরীয়ত মোতাবেক ওই বিবাহ বৈধ হয়নি এবং জানার পর স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তানগুলো বৈধ হিসেবেই গণ্য হবে।" কিন্তু উক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত ফতওয়া না মেনে উক্ত স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় উক্ত আলেম ওই ব্যক্তিকে একঘরে করে রাখার ঘোষণা দেন এবং তার সাথে সমাজের লোকজনের বয়কটের ঘোষণা দেন। এভাবে প্রায় ২০-২৫ বছর অতিবাহিত হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে তার বড় মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার পর পরই ছোট মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। ওই বিবাহে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে

Scanned by CamScanner

দুজন আলেমের উপস্থিতিতে একজন স্থানীয় ইমাম, যিনি বিবাহ রেজিস্ট্রার, তিনি বিবাহ রেজিস্ট্রি করেছেন। তিনি বিবাহ পড়াননি। উল্লিখিত আলেম ফতওয়া দিচ্ছেন যে বিবাহ রেজিস্ট্রিকারী আলেমের পেছনে নামায পড়া বৈধ হবে না। উক্ত ইমাম সাহেবকে বাদ দেওয়ার জন্য বলায় সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় ইমাম সাহেব যিনি মেয়ের জীবনের চিন্তা করে ওই (কাবিন) বিবাহ রেজিস্ট্রি করেছেন, তাঁর পেছনে নামায পড়া জায়েয কি? ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জানতে চাই। ওই মেয়েটির বিবাহ রেজিস্ট্রিকারী ইমাম সাহেব ইমামতির যোগ্যতা হারিয়েছেন কি না?

উত্তর : বৈমাত্রেয় বোনের নাতনিকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম। এরূপ বিবাহ নিজেদের মা-বোনের সাথে বিবাহ করার মতো মারাত্মক। এ বিবাহকে বৈধ করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। জানার পরও যে এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করে তার সাথে উঠাবসা করা ও তার সহযোগিতা করা বড় গোনাহ।
প্রশ্নোল্লিখিত ইমামের বিবাহ রেজিস্ট্রির কাজ ওই হারাম কাজের সহযোগিতায় শামিল হওয়ায় ওই ইমাম সামাজিক বিচারে অপরাধী ও শরয়ী বিচারে গোনাহগার। সুতরাং ইমাম সাহেব অনুতপ্ত হয়ে ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়ে তাওবা না করলে তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা সঠিক হবে না। (১৩/৪৬৪/৫৩০৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٦٠ : وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٣١٤ : الجواب- بابنت ابن اخت علاتی نکاح حرام است ونکح مستوجب تعزیر ست واگر توبہ نہ کند وزن مذکور را علیحدہ نہ کند با ومشاربت ومواکلت ومجالست ترک کردہ شود۔ قال الله تعالى : وبنات الأخ وبنات الأخت الآية، فلا تعقد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الآية.

Scanned by CamScanner

সৎ বোনের নাতনিকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : সৎ বোনের নাতনিকে বিবাহ করা যায় কি না?

উত্তর : সৎ বোনের নাতনিকে বিবাহ করা হারাম। (৪/২৮০/৭০৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٨ : (حرم) على المتزوج ذكرا كان أو أنثى نكاح (أصله وفروعه) علا أو نزل (وبنت أخيه وأخته وبنتها)... ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن.

সৎ খালা ও ভাগ্নিকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : কোরআন শরীফে সৎমাকে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'حرمت عليكم امهاتكم'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না থাকার কারণে ভিন্নভাবে وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সৎ খালার জন্য যেহেতু পৃথক কোনো আয়াত নেই, তাই বলে সহোদর খালার সাথে 'وخالاتكم' এর অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? এবং তাদের সাথে পর্দার হুকুম কী? অনুরূপ সে ধরনের খালা ভাগিনা ও মামা ভাগ্নি তারা একে-অপরের সাথে বিয়ে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মায়ের আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন সবাই 'وخالاتكم'-এর অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ মায়ের আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, বৈপিত্রেয় ভাই সবাই 'اخوالكم'-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এসব ধরনের খালা ভাগিনা ও মামা ভাগ্নি পরস্পরের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। কোনো অবস্থায় বিয়ে বৈধ নয়। (১৩/৩৯৬/৫২৯৫)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢ / ٣٥٨ : وخالتكم، اپنی والدہ کی بہن حقیقی ہو یا علاتی ہو یا اخیافی، ہر ایک سے نکاح حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

وبنت الاخ، بھائی کی لڑکیوں، یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، حقیقی ہو علاتی ہو یا اخیافی ہو، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح حلال نہیں۔

وبنت الاخت، بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، اور یہاں بھی وہی تعمیم ہے.

সৎমায়ের পূর্বের ঘরের সন্তানের সাথে বিবাহ বৈধ

প্রশ্ন : আমি দুটি বিবাহ করেছি। প্রথম বিবাহ করার পর একটি মেয়ে হয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহ করার সময় স্ত্রীর সাথে দুটি ছোট এতিম বাচ্চা ছিল। বর্তমানে প্রথম স্ত্রীর মেয়ের সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীর ওই ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া যাবে কি না? জানতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ, প্রথম স্ত্রীর মেয়ের সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীর (পূর্বের স্বামীর) উক্ত ছেলের বিবাহ জায়েয হবে। (১৩/৫৭০/৫৩৮৭)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۳۱ : ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۳۳۰ : الجواب۔اور اگر کوئی ذریعہ حرمت موجود نہ ہو تو سوتیلی ماں کی بیٹی سے نکاح کرنا از روئے شرع جائز ہے.

সৎমায়ের সাবেক স্বামীর সন্তানের সাথে বিয়ে বৈধ

প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ বিবাহ করেছে ছালেহা খাতুনকে, ছালেহা খাতুন এক ছেলে রাসেলকে রেখে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর আব্দুল্লাহর দ্বিতীয় বিয়ে ফাতেমা নামক এক মেয়ের সাথে হয়। ফাতেমার এক স্বামী ছিল, তাকে তালাক দিয়ে দেয়। ফাতেমার গর্ভে প্রথম স্বামী হতে এক মেয়ে নাসরিন জন্মগ্রহণ করে। এখন কথা হলো, ফাতেমার মেয়ে নাসরিন ও সালেহার ছেলে রাসেল একে- অপরের সাথে বিয়ে হয় এবং সন্তানাদিও হয়। প্রায় ১০-১১ বছর পার হতে চলেছে। এখন বিবাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কী হুকুম? বিবাহ না হলে এখন কী করণীয়? হাওয়ালাসহ জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : সৎমায়ের পূর্বের স্বামীর সন্তান মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত রাসেল ও নাসরিনের বিবাহ নিঃসন্দেহে সহীহ হয়েছে। (৭/৯৫০/১৯৫৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١ : وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال.

মামা শ্বশুর ও মামি শাশুড়ি মাহরাম নয়

প্রশ্ন : ক. পিতা ও মাতার আপন ফুফু, খালা তদ্রূপ দাদা দাদির আপন ফুফু ও খালা, নানা ও নানির আপন ফুফু ও খালার সাথে সাক্ষাৎ বৈধ আছে কি? তারা কি মুহাররমাতের অন্তর্ভুক্ত?
খ. স্ত্রী তার মামা শ্বশুর নানা শ্বশুর ও দাদা শ্বশুরের সামনে যেতে পারব কি? স্বামীর জন্য তার দাদি শাশুড়ি, নানি শাশুড়ি, মামি শাশুড়ির সাথে সাক্ষাৎ করা জায়েয কি না?
গ. আপন ভাতিজির মেয়ে এবং তার মেয়েসমূহ, ভাগ্নের মেয়ে ও তার মেয়েসমূহ মুহাররমাত এর অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সকল আত্মীয়স্বজন মুহাররমাতের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র মহিলার জন্য মামা শ্বশুর এবং পুরুষের জন্য মামি শ্বাশুড়ী মুহাররমাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং মহিলার জন্য মামা শ্বশুর ও পুরুষের জন্য মামি শাশুড়ির সাথে পর্দার বিধান পালন জরুরি বিধায় দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ নয়। তবে মুহাররমাতের মধ্যে যাদের সাথে পর্দা না করে ওঠাবসার দ্বারা ফেতনার আশঙ্কা থাকে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে পর্দার ন্যায় সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। (১৫/৩০৫/৬০৫৯)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٥٧ : ويحرم عليه عمة أبيه وخالته لأب وأم أو لأب أو لأم، وعمة أمه وخالته لأب وأم أو لأب أو لأم بالإجماع.

📖 فيه ايضا ٢ / ٢٥٩ : وأما جدات الزوجة من قبل أبيها وأمها فإنها عرفت حرمتهن بالإجماع.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٦٨ : والمسألة مفروضة هنا في أمها والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳ / ۲۱۷ : الجواب—اصول (ماں، نانی، دادی وغیرہ) فروع (بیٹی، پوتی، نواسی، وغیرہ) اصل قریب کی فروع (بہن، بھانجی، بھتیجی وغیرہ) اصل بعید کی صلبی اولاد (خالہ پھوپھی..... ... ۔

পিতার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে বৈধ

প্রশ্ন : আমার ভাই মোঃ রিয়াজ মিঞার কন্যা রিপা আক্তারের বিবাহ তার পিতা রিয়াজের বৈমাত্রেয় চাচা তোতা মিয়ার ছেলে সৃজন, যে এ সূত্রে রিপার চাচা হিসেবে গণ্য হয়, তার সাথে শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ বৈধ হবে কি না?
বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য নিম্নে বংশপরম্পরা দেওয়া হলো :

ইয়াদ আলীর দুজন স্ত্রী

গোলাপজান	সকিনা বানু
তোতা মিয়া	তারা মিয়া
সৃজন	রিয়াজ
	রিপা আক্তার

উত্তর : আত্মীয়তার সূত্রে যদিও সৃজন ও রিপার মাঝে চাচা-ভাতিজির সম্পর্ক; কিন্তু তা আপন না হয়ে দূরবর্তী হওয়ায় তাদের মাঝে বিবাহ হারাম হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১৫/৭০৯/৬২২৮)

📖 التفسير المظهرى (دار إحياء التراث) ٢ / ٢٦٥ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... ... وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ يعنى فروع الأخ والأخت بناتهما وبنات أبنائهما و بنات بناتهما وإن سفلن سواء كان الأخ و الأخت لأبوين أو لأحدهما۔

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠ : وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته {وأحل لكم ما وراء ذلكم}۔

Scanned by CamScanner

সহোদর ভাইয়ের নাতনিকে বিবাহ ও সন্তানের হুকুম

প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ নিজ সহোদর ভাইয়ের নাতনিকে বিয়ে করার পর ওই নাতনির ঘরে তার কয়েকজন সন্তান-সন্ততিও হয়। এমতাবস্থায় পিতা থেকে উক্ত সন্তানগুলোর নসব সাব্যস্ত হবে কি না? এবং তারা পিতা থেকে উত্তরাধিকারী সম্পত্তির মালিক হবে কি না?

উত্তর : সহোদর ভাইয়ের নাতনি মাহরামের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। এরূপ মিলনের দ্বারা জন্মপ্রাপ্ত সন্তানের নসবের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও সার্বিক বিবেচনায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের অনুসরণে নসব সাব্যস্ত হওয়ার ফতওয়াই দেওয়া হয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত সন্তান-সন্ততির নসব আব্দুল্লাহ থেকে সাব্যস্ত হবে তবে তার মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি তার মিরাছের অধিকারী হবে না। (৬/৫১৮/১৩১০)

📖 سورة النساء الآية ٢٣ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤ / ١٦٥ : لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهته وبملك اليمين.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٤٠ : رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – خلافا لهما بناء على أن النكاح فاسد عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – باطل عندهما كذا في الظهيرية.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٣٤ : (قوله ويثبت النسب) أما الإرث فلا يثبت فيه.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۰۵ : سوال- ۱-زید مذکور کا نکاح اپنی سگی بھانجی کی بیٹی سے شرعادرست ہوایانہیں؟

۲-ان دونوں کی جفتی س جو اولاد ہوئی اس کا نسب زید سے ثابت ہوایانہیں؟ مگر زید اس کو اپنا لڑکا لڑکی ثابت کرتا ہے؟

۳-زید کے مرنے کے بعد یہ لڑکا لڑکی عصبہ بن کر اس کے مال کی وارث بنیں گے یا نہیں؟

الجواب- ۱-یہ نکاح ناجائز ہے، متون شروح فتاوی سب میں عدم جواز مصرح ہے۔

۲- باوجود نکاح حرام ہونے کے اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی، وہ زید سے ثابت النسب ہوگی،... ...

۳-نسب تو ثابت ہے، احتیاطا میراث کا استحقاق نہیں ہوگا۔

নানার বৈমাত্রেয় বোনকে বিয়ে করা হারাম

প্রশ্ন : কোনো এক লোক তার নানার বাপ শরীক বোন বিবাহ করেছে। সেই ঔরসে চারজন সন্তানও হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, নানার বোন বিবাহ করা জায়েয কি না? যদি নাজায়েয হয় তবে তার করণীয় কী? এবং সন্তানাদির হুকুম কী?

উত্তর : যে সমস্ত নারীকে বিয়ে করা হারাম নানার সৎ বোনও তাদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় নানার বোনের সাথে বিবাহ সহীহ হয়নি। শিগগির অবশ্যই দুজন পৃথক হয়ে যেতে হবে এবং কৃত অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে খালেস মনে তাওবা করে নিতে হবে। তবে সন্তানাদি বাপের ঔরসজাত বৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে। (১৪/৩৪৭/৫৬২১)

📖 تفسير الجلالين ١ / ١٠٤ : {وعماتكم} أي أخوات آبائكم وأجدادكم {وخالاتكم} أي أخوات أمهاتكم وجداتكم {وبنات الأخ وبنات الأخت} ويدخل فيهن أولادهم.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٤٠ : رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما بناء على أن النكاح فاسد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - باطل عندهما كذا في الظهيرية.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۰۵ : سوال- ا-زید مذکور کا نکاح اپنی سگی بھانجی کی بیٹی سے شرعا درست ہوا یا نہیں؟

۲-ان دونوں کی جفتی سے جو اولاد ہوئی اس کا نسب زید سے ثابت ہوا یا نہیں؟ مگر زید اس کو اپنا لڑکا لڑکی ثابت کرتا ہے؟

۳-زید کے مرنے کے بعد یہ لڑکا لڑکی عصبہ بن کر اس کے مال کی وارث بنیں گے یا نہیں؟

الجواب- ا-یہ نکاح ناجائز ہے، متون شروح فتاوی سب میں عدم جواز مصرح ہے۔

۲- باوجود نکاح حرام ہونے کے اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی، وہ زید سے ثابت النسب ہوگی،.... ...

۳- نسب تو ثابت ہے، احتیاطا میراث کا استحقاق نہیں ہوگا۔

সৎ শাশুড়িকে বিয়ে করা জায়েয

প্রশ্ন : আপন স্ত্রীর সৎমাকে (সৎ শাশুড়ি) বিবাহ করা জায়েয হবে কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই। কারণ স্থানীয় উলামায়ে কেরাম বিপরীতমুখী মন্তব্য পেশ করেছেন। তাই সঠিক সমাধান প্রয়োজন।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, যে সমস্ত মহিলাকে চিরকালের জন্য বিবাহ করা নাজায়েয তাদের দেখা দেওয়া জায়েয। যেমন–মা, বোন, ফুফু, খালা, আপন শাশুড়ি ইত্যাদি। আর যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয তাদের দেখা দেওয়া নাজায়েয ও হারাম। যেমন চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, খালাতো বোন, বেগানা মহিলা ইত্যাদি। সৎ শাশুড়ি এদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই তাকে বিবাহ করা জায়েয এবং পরস্পর পর্দা করা ফরয। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। (৬/৩১১/১২০৮)

📖 شرح النقاية ۱ / ۵۵۵ : ولو فرضت الأخرى ذكرا حلت له الأخرى، مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة أبيها جاز الجمع بينهما۔

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦ : (فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها) أو امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه۔

Scanned by CamScanner

মামিকে বিবাহ করা বৈধ, খালাকে নয়

প্রশ্ন : মামা মরে যাওয়ার পর মামিকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি না? হলে কেন? খালাকে বিবাহ করা হারামের কারণ কী?

উত্তর : যে সমস্ত মহিলাকে বিয়ে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম মামি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে খালা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাই মামার মৃত্যুর পর ইদ্দত পালনান্তে মামিকে বিয়ে করা জায়েয হবে। খালাকে বিয়ে করা জায়েয হবে না। খালা ও মামির মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যের কারণ হিসেবে বলা যায়, যেসব কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক কোনো দিন হতে পারে না খালার মধ্যে ওই সব কারণ পাওয়া যায়। মামির মধ্যে এর কোনোটিই পাওয়া যায় না। যার স্পষ্ট বর্ণনা ফিকহের কিতাবে রয়েছে।

এতদসত্ত্বেও কোরআন ও হাদীসে খালা হারাম হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কোথাও মামি হারাম হওয়ার উল্লেখ নেই। এ ছাড়া খালা-ভাগিনার মধ্যে রক্তের সম্পর্ক, মামি এরূপ নয়। মামিকে খালার সাথে তুলনা করা অযৌক্তিক। (৬/৪০৪/১২৫১)

📖 سورة النساء الآية ٢٣ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۳۳۳ : الجواب- ماموں کی بیوی سے بعد طلاق یا وفات نکاح درست ہے ... فی الدر المختار (وزوجة أصله وفرعه مطلقا).

📖 قلت : فالخال وابن الأخ وابن الأخت ليسوا بأصول ولا فروع، فقط-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۷۳ : الجواب—ماموں کی حیات میں بھی محرم نہیں، ممانی پر پردہ فرض ہے اور ماموں کی وفات کے بعد اس سے نکاح جائز ہے۔

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۲ / ۳۶۴ : وأحل لكم ما وراء ذلكم، یعنی جو محرمات اب تک مذکور ہوئیں ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال

Scanned by CamScanner

ہیں، مثلا چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں زاد بہن، ماموں چچا کی بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد، بشرطیکہ یہ مذکورہ اقسام اور کسی رشتہ سے محرم نہ ہوں۔

চাচিকে বিয়ে করা বৈধ

প্রশ্ন : জনৈক মহিলাকে স্বামী ছেড়ে দিয়েছে। এখন তাকে তার ভাশুরের ছেলে বিয়ে করতে চায়। শরীয়তে এ বিয়ে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : উক্ত মহিলা তার স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে তার ভাশুরের ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (১৮/৮১১/৭৮৮২)

📖 سورة النساء الآية ٢٤ : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵/ ۸۹ : ج: شوہر کا بھتیجہ عورت کا محرم نہیں، اس سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کوئی اور رشتہ محرمیت کا نہ ہو۔

দূরসম্পর্কের খালা-ভাগ্নের বিবাহ বৈধ

প্রশ্ন : নঈম উদ্দীন থেকে শুরু হয়েছে দুটি বংশধারা। নঈম উদ্দীনের দুই ছেলে, ইমতিয়াজ ও আব্দুল জাব্বার। ইমতিয়াজের ছেলে আলিম। আলিমের মেয়ে মনোয়ারা। মনোয়ারার ছেলে ইউসুফ।
আর এদিকে আব্দুল জাব্বারের ছেলে রমিজ। রমিজের মেয়ে রোজি। প্রশ্ন হলো, দুই বংশের দুজন, অর্থাৎ ইউসুফ ও রোজির মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ হতে পারে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মনোয়ারা ও রোজির মধ্যে দূরসম্পর্কের চাচাতো বোনের সম্পর্ক। সে হিসেবে মনোয়ারার ছেলে ইউসুফ ও রোজির মধ্যে দূরসম্পর্কের খালা-ভাগিনার সম্পর্ক। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে এদের মাঝে বিবাহ হওয়াতে কোনো নিষেধ নেই। তাই শুধু সামাজিকতার কারণে উভয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা উচিত হবে না। (৫/২৮/৮২৫)

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ١١٧ : فلهذا تحرم العمات والخالات، وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال.

📖 البناية (دار الكتب العلمية) ٥ / ٢٢ : حرم الله تعالى العمة والخالة ولم يحرم بناتهما، وكذا أولادهم وإن سفلوا يجوز التناكح فيما بينهم من جميع القرابات وهم أرحام لا محرم.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٨ : (قوله: قرابة) كفروعه وهم بناته وبنات أولاده، وإن سفلن، وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه إن علون وفروع أبويه، وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٣٠٠ : سوال- چچیری خالہ سے نکاح درست ہے یا نہیں؟

الجواب- نکاح اس لڑکے کا غیر حقیقی خالہ سے درست ہے۔

মেয়েকে ত্যাজ্য করলেও চাচার সাথে বিবাহ অবৈধ

প্রশ্ন : জনৈক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক তার আপন ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ব্যাপারটা এলাকার লোকজনের কাছে ধরা পড়ে গেলে এলাকার লোকজন সালিসের মাধ্যমে তাকে ব্যাপক লাঠিপেটা, জুতাপেটা ও জুতার মালা পরানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়। অতঃপর অভিযুক্ত ছেলে ও মেয়েকে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেয়।

কিছুদিন পর সে জেল থেকে বের হয়ে এসে বলে, আমি ভাতিজিকে বিয়ে করব। এটা জায়েয আছে। জায়েয না থাকলে আদম ও হাওয়া থেকে পৃথিবীতে কিভাবে লোকজন ছড়িয়েছে? অপরাধী লোকটি বলছে, বর্তমান ইসলামের দৃষ্টিতে এটা জায়েয নেই–আমি জানি, আমি অপরাধ করে ফেলেছি পাপের সাগরে ডুবে গিয়েছি। এর জবাব আল্লাহর কাছে আমি দেব। এলাকার মানুষের দরকার নেই। বিয়ের পারমিশন প্রয়োজনে আইন-আদালতের কাছ থেকে আনব, তারপর বিয়ে করব। এমতাবস্থায় মেয়ের বাবা যদি

Scanned by CamScanner

মেয়েকে ত্যাজ্য করে দেয়, অর্থাৎ মেয়ের পরিচয় বাদ করে দেয় তাহলে কি তাদের মধ্যে বিবাহ সম্ভব?

উত্তর : শরীয়তে পুরুষদের জন্য যেসব মহিলাদের বিবাহ করা চিরতরে হারাম করা হয়েছে, আপন ভাইয়ের মেয়ে তার মধ্যে অন্যতম। ধর্মের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাশীল ও সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো লোক এ ধরনের কাজ করতে পারে না। ইসলাম ও মুসলমানের কোনো আইন-আদালত থেকে এর পারমিশন আনতে সক্ষম হবে না। তাই সমাজের লোকদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, তাকে এ ধরনের নরপশুর মতো জঘন্যতম কাজ পরিহার করে তাওবা করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মেয়েকে ত্যাজ্য করার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই। এতে পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং ত্যাজ্য করলেও বিবাহের কোনো সুযোগ নেই। (১৭/৬৯৩/৭২৬৯)

🕮 سورة النساء الآية ٢٣ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

🕮 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٨ : وفروع أبويه، وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وإن نزلن.

🕮 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٣ : وأما الأخوات فالأخت لأب وأم والأخت لأم وكذا بنات الأخ والأخت وإن سفلن.

🕮 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٨٢ : ولأبي حنيفة: أن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد.

সৎ ভাগ্নের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : পিতার নাতীর ঘরের মেয়ের সাথে বিবাহ করা জায়েয হবে কি না? যেমন :

Scanned by CamScanner

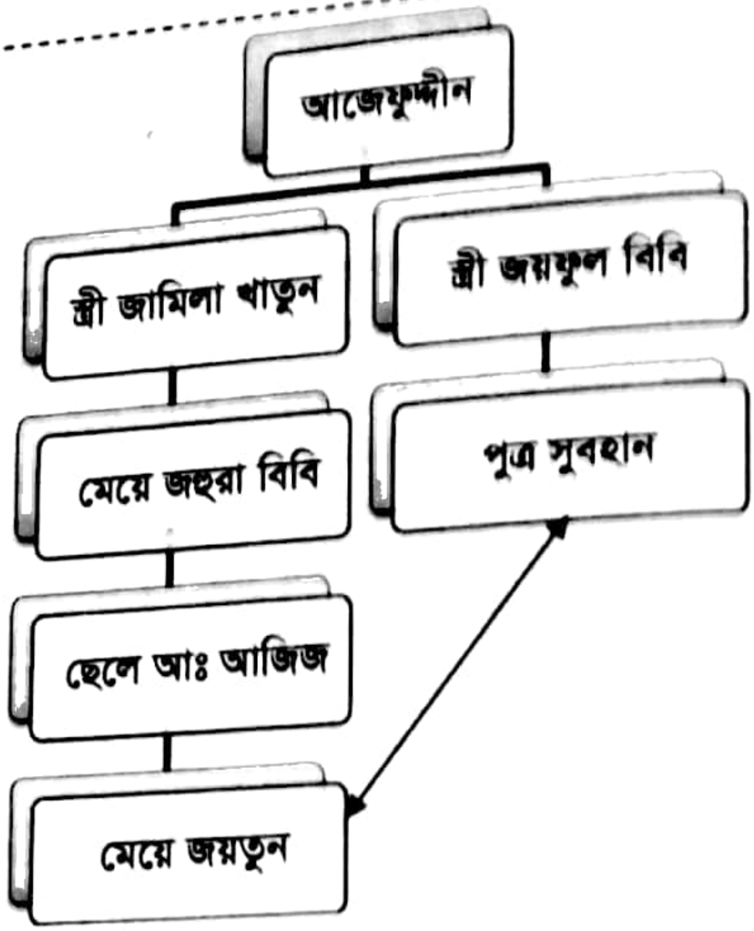

উল্লিখিত নকশায় চিহ্নিত ছেলে-মেয়ের সাথে বিবাহ জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে পিতার স্ত্রীর উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন সব বংশধর ছেলের ওপর হারাম। পাত্রী জয়তুন যেহেতু পাত্র সোবহানের পিতার নাতির ঘরের মেয়ে হলো, অর্থাৎ সোবহানের নাতনি সাব্যস্ত হলো। তাই সোবহানের সাথে জয়তুনের বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (১/২৭১)

📖 سورة النساء الآية ٢٣ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

Scanned by CamScanner

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٤٧٦ : (و) يحرم (أخته) لأب وأم، أو لأحدهما لقوله تعالى {وأخواتكم} (وبنتها) لقوله تعالى {وبنات الأخت} (وابنة أخيه) لأب وأم، أو لأحدهما لقوله تعالى {وبنات الأخ}. (وإن سفلن) لعموم المجاز، أو دلالة النص، أو الإجماع.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢/ ٢٥٧ : وتحرم عليه بنات الأخ وبنات الأخت بالنص، وهو قوله تعالى: {وبنات الأخ وبنات الأخت} وبنات بنات الأخ والأخت وإن سفلن بالإجماع.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٣١٤ : سوال—زید بنت ابن اخت علاتی را بنکاح خود در آورد و پس نکاحش جائز است یانہ؟... ...

الجواب—بانت ابن اخت علاتی نکاح حرام است ونا کح مستوجب تعزیر است۔

১০-১১ বছরের ছেলের কামোত্তেজনার সহিত স্পর্শে মুসাহারাত সাব্যস্ত হয় না

প্রশ্ন : আমি ৭ মাস পূর্বে আমার মামাতো বোনকে বিয়ে করেছি। কিন্তু আমি একটি সন্দেহের মধ্যে আছি এবং এ সন্দেহটা আমার কাছে অনেক সমস্যাও মনে হচ্ছে। তা হলো, আমার যখন বয়স ১০-১১ বছর হয় তখন আমি আমার মামির সাথে এক রাত ছিলাম। হঠাৎ করে তার গায়ে আমার হাত পড়ে, এমতাবস্থায় আমার কামভাবের ইচ্ছা জাগে ও লিঙ্গ খাড়া হয়, এর বেশি আর কিছু হয়নি। এতটুকু আমার মনে আছে। আমার মনে পড়ে, এর পূর্বে আমার কখনো স্বপ্নদোষও হয়নি। তারপর ১২-১৩ বছর পর আমার ওই মামির মেয়ের সাথে বিবাহ হয়। কিন্তু বিয়ের সময় এই বিষয়টা আমার মনে ছিল না। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত ঘটনার কারণে আমার বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না? না হলে তাকেই স্ত্রী হিসেবে রাখার শরীয়তসম্মত কোনো পদ্ধতি আছে কি না? এ ব্যাপারে আমার করণীয় কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ হওয়ার কোনো আলামত প্রকাশ না হলে যে ছেলের বয়স বারো বছর থেকে কম সে নাবালেগ ধর্তব্য হবে। আর নাবালেগ অবস্থায় কোনো মহিলার সাথে কামভাবের উদ্রেক হলে এর দ্বারা 'হুরমাতে মুসাহারাত' সাব্যস্ত হয় না, অর্থাৎ ওই মহিলার মেয়ের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনার সময়

Scanned by CamScanner

আপনার বয়স যদি বাস্তবেই ১০-১১ বছর হয়ে থাকে তাহলে এর দ্বারা আপনার মামাতো বোনের সাথে আপনার বিবাহ অশুদ্ধ হয়নি। তাই এ নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। (১৭/৫৫/৬৯২৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦/ ١٥٤ : (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار كما في أحكام الصغار (فإن راهقا) بأن بلغا هذا السن (فقالا: بلغنا؛ صدقا إن لم يكذبهما الظاهر) كذا قيده في العمادية وغيرها فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن يكون بحال يحتلم مثله وإلا لا يقبل قوله شرح وهبانية -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٥ : فتحصل من هذا: أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة وأقله للأنثى تسع وللذكر اثنا عشر؛ لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ الغلام، وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سببا للولد أو المس الذي يكون سببا لهذا الوطء، ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۳۱۲ : سوال-زید کی عمر گیارہ سال تین مہینے یا کچھ کم وبیش غرض بارہ سال سے کم تھی، ایک مکان دو پلنگ بچھے ہوئے تھے ایک پلنگ پر زید کی چچی لیٹی ہوئی تھی اور دوسرے پلنگ زید کا چچا لیٹا ہوا تھا اور زید اپنے چچا کے پاس لیٹا ہوا تھا پچھلی رات جو زید بیدار ہوا تو چچا کو اپنی چچی کی چار پائی پر دیکھا زید نے یہ کہہ کر کیا کر رہے ہو اپنا ہاتھ ان کی چار پائی پر ڈالا تو وہ ہاتھ شاید چچا کے بدن پر لگا یا شاید چچی کے بدن پر لگا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی ایام میں ایک روز دن کو ایک مکان میں زید کا چچا اور چچی دونوں موجود تھے، زید جو اچانک گھر میں گیا تو دیکھا کہ چچا اور چچی دونوں ایک چار پائی پر ہیں اور چچی کا بدن بالکل ننگا نظر آیا تو زید یہ حالت دیکھ کر باہر گیا... ... اب زید جوان ہو گیا اور زید کا رشتہ اسی چچی کی لڑکی سے ہوا ہے تو اب شریعت سے کوئی حد زید پر قائم نہیں ہوئی کہ جس سے نکاح جائز نہ ہو مفصل جواب مع دلائل شرعیہ بیان فرمائیے؟

Scanned by CamScanner

الجواب- ... ... بارہ برس سے کم عمر والے لڑکے کا لمس وغیرہ قابل اعتبار نہیں... ...
کسی طرح یہ لمس موجب حرمت مصاہرت نہیں اس لئے زید کا نکاح اس بچی کی دختر
سے جائز ودرست ہے۔

বিনা উত্তেজনায় মেয়ের স্তনে পিতার হাত

প্রশ্ন : আমার মেয়ে একদিন শুয়েছিল। আমি শয়তানের ধোঁকায় তার স্তনে হাত দিই, কিন্তু তখন কোনো কামভাব আমার ছিল না। এমতাবস্থায় এর শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : পিতা তার প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে কামভাবের সাথে সরাসরি বা পাতলা কাপড়ের ওপর দিয়ে স্পর্শ করলে তার জন্য স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যায়, অন্যথায় হারাম হয় না। (১৯/১২৩/৮০২৮)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ٢٧٨ (١٠٨٣٢) : عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه».

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٦٠ : ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣ : (وفروعهن) مطلقا والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣ : قال في الفتح: ثم هذا الحد في حق الشاب أما الشيخ والعنين فحدهما تحرك قلبه أو زيادته إن كان متحركا لا مجرد ميلان النفس، فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني، ثم قال ولم يحدوا الحد المحرم منها أي من المرأة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷/ ۳۴۳ : الجواب- مس بالشہوت سے اس وقت حرمت ثابت ہوتی ہے کہ بلا حائل غلیظ ہو پس اگر موٹے کپڑے کے اوپر کو مس کیا تو حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوئی۔

কামভাব নিয়ে পুত্রবধূকে স্পর্শ করা, তাকানো ও কুপ্রস্তাব প্রদান

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি তার ছেলের স্ত্রীর দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায় বা খারাপ প্রস্তাব দেয় অথবা খারাপ উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ করে, তাহলে কি ওই ছেলের সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক থাকে, নাকি তালাক হয়ে যায়?

উত্তর : শ্বশুরের জন্য পুত্রবধূর দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানো ও অসৎ মনোবাসনা পূরণের প্রতি আহ্বান করা মারাত্মক গোনাহ ও হারাম। তবে এর কারণে ছেলের জন্য তার স্ত্রী হারাম হবে না। আর যদি শ্বশুর কামভাব নিয়ে পুত্রবধূর খালি শরীরে বা পাতলা কাপড়ের ওপর দিয়ে স্পর্শ করে এবং সাথে সাথে বীর্যপাত না হয় তাহলে ছেলের জন্য ওই পুত্রবধূ হারাম হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, স্পর্শের বিষয়টি স্বীকারোক্তি বা সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে অথবা ছেলে তা বিশ্বাস করতে হবে। এমতাবস্থায় উভয়ে পৃথক হয়ে যেতে হবে। (১৯/২৩৪/৮১১৮)

📖 بدائع الصنائع (ایچ ایم سعید) ۲/ ۲٦۰ : ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۳۲ : تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت أبوك فضني، إن صدقها بانت بلا مهر، وإلا لا.

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۳۳ : (قوله: وأصل ماسته) أي بشهوة قال في الفتح: وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵ / ۲۴۹ : بدن کے کسی حصہ کو شہوت کے ساتھ بلا حائل بوسہ دینے اور مس کرنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کہ درمیان میں کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو اگر حائل ہو مگر ایسا باریک اور پتلا ہو کہ جسم کی

Scanned by CamScanner

حرارت محسوس ہوتی ہو تب بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اگر حائل شئ ایسی ہو کہ ایک جسم کی حرارت دوسرے کو محسوس نہ ہو تو حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی.

স্বাভাবিক অবস্থায় স্পর্শ পরবর্তীতে সন্দেহ

প্রশ্ন : পাঁচ বছর পূর্বে আমার চাচির চোয়ালে জখম ছিল বলে খিদমত বা দেখার জন্য আমি সেখানে হাত লাগিয়েছিলাম। কিন্তু ওই সময় আমার অন্তরে কামভাব ছিল কি না বা লজ্জাস্থানে কোনো পরিবর্তন এসেছিল কি না তা সম্পূর্ণ মনে নেই। কারণ আমার মনে সে সময় খারাপ কোনো খেয়াল ছিল না। এর পরও কেমন যেন সন্দেহ লাগছে। তবে আমার এতটুকু মনে আছে যে শারীরিক কোনো উত্তেজনা ছিল না। এখন ওই চাচির মেয়ের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এই মেয়ের সাথে আমার বিবাহ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : স্পর্শ করা অবস্থায় আপনার এবং আপনার চাচির অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে বিয়ে সহীহ হবে। অন্যথায় আপনার চাচাতো বোনকে বিয়ে করা হারাম। শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে বিবাহ নাজায়েয বলা যাবে না। তবে বিয়ে পুরো জীবনের ব্যাপার, তাই সন্দেহ-সংশয়ের ক্ষেত্রে পরিহার করে চলা বাঞ্ছনীয়। (১৯/২৪৩/৮১১৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٦٠ : ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣ : وقوله: بشهوة في موضع الحال، فيفيد اشتراط الشهوة حال المس، فلو مس بغير شهوة، ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم عليه.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٥ / ٧٥ : جانبین میں سے کسی ایک میں بوقت مس شہوت پیدا ہو جائے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے مس کے بعد شہوت کا کوئی اعتبار نہیں.

Scanned by CamScanner

পুত্রবধূর কপালে চুমু খেলে সে পুত্রের জন্য হারাম হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমার বাবা আমাকে বিবাহ করান ২০১১ সালের মার্চ মাসের ২৩ তারিখ। এর আগে আমাকে আমার জন্য ঠিক করা মেয়েটিকে দেখান। দেখানোর সময় আমার বাবা প্রথমেই মেয়েটিকে দেখে কপালে চুমু খায়। অতঃপর মার্চ মাসের ২৩ তারিখে আমাদের বিবাহ হয়। বিবাহে আমার ও মেয়েটির সম্মতি ছিল। বিবাহ পর্ব শেষ করে যখন একসাথে আমাকে আমার স্ত্রীর সাথে বসাল তখন আমার স্ত্রী আমাকে তার পা দ্বারা সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল, অর্থাৎ পা দ্বারা আমার পায়ে আঘাত করতে লাগল। আমি তাকে তখন কিছু বলিনি। এমনিভাবে বিবাহ পর্ব শেষ হলো। পরবর্তীতে যখন পুনরায় আমি আমার বাবার সাথে শ্বশুরবাড়ি গেলাম তখন আবারও তিনি আমার স্ত্রীর কপালে চুমু খেলেন। গতকাল আমার বাবা আমাকে বললেন, আমি যেন আমার স্ত্রীকে মায়ের মতো আদর করি। এখানে উল্লেখ্য যে আমার স্ত্রী আমার সাথে মোটেও ভালো ব্যবহার করে না। আমার বাবা যা বলেন, তাই করে এবং বিয়ের আগে আমি যখন বললাম, আমি বিবাহ করব না, তখন তিনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল যে তোর ব্যবসা-বাণিজ্য, তোর বউয়ের ভরণ-পোষণ সব আমি দেব। যখন আমার বাবা আমার স্ত্রীকে মায়ের মর্যাদা দিতে বলল, তখন থেকে আমি আমার স্ত্রীকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে ফেলেছি। এখন আমি ভাবতে পারি না যে সে আমার স্ত্রী। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : বেগানা মহিলাকে চুমু দেওয়া সাধারণত কামভাবের সহিতই হয়ে থাকে, তাই বিবাহের পূর্বে মেয়েটির সাথে আপনার পিতার উক্ত আচরণের ফলে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গিয়েছে। তাই তার সাথে আপনার বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। এমতাবস্থায় আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে মেয়েটিকে পৃথক করে দিতে হবে এবং অতীতের গোনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। (১৬/২৫৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ١٠٠ : وفي الولوالجية إذا قبل أم امرأته أو امرأة أجنبية يفتى بالحرمة ما لم يتبين أنه قبل بغير شهوة؛ لأن الأصل في التقبيل هو الشهوة بخلاف المس اهـ

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٢ / ١٧ : قال فى الفتاوى الهندية وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغينانى يفتى

Scanned by CamScanner

بالحرمة بالقبلة على الفم والخد والرأس وإن كان على مقنعة وكان يقول لا يصدق فى أنه لم يكن بشهوة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦ : ومنهم من فصل في القبلة فقال إن كانت على الفم يفتى بالحرمة، ولا يصدق أنه بلا شهوة، وإن كانت على الرأس أو الذقن أو الخد فلا إلا إذا تبين أنه بشهوة وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة مطلقا، ويقول لا يصدق في أنه لم يكن بشهوة وظاهر إطلاق بيوع العيون يدل على أنه يصدق في القبلة على الفم أو غيره، وفي البقالي إذا أنكر الشهوة في المس يصدق إلا أن يقوم إليها منتشرا فيعانقها، ولذا قال في المجرد وانتشاره دليل شهوته.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٣ / ٣٣٩- ٣٤٢ : بیٹے کی بیوی کا بوسہ وغیرہ لینے سے حرمت: ... ...

الجواب—صورت مسئولہ میں عند الاحناف عمر کے لئے اس بیوی کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں بلکہ اس سے متارکت ضروری ہے، کیونکہ مصاہرت کی وجہ سے اس پر حرام ہوگئی۔

পুত্রবধূর মুখে চুমু খেলে সে ছেলের জন্য হারাম হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি বিবাহ করার এক বছর পর আমার স্ত্রী দৈহিকভাবে অসুস্থ থাকায় ডাক্তারের পরামর্শে ২ মাসের জন্য বাইরে চলে যাই। আমার বাইরে যাওয়ার পর আমার স্ত্রী খুব চিন্তা-ভাবনা করত। আমার পিতা মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর হাত ধরে পাশে বসাত, বিভিন্ন গল্প করত, আমার মা এলে সরে বসত। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর চুলে ও ঘাড়ে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিত, কয়েক দিন আমার স্ত্রীর মুখে চুমু দিয়েছে। আমার স্ত্রী প্রতিবাদ করলে বলত, আমি তোমাকে আমার মেয়ে মনে করে আদর করি। তোমার খারাপ লাগলে আর আদর করব না।

উল্লেখ্য, আমার একমাত্র বোন আমার বিবাহের ৮ বছর আগে মারা যায়। আমার পিতার বর্তমান বয়স ৬৫-৬৬ বছর। আমার মায়ের বয়স ৫৫-৫৬ বছর। আমার মা বলতে চায়, আমার পিতা ১০-১৫ বছর আগে থেকে দেড় থেকে দুই মাস পর পর তার কাছে যায়।

Scanned by CamScanner

ওই ঘটনার দেড় বছর পর আমার একটা মেয়ে হয়। মেয়ে হওয়ার পর থেকে প্রায়ই আমার পিতা জানালা দিয়ে রাত্রে আমাদের ঘরের ভেতর মেয়েটা কী অবস্থায় আছে দেখত। একদিন রাত্রে আমি বাড়িতে না থাকায় আমার স্ত্রী ঘরের দরজা না লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত সাড়ে ১২টায় ঘুম ভেঙে গেলে দেখে, মশারির বাইরে বাবা খাটের স্ট্যান্ডে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমার স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়েছে কি না, তা সে বলতে পারে না। আমার স্ত্রী তাকে বাইরে যেতে বলায় সে চলে যায়। আমার পিতা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ত এবং কোরআন শরীফও পড়ত। আমাদের নামাযের জন্য ডেকে দিত। আমি বাইরে যাওয়ার পর আমার স্ত্রীকে ফজরের নামাযের জন্য ডেকে দিত এবং তার কোরআন শরীফ পড়া শুনত।

উক্ত ঘটনা তিন বছর পরে প্রকাশ পেলে আমার পিতা কোরআন শপথ করে বলেছে, আমি কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসব করিনি। আমি তাকে মেয়ে মনে করে আদর করেছি।

এমতাবস্থায় আমি উক্ত স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে পারব কি না? দয়া করে শরীয়তের ফয়সালা জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণ পড়ে জানা গেল যে শ্বশুর পুত্রবধূর মুখে চুমু খেয়েছে। সুতরাং শ্বশুরের কুপ্রবৃত্তি না থাকার শপথ অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে এবং স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করার কোনো ব্যবস্থা শরীয়তে নেই বিধায় তার পাওনা দেনমহর বাকি থাকলে আদায় করে মৌখিকভাবে তাকে ছেড়ে দিয়ে বিদায় করে দিতে হবে। (১৯/২৬৬/৮১৩৪)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ٢٧٨ (١٠٨٣٢) : عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه».

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣ / ٦٥ : إلا إذا تبين أنه فعل بشهوة؛ لأن الأصل في التقبيل الشهوة، بخلاف المس والنظر. الدليل عليه: أن محمدا رحمه الله في أي موضع ذكر التقبيل لم يقيده بشهوة، وفي أي موضع ذكر المس والنظر فيه قيدهما بالشهوة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦ : ومنهم من فصل في القبلة فقال إن كانت على الفم يفتى بالحرمة، ولا يصدق أنه بلا شهوة، وإن كانت على الرأس أو الذقن أو الخد فلا إلا إذا تبين أنه بشهوة

Scanned by CamScanner

وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة مطلقا، ويقول لا يصدق في أنه لم يكن بشهوة وظاهر إطلاق بيوع العيون يدل على أنه يصدق في القبلة على الفم أو غيره، وفي البقالي إذا أنكر الشهوة في المس يصدق إلا أن يقوم إليها منتشرا فيعانقها، ولذا قال في المجرد وانتشاره دليل شهوته.

📖 فيه أيضا ٣ / ٣٦ : لو مس أو قبل، وقال لم أشته صدق إلا إذا كان المس على الفرج والتقبيل في الفم.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٧ : وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة.

ঘুমন্ত পুত্রবধূর গালে চুমু, স্তনে হাত

প্রশ্ন : আমি একজন বিবাহিতা নারী। আমার স্বামী প্রবাসী। আমি একদিন নিজ রুমে ঘুমন্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার শ্বশুর রুমে প্রবেশপূর্বক আমার গালে চুমু দেয়, বুকে হাত দেয় এবং স্তন ধরে চাপ দেয়। এমতাবস্থায় আমার ঘুম ভেঙে গেলে তাকে তাড়িয়ে দিই। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আমি আমার স্বামীর জন্য হালাল কি না? আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক রয়েছে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত ঘটনাটিকে আপনার স্বামী সত্যায়ন করলে বা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হলে আপনি আপনার স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবেন, অন্যথায় নয়। (১৯/৭৭১/৮৪৫০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٦ : ولو قام إليها وعانقها منتشرا أو قبلها، وقال لم يكن عن شهوة لا يصدق، ولو قبل ولم تنتشر آلته وقال كان عن غير شهوة يصدق وقيل لا يصدق لو قبلها على الفم وبه يفتى. اه فهذا كما ترى صريح في ترجيح التفصيل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٦ : رجل تزوج امرأة على أنها عذراء فلما أراد وقاعها وجدها قد افتضت فقال لها: من افتضك؟

Scanned by CamScanner

. فقالت: أبوك إن صدقها الزوج؛ بانت منه ولا مهر لها وإن كذبها فهي امرأته.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴/ ۴۶۹ : حرمت مصاہرہ کے ثبوت کے لئے مدعاعلیہ کا اقرار یا دو گواہ عادل کا ہونا ضروری ہے۔

পুত্রবধূকে উত্তেজনার সহিত জড়িয়ে ধরার হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার পুত্রবধূকে উত্তেজনার সহিত যিনা করার নিয়্যাতে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু পুত্রবধূ রাজি না থাকায় যিনা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় উল্লিখিত বধূ তার পুত্রের জন্য হারাম হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনাকে যদি শ্বশুর অস্বীকার করে এবং প্রমাণে কোনো শরয়ী সাক্ষীও না থাকে এবং ছেলেও এটা অবিশ্বাস করে তাহলে স্ত্রী হারাম হবে না। উপরন্তু যদি পিতা এ কাজ স্বীকার করে আর ছেলে অস্বীকার করে বসে তাহলেও ছেলের জন্য তার স্ত্রী হারাম হবে না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বহাল থাকবে। আর যদি সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় অথবা ছেলে এ কাজকে বিশ্বাস করে তাহলে ওই বধূ ছেলের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। (১৭/৬৮৫/৭২৫২)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ٢٧٨ (١٠٨٣٢) : عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣ : وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٣٥٨ : الجواب—زید کے کہنا بیٹے پر حجت نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیٹا بھی اس کو تصدیق کرتا ہے یا گواہوں سے ایسا مس ثابت ہے جس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاوے تو بیٹے پر وہ عورت ممسوسہ پدر بالشہوۃ حرام ہو گئی۔

Scanned by CamScanner

সৎমায়ের আগের ঘরের সন্তানের সাথে বিবাহ বৈধ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করে। ওই মহিলা থেকে উক্ত ব্যক্তির একটি মেয়েসন্তান হয়। মেয়েটি আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। তারপর মহিলাটি মারা যায়। অতঃপর ওই ব্যক্তি দ্বিতীয় আরেকটি মহিলাকে বিবাহ করে যে মহিলার আগের স্বামী থেকে একটি ছেলেসন্তান আছে। এখন প্রশ্ন হলো, প্রথম স্ত্রীর মেয়ের সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে, যেটা আগের স্বামীর থেকে হয়েছে এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে যদি হুরমতের অন্য কোনো কারণ না থাকে তাহলে সৎমায়ের আগের ঘরের মেয়ে অথবা মেয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত ছেলে-মেয়ে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে। (১৮/৬৬৭/৭৮১৭)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٤ / ١١٢ : وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال.

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ١١٢ : ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۳۳۰ : الجواب-اگراور کوئی ذریعۂ حرمت موجود نہ ہو تو سوتیلی ماں کی بیٹی سے نکاح کرنا از روئے شرع جائز ہے، صورت مسئولہ میں بظاہر چونکہ کوئی ایسی صورت نہیں اس لئے سوتیلی ماں کی بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہو اس سے نکاح جائز ہے۔

কামোত্তেজনার সাথে স্পর্শকৃত ছেলের সাথে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : আমার দুই মেয়ে ও এক ছেলে আছে। এ অবস্থায়ই আমার সাথে একটি ছেলের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছেলেটিকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে এবং আমার খুব পছন্দও হয়। এখন আমার ইচ্ছা, এই ছেলের সাথে আমার মেয়েকে বিবাহ দেব। কিন্তু শয়তানের পাল্লায় পড়ে আমি এবং ওই ছেলে একে-অপরকে কামোত্তেজনার সাথে স্পর্শ করেছি। প্রশ্ন হলো, আমার মেয়েকে ওই ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আপনি ও ওই ছেলের মাঝে 'হুরমাতে মুসাহারাত' (বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা নিষিদ্ধ হওয়া) সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই আপনার মেয়ে ওই ছেলের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে গেছে। কোনোভাবেই আপনার মেয়ে ওই ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। (১৮/৯১৭/৭৯২৩)

📖 فتاوى قاضى خان (أشرفيه) ١ / ١٦٧ : حرمة النكاح على نوعين مؤبدة وغير مؤبدة، فالمؤبدة تثبت بالنسب والرضاع والصهرية ... ... وأما الحرمة بدواعى الوطى إذا مسها أو قبلها بشهوة تثبت حرمة المصاهرة.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٤ : " ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها ".

চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি তার চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে চায় তবে সে তাকে বিবাহ করতে পারবে কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : চাচাতো বোনের মেয়ে মুহাররমাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাকে বিবাহ করা জায়েয হবে। (১৬/২৮৮/৬৪৯৭)

📖 البناية (دار الفكر) ٤ / ٥٠٨ : وفي " الذخيرة ": أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات من المباحات لقوله تعالى: {وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} [الأحزاب: ٥٠] (النساء: الآية ٢٣) . في "النتف": حرم الله تعالى العمة والخالة ولم يحرم بناتهما، وكذا أولادهم وإن سفلوا يجوز التناكح فيما بينهم من جميع القرابات وهم أرحام لا محرم.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۵ / ۲۸ : جواب- چچازاد بہن سے بھی نکاح حلال ہے اور چچازاد بہن کی لڑکی یعنی اس رشتہ سے بھانجی کے ساتھ نکاح جائز ہے یہ حکم قرآن پاک کی آیت واحل لکم ماوراء ذلکم سے ثابت ہے، کیونکہ یہ عورتیں محرمات مذکورۂ بالا میں داخل نہیں ہیں۔

সৎমায়ের হাতে-কপালে চুমু দেওয়া

প্রশ্ন : সৎমাকে মুহব্বত করে হাতে অথবা কপালে চুমু দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত সৎমাকে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ হিসেবে তাকে সম্মানসূচক কপালে বা হাতে চুমু দেওয়া বৈধ হলেও সতর্কতাস্বরূপ এ থেকে বিরত থাকবে। (১৫/২২৭/৬০১২)

📖 البناية (دار الفكر) ١١ / ٢٢٤ : ورخص بعض المتأخرين - رحمهم الله - تقبيل يد العالم والمتورع. قلت: كذلك تقبيل يد الوالدين والأستاذ وكل من يستحق التعظيم والإكرام.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲ / ۴۵۳ : الجواب- قابل تعظیم شخصیات کی دست بوسی میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ بوسہ دیتے وقت رکوع یا سجدہ کی کیفیت پیش نہ آئے۔

নানির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে খালাতো বোনকে বিয়ে করা হারাম

প্রশ্ন : এক যুবক তার আপন নানির সাথে ফাজলামি করতে করতে একপর্যায়ে নানির স্তনে হাত দেয়। এভাবে মাঝে মাঝেই ওই যুবক তার নানির স্তনে হাত দিয়ে থাকে। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একসময় নানির সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে যায়। এর পর থেকে বেশ কয়েকবার সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। আপন নানির সাথেই এ কাজটি করে। পরবর্তীতে ওই যুবক তার পরিবারের সম্মতিতে তার আপন খালাতো বোনকে বিবাহ করে। সেই খালাতো বোনের সাথে দীর্ঘ ৬ বছর সংসার করে। যেখানে বর্তমানে আড়াই বছরের একটি সন্তানও আছে।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার জন্য এ বিয়েটি জায়েয হয়েছে কি না? তার দীর্ঘ ৬ বছরের সংসার কি জায়েয হয়েছে? যদি তার বিবাহ জায়েয না হয়ে থাকে তবে তা শুদ্ধ করার কোনো পথ কি খোলা আছে? তাদের ঘরে যে সন্তান আছে সন্তানটির কী হুকুম হবে? উপরোক্ত বিষয়গুলোর সঠিক সমাধান তলব করছি।

উত্তর : নানি মা সমতুল্য। নাতির এ ধরনের অবৈধ সম্পর্ক কল্পনাতীত, জঘন্যতম অপরাধ। শুধু মুসলিম সমাজে নয় বরং সমগ্র মানব সমাজেই এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কল্পনা করাও মুশকিল। কিন্তু তা কিভাবে হতে পারল আমাদের বোধগম্য নয়। যেমন অপরাধ, তাওবাও যদি সে রকম হয়, হয়তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে যিনায় লিপ্ত হলে উক্ত যিনাকারীর জন্য যিনাকৃত মহিলার মেয়ে, নাতনি নিচের সকল স্তর সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। অজ্ঞাতসারে এ ধরনের বিবাহ হয়ে গেলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া মুসলিম সমাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

অতএব প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উক্ত যুবকের সাথে তার খালাতো বোন তথা যিনাকৃত মহিলার নাতনিকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম হয়েছে। শরয়ী দৃষ্টিকোণে তাদের পরস্পর সংসার করার বৈধ কোনো পন্থা নেই। অতএব মুসলিম সমাজ তাদের পরস্পরকে পৃথক করে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে উক্ত মহিলা অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তবে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সন্তানটি তার পিতারই ধর্তব্য হবে। (১৫/৫৭১/৬১৫৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٢ : (قوله: وحرم أيضا بالصهرية أصل مزنيته) قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٤ : فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۴۱۹ : الجواب- لمس وتقبیل اور زنا کے ارتکاب سے مزنیہ کی اصول وفروع زانی پر اور زانی کی اصول وفروع مزنیہ پر حرام ہوجاتے ہیں، اس لئے صورت مسئولہ میں مزنیہ کی پوتی زانی کے لئے حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর ভাতিজিকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে স্ত্রী হারাম হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ভাতিজিকে কামোত্তেজনার সাথে স্পর্শ করেছে। এর দ্বারা তার স্ত্রী হারাম হবে কি না?
উল্লেখ্য, তার ভাতিজি বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী অবস্থায় আছে।

উত্তর : স্ত্রীর ভাতিজিকে কামোত্তেজনার সহিত দেখা বা স্পর্শ করাতে স্ত্রী তার ওপর হারাম বা তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো ধরনের ব্যাঘাত হবে না। তবে এ ধরনের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাটা জঘন্যতম অপরাধ ও মারাত্মক গোনাহের কাজ। (১৩/৩০৯/৫১৯৯)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ۲ / ۸ : والصبى المراهق كالبالغ فى حرمة المصاهرة حتى لو مس امرأة وأقر أنه بشهوة يثبت حرمة المصاهرة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۳۲ : (قوله: وحرم أيضا بالصهرية أصل مزنيته) قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها.

📖 فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ۸/ ۳۳۰

ভাগ্নির মেয়েকে বিয়ে করা হারাম

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলা তার আপন ভাগ্নিকে তার আপন মামার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মাহরাম মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। এমনকি মাহরাম মহিলার সাথে বিবাহই সংঘটিত হয় না। প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার আপন ভাগ্নি এবং আপন মামার মধ্যে মাহরামের সম্পর্ক। তাই এদের বিবাহ দেওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়তে নেই। (১২/৫৫০/৪০৫৩)

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامی وأدلته (دار الفکر) ۷ / ۱۳۵ : المحرمات بسبب النسب على التأبيد: هن اللاتي تحرم على الشخص بالقرابة النسبية، وهن أربعة أنواع:

أـ أصول الإنسان وإن علون: وهي الأم، والجدة: أم الأم، وأم الأب، لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}. والأم لغة: الأصل، فتشمل الأم والجدة.

ب ـ فروع الإنسان وإن نزلن: وهي البنت وبنت البنت، وبنت الابن وإن نزل، لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} .

جـ فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن: وهي الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، وبناتهن، وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن، لقوله تعالى: {وبنات الأخ وبنات الأخت}.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷ / ۳۱۹ : الجواب۔جیسا کہ بھانجی اور بھتیجی حقیقی سے نکاح حرام ہے ان کی دختر سے بھی حرام ہے کیونکہ لفظ وبنات الاخ وبنات الاخت نیچے تک جملہ اولاد اخ واخت واولاد اولاد اخ واخت کو شامل ہے۔

সমকামিতায় মুসাহারাত সাব্যস্ত হয় না

প্রশ্ন : যিনা এবং সমকামিতার মধ্যে কী পার্থক্য? এবং উভয়ের দ্বারা 'হুরমতে মুসাহারাত' সাব্যস্ত হবে কি না? এবং 'হুরমতে মুসাহারাত' দ্বারা কী কী হারাম হয়? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : অবৈধভাবে মেয়ে-পুরুষ পরস্পর দৈহিক মিলন বা সহবাসকে যিনা বলা হয়। পুরুষে পুরুষে অথবা মহিলা মহিলা একে অপরের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হওয়াকে সমকামিতা বলা হয়। আর সমকামিতার দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হবে না, তবে যিনা দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হবে। হুরমতের মুসাহারাত দ্বারা যিনাকারী ও যিনাকারিণী উভয়ের জন্যই উভয়ের বংশের ওপর-নিচ হারাম হয়ে যাবে। (১২/৬৯০/৫০৩১)

Scanned by CamScanner

📖 كتاب التعريفات صـ ١١١ : 'الزنا' الوطء فى قبل خال عن ملك و شبهة.

📖 التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه (أشرفى بكڈپو) صـ ٣١٥ : 'الزنا' الوطى فى قبل خال عن ملك وشبهة.

📖 فيه أيضا صـ ٤٥٦ : اللواطة هي الإتيان في الدبر ووطؤه وهو حرام نقلا وعقلا .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤ : أتى رجل رجلا له أن يتزوج ابنته؛ لأن هذا الفعل لو كان في الإناث لا يوجب حرمة المصاهرة ففي الذكر أولى.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١ / ١٦٨ : ولو جامع الرجل رجلا لا يحرم على الفاعل أم المفعول به وابنته.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢ : أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. اهـ

পুত্রবধূর সাথে রিকশায় ভ্রমণকালে শারীরিক উত্তেজনা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রবধূর সাথে একই রিকশায় করে ডাক্তারের নিকট যাওয়াকালীন হঠাৎ তার শরীরে উত্তেজনা অনুভূত হয় এবং সাথে সাথে পুরুষাঙ্গে নড়াচড়া আরম্ভ হয়। কিন্তু সে তার পুত্রবধূর শরীর থেকে মজা অর্জন করেনি। এমনকি তার কোনো খারাপ নিয়্যাতও হয়নি। এমতাবস্থায় 'হুরমতে মুসাহারাত' সাব্যস্ত হবে কি না? আর যদি শুধু মজা অর্জন উদ্দেশ্য হয় খারাপ নিয়্যাত না থাকে তাহলে কী হুকুম? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী 'হুরমতে মুসাহারাত' সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ রয়েছে তা প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পাওয়া যায়নি, তাই 'হুরমতে মুসাহারাত' সাব্যস্ত হবে না। তবে সতর্কতামূলক এ ধরনের পদ্ধতি পরিহার করা উচিত। (১১/২০২/৩৫০৭)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٥ : ثم المس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقا لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة وإن انتشرت آلته بذلك وإن كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت، كذا في الذخيرة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۷۵ : جانبین میں سے کسی ایک میں بوقت مس شہوت پیدا ہو جائے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے مس کے بعد شہوت کا کوئی اعتبار نہیں۔

পুত্রবধূর হাত-চুল দেখা ও ধরার হুকুম

প্রশ্ন : আমি কয়েক মাস আগে বিবাহ করেছি। বিবাহের দুই মাস পর আমার পিতা আমার স্ত্রীকে দেখার জন্য আমার শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে তিনি চার-পাঁচ দিন ছিলেন। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তিনি আমার স্ত্রীর হাত দেখতে চেয়েছেন ভাগ্য ভালো কি না, তা জানার জন্য। আমার স্ত্রী হাত স্পর্শ করতে না দিয়ে দূর থেকে দেখিয়েছেন। এরপর মাথার চুল দেখতে চাইলে আমার স্ত্রী দূরে দাঁড়িয়ে চুলের আগা দেখিয়ে দিয়েছেন। আমার আব্বা খানা খাওয়ার সময় আমার আপন চাচা শ্বশুর খিদমত করে খাওয়াচ্ছিলেন। তিনি জোর করে আমার আব্বার প্লেটে খানা দিতে চাইলে বাবা তা নিচ্ছিলেন না। তখন আমার চাচা শ্বশুর আমার স্ত্রীকে ডেকেছিলেন আমার আব্বাকে ভাত দিতে এবং বলেছিলেন, এবার আপনার মা আসছে, দেখি ভাত নেন কি না? আমার স্ত্রী যখন আব্বার প্লেটে ভাত দিতে যায় তখন তিনি আমার স্ত্রীর হাত আটকে ধরে ভাত দিতে নিষেধ করেন। তারপর আব্বা বাড়িতে গিয়ে একদিন কথায় কথায় বললেন, বউ মা আমাকে ভাত দিচ্ছিল আমি তার হাত আটকে ধরে নিষেধ করছিলাম তো, তার হাত মুঠোর মধ্যে বেড় পেল না। এদিকে আমার স্ত্রী বলল যে আব্বা যখন হাত আটকে ধরে ভাত দিতে নিষেধ করলেন তখন মনে হলো আব্বা আমার হাত মেপেছে।

আমার জিজ্ঞাসা হলো, আমার বাবা এভাবে আমার স্ত্রীর হাত আটকে ধরার দ্বারা আমার স্ত্রী আমার জন্য হারাম হবে কি না?

উল্লেখ্য, আমার আব্বা আমার স্ত্রীর হাত আটকে ধরার দ্বারা তার কামভাব ছিল কি না, তা আমাদের জানা নেই এবং হাত আটকে ধরার সময় আমার আপন চাচা শ্বশুর সেখানে উপস্থিত ছিল। আর দয়া করে এ কথাও জানাবেন আমার আব্বার ওই সময় কামভাব ছিল কি না, তা তাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে কি না? জিজ্ঞেস করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন–এই আশঙ্কাও আছে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে পুত্রবধূর হাত দেখা, চুল দেখা ও ভাত না দিতে পারার জন্য লোকের সামনে হাত ধরার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার একটিতেও কামভাবের লক্ষণ নেই। আর অনর্থক সন্দেহ করে বাবার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা ঠিক হবে না। আপনার বাবার নিকট জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন নেই। আপনার স্ত্রী পূর্বের ন্যায় আপনার জন্য হালালই থাকবে। (১০/৩৬/২৯৮৯)

📖 سنن الترمذی (دار الحديث) ٤/ ١٢٥ (١٩٨٨) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث».

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٣٦ : (وفي المس لا) تحرم (ما لم تعلم الشهوة).

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٣٨٢ : بیٹے کی بیوی کا ہاتھ پکڑا اگر شہوت کا علم نہیں تو کیا حکم ہے؟.... ...

الجواب— پہلی صورت میں جب کہ شہوت کا ہونا یقینی نہیں ہے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوئی اور اس کے پسر کی زوجہ اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوئی۔

জামাতা, শাশুড়ি, একে অপরকে বা শশুর পুত্রবধূকে কামভাব নিয়ে দেখা বা স্পর্শ করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় শাশুড়ির দিকে বা শাশুড়ি জামাইয়ের দিকে অথবা শ্বশুর পুত্রবধূর দিকে কামভাবের সহিত তাকায় বা গায়ে স্পর্শ করে। তাহলে তার স্ত্রী তালাক বা হারাম হয়ে যাবে কি না? যদি হারাম বা তালাক হয় তাহলে বিবাহ বহাল রাখার বৈধ কোনো পন্থা আছে কি?

উত্তর : বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে কামভাব নিয়ে তাকালে ‘হুরমাতে মুসাহারাত’ সাব্যস্ত হয় না। বরং খোলামেলা কোনো অঙ্গ কামভাবে স্পর্শ করার দ্বারা ‘হুরমাতে মুসাহারাত’ সাব্যস্ত হয় তথা চিরতরে হারাম হয়ে যায়। (১০/৪০৫/৩১৫৮)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٤ : ثم لا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا، كذا في فتح القدير.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١ / ١٦٨ : ولو نظر إلى غير الفرج من الأعضاء عن شهوة أو نظر إلى فرج لا عن شهوة لا يثبت الحرمة.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٧ / ٣٤٣ : الجواب- مس بالشہوت سے اس وقت حرمت ثابت ہوتی ہے کہ بلا حائل غلیظ ہو پس اگر موٹے کپڑے کی اوپر کو مس کیا تو حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوئی۔

১০-১১ বছরের মেয়েকে বাসে কোলে নিলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়–তার হুকুম

প্রশ্ন : পিতা তার ১০-১১ বছরের মেয়েকে বাসের মধ্যে ভিড় থাকার কারণে কোলে নেয়, কোলে থাকাবস্থায় পিতার মধ্যে উত্তেজনা ভাব সৃষ্টি হয় এবং পিতার বিশেষ অঙ্গ দাঁড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় পিতার সাথে তার মায়ের বৈবাহিক সম্পর্কের শরয়ী হুকুম কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : পিতা তার প্রাপ্তবয়স্কা বা তার নিকটবর্তী মেয়েকে কোলে রাখার সময় যদি মেয়ের পরনে এমন কাপড় থাকে, যাতে তার শরীরের উষ্ণতা বা তাপ পাওয়া না যায়, তাহলে পিতার জন্য তার মা হারাম হবে না। অন্যথায় হারাম হয়ে হয়ে যাবে। তবে সর্বাবস্থায় এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করা থেকে পুরোপুরি সতর্ক থাকা জরুরি। (১০/৬৯৪/৩২৮৩)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ٢٧٨ (١٠٨٣٢) : عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه».

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢ / ١٠٧ : والمس بشهوة كالجماع لما روينا ولأنه يفضي إلى الجماع فأقيم مقامه، وإن كان بينهما حائل فإن وصل حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٥ : ثم المس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب، أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقا لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة وإن انتشرت آلته بذلك وإن كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت، كذا في الذخيرة.

📖 فيه أيضا ١ / ٢٧٤ : وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة.

শাশুড়ি জামাতার যৌনাঙ্গ ধরলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়

প্রশ্ন : কয়েক দিন আগে আমি আমার শ্বশুরবাড়ি ছিলাম। ওই রাতে আমার স্ত্রীর সাথে কিছু কথাকাটাকাটি হয়। ফলে আমি রাগ করে খাট থেকে নেমে নিচে ঘুমাই। হঠাৎ গভীর রাতে আমার শাশুড়ি এসে আমার পার্শ্বে শয়ন করে, এবং আমার হাত টেনে নিয়ে তার স্তনের ওপর রাখে, আর তার হাত দিয়ে আমার পুরুষাঙ্গ ধরে। হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে গেলে আমার উত্তেজনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারপর আমি ছুটে আসতে চাইলে খুব শক্ত করে লিঙ্গ ধরে রাখে। আমার মন পুরো কামভাবের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার ফলে আমার মজি বের হয়ে যায়। তখন হয়তো স্ত্রী কাছে না থাকলে মেলামেশা ছাড়া উপায় ছিল না। যার ফলে আমি চলে এসেই স্ত্রী, সহবাস করতে হয়েছে। কিন্তু সহবাস শেষ করার আগেই শাশুড়ি আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে যায় এবং আমাকে তাড়িয়ে দেয়। ওই সময় থেকে প্রায় এক বছর হলো আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী কোরআন-হাদীসের আলোকে ফয়সালা জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো পুরুষ মহিলাকে বা মহিলা পুরুষকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বৈধ বা অবৈধভাবে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে তাদের উভয়ের ঊর্ধ্বতন-অধস্তন (পিতা-মাতা ও সন্তানাদি) উভয়ের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়। উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী যেহেতু আপনার শাশুড়ি আপনাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করেছে, তাই তার মেয়ে তথা আপনার স্ত্রী আপনার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে গেছে।

Scanned by CamScanner

এমতাবস্থায় আপনার করণীয় হলো, তাকে স্পষ্টভাবে তালাক দিয়ে বা সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে জানিয়ে দেওয়া। কারণ এমনিতে ফেলে রাখলে তার অন্যত্র বিবাহ হতে পারবে না। বরং মৌখিকভাবে তালাক বা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়ার পর ইদ্দত পালনকরত অন্যত্র বিবাহ হতে পারবে, তার আগে নয়। (৯/৬৫৯/২৮১৪)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ٢٧٨ (١٠٨٣٢) : عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٤ : وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة. سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا، كذا في الملتقط. قال أصحابنا: الربيبة وغيرها في ذلك سواء هكذا في الذخيرة. والمباشرة عن شهوة بمنزلة القبلة وكذا المعانقة وهكذا في فتاوى قاضي خان. وكذا لو عضها بشهوة هكذا في الخلاصة- فإن نظرت المرأة إلى ذكر الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمت المصاهرة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٧ : وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص۴۶۲ : الجواب- اگر واقع میں زید نے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کو ہاتھ وغیرہ لگایا ہے تو زید پر اس کی منکوحہ بی بی نابالغہ حرام ہو گئی لما فی الدر المختار وحرم أيضا بالصهرية أصل مزنيته وأصل الزانى إلى قوله وفروعهن اب اس کو چاہئے کہ نابالغہ کو چھوڑ دے اور بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ دے کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے تاکہ نکاح فسخ ہو کر اس کا نکاح دوسری جگہ

Scanned by CamScanner

کیا جاسکے، بغیر اس کے چھوڑ دینے یا طلاق دینے کے اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ نہیں
ہوسکتا لما فی الدر المختار 'بحرمۃ المصاھرۃ لا یرتفع النکاح'.

স্পর্শ অবস্থায় বীর্যপাত ঘটলে মুসাহারাত সাব্যস্ত হয় না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেকোনোভাবে স্বীয় শাশুড়ির সাথে শরীর স্পর্শ হয়ে যাওয়ায় কামভাব হলো। এমতাবস্থায় স্ত্রী হারাম হয়ে যাওয়ার ভয়ে ওই ব্যক্তি তাৎক্ষণিক হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বা শাশুড়ির সাথে সহবাস ব্যতীত চুমাচুমির মাধ্যমে যদি বীর্যপাত ঘটায় তাহলে তার স্ত্রীর বিবাহ বাকি থাকবে কি? আর এমনটি হয়ে গেলে এভাবে বীর্যপাত ঘটানো শরীয়তে অনুমোদন করে কি? দলিল-প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উল্লিখিত ব্যক্তির ওপর তার স্ত্রী হারাম হবে না। তাই তাদের বিবাহ বহাল রয়েছে। (৮/২০০/২০৫১)

📖 رد المحتار (ایج ایم سعید) ۳ / ۳۳ : (قوله: فلا حرمة) لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء هداية. قال في العناية: ومعنى قولهم إنه لا يوجب الحرمة بالإنزال أن الحرمة عند ابتداء المس بشهوة كان حكمها موقوفا إلى أن يتبين بالإنزال، فإن أنزل لم تثبت، وإلا ثبت لا أنها تثبت بالمس ثم بالإنزال تسقط؛ لأن حرمة المصاهرة إذا ثبتت لا تسقط أبدا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۹۲ : سوال—ایک شخص کسی عورت کے ساتھ بوس وکنار میں مشغول تھا، ایسی حالت میں اسے انزال ہوگیا، جماع نہیں کیا، اب یہ شخص اس عورت کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا یہ اس کے لئے حلال ہے؟ بینوا توجروا
الجواب—بوس وکنار سے حرمت مصاہرت کے لئے یہ شرط ہے کہ انزال نہ ہو، بدون جماع انزال ہوگیا تو حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی، لہذا یہ لڑکی حلال ہے۔

যিনায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হলে হস্তমৈথুন দ্বারা বীর্যপাত ঘটানো হলে পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়। তবে স্বেচ্ছায় এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করা কবীরাহ গোনাহ। তাই ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি।

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١/ ١٥٠ : وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث «ناكح اليد ملعون» ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ / ٢٤٩ : الجواب—مشت زنی حرام اور کبیرہ گناہ ہے، قرآن اور حدیث میں اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اگر زنا میں مبتلا ہونے کا سخت خطرہ ہو اور اس حرکت شنیعہ کے سوا بچنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو شاید اللہ تعالی معاف فرماویں۔

পুত্রবধূকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমি ফজরের নামায পড়ার পর ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার শ্বশুর পেছন থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিল। আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই। তারপর আমি প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকে বলে, আমি তোমাকে আদর করেছি। আমার স্বামী বিদেশ থাকে। যখন ঘটনাটা পত্রে তাকে জানালাম তা সে বিশ্বাস করছে না। স্বামী বলেছে, আমি আসার পর কোরআন শরীফ ধরাব। ঘটনার সময় কোনো সাক্ষী ছিল না। আমার শ্বশুরও স্বীকার করছে না। কিন্তু অন্যদের কাছে বলেছে, এটার প্রমাণ আছে। প্রশ্ন হলো, আমার শ্বশুর আমার সাথে যে ঘটনা করেছে সে সময় কোনো সাক্ষীও ছিল না (কিন্তু মুহাব্বতের দাবি অন্যদের কাছে করেছে) এবং আমার স্বামীও বিশ্বাস করছে না। কিন্তু আমি কসম করে বলতে পারব যে আমার শ্বশুর আমার সাথে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। এখন আমাদের বিবাহ বহাল থাকবে কি না?

সাক্ষী না থাকার কারণে এবং আমার স্বামী বিশ্বাস না করার কারণে যদি আমার বিবাহ বহাল থাকে আমার দৃঢ় জানা থাকা সত্ত্বেও ওই স্বামী নিয়ে সংসার করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনা যদি স্বামী বিশ্বাস করে তখন স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী বিশ্বাস না করে তখন স্বামীর জন্য হারাম হবে না, তালাকও হবে না। (৮/৩৬৭/২১৫৮)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٦ : رجل قبل امرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة وهي مكرهة وأنكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج، وإن صدقه الزوج وقعت الفرقة.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٠٠ : وفي فتح القدير وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقها أو يغلب على ظنه صدقها ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٩ / ٢٦٢ : اگر لڑکا اس بات میں اپنی بیوی کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے باپ کو جھوٹا سمجھتا ہے تو شرعا لڑکے پر اس کی بیوی حرام ہوگئی اس کے ذمہ واجب ہے کہ اسے چھوڑدے اور کہدے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا یا طلاق دیدے، اور اگر لڑکا اپنی بیوی کی تکذیب کرتا ہے اور اپنے باپ کو اس انکار میں سچا سمجھتا ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہوئی، بدستور نکاح باقی ہے۔

কামভাবের সহিত মাকে দেখলে, বোনকে স্পর্শ করলে, মা বাবার জন্য হারাম হয় না

প্রশ্ন : আমি খালি বাসায় কামোত্তেজনার সহিত মা-বোনের বিভিন্ন পোশাক পরিধান করতাম ও কাম ইচ্ছা নিবারণের জন্য তখন হস্তমৈথুন করতাম। কামোত্তেজনার সহিত বালেগা বোনকে অসৎ কাজে লিপ্ত করানোর জন্য টানাটানি করতাম এবং তার স্তন ও বিশেষ অঙ্গে উত্তেজনার সহিত হাত দিতাম। উত্তেজনার সাথে বোনের যোনির বাইরের অংশ দেখতাম। কামোত্তেজনার সহিত মা ও বোনের গোসলের দৃশ্য লুকিয়ে দেখতাম এবং বিভিন্ন অঙ্গ দেখতাম। তবে যৌনাঙ্গের ভেতর ভাগ কারোটাই দেখিনি। কিন্তু স্তন, এমনকি সারা শরীরটাই শাহওয়াতের সাথে দেখতাম। এ অবস্থায় প্রশ্ন হলো আমার পিতার জন্য আমার মা হারাম হওয়ার কোনো কারণ আছে কি না? থাকলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে? আর না থাকলেও কী করতে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বীয় মা-বোনদের সাথে প্রশ্নোল্লিখিত এ ধরনের গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ কোনো মুসলমান থেকে প্রকাশ পাওয়া কল্পনাতীত। এমনকি গোটা মানব সমাজেও তা চরম ঘৃণিত, নিন্দনীয়। আর এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে জঘন্যতম অপরাধী। অনতিবিলম্বে এর ওপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেবে। তবে প্রশ্নের বর্ণনা মতে, তার মা তার পিতার জন্য হারাম হবে না। (৬/৯৫/১০৯৯)

📖 البناية (دار الفكر) ٤ / ٥٣٣ : وفي " الذخيرة ": لا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء غير الفرج، وإن كان عن شهوة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۲۳۷ : سوال—ایک لڑکے نے اپنے علاتی بہن کا بوسہ لیا دونوں کو یہ تسلیم ہے ان کے لئے کیا سزا ہے؟...

الجواب—علاتی بھائی بہن میں آپس میں ایسے ہی حرمت ہے جیسا کہ حقیقی بھائی بہن میں پس ان دونوں کو توبہ کرنی چاہئے اور آئندہ کو ایسا فعل نہ کرنا چاہئے اور کچھ سزا سوائے توبہ کے نہیں ہے ان سے توبہ کرالی جاوے اور برادری میں شامل کر لیا جاوے۔

শাশুড়ির সাথে ব্যভিচার করলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি বছরখানেক আগে বিবাহ করেছি। কিন্তু ঘটনাক্রমে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে আমি শাশুড়ির সাথে অপকর্মে (যিনায়) লিপ্ত হয়েছি। এখন শরীয়তের দৃষ্টিতে আমার স্ত্রীর হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে শাশুড়ি ও জামাতা উভয়ের মধ্যে কোনো একজন অপরকে কামোত্তেজনার সহিত স্পর্শ করলে বা উভয়ে যিনায় লিপ্ত হলে জামাতার জন্য শাশুড়ির মেয়ে চিরতরে হারাম হয়ে যায়। তাই বর্ণিত জামাতার ওপর তার স্ত্রী চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে এবং ওই মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে রাখার কোনো পন্থা শরীয়তে নেই। তাই এখনই মৌখিক বিচ্ছেদের মাধ্যমে উভয়ে আলাদা হয়ে যেতে হবে। (১/২২৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٤-١٣ : ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ... ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢ : (و) حرم أيضا بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنا في الوطء الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة).

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٠١ : وإذا فجر الرجل بامرأة ثم تاب يكون محرما لابنتها؛ لأنه حرم عليه نكاح ابنتها على التأبيد، وهذا دليل على أن المحرمية تثبت بالوطء الحرام وبما تثبت به حرمة المصاهرة.

উত্তেজনার সহিত ছেলেকে স্পর্শ করলে মা হারাম হয় না

প্রশ্ন : পিতা ও বালেগ ছেলে একসাথে এক বিছানায় ঘুমিয়েছিল। মাঝরাতে পিতা নিজের স্ত্রী মনে করে ভুলে একদিন পুত্রের বুকে ও অপর একদিন পুত্রের মাথায় উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করে। এতে কি ওই ব্যক্তির স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে? উল্লেখ্য, ওই লোকের মাত্র একটি স্ত্রী, যে ওই ছেলের মা এবং সে জীবিতও আছে। ঘটনার সময় পুত্রের গায়ে ও মাথায় কাপড়চোপড় ছিল না।

উত্তর : পিতা-পুত্র একসাথে এক বিছানায় শয়ন করা হাদীসের আলোকে নিষিদ্ধ। প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় পুত্রের মাথা বা বুকে উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করার দ্বারা ওই ব্যক্তির স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। (৬/১৫১)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٢٤٢ (٤٩٥) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع».

📖 البناية (دار الفكر) ٤ / ٥٢٦ : وإن لاط برجل لا يحرم عليه أمه، ولا بنته عندنا، وبه قال عامة العلماء. وقال عبد الله بن الحسن والأوزاعي والثوري وابن حنبل _ في رواية _: تحريم أمه وبنته عليه، وقال الحسن بن صالح: يكره، ولو مسه بشهوة أو قبله لا يحرم عليه أمه ولا بنته بالإجماع.

Scanned by CamScanner

একজনের কল্পনায় উত্তেজনা অবস্থায় অন্যজনকে স্পর্শ করার হুকুম

প্রশ্ন : কোনো পুরুষ ব্যক্তির শরীরে কোনো মহিলা সম্পর্কীয় চিন্তা বা অন্য যেকোনো কারণে কামোত্তেজনা বিদ্যমান থাকাবস্থায় যদি কোনো মহিলার সাথে অনিচ্ছাকৃত বা অন্য কোনো কাজকর্ম উপলক্ষে শরীরের সরাসরি স্পর্শ ও ছোঁয়া লেগে যায় এবং মাঝে কোনো কাপড় আড়াল না থাকে, তাহলে কি ওই মহিলার কন্যা ওই পুরুষ ব্যক্তির জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়? এরূপ স্পর্শ যদি আপন মা, সৎমা বা আপন বোনের সাথে হয়ে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : কামোত্তেজনা অবস্থায় স্পর্শকৃত মহিলার প্রতি খারাপ খেয়াল হলেই ওই মহিলার কন্যা ইত্যাদি হারাম হয়ে যায়। অন্যের ভাবনায় উত্তেজিত অবস্থায় স্পর্শ হওয়া মহিলার কন্যা হারাম হয় না। এরূপ আপন মা বা সৎমা হলেও কেউ হারাম হয় না। তবে বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। (৬/২৭৯/১১৭৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣ : قلت: ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على غيرها لما في الفيض لو نظر إلى فرج بنته بلا شهوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له الشهوة على البنت تثبت الحرمة، وإن وقعت على من تمناها فلا.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢/ ٨٠١ : پس ثبوت حرمت کے لئے دو شرطوں کا وجود ضروری ہے ایک شہوت معتبرہ کا وجود عند المس اور عند النظر، دو- ملموسہ اور منظورہ کی طرف میلان اور مجامعت کی خواہش، دونوں میں اگر کوئی شرط فوت ہو جائے گی حرمت ثابت نہ ہو گی۔

যার সাথে ব্যভিচার করবে তার মেয়েকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি গায়রে মাহরাম মেয়েকে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করে বা মুছাফাহা করে অথবা তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে ওই মেয়ের মা ও মায়ের আত্মীয়স্বজনদের সাথে কোনো হুরমতের সম্পর্ক হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো মহিলাকে উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করলে বা তার সাথে যিনায় লিপ্ত হলে সেই মহিলার মা, নানি, অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন সব এবং সন্তান-সন্ততি (নাতনি) অধস্তন সব মহিলা ওই ব্যক্তির ওপর চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। (১/২৯৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٤ : فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير. ولو وطئها فأفضاها لا تحرم عليه أمها لعدم تيقن كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه، كذا في البحر الرائق وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة. سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا.

যার সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে তার মেয়েকে বিয়ে করা অবৈধ

প্রশ্ন : একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। মেয়েটিও ছেলেটিকে বেশ পছন্দ করে। উভয়ের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় সম্মতিও রয়েছে। কিন্তু ছেলের সাথে ওই মেয়ের মায়ের সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল। অর্থাৎ সহবাস ছাড়া শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামভাবের সাথে বহুবার স্পর্শ করা হয়েছে। মেয়ে, মেয়ের পরিবার, ছেলের পরিবার, সমাজের মানুষ কেউই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নয়।
এদিকে উভয়ের বিবাহের দিন-তারিখও ঠিক হয়ে গেছে। পরিস্থিতি এমন, যদি তাদের এই বিবাহ না হয় তাহলে সামাজিকভাবে যেমন কেলেংকারি হবে, তেমনি ছেলেটির জীবনের জন্যও হুমকি রয়েছে। কারণ মেয়েরা অনেক প্রভাবশালী।
জনৈক আলেমের নিকট এ ব্যাপারে ফতওয়া চাওয়া হলে তিনি বলেন, কোনো অসুবিধা নেই। এই অবস্থায় শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বন করে বিবাহের অবকাশ রয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত আলেমের কথা সহীহ কি না? সহবাস ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ কামভাবের সাথে স্পর্শ করার দ্বারা 'হুরমতে মুসাহারাত' সাব্যস্ত হবে কি না? যদি আমাদের মাযহাব অনুযায়ী না হয় তবে ভিন্ন মাযহাব অবলম্বন করে হলেও এই বিবাহ সম্পাদনের কোনো অবকাশ আছে কি না?

উত্তর : উক্ত আলেমের কথা সহীহ নয়। 'হুরমাতে মুসাহারাতে'র কারণে প্রশ্নে বর্ণিত ছেলে-মেয়ের মাঝে বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন কোনো মাযহাবের ওপর

Scanned by CamScanner

আমল করা বৈধ হবে না। সামাজিক অপমানের অজুহাতে শরীয়তের বিধানকে অমান্য করে কোনো কাজ করার যুক্তি অগ্রাহ্য। (১৭/৩৯৪/৭০৬২)

📖 بدائع الصنائع (ایچ ایم سعید) ٢/ ٢٦٠ : ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ١ / ٧٥ : وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، وهو المختار في المذهب.

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٨٠ : ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب، ويستوي فيه الحنفي والشافعي.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۴۵۴ : سوال—زید کے کافی عرصہ تک ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رہے اور اسی عورت کی لڑکی سے زید نے شادی کرلی، جس سے تین بچے بھی پیدا ہوئے اور زندہ موجود ہیں، اب چند علماء سے یہ مسئلہ سنا کہ کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں تو اس عورت کی لڑکی زید کے عقد میں جائز نہیں، اب زید سخت پریشان ہے اور اقرار بھی کرچکا ہے کہ جس عورت کی لڑکی میرے نکاح میں ہے اس کے میرے کافی عرصہ تک ناجائز تعلقات رہی اب شریعت کی رو سے میرا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو میرا بچوں کا کیا حکم ہوگا؟

الجواب—یہ نکاح فاسد ہے زید پر فرض ہے کہ اس بیوی کو فوراً طلاق دیدے، اس نکاح سے جو بچے پیدا ہوئے وہ زید سے ثابت النسب ہیں۔

নারীর স্পর্শ উত্তেজনা ছড়ালে তার মেয়েকে বিয়ে করা অবৈধ

প্রশ্ন : জনৈক যুবতী মহিলা তার মেয়ের বিবাহে রাজি করানোর জন্য এক যুবককে হাতে ধরে অনুরোধ করে। মেয়েলি স্পর্শে যুবকের শরীরে শিহরণ আসে, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পুরুষাঙ্গ দণ্ডায়মান হয়। অবশ্য এ অবস্থা খুব অল্পক্ষণ বিদ্যমান ছিল। যাক, এরপর তার মাসআলা জানা না থাকায় উক্ত যুবতী মহিলার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার মেয়েকে বিবাহ করে বিগত প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ ঘর-সংসার করে আসছে। ইতিমধ্যে তার বেশ কয়েকজন সন্তান-সন্ততিও হয়েছে।

Scanned by CamScanner

এখন আমার জানার বিষয় হলো–১. উক্ত বিবাহ বা সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে শরীয়তের কী হুকুম? ২. তার বিবাহটি সঠিক রাখার কোনো পদ্ধতি করা যায় কি না? ৩. অন্য মাযহাবে যদি কোনো সুযোগ থাকে তবে তা উক্ত মাসআলায় গ্রহণ করা যাবে কি না? তা ছাড়া অন্য মাযহাব হতে ফতওয়া দেওয়ার কী কী বিধান রয়ে গেছে? ৪. অন্য মাযহাবের বাতানো সুযোগ গ্রহণ করার জন্য এবং প্রয়োজনে সর্বোতভাবে নিজ মাযহাব পরিবর্তন করে অন্য মাযহাব গ্রহণ করা যাবে কি না?

উল্লেখ্য, বর্ণিত ব্যক্তির জন্য ত্রিশ বছরের সম্পর্ক বিচ্ছেদ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন। তাই যথাসম্ভব এ অসহায় ব্যক্তিটির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারাটা একান্ত কাম্য।

উত্তর : কোনো পুরুষ যদি কোনো মহিলার সাথে বৈধ বা অবৈধ পদ্ধতিতে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয় বা যৌন উত্তেজনায় স্পর্শ করে তার মেয়েকে উক্ত পুরুষ বিবাহ করা কোরআন-হাদীসের আলোকে জঘন্যতম অপরাধ। উক্ত অপরাধ হতে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি হলো অতীতের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে সঠিক তাওবা করা এবং অবিলম্বে ওই মহিলার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করা। তবে ইসলামী শরীয়ত দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত পরিবারে নষ্ট ও ধ্বংস টেনে না আনা এবং লোক সমাজে এ ধরনের অন্যায় বহুল আলোচিত না হওয়ার মহৎ লক্ষ্যে উক্ত সময়ের মধ্যে যত সন্তান-সন্ততি জন্ম লাভ করেছে সবই তার বৈধ সন্তান বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী যেহেতু উক্ত পুরুষ এ মহিলার মায়ের সাথে উত্তেজনা অবস্থায় স্পর্শ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাই এ মহিলার বিবাহ ওই পুরুষের সাথে কখনো শুদ্ধ হতে পারবে না। অতএব তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখার কোনো সুযোগ নেই।

উল্লেখ্য, এ ধরনের ঘটনা অতীতেও বহু সংঘটিত হয়েছে, যার আলোচনা ফতওয়ার বিভিন্ন কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু কোনো মুফতি বা কিতাবে অন্য মাযহাবের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়নি।

আরো কিছু জানতে চাইলে সরাসরি উপস্থিত হয়ে আলোচনা করার পরামর্শ রইল (৭/৩৭২/১৬৭০)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٢ : (و) حرم أيضا بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنا في الوطء الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقا والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٤٠ : رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما بناء على أن النكاح فاسد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - باطل عندهما.

📖 مقدمة إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٢ / ٢٢٨ : فالظاهر القول بوجوب التقليد المعين فى هذا الزمان وبالمنع من الانتقال مطلقا سواء كان عاميا أو فقيها، اللهم إن كان مجتهدا أو كالمجتهد فله ذلك، ومن أين لأحد أن يدعى لنفسه هذا المنصب فى هذا العصر.

📖 جواهر الفقه (مكتبۂ تفسير القرآن) ١ / ١٢٢ : والثانى: أن يكون اختيار مذهب الغير قبل العمل بمذهب إمامه بأن لم يكن عمل به فى هذه الحادثة بمذهب إمامه كما فى التحرير والإحكام وغيره.

যে নারীকে কামুক দৃষ্টিতে দেখা বা স্পর্শ করা হয়েছে তার মেয়ের সাথে বিয়ে

প্রশ্ন : কোনো পুরুষ কোনো মহিলার প্রতি কামদৃষ্টি নিক্ষেপ করল বা স্পর্শ করল ওই মহিলার মেয়ের সাথে ওই পুরুষের বিবাহ দুরস্ত হবে কি না? ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও শাফেয়ী (রহ.)-এর মত জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মহিলা যদি বালেগা বা এমন বয়সের হয়, যার দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং আবরণ ছাড়াই তাকে কেউ স্পর্শ করে থাকে যার ফলে উভয়ের মধ্যে বা যেকোনো একজনের মধ্যে কামভাব সৃষ্টি হয় তাহলে ওই মহিলার মেয়ের সাথে স্পর্শকারীর বিবাহ চিরদিনের জন্য হানাফি মাযহাব অনুযায়ী জায়েয হবে না।
শুধুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপের কারণে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না। (৫/২৮২/৯৩০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣ : (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢ : (قوله: وأصل ممسوسته إلخ) ؛ لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع

Scanned by CamScanner

الاحتياط هداية. واستدل لذلك في الفتح بالأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين. (قوله: بشهوة) أي ولو من أحدهما كما سيأتي (قوله: ولو لشعر على الرأس) خرج به المسترسل، وظاهر ما في الخانية ترجيح أن مس الشعر غير محرم وجزم في المحيط بخلافه ورجحه في البحر، وفصل في الخلاصة فخص التحريم بما على الرأس دون المسترسل وجزم به في الجوهرة وجعله في النهر محمل القولين وهو ظاهر فلذا جزم به في الشارح (قوله: بحائل لا يمنع الحرارة) أي ولو بحائل إلخ فلو كان مانعا لا تثبت الحرمة، ... (قوله: مطلقا) يرجع إلى الأصول والفروع.

মাযহাব ত্যাগ করে অবৈধ শয্যাসঙ্গিনীর মেয়েকে বিয়ে করা

প্রশ্ন : একটা কাজ হানাফি মাযহাব মতে হারাম, কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব মতে হালাল। এখন প্রশ্ন হলো, কোনো ব্যক্তি ওই কাজটা করার জন্য পুরোপুরি হানাফি মাযহাব বাদ দিয়ে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করতে পারবে কি না? যেমন–কোনো ছেলে যদি কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচার করে তখন হানাফি মাযহাব মতে এই ছেলের জন্য ওই মহিলার মেয়েকে বিবাহ করা হারাম; কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব মতে হালাল। এখন এই ছেলে হানাফি মাযহাব বাদ দিয়ে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করে ওই মহিলার মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : স্বীয় মাযহাব ত্যাগ করে চার মাহাবের কোনো এক মাযহাব অনুযায়ী দ্বীনের সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ সব বিষয়ে অনুসরণ করতে আপত্তি নেই। কিন্তু কিছু বিষয়ে স্বীয় মাযহাব ত্যাগ করে অন্য মাযহাব অবলম্বন করার অনুমতি নেই। বরং তা মারাত্মক গোনাহ। বিশেষত স্বীয় মনের কুপ্রবৃত্তি ও বাসনা পূরণ করার লক্ষ্যে নিজের মাযহাব ত্যাগ করে অন্য মাযহাব অবলম্বন করা দ্বীনের সাথে খেল-তামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের নামান্তর। তাই তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এ রকম ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় ঈমানহারা হবার আশঙ্কা।

তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে হানাফি মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তি প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়ে স্বীয় মাযহাব ত্যাগ করে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হয়ে ব্যভিচারিণীর মেয়েকে বিবাহ করার কোনো সুযোগ নেই। বরং তা সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ হবে। (৮/৮৮৩/২৪০৮)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٧٥ : وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٧٥ : (قوله: وأن الحكم الملفق) المراد بالحكم الحكم الوضعي كالصحة. مثاله: متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل، فصحته منتفية.

📖 مقدمة إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٢ / ٦٤ : وبهذا تبين سر ما ذهب إليه الفقهاء من عدم جواز ترك مذهب إلى مذهب؛ لأن هذا إن كان على وجه التخطية للمذهب المتروك فهو ليس بأهل لها، وإن كان على وجه الترجيح فهو ليس أيضا من أهله فلا وجه للانتقال إلا الهوى أو شئ لا يعتد به، فلا يجوز لا سيما إذا كان هذا الصنيع يفتح عليه باب اتباع الهوى والشهوات.

📖 فيه أيضا ٢ / ٢٢٧ : وقال صاحب جامع الفتوى من الحنفية: يجوز للحنفى أن ينتقل إلى مذهب الشافعى وبالعكس لكن بالكلية، أما فى مسئلة واحدة فلا يمكن.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١ / ٣٩١ : جس اعتماد کی بناء پر ایک امام کی تقلید کی تھی اگر وہ اعتماد وسعت نظر وعلم کی بناء پر وہاں سے ختم ہو کر دوسرے امام کے ساتھ قائم ہو گیا ہے تو کلیۃ انتقال مذہب کی اجازت ہے جزئی انتقال میں تلفیق کا مفسدہ ہے۔

নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দিলেই হুরমত সাব্যস্ত হয় না

প্রশ্ন : শাশুড়ির প্রতি অশালীনভাবে দৃষ্টিপাত করলে কি স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যায়? অথবা কোনো মহিলার প্রতি কুদৃষ্টি প্রদান করলে কি তার কন্যা ওই ব্যক্তির জন্য বা ওই ব্যক্তির পুত্রের জন্য বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়?

উত্তর : শাশুড়ির সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া গোনাহ। কিন্তু স্ত্রী হারাম হবে না। হ্যাঁ, যদি শাশুড়ির বিশেষ অঙ্গের ভেতরাংশে দৃষ্টি করার ফলে কামভাব সৃষ্টি হয়

Scanned by CamScanner

তাহলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। অনুরূপ কোনো মহিলার সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি কুদৃষ্টি দ্বারা তার কন্যাকে বিয়ে করা হারাম হয়ে যাবে না। (৫/৪১৯/১০০৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٤ : وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة. ... ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء إلا بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء لا عن شهوة بلا خلاف، كذا في البدائع. والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل هكذا في الهداية. وعليه الفتوى.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٠١ : وأراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع: حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال.

নারীকে মাধ্যম বানিয়ে পরীর সাথে মেলামেশা

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলার নাম ফিরোজা বেগম। তার একমাত্র মেয়ে হলো আমেনা। কিছুদিন আগে ফিরোজাকে পরী ভর করেছিল। আর তার চিকিৎসার জন্য কুতুবুদ্দীন নামের এক ব্যক্তি চিকিৎসা করেছিল। কিছুদিন চিকিৎসা করার পর ওই ফিরোজার পরীর সাথে তার গভীর ভালোবাসা হয়ে যায়। একপর্যায়ে ওই ফিরোজার ওপর দিয়ে কবিরাজ ওই পরীর সাথে অবৈধ মেলামেশা করে। কিন্তু ফিরোজা মেলামেশার আগে বা পরে কোনো অবস্থায়ও জানতে পারেনি কী হলো না হলো। এ অবস্থায় ওই ফিরোজার মেয়ে আমেনাকে ওই কবিরাজ কুতুবুদ্দীন বিবাহ করতে পারবে কি না? যদি না পারে তাহলে পারার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না? আর যদি তারা বিবাহে আবদ্ধ হয়েই যায়, তাহলে বাঁচার উপায় কী? এমনকি কাফ্‌ফারা ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থা হতে পারে কি না?

উত্তর : যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয় বা উত্তেজনার সহিত নারীকে স্পর্শ করে অথবা চুমু দেয়, তখন ওই নারীর মা, মেয়ে, নাতনি ওই পুরুষের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়। কোনো অবস্থাতেই তাদের বিবাহ শুদ্ধ নয়। অতএব আমেনার সাথে কুতুবুদ্দীনের বিবাহ অবৈধ। আর যদি বিবাহ হয়ে থাকে তবে অতি সত্বর তাদের পৃথক করে দেওয়া অপরিহার্য। সাথে সাথে অতীতের গোনাহ মাফ চেয়ে

Scanned by CamScanner

নিয়ে আল্লাহর দরবারে সকাতরে তাওবা করে নেওয়া জরুরি। এমতাবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মতো শরীয়তে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। (২/১০৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢ : (و) حرم أيضا بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنا في الوطء الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢ : قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٦ : وتكفي الشهوة من أحدهما، ومراهق، ومجنون وسكران كبالغ بزازية. وفي القنية: قبل السكران بنته تحرم الأم.

মাকে চুমু দিলে তার মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না

প্রশ্ন : আমি মিনা আক্তার। আমাদের বাড়িতে লজিং থাকত আব্দুল আজিজ নামক একটি ছেলে। সে জোরপূর্বক আমার সাথে অবৈধ মেলামেশা করে, যা সে সাক্ষীগণের সামনে স্বীকারও করেছে। অন্যদিকে জোহুরা খাতুন নামক একজন মহিলা বলেন, তিনি আব্দুল আজিজকে আমার মাকেও চুমু দিতে দেখেছেন। এমতাবস্থায় আব্দুল আজিজকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারব কি না?

উল্লেখ্য, ঘটনাগুলো আব্দুল আজিজ স্বীকার করেছে।

সাক্ষীগণ

সিদ্দীকুর রহমান
মনু মিঞা
জসিম উদ্দীন

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ঘটনায় আব্দুল আজিজ যদি স্বীকার করে যে সে মিনার মাকে চুমু দিয়েছে তখন মিনার সাথে আব্দুল আজিজের বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (১/২৭/২১)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٥ : (قبل أم امرأته) في أي موضع كان على الصحيح جوهرة (حرمت) عليه (امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة (وفي المس لا تحرم (ما لم تعلم الشهوة) لأن الأصل في التقبيل الشهوة.

স্বামী থাকতে বিধবা ভেবে কোনো নারীকে বিয়ে করা

প্রশ্ন : আমি মরিয়ম নামের একটি মেয়েকে বিধবা মনে করে বিবাহ করি। এমনকি আমাদের একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে জানতে পারলাম, মেয়েটির প্রথম স্বামী জীবিত আছে। উক্ত বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না? না হলে ধার্যকৃত মহরের হকদার হবে কি না? এবং উক্ত কন্যাসন্তানটি কার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে? এখন আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : উল্লিখিত মহিলার সাথে আপনার বিবাহ সহীহ হয়নি। তাই তার সাথে মেলামেশা স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। স্বামী থেকে তালাক নিয়ে তাকে মুক্ত করে নিতে হবে। তবে পূর্বের স্বামী নিখোঁজ থাকা অবস্থায় উক্ত বিবাহের পর আপনার ঔরসে জন্ম নেওয়া কন্যাসন্তানটি আপনারই কন্যা হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা মহরে মিছিলের হকদার হবে। মহিলা প্রথম স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে চাইলে ইদ্দত পালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বে তার স্বামী যদি তাকে মৌখিক বা লিখিতভাবে তালাক দিয়ে থাকে এবং উক্ত বিবাহ ইদ্দত পালনের পরে হয়, তাহলে আপনার উক্ত বিবাহ সহীহ বলে গণ্য হবে। (১৭/৬৪৭/৭২৫৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٣٣٥ : وأما النكاح الفاسد، فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول، فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب ومنها وجوب العدة، وهو حكم الدخول في الحقيقة ومنها وجوب المهر.

Scanned by CamScanner

والأصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة لانعدام محله أعني محل حكمه، وهو الملك؛ لأن الملك يثبت في المنافع، ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء، والحر بجميع أجزائه ليس محلا للملك؛ لأن الحرية خلوص، والملك ينافي الخلوص؛ ولأن الملك في الآدمي لا يثبت إلا بالرق، والحرية تنافي الرق إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في النكاح الصحيح لحاجة الناس إلى ذلك، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة الناكح إلى درء الحد وصيانة مائه عن الضياع بثبات النسب ووجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن الاستعمال من غير غرامة، ولا عقوبة توجب المهر، فجعل منعقدا في حق المنافع المستوفاة لهذه الضرورة، ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع، وهو ما قبل الدخول، فلا يجعل منعقدا قبله، ثم الدليل على وجوب مهر المثل بعد الدخول ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها مهر مثلها» جعل - صلى الله عليه وسلم - لها مهر المثل فيما له حكم النكاح الفاسد، وعلقه بالدخول، فدل أن وجوبه متعلق به.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٢٩٣ : (قوله وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء)؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البضع، وكذا بعد الخلوة؛ لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فهي غير صحيحة كالخلوة بالحائض فلا تقام مقام الوطء، وهذا معنى قول المشايخ الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح كذا في الجوهرة وفيه مسامحة لفساد الخلوة والمراد بالنكاح الفاسد النكاح الذي لم تجتمع شرائطه كتزوج الأختين معا والنكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة ويجب على القاضي التفريق بينهما كي

Scanned by CamScanner

لا يلزم ارتكاب المحظور واغترارا بصورة العقد كما في غاية البيان وذكر في المحيط من باب نكاح الكافر ولو تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما؛ لأنه وقع فاسدا. اهـ

فظاهره أنهما لا يحدان وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل بها، وإنما وجب المهر في الفاسد بالوطء عملا بحديث السنن «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فصار أصلا للمهر في كل نكاح فاسد بعد حملنا له على الصغيرة والأمة كما قدمناه وفي الظهيرية باع جارية بيعا فاسدا وقبضها المشتري ثم تزوجها البائع لم يجز اهـ

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٢٦ : (وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة اختيار، لكن الصواب ثبوت العدة والنسب بحر (والموطوءة بشبهة) ومنه تزوج امرأة الغير غير عالم بحالها.

ধর্ষিতা তার স্বামীর জন্য হারাম হয় না

প্রশ্ন : স্বামীর অনুপস্থিতিতে একজন মহিলার ঘরে পরপুরুষ ঢোকে এবং জোরপূর্বক তার সঙ্গে যিনা-ব্যভিচার করতে চেষ্টা করলে মহিলাটি তাকে বের করার জন্য ধস্তাধস্তি করে। এমতাবস্থায় মহিলাটির গায়ের বিভিন্ন স্থানে তার হাত লাগে। কোনোভাবেই সরাতে না পেরে মহিলাটি তাকে এই বাহানা দেয় যে আচ্ছা বাইরে চলো, এ কথা শুনতেই লোকটি বাইরে যায় আর মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেয়। লোকটি নিরুপায় হয়ে চলে যায়। প্রশ্ন হলো, উক্ত মহিলাটি তার স্বামীর জন্য বৈধ রয়েছে কি না? এবং তার করণীয় কী?

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুজন মহিলা ওই মহিলাকে যিনার অপবাদ লাগায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এদের ব্যাঁপারে ফয়সালা কী? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বিবরণ মতে, শরীয়তের বিধানুযায়ী উক্ত মহিলা স্বীয় স্বামীর জন্য হারাম হয়নি এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বহাল আছে। কোনো মুসলমানের

Scanned by CamScanner

ওপর ভিত্তিহীন যিনার অপবাদ দেওয়া হারাম ও মারাত্মক গোনাহ। তাই যে সমস্ত মহিলা উক্ত মহিলার ওপর যিনার অপবাদ লাগাচ্ছে তারা ওই মহিলা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেবে। (৬/২৫৭/১১৯৪)

📖 سورة النور الآية ٤ : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۳۲۶ : الجواب-اپنی بیوی کا ہاتھ دوسرے مرد کے ہاتھ میں پکڑا دینا انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی ہے اس سے شرعا نہ نکاح فسخ ہوا نہ وہ دوسرے کی بیوی بنی بلکہ پہلا نکاح قائم ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲ / ۲۱۸ : الجواب-بدون ثبوت شرعی کے کسی مسلمان پر تہمت زنا وافعال خبیثہ لگانا حرام اور معصیت کبیرہ ہے اور اگر حکومت اسلامیہ ہو تو قاذف پر حد قذف لازم ہوتی ہے .

শালির সাথে শারীরিক সম্পর্ক হলে স্ত্রী তালাক হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এক রাতে তার শালির সাথে সহবাস করেছে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে? এবং তার করণীয় কী?

উত্তর : স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না। তবে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না, যত দিন না শালির মাসিক ঋতু শেষ না হয়। আর কৃত পাপের জন্য আল্লাহর দরবারে খাঁটি তাওবা করবে। (১/১৪৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤ : وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤ : وقوله: لا تحرم أي لا تثبت حرمة المصاهرة، فالمعنى: لا تحرم حرمة مؤبدة، وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة الموطوءة لو بشبهة قال في البحر: لو وطئ أخت امرأة بشبهة تحرم امرأته

Scanned by CamScanner

ما لم تنقض عدة ذات الشبهة، وفي الدراية عن الكامل لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة.

শালির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে স্ত্রী হারাম হয় না

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি তার শালির সাথে মিলন করে তাহলে কি তার বিবি তার ওপর হারাম হয়ে যাবে, নাকি তালাকপ্রাপ্তা হবে?

উত্তর : স্ত্রীর বোনের সাথে যিনা-ব্যভিচার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে যদিও জঘন্যতম অপরাধ, কিন্তু তা দ্বারা স্ত্রী হারাম বা তালাক হয় না। পর্দার বিধান লঙ্ঘন করার দরুন এসব অপকর্ম হয়ে থাকে। সর্বদা এসব জঘন্য গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং কৃত অপকর্ম হতে খাঁটি তাওবা করে নেওয়া জরুরি। (১৩/৮৬৪/৫৪৭২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤ : وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٤ : وقوله: لا يحرم أي لا تثبت حرمة المصاهرة، فالمعنى: لا تحرم حرمة مؤبدة، وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة الموطوءة لو بشبهة قال في البحر: لو وطئ أخت امرأة بشبهة تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٣ / ٣٣٨ : سوال-زید نے نابالغی کی حالت میں اپنی سالی کا بوسہ لیااور وہ سالی عمر میں زید سے بڑی یعنی بالغ ہے اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اب زید کا تعلق اپنی بیوی سے کیسا ہوگا؟

الجواب- صورت مسئولہ میں زید کی بیوی زید پر حرام نہ ہوگئی بلکہ بدستور سابق بیوی رہے گی کیونکہ سالی کا تعلق بیوی سے جزئیت کا نہیں نہ اصلانہ فرعا۔

দুই বোনকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করা

প্রশ্ন : আমরা দুই বোন, বড় বোনের নাম মাজেদা, আরেকজন হলাম আমি হাজেরা। ১৯৭৯ সালে আমার বড় বোনকে হযরত আলী নামক একজন লোকের কাছে বিবাহ দেওয়া হয়। বড় বোন তার বিবাহে থাকাবস্থায় সেই একই লোক ১৯৮৭ সালে আমাকে

Scanned by CamScanner

বিয়ে করে। এ অবস্থায় ১৯৮৮ সালে আমার গর্ভ থেকে একটি মেয়ে জন্ম নেয়। এরপর ১৯৮৮ সালে বড় বউ ও তার সন্তানদের চাপে আমাকে তালাক দেয়। অতঃপর ২০০১ সালে বড় বউকেও সরকারি কাজি অফিসে তালাক দেয়। এর আনুমানিক ছয় মাস পর আমাকে আবার বিয়ে করে। অতঃপর ২০০৮ সালে আমার স্বামী মারা যায়। এখন আমার জানার বিষয় হলো, বড় বউ ও তার সন্তানরা বলে, ছোট বউয়ের বিবাহ অবৈধ, তার মেয়েও অবৈধ, তাদের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার বড় বোন বিবাহে থাকা অবস্থায় ১৯৮৭ সালে আপনার সাথে বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। এতদসত্ত্বেও আপনার গর্ভে যে মেয়ে হয়েছে তা বৈধ সন্তান বলে বিবেচিত হবে। অতঃপর আপনার বড় বোনকে তালাক দেওয়ার ছয় মাস পর আপনাকে দ্বিতীয়বার যে বিবাহ করেছে তা শুদ্ধ হয়েছে। তাই স্বামীর মৃত্যুকালে আপনিই তার একমাত্র স্ত্রী, আপনার বড় বোন নয়। স্ত্রী হিসেবে আপনিই তার মিরাছ পাবেন, আপনার বড় বোন পাবে না। সরকারি পেনশন যদি স্ত্রীর জন্যই দেওয়া হয় তাও আপনিই পাবেন অন্য কেউ নয়। তাই বড় বউয়ের ঘরের সন্তানদের বর্তমানে এ কথা "ছোট বোনের বিবাহ অবৈধ এবং তার মেয়েও অবৈধ" বলা সহীহ নয়। (১৯/২৪৭/৮১০৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٧ : وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما فإن فارقها قبل الدخول؛ لا يثبت شيء من الأحكام وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل، وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها، كذا في محيط السرخسي.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٥ / ١٠٣ : الجواب—بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعا ناجائز و حرام ہے اگر کسی نے نکاح کر لیا اور اولاد بھی ہو گئی تو دونوں بہنوں کی اولاد جائز اور ثابت النسب ہو گئی پہلی بہن کی اولاد تو نکاح صحیح میں پیدا ہوئی اس لئے اس کا نسب ثابت ہے اور دوسری بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح فاسد ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন শালিকে বিয়ে করা

প্রশ্ন : একজন ছেলে তার স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়ে শালিকে বিবাহ করে। স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ওই দিন শালির সাথে কাবিন করে এবং ৬-৭ দিন পর শালির সাথে বিবাহ হয়। প্রশ্ন হলো, যে পূর্বের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ৮ দিন পর আপন শালিকে বিবাহ করার শরয়ী বিধান কী? এবং যে মাওলানা সাহেব জেনে-শুনে বিবাহ পড়িয়েছে তার হুকুম কী?

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। পরকীয়া প্রেমে পড়ে নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়া মারাত্মক জুলুম, বিশেষ করে স্ত্রীর বোন বা নিকটতম মহিলার সাথে হলে আরো বড় অন্যায়। তবে সর্বাবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যাবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তার বোনকে বিয়ে করা উভয়কে একই সাথে বিবাহ করার নামান্তর বিধায় তা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হারাম। সুতরাং প্রশ্নোক্ত বিবরণ সঠিক হয়ে থাকলে উক্ত বিবাহ সম্পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জানামাত্রই পৃথক হয়ে যেতে হবে। নতুবা যিনাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রথম স্ত্রীর ইদ্দত শেষান্তে ইচ্ছা করলে তার বোনের সাথে নতুনভাবে আক্বদ পড়িয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে, অন্যথায় নয়। জেনে-শুনে এ রকম বিয়ে পড়ানো মারাত্মক গোনাহ। সত্যিকার কোনো আলেমে দ্বীন এ রকম বিয়ে পড়াতে পারেন, এমনটি কল্পনাও করা যায় না। কেউ ভুলবশত পড়িয়ে ফেললে অবিলম্বে খালেস তাওবা করে নিতে হবে। (৯/৪৬৮/২৭১৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٥ : وإذا طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٩ : ولا يحل أن يتزوج أخت معتدته سواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو بائن أو ثلاث أو عن نكاح فاسد أو عن شبهة وكما لا يجوز أن يتزوج أختها في عدتها فكذا لا يجوز أن يتزوج واحدة من ذوات المحارم التي لا يجوز الجمع بين اثنتين منهن وكذا لا يجوز أن يتزوج أربعا سواها عنده هكذا في الكافي.

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٣ : وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في نكاح أختها لا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها، وكذلك التزوج بامرأة هي ذات رحم محرم من امرأة بعقد

Scanned by CamScanner

منه، والأصل أن ما يمنع صلب النكاح من الجمع بين ذواتي المحارم فالعدة تمنع منه.

📖 وكذا لا يجوز له أن يتزوج أربعا من الأجنبيات، والخامسة تعتد منه سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن أو ثلاث.

স্ত্রীর বর্তমানে শালিকে বিয়ে করা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বিবাহ করে ঘর-সংসার করা অবস্থায় কয়েকটি সন্তান হওয়ার পর (বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায়) স্ত্রীর আপন বোনকে বিবাহ করেছে এবং তার থেকে সন্তানও হয়েছে। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির কী বিচার হতে পারে? আর এই দুই মহিলার ব্যাপারে কী ফয়সালা হবে? তাদের নির্দিষ্ট কাউকে বাদ দিতে হবে? নাকি তাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে বাদ দিলেই চলবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, কোনো মহিলা কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাকালীন ওই মহিলার বোনের সাথে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং দ্বিতীয় মহিলার বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। তাই তাকে অনতিবিলম্বে পৃথক করে দেওয়া অপরিহার্য। তবে প্রথম বোনের বিয়ে শুদ্ধ থাকবে। দ্বিতীয় মহিলার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম মহিলার সাথে সহবাস করা যাবে না। (৫/৩৪০/৯৬১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٧ : وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما فإن فارقها قبل الدخول؛ لا يثبت شيء من الأحكام وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل، وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها، كذا في محيط السرخسي.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٦٢ : (و) التعزير (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي) وعليه مشايخنا زيلعي لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة بحر.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷ / ۳۴۷ : الجواب-اپنی زوجہ کی نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن سے خواہ عینی ہو یا علاتی یا اخیافی نکاح کرنا حرام ہے، لقوله تعالى، وان تجمعوا بين الاختين الآية۔ اور وہ نکاح ثانی زوجہ کی بہن سے باطل ہے حاجت طلاق دینے کی نہیں ہے وہ نکاح صحیح ہی نہیں ہوا اور اگر صحبت کرلی تو مہر مثل اس کا اور عدت اس پر لازم ہے، اور زوجہ اولی فوت ہو جائے تو اس کی بہن سے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے.

পরস্পর লেগে থাকা যমজ দুই বোনের বিয়ের হুকুম

প্রশ্ন : জন্মগতভাবে পরস্পর জড়ানো যমজ দুই বোন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিক দিয়ে প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সব কিছু ঠিক আছে, শুধু এক পার্শ্ব যুক্ত। উভয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে। এখন উভয়ে বিবাহ বসতে ইচ্ছুক। যদি তাদেরকে একজনের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় তাহলে 'জমা বাইনাল উখতাঈন' (দুই বোনকে একসাথে একই লোকের সাথে বিবাহ দেওয়া) হয়ে যায়। আর যদি দুজনের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। তাহলে তাদের স্বামীদের সাথে মেলামেশা ও পর্দার বিধান রক্ষা করে চলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের উভয়কে বিবাহের হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে কি না? শরীয়তে এমন কোনো পন্থা আছে কি না, যার দ্বারা এদের বিবাহ সংঘটিত হতে পারে? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : এ ধরনের যমজ দুই বোনের জন্ম হলে এই দুই বোনকে এক ব্যক্তি একত্রে বিবাহ করতে যেমন পারবে না, তদ্রূপ দুই বোনকে দুই ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেওয়াও সম্ভব নয়। শুধুমাত্র এক বোনকে একজন লোকের কাছে বিয়ে দিলেও পর্দার বিধান রক্ষা করে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হবে, অপারেশনের মাধ্যমে দুই বোনকে আলাদা করার চেষ্টা করা, যা বর্তমান যুগে ব্যয়বহুল হলেও সম্ভব। অতঃপর দুই বোনকে পৃথক দুই ব্যক্তির নিকট বিয়ে দেওয়া। আর পৃথক করা কোনোভাবে সম্ভব না হলে তাদের জন্য চিরকুমারী থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। (৯/১৬৬/২৫৫২)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٢ : أما الجمع بين ذوات الأرحام فنوعان: أيضا جمع في النكاح وجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين، أما الجمع بين ذوات الأرحام في النكاح فنقول: لا خلاف في أن

Scanned by CamScanner

الجمع بين الأختين في النكاح حرام؛ لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} معطوفا على قوله عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم}.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٧٧ : (وأما الجمع بين ذوات الأرحام) فإنه لا يجمع بين أختين بنكاح ولا بوطء بملك يمين سواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع هكذا في السراج الوهاج.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ٢٣٩ : الجواب—فی الدر المختار: حکم المفضاة مانصہ: وانہ لایحل وطؤھا الا ان امکن الاتیان فی القبل بلاتعدا/ ١٤١، اس سے ایک کلیہ ثابت ہوا جس عورت سے وطی کرنا بدون ارتکاب معصیت کے عادۃً ممکن نہ ہو اس سے وطی کرنا حرام ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں اگر ایک سے وطی کی جائے تو وطی کرنے والے کو دوسری سے نہ تو انتفاع حلال ہے کیونکہ دونوں اخت ہیں اور نہ اس دوسری کے لمس و نظر و تعری سے عادۃً بچ سکتا ہے اس لئے کلیہ مذکورہ کی بناء پر منکوحہ سے بھی وطی حرام ہو گی یہ حکم تو وطی کا ہے باقی نکاح کی صحت میں کوئی امر مانع نہیں ہوتا، لیکن یہ نکاح فائدہ سے خالی ہونے کے سبب لغیرہ منہی عنہ ہو گا جیسے منکوحہ کا اگر کوئی شخص حق ادا نہ کر سکے جس کو خوف جور سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے لئے حسب تصریح فقہاء نکاح کرنا مکروہ ہے اور جیسے منکوحہ اگر مصاہرۃً حرام ہو جاوے نکاح تو باقی ہے مگر اس کا امساک بالمعروف چونکہ ممکن نہیں اس لئے تسریح باحسان واجب ہو گا یہاں پہلے ہی سے نہی عن النکاح کا حکم کیا جاوے گا، ولو لغیرہ و مع حکم الصحۃ۔

مشورہ— اگر ڈاکٹر دونوں کو جلد قطع کر کے علیحدہ کر سکیں تو پھر سب اشکال رفع ہو جاویں۔

না জেনে অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করলে করণীয়

প্রশ্ন : মোঃ ইউসুফ নামক জনৈক ব্যক্তি একটি মহিলাকে বিবাহ করে, পরে জানা গেল যে উক্ত মহিলাটি অন্যের স্ত্রী এবং তার আগের স্বামী তাকে তালাকও দেয়নি। এমতাবস্থায় ইউসুফের জন্য উক্ত মহিলাকে বিবাহ করা এবং ঘর-সংসার করা বৈধ হবে কি না? যদি না হয় তাহলে তাদের হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উল্লিখিত মহিলার স্বামী যেহেতু জীবিত আছে এবং তাকে তালাক দেয়নি তাই ইউসুফের সাথে তার বিবাহ সহীহ হয়নি। অতএব উক্ত মহিলাকে পৃথক করে দেওয়া জরুরি এবং তার সাথে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ করা সম্পূর্ণ হারাম। উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে।

উল্লেখ্য, মহিলা যদি দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করে থাকে তাহলে প্রথম স্বামী তখন থেকেই সহবাস করতে পারবে। অন্যথায় ইদ্দত পালন করা জরুরি। তবে যদি ইউসুফ উক্ত মহিলা অন্যের স্ত্রী জেনেও বিবাহ করে থাকে তাহলে ইদ্দত পালন জরুরি নয়। এমতাবস্থায় তাদের সহবাস ইত্যাদি যিনা হিসেবে গণ্য হবে। তাই আল্লাহর দরবারে লজ্জিত হয়ে তাওবা করা আবশ্যক। (১৭/৬৭৪/৭২৪৬)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٦٨ : ومنها أن لا تكون منكوحة الغير، لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء} [النساء: ٢٤] معطوفا على قوله عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: ٢٣] إلى قوله: {والمحصنات من النساء} [النساء: ٢٤] وهن ذوات الأزواج.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٨٠ : ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها؛ تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطؤها، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 امداد الفتاوى (زکریا) ٢ / ٣٠٦ : الجواب- چونکہ بد فعلی سے نکاح نہیں ٹوٹا اور غیر شوہر سے جو نکاح کر لیا تھا وہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوا اس لئے شوہر اول کا نکاح باقی ہے پس اب اس کو پھر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں بغیر تجدید نکاح اپنی بی بی کو رکھ سکتا ہے اور اس کا کفارہ صرف توبہ خالصہ ہے.

ইদ্দত চলাকালীন কাবিন করা

প্রশ্ন : কোনো কাজি সাহেব কোনো মহিলার ইদ্দতের মধ্যে কাবিন করে। অথচ ওই কাজি নিজেই মাসআলা বলে দেয় যে ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ পড়ানো যাবে না, বিবাহ পড়িয়ে স্বামী-স্ত্রী সংসার করলে সন্তান হারাম হবে এবং যিনা করার গোনাহ হবে। তবে আমরা জানতে চাই যে ওই কাবিন দ্বারা বিবাহ হয়ে যাবে কি না? এবং ইদ্দতের মধ্যে

Scanned by CamScanner

কাবিন করাটা ওই কাজির জন্য ঠিক হবে কি না? উল্লেখ্য, কাবিনে দুজন সাক্ষী ছাড়াও উকিলের সাক্ষীতে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে সাক্ষীদ্বয়ের সামনে স্বামী-স্ত্রী সাইন করে থাকে এর দ্বারা বিবাহ হবে কি না?

খ. উক্ত কাবিনটি ওই কাজি ব্যতীত যেকোনো কাজির নিকট গিয়ে মেয়ের পক্ষ এবং ছেলের পক্ষ কাবিন করাতে পারতেন। এহেন অবস্থায় যদি কাজি মাসআলা জেনে-শুনে কাবিন করিয়ে দেয় তাহলে ওই কাজির হুকুম কী? ওই কাবিনের ব্যাপারে আমরা কী সিদ্ধান্ত নেব?

উত্তর : তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের ভেতর বিবাহ শরয়ী দৃষ্টিতে বিবাহ বলে গণ্য হয় না। আর বর ও কনের উপস্থিতিতে সাক্ষীদ্বয়ের সামনে মৌখিকভাবে ইজাব-কবুল সাক্ষীদ্বয়কে শুনিয়ে উচ্চারণ করা বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য। মৌখিকভাবে উচ্চারণ না করে শুধুমাত্র কাবিননামায় সাক্ষীদ্বয়ের সামনে বর ও কনে স্বাক্ষর করার দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় না। এমতাবস্থায় প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহ শরয়ী দৃষ্টিকোণে বিবাহ বলে গণ্য হবে না। তাদের জন্য স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করা জায়েয হবে না।

উল্লেখ্য, যে কাজি সাহেব জেনে-শুনে এ ধরনের কাজ করেছে সে মারাত্মক গোনাহগার বলে বিবেচিত হবে। সে এবং এ কাজের সাথে জড়িত সকলের জন্য আল্লাহর দরবারে খালেস তাওবা করে নেওয়া জরুরি। (৮/৯৬৯/২৪৬৫)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١ / ٢٦٩ : ولأنه لا يجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة، ومعلوم أن خطبتها بالنكاح دون حقيقة النكاح فما لم تجز الخطبة فلأن لا يجوز العقد أولى.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٢ : (فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢١ : (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما. (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥١٦ : أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا.

Scanned by CamScanner

ফুফাতো ভাইয়ের মেয়ে ও ভাগিনার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা বৈধ

প্রশ্ন : জনৈক আলেম এক মেয়েকে বিবাহ করে। মেয়েটি ওই আলেমের ফুফাতো ভাইয়ের মেয়ে এবং নিজ ভাগিনার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী।
উল্লেখ্য, বিবাহের কাজ ইদ্দতের পর সম্পূর্ণ শরীয়ত মোতাবেক হয়েছে। অথবা বিবাহ করেননি; কিন্তু বিবাহ হয়েছে বলে কিছু লোক মনে করে। উল্লিখিত কোনো একটি কারণে দুই ব্যক্তি ওই আলেমকে জুতা নিয়ে মারধর করতে চেয়েছে। এই বলে যে এ ধরনের মেয়েকে বিয়ে করা আমাদের সমাজে শোভা পায় না। অথচ আমরা জানি, এ ধরনের বিবাহ শরীয়তসম্মত।
প্রশ্ন হলো, ফুফাতো ভাইয়ের মেয়ে ও ভাগিনার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না?
উল্লিখিত আলেমকে অপমানকারী দুই ব্যক্তির ঈমান বহাল থাকবে? না কুফরীর ফতওয়া দেওয়া হবে। যেহেতু একজন আলেমকে অপমান করেছে এবং ওই দুই ব্যক্তির বিবাহ বন্ধন নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে বহাল থাকবে কি না?
আর অপমানকারী দুই ব্যক্তির সহযোগিতাকারীদের হুকুম কী? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : ফুফাত ভাইয়ের মেয়ে ও ভাগিনার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য কোনো শরীয়তসম্মত বাধা না থাকলে বিবাহ করা জায়েয। এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো বাধা নেই। এরূপ শরীয়তসম্মত কাজ করার কারণেই শুধু একজন দ্বীনদার আলেমকে অপমানিত করা মহা অন্যায় ও বড় গোনাহ। এরূপ অন্যায় কাজের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। ওই আলেমের নিকট ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা না করলে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। এদের ব্যাপারে কুফরী ও বিবাহ বিচ্ছেদের ফতওয়া দেওয়া না গেলেও পরিণতি কিন্তু ভয়াবহ হবে। (৭/৪১৬/১৬৯৫)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ١١٧ : وفروع أجداده وجداته لبطن واحد، فلهذا تحرم العمات والخالات، وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٢٧٠ : (ومنها ما يتعلق بالعلم والعلماء) في النصاب من أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، إذا قال لرجل مصلح: ديدا روى نزد من جنان است كه ديدار خوك يخاف عليه الكفر كذا في الخلاصة. ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالما، أو فقيها من غير سبب.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٢٣٠ : أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح وظاهره أنه أمر احتياط.

দুই ভাই সমকামিতায় লিপ্ত হলে তাদের মা পিতার জন্য হারাম হবে না

প্রশ্ন : দুই পাপিষ্ঠ ভাই সমকামে লিপ্ত হলে তাদের মা কি তাদের পিতার জন্য হারাম হয়ে যাবে? তারা উভয়ে বালেগ ও একই মায়ের সন্তান।

উত্তর : ভাইদের পরস্পর সমকামিতার কারণে তাদের মা পিতার জন্য হারাম হবে না। কাজটি অত্যন্ত মারাত্মক ও জঘন্য। এ ধরনের কাজের শাস্তি যিনা-ব্যভিচারের চেয়ে অনেক বেশি। (৬/১৫১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٩٠٨ (٤٤٦٢) : عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به».

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٤٧٤ (١٤٥٧) : عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٩٨ : وليفيد أنه لا بد أن يكون في القبل؛ لأنه لو وطئ المرأة في الدبر فإنه لا يثبت حرمة المصاهرة وهو الأصح؛ لأنه ليس بمحل الحرث فلا يفضي إلى الولد كما في الذخيرة وسواء كان بصبي أو امرأة كما في غاية البيان وعليه الفتوى.

পুত্রবধূ কর্তৃক শ্বশুরের গায়ে তেল মালিশ করা

প্রশ্ন : ছেলের বউ শ্বশুরের গায়ে হাত দিয়ে তেল মালিশ করা জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শ্বশুরের শরীর মালিশ করা বউয়ের খিদমতের আওতায় পড়ে না। শরীয়তে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং অনেক ক্ষেত্রে এর দ্বারা ছেলের জন্য স্ত্রী হারাম হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। (৯/৯২৭/২৯৩৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٣ : (قوله: وأصل ماسته) أي بشهوة قال في الفتح: وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٥ / ٣٤٩ : بدن کے کسی حصہ کو شہوت کے ساتھ بلا حائل بوسہ اور مس کرنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کہ درمیان میں کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو اگر حائل ہو مگر ایسا باریک اور پتلا ہو کہ جسم کی حرارت محسوس ہوتی ہو تب بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اگر حائل شئی ایسی ہو کہ ایک جسم کی حرارت دوسرے کو محسوس نہ ہو تو حرمت مصاہرت ثابت نہ ہو گی۔

Scanned by CamScanner

باب الرضاعة

পরিচ্ছেদ : দুগ্ধ পানের বিধান

দুধবোনকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি তার দুধবোনকে বিবাহ করতে চায় তাহলে এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে দুধবোনকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষেধ। (১৬/৪৫/৬৩৯৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٢٧ (٢٦٤٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: «لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة» -

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٣ /٦٨ : ومن جملة اسباب التحريم الرضاع فالرضاع فى ايجاب الحرمة كالنسب والصهرية والاصل فيه قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٢٧٧ : كل من تحرم بالقرابة والصهرية تحرم بالرضاع -

দুধবোন হওয়ার সন্দেহ হলে করণীয়

প্রশ্ন : আমার ছোট ভাইয়ের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন আমার মা অন্য একটি মহিলার কন্যাসন্তানকে (যার বয়স ছিল এক বছর) তার মায়ের অসুস্থতার কারণে ২০-২৫ দিন কখনো গাভির দুধ, কখনো বাজারের কেনা দুধ খাইয়ে লালন-পালন করেছিলেন। আমার মা বলেন, “যদিও বা আমার স্তনে দুধ না থাকার কারণে গাভির দুধ খাওয়াতাম কিন্তু যখন দুধ শেষ হয়ে যেত তখন তার কান্না বন্ধ করার জন্য তার মুখ আমার স্তনে লাগিয়ে দিতাম এবং তাড়াতাড়ি গাভির দুধ ব্যবস্থা করে খাইয়ে দিতাম।”

Scanned by CamScanner

বর্তমানে সেই মেয়ের সাথে আমার বিবাহের আলোচনা চলছে। প্রশ্ন হলো, বর্ণিত ঘটনার পর ওই মেয়ের সাথে আমার বিবাহ জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিবাহের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরি। আপনার মায়ের বর্ণনা সঠিক হলে ওই মেয়ে স্তন চোষার সময় মুখে দুধ গিয়ে থাকলে ওই মেয়ে আপনার দুধবোন হবে। এমতাবস্থায় ওই মেয়েকে বিবাহ করা আপনার জন্য হারাম। (১৮/৯০৯/৭৯৩৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٤٤ : المرأة إذا جعلت ثديها في فم الصبي ولا تعرف أمص اللبن أم لا ففي القضاء لا تثبت الحرمة بالشك وفي الاحتياط تثبت دخل في فم الصبي من الثدي مائع لونه أصفر تثبت حرمة الرضاع لأنه لبن تغير لونه كذا في خزانة المفتين.

📖 فتاوی مفتی محمود ٥ / ٣٦٢ : اگر نانی کے پستان سے دودھ جیسی سیال چیز اتر کر اس لڑکے کے حلق میں چلی گئی ہے تو اس نانی کے فروع اس پر حرام ہوں گے اور اگر پستان سے کوئی مائع سیال غذا اتر کر اس کے حلق میں نہیں گئی صرف پستان چوس کر لڑکا خوش ہو جاتا تو حرمت رضاع کی لازم نہیں آتی نیز شک کی صورت میں بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی لیکن بصورت شک احتیاط اس میں یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے صورت مسئولہ میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دودھ ضرور لڑکے کے حلق میں اترا ہے خواہ کسی عورت کے شیر خوار بچہ نہ ہو اور اس کا دودھ خشک ہو چکا ہو لیکن بسا اوقات دودھ پھر سے پستان میں آجاتا ہے جب بچہ اس کو چوستا رہتا ہے اس لئے احتیاط یقینا اس میں ہے کہ نکاح ہر گز نہ کیا جاوے۔

নানির দুধ পানকারীর জন্য খালাতো বোনকে বিবাহ করা হারাম

প্রশ্ন : আমি ছোটবেলায় আমার নানির দুধ পান করি। তবে আমার খালাতো বোন আমার নানির দুধ পান করেনি। প্রশ্ন হলো, আমার নানির দুধ পান করার কারণে আমার খালাতো বোন আমার ওপর হারাম হয়ে যাবে কি না? এবং আমি তাকে বিবাহ করতে পারব কি না?

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যদি আপনি নানির দুধ পান করে থাকেন তাহলে এর দ্বারা দুধ সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়ায় আপনার খালাতো বোন

Scanned by CamScanner

দুধভাগ্নি হিসেবে গণ্য হবে। তাই তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম হবে। (১৬/৯৬৫/৬৮৯০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٢٦٥ (١١٤٦) : عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب».

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٢٩ : ما يحرم بالرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والبنات {وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت}.

দুধ বোনের মেয়েকে বিয়ে করা হারাম

প্রশ্ন : আমার নাম আয়েশা ও আমার ছোট বোনের নাম ফাতেমা। আমার ছোট বোনের বয়স যখন দেড় বছর তখন সে কয়েক মাস আমার দুধ পান করেছে। প্রশ্ন হলো, আমার ছেলে ফারুকের বিবাহ আমার ছোট বোন ফাতেমার মেয়ে হাসনার সঙ্গে জায়েয হবে কি না?

আমাদের এলাকার একজন আলেম বলেছেন, জায়েয হবে না! কারণ হাসনা ফারুকের দুধভাগ্নি হয়ে গেছে। আর দুধভাগ্নির সাথে বিবাহ হারাম। কিন্তু অপর একজন আলেম বলেন, উক্ত বিবাহ জায়েয হবে। কারণ হাসনা যদিও ফারুকের দুধভাগ্নি হয়েছে কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে হারামের সম্পর্ক শুধু দুধ পানকারীর সাথে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ তার আত্মীয়স্বজনের সাথে নয়। উক্ত দুটি মতামতের মধ্যে সহীহ কোনটি? আশা করি, প্রমাণসহ সঠিক সমাধান দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : বংশীয় সম্পর্কে ফাতেমা ফারুকের খালা হলেও দুধসূত্রে ফাতেমা তার বোনে পরিণত হয়েছে। সহোদর বোনের মেয়ে বিয়ে করা যেমন হারাম, দুধবোনের মেয়ে বিয়ে করাও সেরূপ হারাম। তাই ফারুকের জন্য হাসনাকে বিয়ে করা হারাম। এরূপ বিয়ে জায়েয হওয়ার কথাটি ভিত্তিহীন। (৬/৬৫৫/১৩৭৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤ / ٢ : والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخا وأختا من الرضاعة فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما في

Scanned by CamScanner

النسب، وأمهات المرضعة يحرمن على المرضع؛ لأنهن جداته من قبل أمه من الرضاعة وآباء المرضعة أجداد المرضع من الرضاعة فيحرم عليهم كما في النسب.

وأخوات المرضعة يحرمن على المرضع؛ لأنهن خالاته من الرضاعة وإخوتها أخوال المرضع فيحرم عليهم كما في النسب فأما بنات إخوة المرضعة وأخواتها فلا يحرمن على المرضع؛ لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وأنهن لا يحرمن من النسب فكذا من الرضاعة وتحرم المرضعة على أبناء المرضع وأبناء أبنائه وإن سفلوا كما في النسب هذا تفسير الحرمة في جانب المرضعة والأصل في هذه الجملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فيجب العمل بعمومه إلا ما خص بدليل.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٧ / ٤٣٠ : جبکہ معتبر گواہوں سے یہ امر ثابت ہے بڑی بہن نے بحالت شیر خوارگی دودھ پلایا ہے تو چھوٹی بہن بڑی بہن کی رضاعی بیٹی ہوگئی اور بڑی بہن کی اولاد اس کے بہن بھائی ہوگئے، پس چھوٹی بہن کی اولاد سے بڑی بہن کی اولاد کا نکاح شرعا صحیح نہ ہوگا۔

পালক মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ

প্রশ্ন : পালক কন্যা যদি স্ত্রীর বুকের দুধ পান না করে তাহলে ওই পালিত কন্যাকে পালক পিতার সাথে বিবাহ দেওয়া জায়েয কি না? এবং পর্দা ফরয কি না?

উত্তর : যদি কারো পালক কন্যা ওই ব্যক্তির স্ত্রীর দুধ দুই বছরের মধ্যে পান না করে থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির সাথে বিবাহ জায়েয আছে। এ ক্ষেত্রে পর্দা করাও ফরয (৯/৯০১/২৯১৫)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ط﴾

Scanned by CamScanner

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٧ / ٨٥ : مسئلہ—اس سے معلوم ہوا کہ اکثر آدمی جو دوسروں کے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں جب کہ محض شفقت کی وجہ سے ہو متبنی قرار دینے کی وجہ سے نہ ہو تو یہ اگرچہ جائز ہے مگر پھر بھی بہتر نہیں کہ صورت ممانعت میں داخل ہے۔

📖 فیہ ایضا٢ / ٣٥٨ : جو لڑکا لڑکی صلبی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو ان سے اور ان کے اولاد سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ دوسرے طریقہ سے حرمت نہ آئی ہو۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٢٤٤ : جواب—زید کی بیوہ زوجہ کا نکاح زید کے متبنی سے شرعا صحیح ہے کیونکہ بموجب نص قطعی زید کا متبنی زید کا بیٹا نہیں ہوا کما قال اللہ تعالی وما جعل أدعياء أبناء كم ... لہذا بموجب نص وأحل لكم ماوراء ذلكم نكاح ما بین متبنی وما بین زوجہ زید متوفی صحیح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

নানির দুধ পান করলে মামাতো বোন হারাম হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমার বয়স যখন তিন মাস তখন আমার মা মারা যান। তারপর আমি আমার নানির কাছে লালিত-পালিত হয়েছি এবং আমার নানির বুকের দুধ পান করেছি। সেই সুবাদে আমার মামারা আমার দুধভাই হয়। বর্তমানে আমার পিতা আমার মামাতো বোনের সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছে। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আমি আমার মামার মেয়েকে বিবাহ করতে পারব কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী আপনার মামাতো বোন আপনার দুধ ভাতিজি। শরীয়তে যেমনিভাবে আপন ভাতিজিকে বিবাহ করা হারাম, তেমনিভাবে দুধ ভাতিজিকেও বিবাহ করা হারাম। অতএব আপনি আপনার উক্ত মামাতো বোনকে বিবাহ করতে পারবেন না। (১০/৮৯৯/৩৪০৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٦٦ (٥١٠٠) : عن ابن عباس، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة».

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢١٧ : (ولا حل بين رضيعي امرأة) لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن والأب (ولا) حل (بين الرضيعة وولد مرضعتها) أي التي أرضعتها (وولد ولدها) لأنه ولد الأخ.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ٢ / ٨٦٢ : عمرو کا نکاح زید کی کسی لڑکی سے بھی جائز نہیں کیونکہ زید و عمرو رضاعی بھائی ہو گئے پس زید کی لڑکی عمرو کی بھتیجی ہوئی اور بھتیجی سے نکاح حرام ہے، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

কোনো মেয়ে মা হওয়ার আগেই কোনো বাচ্চাকে দুধ পান করানোর হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোনো বিবাহিত মেয়ের সন্তান হওয়ার পূর্বে দুধ হয় এবং এই দুধ কোনো বাচ্চাকে পান করানো হয় তাহলে দুগ্ধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে কি না? এবং তার স্বামীর সাথেও হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো বিবাহিতা মেয়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে দুধ নির্গত হয় এবং তা কোনো দুধের বাচ্চাকে পান করায় তাহলে তার সাথেই হুরমাত তথা দুগ্ধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে, তার স্বামীর সাথে নয়। (১৮/৩১৩/৭৫৭৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٤٣ : رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ٣٩٤ : وقيدنا بكونه نزل بسبب ولادتها منه لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت به ولدا لا يكون الزوج أبا للولد لأنه ليس ابنه لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه.

Scanned by CamScanner

দুধভাই-বোনের মাঝে বিয়ে হয়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : হিটলু মিয়া ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করে। তার এক বছর বয়সের সময় একদিন সে খাবারের জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন তার মা কাছে ছিল না। তার দাদি তাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তার বড় চাচিকে আদেশ দিলেন। শিশুর জীবন বাঁচানোর জন্য তার বড় চাচি তাকে দুধ খাওয়ালেন। এ ব্যাপারটা শুধু তার দাদি ও চাচি জানতেন। ১৯৮৪ সালে হিটলু মিয়া তার বড় চাচির মেয়ে মুন্নিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। মুন্নির মা তাকে ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করে। কারণ তারা সম্পর্কে দুধভাই-বোন। কিন্তু তারা গভীর ভালোবাসায় আচ্ছন্ন ছিল। তাই কোনো কর্ণপাত করেনি। এখন ২০১২ সালে ইতিমধ্যে আটাশ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে। মুন্নি বেগম ও হিটলু মিয়ার তিন কন্যার মধ্যে ইতিমধ্যে দুজনের বিবাহও হয়ে গেছে এবং তাদেরও বাচ্চা আছে। এ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হিটলুর দাদি অনেক আগেই মারা গেছেন। বর্তমানে মুন্নির মা নব্বই বছর বয়সী শয্যাশায়ী। তিনি এখনো তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

মুন্নি বেগমের তৃতীয় কন্যার বয়স প্রায় বিশ বছর, সে বিবাহের উপযুক্ত। যদি তার মা তার বাবাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে সে আত্মহত্যা করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। মুন্নি বেগমের অন্য দুই কন্যাও বাবা-মায়ের আলাদা হওয়ার বিপক্ষে।

যদি মুন্নি বেগম তার স্বামীকে ছেড়ে দেয় তাহলে তার সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে বলে ধারণা। তবে সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু তিনি মনে করেন এই বৃদ্ধ বয়সে ফিরে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। তারা একই বাসায় থাকে কিন্তু এক বিছানায় থাকে না। কোনো রকম শারীরিক সম্পর্ক/সহবাস হয় না। এই সমস্যার শরীয়াহভিত্তিক সমাধান চাই।

উত্তর : বিয়ের আগে প্রশ্ন করা হলে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হতো না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর শুধু মুন্নির মায়ের কথার ওপর ভিত্তি করে তাদের বিয়েকে শরয়ী দৃষ্টিকোণে অবৈধ বলা যায় না। তবে তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুন্নির মায়ের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হলে তাদের পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ বলে বিবেচিত। এমতাবস্থায় তারা স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলবে। এরূপ ক্ষেত্রে তারা উভয়ে পরস্পরকে দুধভাই-বোন মনে করে একই বাসায় আপন ভাইবোনের মতো থাকতেও কোনো আপত্তি নেই। (১৮/৮৫৪/৭৯১৫)

📖 مسند الحميدي (دار السقا) ١/ ٤٩٣ (٤٩٠) : عن ابن أبي مليكة أنه سمع عقبة بن الحارث يقول: تزوجت ابنة أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما فأتيت رسول الله صلى الله عليه

Scanned by CamScanner

وسلم من عن يمينه فسألته فأعرض عني، ثم أتيته من عن يساره، فأعرض عني، ثم استقبلته فسألته فقلت: يا رسول الله وإنها سوداء وإنها وإنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل».

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ٥ / ١٣٧ : (قال:) ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين، ولا يفرق بينهما بقولها، ويسعه المقام معها حتى يشهد على ذلك رجلان أو رجل وامرأتان عدول، وهذا عندنا، ... ... وعندنا إذا وقع في قلبه أنها صادقة فالأحوط أن يتنزه عنها ويأخذ بالثقة، سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعد.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٠٥ : أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا أو امرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح في الكافي، والنهاية.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٢٤ : في الهندية: تزوج امرأة فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أربعة أوجه: إن صدقاها فسد النكاح.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٤٧ : وإن كان المخبر واحدا ووقع في قلبه أنه صادق فالأولى أن يتنزه ويأخذ بالثقة وجد الإخبار قبل العقد أو بعده.

বোনের দুধ পানকারী ভাইয়ের মেয়ের সাথে ওই বোনের ছেলের বিবাহ হারাম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি শিশু অবস্থায় দুই বছর বয়সের ভেতরে নিজের বড় বোনের দুধ পান করেছে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তির মেয়েকে ওই বোনের ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহ হওয়ার পর তাদের এক মেয়েসন্তানও জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এখন কোনো কোনো আলেম বলছেন যে উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়নি।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, বিবাহের সময় এ ধরনের কোনো কথা আলোচনায় আসেনি। যার ফলে বিবাহ হওয়ার পর তারা দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। এখন উক্ত আলোচনা শুরু হওয়ার পর তারা ও তাদের অভিভাবকগণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় শরীয়তে ইসলামীর ফয়সালার জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। শরীয়তের আলোকে উক্ত বিবাহ সহীহ হয়েছে কি না? সহীহ না হয়ে থাকলে এখন করণীয় কী? এবং এত দিন যে তারা দাম্পত্য জীবন করে আসছে তার জন্য কী করতে হবে? এবং এ বিবাহটি বহাল রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না? দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি নিজের বোনের দুধ বাস্তবেই পান করে থাকলে ওই বোনের ছেলে তার দুধভাই হিসেবে পরিগণিত হবে। এ সূত্রে ওই ছেলে তার মেয়ের দুধচাচা হবে। ঔরসজাত চাচার সাথে ভাতিজির বিবাহ যেমন হালাল হয় না, দুধচাচার সাথেও বিবাহ হালাল হয় না বলে হাদীস ও ফিকহের কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত বিবাহ সহীহ হয়নি এবং সহীহ হওয়ার কোনো পথও নেই। তাই তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এত দিন ভুলবশত যা হয়ে গেছে তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে। অবশ্য উক্ত বিবাহের পর যে সন্তান হয়েছে তা ওই ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তান হিসেবেই বিবেচিত হবে। (১১/৭৯৭/৩৭৪৮)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٢٧ (٢٦٤٦) : عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أراه فلانا» لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة».

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٠٩ : باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط.

Scanned by CamScanner

فيه ايضا ٣ / ٢١٣ : (أمومية المرضعة للرضيع، و) يثبت (أبوة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه) (له) وإلا لا كما سيجيء. (فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب).

দুধ পান করিয়েছে মর্মে একজন মহিলার কথায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করানো যাবে না

প্রশ্ন : প্রায় দুই বছর হলো আমার বড় ভাই আমার আপন বড় খালার ছোট মেয়েকে বিয়ে করেছে। তাদের একটা ছেলেসন্তানও হয়েছে। একদিন আপসে কথাবার্তা ও আলাপচারিতার মধ্যে আমার খালা বলল, আমি তো মেয়ের জামাইকে দুধ পান করিয়েছি। তখন তার সামনে আমার ভগ্নিপতি ও আমার বড় বোন ছিল। আমি এ কথা শোনার পর তদন্তের জন্য আমার মা ও দুই বোনকে খালার বাসায় পাঠালাম। খালা তখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করল। পুনরায় তৃতীয়বার দুজন পুরুষ এবং চার-পাঁচজন মহিলার সামনেও অকপটে স্বীকার করল যে খালা আমার বড় ভাইকে দুধ পান করিয়েছে। পরে যখন আমার মা আমার খালাকে বলল যে আপনি যে আমার ছেলেকে দুধ পান করালেন এখন তো বিয়ে ঠিক হয় না। কারণ তারা দুধ ভাইবোন হয়ে গেছে। দুধ ভাইবোনের মাঝে বিয়ে হারাম।

এরপর আমার খালার টনক নড়ল যে হায়! বিয়ে তো দেখি ভেঙে যাবে। তখন সে অস্বীকার করে বসল এবং বিভিন্ন মিথ্যার আশ্রয় নিতে শুরু করল।

মাননীয় মুফতি সাহেবের নিকট সবিনয় আরজ, কোরআন-হাদীসের আলোকে এই সমস্যার সমাধান দেবেন।

উত্তর : বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে কোনো মহিলার দুধ পান করানোর সংবাদ শুনেই তার সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। বরং দুজন বিশ্বস্ত পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান জরুরি। এরূপ সাক্ষী থাকা অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ জরুরি হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে এরূপ সাক্ষীর অবর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা দেওয়া যায় না। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ওই একজনের সংবাদ বিশ্বাস করলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আর শুধুমাত্র স্বামীর নিকট বিশ্বাসযোগ্য হলে তার জন্য তালাক দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় দেওয়া উত্তম বলে বিবেচিত।

প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় দুধ পান করানো স্বচক্ষে দেখেছে এমন কোনো সাক্ষী নেই বিধায় বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা সম্ভব নয়। আর ওই মহিলার দ্বিমুখী কথা বিশ্বাস করে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পৃথক হওয়াও উচিত হবে না। (৯/১৭১/২৫৫১)

Scanned by CamScanner

📖 المبسوط للسرخسى (دار المعرفة) ٥ / ١٢٧ : (قال: ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين، ولا يفرق بينهما بقولها، ويسعه المقام معها حتى يشهد على ذلك رجلان أو رجل وامرأتان عدول، وهذا عندنا، ... ... وعندنا إذا وقع في قلبه أنها صادقة فالأحوط أن يتنزه عنها ويأخذ بالثقة، سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعد.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٢٤ : (و) الرضاع (حجته حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتان، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي لتضمنها حق العبد.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۳۲۹ : ایک عورت نے اپنا مشاہدہ بیان کیا تو صرف اس کا قول تو حجت نہیں۔

বিয়ের পর মা বলল আমি বৌমাকে দুধ পান করিয়েছি

প্রশ্ন : আমি আমার ফুফুর মেয়েকে বিবাহ করেছি। কিন্তু বিবাহের কয়েক দিন পর আমার মা আমাকে জানায় যে তুমি যে মেয়েকে বিবাহ করেছ আমি তাকে ছোটবেলায় দুধ পান করিয়েছি। এখন আমার মায়ের কথা অনুযায়ী আমার স্ত্রী তো আমার দুধবোন হয়ে যায়। কিন্তু আমার মা ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী নেই। এখন আমি এই মেয়েকে স্ত্রী রূপে রাখতে পারব কি না? এর সঠিক সমাধান চাই।

বি.দ্র. : বিবাহের পর আমার মা স্বপ্নে দেখার পর তাঁর মনে পড়েছে যে তিনি তাকে দুধ পান করিয়েছেন।

উত্তর : দুধ পান প্রমাণের জন্য দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য জরুরি। শুধুমাত্র একজন নারীর কথায় শরীয়তের দৃষ্টিতে দুগ্ধপান প্রমাণিত হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার মায়ের দাবির সপক্ষে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে তিনি ব্যর্থ হলে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে শরীয়ত মতে দুগ্ধ সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না। বরং আপনাদের বিবাহ সম্পর্ক বহাল থাকবে এবং তাকে নিয়ে ঘর-সংসারও করা যাবে। সতর্কতামূলক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করা বাঞ্ছনীয়। (১৪/১৩৩/৫৫৬৬)

Scanned by CamScanner

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ٥ / ١٣٧ : (قال:) ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين، ولا يفرق بينهما بقولها، ويسعه المقام معها حتى يشهد على ذلك رجلان أو رجل وامرأتان عدول، وهذا عندنا، ... ... وعندنا إذا وقع في قلبه أنها صادقة فالأحوط أن يتنزه عنها ويأخذ بالثقة، سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعد.

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٤١ : وقد قلنا: إنه إذا وقع في القلب صدقها يستحب التنزه ولو بعد النكاح، وكذا إذا شهد به رجل واحد.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٢٤ : لكن في محرمات الخانية إن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح، وإن بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه.

স্ত্রীর দুধ পান করলে স্ত্রী তালাক হয় না

প্রশ্ন : জনৈক স্বামী স্বীয় স্ত্রীর দুধ পান করেছে। এখন এলাকার গণ্যমান্য লোকজন বলেন, বউ ছাড়া হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি এতে তালাক পতিত হবে?

উত্তর : স্বামী স্ত্রীর দুধ পান করা অসভ্যতা ও মারাত্মক গোনাহ। তবে দুধ পান করলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো আঘাত আসে না। তাই স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হওয়ার কথাটি সহীহ নয়। স্বামী-স্ত্রী পূর্বের ন্যায়ই ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে কৃত গোনাহের জন্য তাওবা করবে। (৮/৪৮৬/২২২২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢١١ : (ويثبت التحريم) في المدة فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام على) ظاهر (المذهب) وعليه الفتوى فتح وغيره. قال في المصنف كالبحر: فما في الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية (ولم يبح الارضاع بعد موته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام.

📖 فيه أيضا ٢ / ٢٢٥ : مص رجل ثدي زوجته لم تحرم.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵ / ۱۲۸ : دودھ زوجہ کا پینا حرام ہے، لیکن بالغ شوہر کے اس عمل سے زوجہ اس کے نکاح سے نہیں نکلتی۔

স্বামী তার স্ত্রীর দুধ পান করলে সে হারাম হবে না

প্রশ্ন : স্ত্রী নিজের বুকের দুধ দোহন করে স্বামীকে পান করাল এবং সে নিজেও পান করল। দুজন ইচ্ছাকৃতই এ কাজটি করেছে। এখন এই স্ত্রী কি স্বামীর জন্য হালাল? এবং স্ত্রী নিজের দুধ পান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : মহিলা নিজের দুধ পান করা বা স্বামীকে পান করানো উভয়টি শরীয়তে গর্হিত ও হারাম কাজ। এ ধরনের গর্হিত কাজের জন্য উভয়ে তাওবা করা জরুরি। তবে এর দ্বারা তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে না। (১২/৭৬০/৫০৫৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٢٥ : مص رجل ثدي زوجته لم تحرم.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٢٥ : (قوله مص رجل) قيد به احترازا عما إذا كان الزوج صغيرا في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵ / ۱۲۸ : دودھ زوجہ کا پینا حرام ہے، لیکن بالغ شوہر کے اس عمل سے زوجہ اس کے نکاح سے نہیں نکلتی۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷ / ۴۱۹ : الجواب— یہ دودھ پینا اور پلانا حرام ہے، لیکن اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا۔

স্ত্রীর স্তনে চুমু দিলে স্ত্রী হারাম হয় না

প্রশ্ন : সহবাসের সময় উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্ত্রীর স্তনে চুমু দেওয়া বা স্তন চোষা জায়েয আছে কি না? এর দ্বারা স্ত্রী হারাম হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে। তবে দুধ যাতে মুখে চলে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং এর দ্বারা স্ত্রী হারাম হবে না। (১৬/৭৩০/৬৭৫৮)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٢٥ : مص رجل ثدي زوجته لم تحرم.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٥/ ١٦٧

মামির দুধ পান করলে দুধের বিধান যাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে

প্রশ্ন : আমি আমার মামির দুধ পান করেছি এবং আমার বড় মামাতো বোন আমার আম্মার দুধ পান করেছে। তাই আমরা দুধ ভাইবোন। একে অপরকে বিবাহ করা হারাম। এখন আমার প্রশ্ন হলো,

ক. আমি যেই মামির দুধ পান করেছি তার কন্যাদের সাথে, অর্থাৎ আমার মামাতো বোনদের সাথে আমি দেখা দিতে পারব কি না?

খ. আমার মামাতো ভাইয়েরা আমার বোনদের সাথে এবং আমার ভাইয়েরা আমার মামাতো বোনদের সাথে দেখা দেওয়া অথবা বিবাহ-শাদি শরীয়তসম্মত হবে কি না?

গ. আমার আব্বুর সাথে আমার মামাতো বোনরা দেখা দিতে পারবে কি না?

ঘ. আমার আম্মার সাথে আমার মামাতো বোনদের স্বামীরা দেখা দিতে পারবে কি না? দলিলসহ উত্তর দেওয়ার আবেদন রইল।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যেকোনো শিশুসন্তান দুই বছরের মধ্যে কোনো মহিলার দুধ পান করার দ্বারা ওই মহিলা তার দুধ মা হয়ে যায় এবং তার স্বামী ওই সন্তানের দুধ পিতা সাব্যস্ত হয়। শরীয়তে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ ও বিয়েশাদির সব বিধান আপন পিতা-মাতার মতোই।

ক. আপনার মামাতো বোনেরা আপনার জন্য হারাম বিধায় পর্দা জরুরি নয়।

খ. আপনার বোনেরা আপনার মামাতো ভাইদের জন্য হারাম নয়। আর শুধু দুধ পানকারিণী মামাতো বোন ব্যতীত অন্য মামাতো বোনেরা আপনার ভাইদের জন্য হারাম নয় বিধায় তাদের সাথে পর্দা ফরয।

গ. আপনার বড় মামাতো বোন আপনার আব্বার সাথে দেখা দিতে পারবে, বাকিরা পারবে না।

ঘ. আপনার মায়ের সাথে শুধু বড় মামাতো বোনের স্বামী দেখা দিতে পারবে, অন্যদের স্বামীরা পারবে না। (১০/৩৮/২৯৮২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٢٧ (٥١٠٣) : عن عائشة، أن أفلح، أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من

Scanned by CamScanner

الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له».

📖 فيه أيضا ٢/ ٢٢٧ (٢٦٤٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: «لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١ : يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهم، وكذا فروع أجداده وجداته الصلبيون، وفروع زوجته وأصولها وفروع زوجها وأصوله وحلائل أصوله وفروعه.

যাদের দুধ পান করলে পর্দার বিধান রহিত হবে

প্রশ্ন : আমার বড় বোনের প্রায় ১৫ বছর আগে বিবাহ হয়েছে। কিন্তু কোনো সন্তান হয়নি। তাই আমার ছোট বোনের থেকে তিন মাসের একটি মেয়ে নিয়ে এই নিয়্যাতে লালন-পালন করছে যে বড় হলে লেখাপড়া শিখিয়ে একজন আলেম ছেলের কাছে বিবাহ দিয়ে ছেলেকেসহ বাড়িতে রাখবে। কিন্তু স্তনে দুধ না আসার কারণে দুধ মেয়ে বানাতে পারছে না। তাহলে শরয়ী পর্দার বিধান অনুযায়ী বড় হলে এই মেয়ে আমার দুলাভাইয়ের সাথে দেখা দেওয়া এবং বিবাহের পর মেয়ের জামাইয়ের সাথে আমার বোনের দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয হবে না। এমতাবস্থায় পর্দা কায়েম রাখা কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই স্তনে দুধ আসার কোনো পন্থা জানা থাকলে যার মাধ্যমে দুধ মেয়ে বানাতে পারে–জানাবেন। অথবা এমন কোন মেয়ের থেকে দুধ পান করালে আমার বোন এবং দুলাভাইয়ের জন্য ওই মেয়ে এবং জামাইয়ের সাথে ভবিষ্যতে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয হবে, তা জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় একটি পন্থা এরূপ হতে পারে যে উক্ত দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে আপনার দুলাভাইয়ের বোন বা ভাবির দুধ পান করিয়ে দিলে ওই বাচ্চা তার জন্য রেজায়ী ভাতিজি বা ভাগ্নি হবে। এতে বালেগা হওয়ার পরেও দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয হবে। পরবর্তীতে এমন কোনো ছেলের সাথে বিবাহ দেবে, যার সাথে আপনার বোনের দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয আছে।

Scanned by CamScanner

যদি ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে স্তনে দুধ আসে এবং ওই বাচ্চাকে পান করানো হয় তবে এর দ্বারাও আপনার বোন দুধ-মা সাব্যস্ত হবে। (১০/৪৬৭)

📖 سورة النساء الآية ٢٣ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢١٣ : (قوله ما يحرم من النسب) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۳۹۲ : جیسے (حقیقی) بھتیجی سے نکاح جائز نہیں اسی طرح رضائی بھتیجی سے بھی رضائی چچا کا نکاح ناجائز اور حرام ہے۔

মায়ের দুধভাইয়ের সাথে মেয়ে দেখা দিতে পারবে

প্রশ্ন : আমার শাশুড়ির দুধভাইয়ের সাথে আমার স্ত্রীর পর্দা করতে হবে কি না?

উত্তর : আপনার শাশুড়ির দুধভাই আপনার স্ত্রীর দুধ মামা হওয়ার কারণে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। তাই তার সাথে পর্দা করা জরুরি নয়। (৭/৯৪৬/১৯৫৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٤٣ : يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة.

Scanned by CamScanner

একাধিক মহিলা থেকে সংগৃহীত দুধ পান করানোর বিধান

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে চাচি ও মামির সাথে পর্দা করা খুবই কষ্টকর হয়ে গেছে। সাধারণত তাদের সাথে পর্দা করা হয় না। ফলে নিয়মিত পর্দা বর্জন করার গোনাহ হয়ে আসছে। এই গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য কেউ যদি এই পন্থা অবলম্বন করে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ যতজন চাচি ও মামি আছে তাদের থেকে সমানভাবে নিয়ে কোনো বোতলে জমা করে যদি ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয় এবং যখনই কোনো বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় তাকে পান করিয়ে দিলে একসাথে সবার জন্য হুরমত সাবেত হবে কি না? এবং এই পন্থা অবলম্বন করা বৈধ হবে কি না? শরীয়তের ভিত্তিতে দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : কোনো সন্তান দুই বছর বয়সের ভেতর কোনো একজন মহিলার বা একাধিক মহিলার দুধ পান করলে উক্ত সন্তান ওই মহিলা বা মহিলাগুলোর দুধসন্তান হিসেবে গণ্য হয়ে হুরমাত সাব্যস্ত হয়ে যায়। চাই সন্তান সরাসরি মহিলার স্তন হতে দুধ পান করুক বা মহিলার স্তন হতে বের করা দুধ সন্তানকে পান করানো হোক। কিন্তু এর জন্য দুধ তার আপন অবস্থায় থাকা এবং পরিবর্তন হয়ে অন্য বস্তুর নাম ধারণ না করা শর্ত।

বাচ্চার খাদ্যের প্রয়োজনেই অন্য মহিলার দুধ পান করানো উচিত। অন্য কোনো কারণ যেমন পর্দা ইত্যাদির বাহানায় দুধ পান করানো উচিত নয়।_উল্লেখ্য, কোনো পুরুষ ও নারীর মধ্যে হুরমাত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সন্দেহজনক আচরণ দেখা দিলে সে নারীর জন্য ওই পুরুষের সাথে পর্দা করা জরুরি হয়ে যায়।

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পর্দার হুকুম লঙ্ঘনের গোনাহ হতে বাঁচার নিয়্যাতে চাচি ও মামিদের স্তন হতে বের করে রাখা সংরক্ষিত দুধ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকলে তা পান করার দ্বারা হুরমাত প্রমাণিত হবে। তবে ওই দুধ যদি পরিবর্তন হয়ে দই বা পানির রূপ ধারণ করে, তাহলে এর দ্বারা হুরমাত প্রমাণিত হবে না। (৮/৬৪৯)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٩ : ويستوي في تحريم الرضاع الارتضاع من الشدي والإسعاط والإيجار؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة لأن يتحقق الجزئية وذلك يحصل بالإسعاط والإيجار؛ لأن السعوط يصل إلى الدماغ وإلى الحلق فيغذي ويسد الجوع والوجور

Scanned by CamScanner

يصل إلى الجوف فيغذي. ... ... ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا يثبت به الحرمة؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه.

📖 فيه أيضا ٤ / ٦ : ورُوي أنها كانت تأمر بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٢٠ : وأشار إلى أن الحرمة لا تتوقف على الإرضاع بل المدار على وصول لبن الكبيرة إلى جوف الصغيرة.

পর্দার বিধান লঙ্ঘন না হওয়ার জন্য অন্য বাচ্চাকে দুধ পান করানো

প্রশ্ন : মুহাম্মাদ ও আহমদ দুই ভাই একসাথে বাস করে। মুহাম্মাদের স্ত্রী ভবিষ্যতে পর্দা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আহমাদের সন্তানদিগকে দুধ পান করানো জায়েয হবে কি না? বিনা কারণে পরিচিত-অপরিচিত কোনো সন্তানকে দুধ পান করানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এক মহিলা অপর মহিলার সন্তানকে দুধ পান করানো জায়েয। তবে বিনা প্রয়োজনে পরিচিত বা অপরিচিত যেকোনো সন্তানকে দুধ পান করানো উচিত নয়, বরং মাকরূহ। ভবিষ্যতে পর্দা বিনষ্ট না হওয়ার আশঙ্কায় মুহাম্মাদের স্ত্রী আহমাদের সন্তানকে দুধ পান করানো জায়েয হবে। তবে দুধ সম্পর্কের বিধানাবলি রক্ষার্থে অভিভাবকগণকে সতর্ক ও সচেষ্ট থাকতে হবে। (৪/২১৩/৬৫৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢١٢ : والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا اهـ

Scanned by CamScanner

باب المهر

পরিচ্ছেদ : মহর

মহরের সংজ্ঞা ও ছেলের ওপর ধার্য করার কারণ

প্রশ্ন : দেনমহর কী? দেনমহর ধার্য কেন করা হয়? শুধু ছেলেদের ওপর দেনমহর ধার্য করা হলো কেন? বিবাহ তো ছেলে-মেয়ে উভয়েরই প্রয়োজন।

উত্তর : আপনার বক্তব্য সত্য! বিবাহ উভয়েরই প্রয়োজন। তবে উভয়ের ক্ষমতা যেহেতু সমান নয়, বরং শরীয়তেরই নির্দেশ অনুযায়ী মহিলা পুরুষেরই অধীনে থাকবে। তাই মহিলার অধীনত্বের অনুভূতি দূর করে উভয়ের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অত্র মহরানা ধার্য করা হয়। (১/৩৯৮)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٢٤٨ : والحكمة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز المرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، وتوفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج. وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة.

وكون المهر واجباً على الرجل دون المرأة. ينسجم مع المبدأ التشريعي في أن المرأة لا تكلف بشيء من واجبات النفقة، سواء أكانت أماً أم بنتاً أم زوجة، وإنما يكلف الرجل بالإنفاق، سواء المهر أم نفقة المعيشة وغيرها؛ لأن الرجل أقدر على الكسب والسعي للرزق.

কী পরিমাণ মহর সুন্নাত

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ধরনের মহর সুন্নাত? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মুসলমানের সার্বিক জীবনের একমাত্র আদর্শ হলো, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন চরিত্র। বিবাহ-শাদির ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে এবং পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন উম্মতের আদর্শ। বিবাহে মহরানার
শরয়ী বিধান হলো, দশ দিরহামের কম না হওয়া (আর দশ দিরহামের পরিমাণ বর্তমান
হিসাবে পৌনে তিন তোলা খাঁটি রুপা) এবং স্বামীর সামর্থ্যের উর্ধ্বে না হওয়া। আর
উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মহর হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অধিকাংশ স্ত্রীগণ
এবং তাঁর সকল মেয়েদের মহর, যার পরিমাণ ৫০০ দিরহাম খাঁটি রুপা বা তার
বাজারমূল্য। যেটি মহরে ফাতেমী হিসেবে সুপরিচিত। তাই সকল মুসলমানের জন্য
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে সর্বোত্তম মহর তথা মহরে
ফাতেমী নির্ধারণ করা উত্তম। তবে এর মধ্যে তারতম্য করা বৈধ। শর্ত হলো, দশ
দিরহামের কম যেন না হয় এবং স্বামীর সামর্থ্যের উর্ধ্বে যেন না হয়। (১২/৬১৪/৪০৬১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٨٦ (١٤٢٦) : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا»، قالت: «أتدري ما النش؟» قال: قلت: لا، قالت: «نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه».

📖 شرح النووي على مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٨٦ : واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم والمراد في حق من يحتمل ذلك فإن قيل فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه أو عقد به والله أعلم-

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٧٥ : وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا فأدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم، وهذا.

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٦/ ٣٥٨

📖 دعوة النظر فى تقدير المهر ص ٣ : مہر فاطمی اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کی مقدار مہر کا لحاظ بشرطیکہ کوئی داعی شرعی اس کی خلاف نہ ہو ایک بابرکت عمل ہے، نہ

Scanned by CamScanner

سنت ہے اور نہ واجب، چنانچہ ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکاۃ میں امام نووی کے حوالہ سے اس کی صراحت بھی نقل کی ہے، لکھتے ہیں: قال النووي -رحمہ اللہ-: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسمائة درهم الخ۔ بہرحال اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے اس کا مستحسن ہونا ظاہر ہے، لیکن اس کو موکد لازم سمجھنا صحیح نہیں ہے۔

মহরে ফাতেমীর শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : মহরে ফাতেমীর শরয়ী হুকুম কী? তা কি সুন্নাত? দলিলসহ জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর : স্বামীর সাধ্যানুযায়ী মহর ধার্য করা সুন্নাত। শুধুমাত্র মহরে ফাতেমীকেই সুন্নাত মনে করা সঠিক নয়। তবে মহরে ফাতেমী ধার্য করা বরকতময় এবং উত্তম। (১৩/৬০৬/৫৩৮২)

📖 مستدرك الحاكم (دار الكتب العلمية) ٢/ ١٩٨ (٢٧٤٢) : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الصداق أيسره» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"

📖 (قال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم)

Scanned by CamScanner

📖 حجة الله البالغة (دار الجيل) ٢/ ١٩٩ : أقول: والسر فيما سن أنه ينبغي أن يكون المهر مما يتشاح به، ويكون له بال ينبغي ألا يكون مما يتعذر أداؤه عادة بحسب ما عليه قومه، وهذا القدر نصاب صالح حسبما كان عليه الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكثر الناس بعده اللهُمَّ إلا ناس أغنياؤهم بمنزلة الملوك على الأسرة وكان أهل الجاهلية يظلمون النساء في صدقاتهن بمطل أو نقص فأنزل الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم} الآية.

📖 ایضاح المشکاۃ ۳/ ۱۱۴ : اکثر علماء محققین فرماتے ہیں مہر بحسب استطاعت سنت ہے، چاہے مقدار قلیل ہو یا کثیر ہو، اور مہر فاطمی افضل ہے۔

মহরে ফাতেমী ও মহরে মিছিলের মধ্যে কোনটি সুন্নাত

প্রশ্ন : মহরে ফাতেমী সুন্নাত নাকি মহরে মিছিল?

উত্তর : আক্বদের সময় মহর নির্ধারণ না করা হলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। এ হিসেবে মহরে মিছিলকে ওয়াজিব এবং আসল বলা যেতে পারে। অবশ্য পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মহরে মিছিল থেকে কমবেশি করার অনুমতিও শরীয়তে রয়েছে। কমবেশ করার ক্ষেত্রে মহরে ফাতেমীকে আদর্শ বানালে বিশেষ বরকতের আশা করা যায় বলে উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন। তবে এটাকেই শরীয়তের নির্দিষ্ট হুকুম সুন্নাত বলা যাবে না। (৯/৬৭৭/২৭২৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٠٠ : والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل، ولذا قالوا إنه الموجب الأصلي في باب النكاح وأما المسمى، فإنما قام مقامه للتراضي.

📖 الفتاوى السراجية (ايج ايم سعيد) صـ ٣٨ : إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها صح ولها مهر المثل.

Scanned by CamScanner

মহরে ফাতেমী বাবদ পাঁচ ভরি স্বর্ণ আদায়

প্রশ্ন : ধার্যকৃত মহরে ফাতেমী বাবদ পাঁচ ভরি স্বর্ণ যার তৎকালীন মূল্য ৫০,০০০ টাকা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী গ্রহণ করেছে। এতে তার পাওনা মহর পরিশোধ হয়েছে কি না?

উত্তর : স্বর্ণ-গয়না দিয়ে মহর আদায় করলে তা আদায় হয়ে যায়। আপনি যে সময় পাঁচ ভরি স্বর্ণ মহরবাবদ স্ত্রীকে দিয়েছেন তার তৎকালীন মূল্য যদি ওই সময়ের মহরে ফাতেমীর সমমূল্যের হয় তাহলে আপনার স্ত্রীর মহর পরিশোধ হয়ে গিয়েছে। আর যদি মহরে ফাতেমীর সমপরিমাণ না হয়ে থাকে, বরং তার চেয়ে কম হয়, তাহলে পরিশোধযোগ্য বাকি মূল্য স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে।(১৬/৮৮৬/৬৮৪৩)

📖 فتاوی رحیمیہ (زکریا) ۸/ ۲۳۲ : (نوٹ) مہر میں اگر چاندی کا حساب کر کے روپے مقرر کئے ہیں تو فی الحال مہر ادا کرے یا بعد میں ادا کرے، چونکہ روپے متعین کر دئے ہیں لہذا جب بھی ادا کرے مقرر شدہ روپے ادا کرے اگر ۱۵۰ تولہ چاندی مقرر کی ہے تو جس وقت مہر ادا کرے اس وقت ۱۵۰ تولہ چاندی ادا کرے یا اس وقت چاندی کے جو دام ہوں اس کے حساب سے روپے ادا کرے۔

মহরে ফাতেমীতে আদায়কালের মূল্য প্রযোজ্য

প্রশ্ন : জায়েদের সাথে হিন্দার বিবাহ হয়েছে মহরে ফাতেমীর ভিত্তিতে। জায়েদ ১০ বছর পর হিন্দার মহর আদায় করতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় জায়েদ বিবাহকালীন মহরে ফাতেমীর মূল্য দেবে, নাকি বর্তমান সময়ে যে মূল্য হয় তা দেবে? বিবাহকালীন মহরে ফাতেমীর পরিমাণ ছিল (বাজারমূল্য হিসাবে) ৩০,০০০ টাকা। আর বর্তমান বাজারমূল্য হিসাবে তার পরিমাণ হয় ৭৫,০০০ টাকার মতো। এমতাবস্থায় জায়েদ স্ত্রীকে কোন হিসাবে দেবে?

উত্তর : মহরে ফাতেমী বলতে সতর্কতামূলক ১৫০ তোলা রুপা বোঝায়। এ হিসেবে জায়েদের স্ত্রী স্বামীর নিকট ১৫০ তোলা ঋণ হিসেবে পায়, যা হুবহু আদায় করাই হলো আসল। তা না হলে আদায়ের সময় ১৫০ তোলা রুপার বাজারমূল্য যত টাকা হয়, তা পরিশোধ করতে হবে। (১৩/৭৩৩/৫৪২৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ١٦٣ : ولم يذكر حكم الغلاء والرخص، وقدمنا أول البيوع أنه عند أبي يوسف تجب قيمتها يوم القبض أيضا، وعليه الفتوى كما في البزازية والذخيرة والخلاصة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۲۴۴ : جواب—جب زر خالص کی مخصوص مقدار کو مہر قرار دیا گیا ہے، تو اس کا ادا کرنا واجب ہے، اگر وہ ادا نہ کیا جائے بلکہ اس کی قیمت دی جائے تو گویا اب اس زر خالص کو جس کی زوجہ مستحق ہے شوہر اس سے حکما خرید کر قیمت دے رہا ہے تو اب جو قیمت ہو گی اس کے اعتبار سے معاملہ ہو گا۔

মহরে ফাতেমীর পরিমাণ টাকায় কত?

প্রশ্ন : বর্তমান বাজারে মহরে ফাতেমী কত টাকা আসে? মহরের সর্বনিম্ন ও উর্ধ্ব পরিমাণ কত টাকা?

উত্তর : মহরে ফাতেমীর পরিমাণের ব্যাপারে একাধিক উক্তি রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মহরে ফাতেমীর পরিমাণ ৫০০ দিরহাম তথা ১৩১.২৫ তোলা খাঁটি রুপা অথবা এর বাজারমূল্য। তবে সতর্কতামূলক ১৫০ তোলা খাঁটি রুপার কথা বলা হয়ে থাকে। মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ১০ দিরহাম তথা পৌনে তিন তোলা রুপা অথবা এর সমপরিমাণ টাকা। সর্বোচ্চ কত হতে পারে এর পরিমাণ শরীয়তে নির্ধারিত নেই। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এর পরিমাণ কমবেশি হতে পারে। তবে হাদীস শরীফে অতিরিক্ত মহর নির্ধারণ না করার প্রতি উৎসাহিত ও তাগিদ দেওয়া হয়েছে। (৮/৪৮৬/২২২২)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٢٧٤ (١١١٤) : عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، «ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية» : " هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي: اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهما.

Scanned by CamScanner

📖 تاريخ الخميس (دار صادر) ١/ ٣٦١ : فخطبها فزوّجها النبيّ صلّى الله عليه وسلم على أربعمائة وثمانين درهما فباع عليّ بعيرا له وبعض متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين درهما۔

📖 فيه أيضا ١/ ٣٦٢ : ثم انّ الله تعالى أمرني أن أزوّج فاطمة من علي وقد زوّجته على أربعمائة مثقال فضة أرضيت يا علي فقال علي رضيت عن الله وعن رسوله فقال جمع الله شملكما وأسعد جدّكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيرا طيبا۔

মহরে ফাতেমীর পরিমাণ ও আদায়ের সময়

প্রশ্ন : বর্তমানে মহরে ফাতেমীর পরিমাণ কত?

উত্তর : মহরে ফাতেমীর পরিমাণে মতবিরোধ রয়েছে। ১৩১.২৫ তোলা ও ১৫০ তোলা রুপা উভয় ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। যেকোনো একটার ওপর আমল করা যাবে। তবে অনেক বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম ১৫০ তোলার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বর্তমান বাজারদরে ওই পরিমাণ রুপার যা মূল্য হয় তাই মহরে ফাতেমী বলে ধর্তব্য। (১৮/১৬০/৭২৭৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳/ ۲۱۵ : سوال- حضرت فاطمہؓ کا مہر جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں کتنا تھا؟

الجواب- ۴۰۰ سو مثقال تھا جو کہ ہمارے حساب سے ڈیڑھ سو تولہ چاندی ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (زکریا) ۸ / ۲۳۱ : الجواب- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا جو مہر مقرر کیا تھا اسے مہر فاطمی کہتے ہیں، وہ چار سو مثقال چاندی تھی، ایک مثقال ساڑے چار ماشہ کو ہوتا ہے لہذا چار سو مثقال چاندی کی مقدار ایک سو پچاس تولہ چاندی ہوتی ہے۔

নবীপত্নীগণের মহরের পরিমাণ

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের মহর কার কত ছিল এবং বর্তমানে তার পরিমাণ কত?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) ব্যতীত অন্য স্ত্রীগণের মহর ছিল ৫০০ দিরহাম, যা বর্তমানে হিসাব অনুযায়ী ১৩১ তোলা খাঁটি রুপা বা তার সমপরিমাণ বাজারমূল্য। হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফইয়ান (রা.)-এর মহর ছিল ৪০০ দিনার, যা বর্তমান হিসাবে ১৫০ তোলা খাঁটি স্বর্ণ, অপর বর্ণনায় ৪০০০ দিরহাম রুপা। (১৩/৬০৬/৫৩৮২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٨٦ (١٤٢٦) : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا»، قالت: «أتدري ما النش؟» قال: قلت: لا، قالت: «نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه».

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٢٧٤ (١١١٤) : قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، «ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية».

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٣/ ٤٩٤ (١٦٣٨٦) : عن أبي جعفر، «أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة على أربع مائة دينار»

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٠٢ (٢١٠٨) : عن الزهري، «أن النجاشي، زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل» -

📖 حاشیہ فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٨/ ٣٤٠ : اہل لغت لکھتے ہیں کہ ایک دینار ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے، اس حساب سے چار سو دینار کا وزن ایک سو پچاس تولہ ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

বর্তমান হিসেবে নবীপত্নীগণ ও কন্যাদের মহরের পরিমাণ

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ ও কন্যাদের মহর কত ছিল? শরয়ী হিসাবের সাথে বর্তমান হিসাব ও টাকার পরিমাণ জানতে চাই।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অধিকাংশ স্ত্রী ও কন্যাদের মহর ছিল ৫০০ দিরহাম, যা বর্তমানে বাংলাদেশি হিসাবে ১৩১.২৫ তোলা (ভরি) খাঁটি রুপা বা তার সমপরিমাণ বাজারমূল্য। (১২/৩২৮/৩৯২০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٨٦ (١٤٢٦) : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا»، قالت: «أتدري ما النش؟» قال: قلت: لا، قالت: «نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه».

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨ / ٢٧٧ : سوال — حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اکثر بنات وازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مہر کیا تھا؟ اور اس وقت سکہ رائج الوقت انگریزی سے تخمینہ کتنا ہوتا ہے؟

الجواب — پانسو درہم تھا جو تقریبا سوا سو روپیہ ہوتا ہے۔

দিরহামের পরিমাণ

প্রশ্ন : মহরে ফাতেমীর পরিমাণ কোনো কোনো কিতাবে ১৩১ তোলা রুপা, কোনো কিতাবে ১৫০ তোলা রুপার কথা উল্লেখ করেছে। বাস্তবে ৫০০ দিরহামের পরিমাণ কত তোলা হয়?

উত্তর : মহরে ফাতেমীর পরিমাণ নিয়ে দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়। এক মতে, ৪০০ মিছকাল আর দ্বিতীয় মতে, ৫০০ দিরহাম। ৪০০ মিছকাল হিসাবে ১৫০ তোলা

Scanned by CamScanner

রুপা আর ৫০০ দিরহাম হিসাবে ১৩১ তোলা মতান্তরে ১৪৫ তোলা হয়। তবে সতর্কতামূলক উলামায়ে কেরাম ১৫০ তোলার মতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। (১২/৮৮৪)

📖 سنن الترمذی (دار الحدیث) ٣/ ٢٧٤ (١١١٤) : عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، «ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية» : " هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي: اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهما.

📖 انوار الباری ۴ / ۶۱ : مہر فاطمی کی مقدار چار سو مثقال ساڑے چار ماشہ کا ہے لہذا کل وزن ۱۵۰ تولہ ہوا اور اتنی چاندی کی قیمت مروجہ دیکھنی چاہئے۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) صـ۴۷۲ : حضرت ام المؤمنین ام حبیبہؓ کا مہر چار ہزار درہم تھا اور حضرت فاطمہؓ اور عام ازواج مطہرات کا مہر پانچ سو درہم۔

সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মহরের পরিমাণ

প্রশ্ন : মহরের মধ্যে নিম্ন-উচ্চ কোনো সীমা আছে কি না?

উত্তর : মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দশ দিরহাম রুপা (পৌনে তিন তোলা ওজন) বা বাজার ধরে এর সমপরিমাণ টাকা, মহরের সর্বোচ্চ কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। তবে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিচিত্তে সামর্থ্য অনুযায়ী যা নির্ধারণ করা হবে তা মহর হিসেবে বিবেচিত হবে। (১৮/৮৮৯/৭৯১৩)

📖 بدائع الصنائع (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲۷۵ : وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا فأدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۱۰۲ : (وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها و) يجب (الأكثر منها إن سمى).

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٠٢ : (قوله ويجب الأكثر) أي بالغا ما بلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان (قوله ويتأكد) أي الواجب من العشرة لو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٥ / ٣١٢ : حق مہر میں کم از کم دس درہم وزن چاندی کی یا اس کے برابر قیمت یا کوئی دوسری چیز جو مال ہو مقرر کرنا ضروری ہے موجودہ رائج الوقت وزن کے مطابق تقریبا تین تولہ چاندی دس درہم کے وزن کا ہوتا ہے اور زیادہ اس سے برضاء فریقین جتنا چاہیں مقرر کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت بڑھا کر مہر نہ مقرر کیا جائے تاکہ زوج پر اس کا ادا کرنا دشوار ہو.

মহরের পরিমাণ সর্বনিম্ন কত টাকা হতে পারে

প্রশ্ন : সর্বনিম্ন কত টাকা দিয়ে মহরানা আদায় করা যায়?

উত্তর : মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম রূপা। যার পরিমাণ ২.৬২৫ তোলা (ভরি) রুপা বা তার বাজারমূল্য।(৮/৩৬৫/২১৬৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١ / ٢٠١ : مہر کی مقدار کم از کم دس درہم چاندی ہے جو موجودہ زمانہ میں ٣ ٢ / ١ تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥ / ٣٢ : دس درہم چاندی کی قیمت سے کم کرنا جائز نہیں، ایک درہم = ٣،٤٠٢ گرام ١٠X = ٣٤،٠٢ گرام چاندی یا اس کی قیمت.

সর্বনিম্ন কত টাকা দেনমহর দিয়ে বিবাহ করা যাবে

প্রশ্ন : বর্তমানে সর্বনিম্ন কত টাকা দেনমহর দিয়ে বিবাহ করা জায়েয?

উত্তর : সর্বনিম্ন মহর হলো দশ দিরহাম বা বর্তমান হিসাবে পৌনে তিন তোলা (ভরি) খাঁটি রুপা বা তার সমপরিমাণ বাজারমূল্য। এ ক্ষেত্রে যেদিন আদায় করবে ওই দিনের বাজারমূল্য ধর্তব্য। (১২/৪৪২/৩৯৯১)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٠١ : (أقله عشرة دراهم) لحديث البيهقي وغيره «لا مهر أقل من عشرة دراهم» ورواية الأقل تحمل على المعجل (فضة وزن سبعة) مثاقيل كما في الزكاة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ /۳۵۶ : مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے جس کی وزنی مقدار تقریبا ۳۵ گرام چاندی ہے یا اس کی قیمت رائج الوقت قیمت کے اعتبار سے ہے۔

কোনটি আদায়যোগ্য, নির্ধারিত মূল্য নাকি ১৫০ তোলা খাঁটি রুপা

প্রশ্ন : ২০০৩ সালে আমাদের এলাকায় একটি বিবাহ হয়, তাতে মহরে ফাতেমী ধার্য করা হয়, যার মূল্য আক্বদের পর তখন ৩৪,০০০ টাকা নির্ধারণ করে কাবিননামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্বামী এখন পর্যন্ত মহর আদায় করেনি। বিগত কিছুদিন পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে স্বভাবগত দোষের কারণে তিন তালাক দিয়ে দেয়। জানার বিষয় হলো, স্বামীর জন্য মহর ৩৪,০০০ টাকা আদায় করতে হবে? না বর্তমান বাজারদর হিসেবে মহর আদায় করতে হবে?

উত্তর : যেহেতু বিবাহের আক্বদের সময় মহরে ফাতেমী ধার্য করা হয়েছে তাই স্বামীর ওপর মহরে ফাতেমী ১৩১.২৫ তোলা সতর্কতামূলক ১৫০ তোলা খাঁটি রুপা আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি তার মূল্য আদায় করে তাহলে যখন আদায় করবে তখনকার বাজারমূল্য অনুযায়ী আদায় করতে হবে। (১৮/৫০৩/৭৭০৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ١٠٢ : و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد (عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوج ثانيا في العدة أو إزالة بكارتها بنحو حجر۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ١٠٢ : (قوله ويتأكد) أي الواجب من العشرة لو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول، وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۲۴۴ : جب زر خالص کی مخصوص مقدار کو مہر قرار دیا گیا ہے تو اس کا ادا کرنا واجب ہے اگر وہ ادانہ کیا جائے بلکہ اس کی قیمت دی جائے تو گویا اب اس زر خالص کو جس کی زوجہ مستحق ہے شوہر اس سے حکما خرید کر قیمت دے رہا ہے تواب جو قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔

অপরিশোধিত মহর কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়

প্রশ্ন : আমার বিবাহের মহরানা ছয় লক্ষ টাকা। উসুল ধরা হয়েছে এক লক্ষ টাকা। এখন বাকি টাকা একসাথে দেওয়ার অবস্থা আমার নেই। এমতাবস্থায় শরীয়ত মোতাবেক মহরানা শোধ করার পন্থা কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার স্ত্রীর বাকি মহরানা কিস্তিতে আদায় করতে পারবেন। (১৮/৬৯৯/৭৮১৩)

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٣ / ٣٧٠ : فإن لم يبينوا قدر المعجل ينظر إلى المرأة وإلى المهر أنه كم يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر فيتعجل ذلك ولا يتقدر بالربع ولا بالخمس بل يعتبر المتعارف فإن الثابت عرفا كالثابت شرطا.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۸ / ۲۹۳ : اس صورت میں پورا مہر شوہر کے ذمہ واجب الاداء ہے اور مہر معجل کا مطالبہ عورت ہر وقت کر سکتی ہے، باقی مفلسی کی وجہ سے وہی احکام جاری ہوں گے جو مدیون مفلس کے لئے ہوتے ہیں یعنی بعد اس کے کہ حکام کو اس کا مفلس ہو جانا محقق ہو جاوے، تو اس کو مہلت دی جاوے گی یا کوئی قسط ادا کے لئے حسب استطاعت شوہر معین ہوگی۔

মহর বাকি রেখেও বিবাহ বৈধ

প্রশ্ন : দেনমহর কি বাকি রাখা যায়, নাকি নগদ পরিশোধ করতে হয়? দেনমহর বাকি রেখে বিবাহ বৈধ হয় কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহর বাকি রাখা যায়, তবে যেহেতু মহর কর্জের অন্তর্ভুক্ত, তাই নগদ আদায় করা উত্তম। পরিশোধ করার নিয়্যাতে দেনমহর বাকি রেখে বিবাহ বৈধ। (১/৩৯৮)

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ٥ / ٦٢ : فأما المهر ليس بعوض أصلي، ولكنه زائد وجب له بإزاء احتباسها عنده بمنزلة النفقة، ومثل هذا يحتمل التعجيل، والتأجيل.

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٢/ ٢٣٧ (١٨٥١) : عن ميمون الكردي، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: «أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان».

পুরো মহর বাকি রাখার বিধান

প্রশ্ন : স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত মহর পুরোপুরি বাকি রাখা শরীয়তে নিষেধ আছে কি না?

উত্তর : স্ত্রীর সন্তুষ্টিচিত্তে পুরো বা আংশিক মহর বাকি রাখার অনুমতি আছে। (১৮/৮৮৯/৭৯১৩)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٦/ ١٨٣ (١٠٤٣١) : قال ابن عباس: «إذا نكح الرجل المرأة، وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه».

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٤٣ : (ولها منعه من الوطء) ودواعيه شرح مجمع (والسفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما) لأن كل وطأة معقود عليها، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي (لأخذ ما بين تعجيله) من المهر كله أو بعضه (أو) أخذ (قدر ما يعجل لمثلها عرفا) به يفتى.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣١٧ : في كل موضع دخل بها أو صحت الخلوة وتأكد كل المهر لو أرادت أن تمنع نفسها لاستيفاء المعجل لها ذلك عنده خلافا لهما وكذا لا يمنع من الخروج والسفر والحج التطوع عنده إلا إذا خرجت خروجا فاحشا وقبل تسليم النفس لها ذلك بالإجماع.

📖 فتاوى محموديہ (زكريا) ١٣ / ٢٠٠ : الجواب—بلا مہر معاف کرائے بھی اگر ہمبستری کی گئی تو وہ ناجائز نہیں لیکن بیوی کی حق ہے کہ مہر معجل وصول کرنے سے قبل ہمبستری سے روکدے۔

হজের খরচ মহর থেকে কর্তন করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে হজ করে। সে ওই হজে স্ত্রীর ওপর খরচকৃত টাকাগুলো তার মহর হিসেবে গণ্য করতে চায়। প্রশ্ন হলো, তার জন্য ওই টাকাগুলো স্ত্রীর মহর হিসেবে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : স্ত্রীর জন্য ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত খরচ যেহেতু স্বামীর ওপর জরুরি নয়। তাই হজের সফরে যে পরিমাণ টাকা স্বামী খরচ করেছে তা থেকে বাড়িঘরে থাকা অবস্থায় স্ত্রীর জন্য যে পরিমাণ টাকা ভরণ-পোষণ বাবদ খরচ হতো সে পরিমাণ বাদ দিয়ে বাকি টাকা মহরের নিয়্যাতে খরচ করলে মহর হিসেবে গণ্য করতে পারবে।(১৮/৪৬৫/৭৬৬৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٢٣ : فإن حج الزوج معها فلها النفقة على الزوج بالاتفاق، لكن تجب نفقة الحضر، ولا تجب على السفر، ولا مؤنة السفر.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٥٧٩ : (وحاجة) ولو نفلا (لا معه ولو بمحرم) لفوات الاحتباس. (ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة) لا نفقة السفر والكراء -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٨٩ : ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله " لأنه هو

Scanned by CamScanner

المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب.

قال: " إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها " والمراد منه ما يكون مهيأ للأكل لأنه يتعارف هدية فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له أن يحتسبه من المهر لأن الظاهر يكذبه، والله أعلم.

স্ত্রীর অজান্তে হজের খরচাদি মহর হিসেবে গণ্য করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হজ করে। সে ওই হজে স্ত্রীর জন্য খরচকৃত টাকাগুলো তার মহর হিসেবে গণ্য করার ইচ্ছা করেছে। অথচ স্ত্রী জানে না যে স্বামী ওই টাকাগুলো তার মহর হিসেবে গণ্য করবে এবং স্ত্রীকে ওই সময়ে তা বলাও হয়নি। প্রশ্ন হলো, স্বামীর জন্য ওই টাকাগুলো স্ত্রীর অজানা অবস্থায় তার মহর হিসেবে গণ্য করা কি জায়েয হবে? এবং এর দ্বারা স্ত্রীর মহর আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর : বাড়িঘরে থাকা অবস্থায় যে পরিমাণ টাকা ভরণ-পোষণ বাবদ খরচ হতো সে পরিমাণ খরচ বাদ দিয়ে ভাড়া ইত্যাদি বাবদ যে টাকা হজ করতে ব্যয় হয়েছে তা মহরের নিয়্যাতে খরচ করলে তা মহর হিসেব গণ্য হবে। আর এ ব্যাপারে শুধুমাত্র স্বামীর নিয়্যাতই যথেষ্ট। স্ত্রীকে অবহিত করা জরুরি নয়। (১৮/৫১২/৭৬৮৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٨٩ : ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله " لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب.

قال: " إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها " والمراد منه ما يكون مهيأ للأكل لأنه يتعارف هدية فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له أن يحتسبه من المهر لأن الظاهر يكذبه، والله أعلم.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٥٧٩ : (وحاجة) ولو نفلا (لا معه ولو بمحرم) لفوات الاحتباس. (ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة) لا نفقة السفر والكراء -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٥٧٩ : (قوله لفوات الاحتباس) علة لقوله لا نفقة لأحد عشر إلخ (قوله ولو معه) أي ولو حجت مع الزوج ولو كان الحج نفلا كما في الهندية ط. قلت: وكذا لو خرجت معه لعمرة أو تجارة لقيام الاحتباس لكونها معه (قوله لا نفقة السفر والكراء) فينظر إلى قيمة الطعام في الحضر لا في السفر بحر قلت: لا يخفى أن هذا إذا خرج معها لأجلها، أما لو أخرجها هو يلزمه جميع ذلك -

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অভিভাবকগণ মহর নিতে অস্বীকার করলে করণীয়

প্রশ্ন : স্ত্রী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত স্বামী যদি দেনমহরের বাকি অংশ শোধ করার জন্য স্ত্রীর পরিচিতজনের সাথে কথা বলে জানতে পারে যে তারা বাকি টাকা নেবে না। যেখানে মেয়ে সুখী হলো না টাকা নিয়ে কী লাভ! তাহলে ওই স্বামীর করণীয় কী? এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করেও যদি একই উত্তর আসে তাতে কী করণীয়?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা তালাকের ক্ষমতা একমাত্র পুরুষের হাতে অর্পণ করেছেন, মহিলার হাতে নয়। স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না, দিলেও তা গ্রহণীয় নয়। তবে স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্ত্রী নিজের নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারে। প্রশ্নোক্ত বিবরণে যদি তাই হয়ে থাকে তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, অন্যথায় হয়নি। সর্বাবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীকে মহরের বাকি অংশ নিজে মাফ করে দিয়ে থাকে তা মাফ হয়ে স্বামী সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত হবে। তবে স্ত্রীর অজান্তে অভিভাবকগণ মাফ করে দিলে স্ত্রী অনুমতি দেওয়া পর্যন্ত তা অকার্যকর থাকবে।(১৯/২৩৫/৮১০৪)

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٣ / ١٦١ : (قوله وصح حطها) أي حط المرأة من مهرها؛ لأن المهر في حالة البقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء والحط في اللغة الإسقاط كما في المغرب أطلقه فشمل حط الكل أو البعض وشمل ما إذا قبل الزوج أو لم يقبل.

Scanned by CamScanner

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٢ / ٥٣ : وقيد بخطها لأن حط أبيها غير صحيح فإن كان صغيرة فهو باطل وإن كان كبيرة توقف على إجازتها.

তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে স্ত্রী কী পরিমাণ মহর পাবে

প্রশ্ন : দুই বছর পূর্বে আমার মেয়ের বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মেয়ে ধীরে ধীরে স্বামীর বিভিন্ন বদ অভ্যাস ও দুশ্চরিত্রের কথা জানতে পারে। যেমন–

ক. ছেলে নেশা করে এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত হোটেল/বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা দেয় এবং গভীর রাতে বাসায় ফেরে।

খ. মেয়েকে সঙ্গ দেয় না। সঙ্গ চাইলে নানা বাহানা দেয়।

গ. স্বামী-স্ত্রীর যে স্বাভাবিক চাহিদা তাও মেটায় না। এমনকি দৈহিক সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে।

ঘ. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক কথাবার্তা হয় না এবং মনের মিল নেই। কথা যা হয় তা মোবাইলের এসএমএসের মাধ্যমে হয়।

ঙ. ছেলে বদ মেজাজি এবং সামান্য কারণে গালাগাল করে।

চ. ছেলে অন্য মেয়েদের সাথে সম্পর্ক রাখে।

ছ. বন্ধু-বান্ধবের সমাবেশে মেয়েকে অপমান করে।

জ. ছেলের বদ অভ্যাসসমূহ সংশোধনের জন্য প্রায় দুই বছর চেষ্টা করে মেয়ে ব্যর্থ হয়।

ঝ. শাশুড়ি মানসিক নির্যাতন করে।

ঞ. পাঁচ মাস যাবৎ মেয়ে বাপের বাড়িতে থাকছে, এ সময় ছেলে কোনো খোঁজখবর নেয়নি। এমনকি ফোনও করেনি।

বিবাহের দেনমহর ছিল ১১,০০,০০১ টাকা। উক্ত টাকা থেকে বিবাহে প্রদত্ত সোনার গহনা মূল্য বাবদ ১০,৭৯,০৩২ টাকা পরিশোধ দেখানো হয়। বর্তমানে উক্ত গহনার বেশির ভাগ অংশ মেয়ের নিকট এবং বাকি অংশ শাশুড়ির নিকট আছে। বিবাহের সময়ে ও পরে বাবার বাড়ি থেকে প্রদত্ত উপহারসামগ্রী মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে আছে। মেয়ের যাবতীয় কাপড়, ব্যবহারসামগ্রী ও আসবাবপত্র ইত্যাদি যার মূল্য ৬-৭ লক্ষ টাকা।

এ পরিস্থিতিতে স্ত্রী কাবিননামায় স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত তালাকের ক্ষমতাবলে নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করলে সে কি মহর পাবে? পাইলে পুরো মহর পাবে, না অর্ধেক মহর পাবে?

আর বিবাহের সময় উপহার হিসেবে প্রদত্ত আসবাব, মেয়ের জামাকাপড় ও অন্য সামগ্রী মেয়েপক্ষ ফিরিয়ে আনতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহবাস বা নির্জনবাস পাওয়া গেলে স্ত্রী পুরো মহরের অধিকারী হবে, অন্যথায় অর্ধেক মহরের অধিকারী হবে।

আর বিবাহে প্রদত্ত উপহারসামগ্রী মেয়েকেই দেওয়া হয় বিধায় এগুলোর মালিক মেয়েই। সুতরাং এসব আসবাব, মেয়ের জামাকাপড়, গহনা ও অন্য উপহারসামগ্রী মেয়েপক্ষ ফিরিয়ে আনতে পারবে। (১৯/২৫৭/৮১২৩)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ٥٤ : ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها.

📖 فتاوى قاضيخان (قديمى كتبخانه) ١ / ٣٤٢ : ويجب المسمى بالعقد لأن المسمى يتأكد بالخلوة فبإتمام الوطى أولى.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٥٨٥ : فإن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأة وأنه إذا طلقها تأخذه كله، وإذا ماتت يورث عنها ولا يختص بشيء منه وإنما المعروف أنه يزيد في المهر لتأتي بجهاز كثير ليزين به بيته وينتفع به بإذنها ويرثه هو وأولاده إذا ماتت، كما يزيد في مهر الغنية لأجل ذلك لا ليكون الجهاز كله أو بعضه ملكا له ولا ليملك الانتفاع به وإن لم تأذن فافهم -

📖 فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ٦ / ٣٤٣ : الجواب—جب خلوة صحيحه (كامل خلوة) ہو گئی جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو پورا مہر واجب ہو گا اور عدة بھی لازم ہو گی۔

সঙ্গত কারণে তালাক দিলেও মহর দিতে হবে

প্রশ্ন : আমি মোঃ ইসমাঈল, নাজিয়া বেগমকে দেড় বছর পূর্বে চার ভরি স্বর্ণ দেনমহর ধার্য করে বিবাহ করি। অতঃপর আমরা দুই বছর সংসার করি। অবশেষে জানতে পারলাম সে বেগানা পুরুষের সাথে সম্পর্ক করে আসছে। আমি তাকে এ কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে সে আমার সাথে সংসার করবে না, সে তার প্রেমিকের সাথে সংসার করবে। এ কারণেই সে বাসা থেকে বের হয়ে এসেছে। এ কথাগুলো শোনামাত্রই আমি ঠাণ্ডা মাথায় তাকে তিন তালাক প্রদান করি। এমতাবস্থায় জনাবের নিকট আমার প্রশ্ন যে নাজিয়াকে দেনমহর দেওয়া জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী পরস্পর নির্জনবাস বা সহবাসের কর্ম সংঘটিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে তালাকের ঘটনা ঘটলে (স্ত্রীর অপরাধের কারণে ঘটলেও) পরিপূর্ণ দেনমোহর সে প্রাপ্ত হবে। তবে তালাকের ইদ্দতকালীন খোরপোষের ব্যাপারে বিচার-বিবেচনায় একমাত্র স্ত্রীই তালাকের জন্য দায়ী সাব্যস্ত হলে সে ইদ্দতকালীন খোরপোষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

তাই প্রশ্নের বিবরণ মতে, আপনি স্ত্রীকে নিয়ে দুই বছর যাবৎ ঘর-সংসার করার পর (তার অপরাধের কারণেই হোক) তিন তালাক প্রদান করায় সে পূর্ণ মহরের অধিকারী বলে সাব্যস্ত হবে এবং আপনি তা আদায় করতে বাধ্য থাকবেন। (১৬/৬৯২/৬৭৫০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٩١ : (وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة. الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق.

নির্যাতিতা তালাক গ্রহণ করলে মহর পাবে কি না

প্রশ্ন : জনৈকা মেয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ তার স্বামীর পাশবিক নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারে অতীষ্ঠ হয়ে স্বামীর ঘরে যেতে অনিচ্ছুক। এহেন পরিস্থিতিতে অভিভাবকগণ অনেক চেষ্টার পরও স্বামীর নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। স্ত্রী তালাক চাইলেও স্বামী তালাক দিতে রাজি নয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী তালাক নিতে চাইলে সে সম্পূর্ণ মহর পাবে কি না? পেলে কতটুকু পাবে?
আর যৌতুকের শিকার হলে মেয়ের পক্ষে ওই যৌতুক দাবি করতে পারবে কি না?

উত্তর : স্বামী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তালাক দিলে অথবা কোর্ট হতে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হলে স্ত্রী তার ধার্যকৃত মহর পাবে যদি 'খালওয়াতে সহীহা' (অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সময় স্বামী-স্ত্রীর নির্জনবাস) হয়ে থাকে। তবে স্ত্রী যদি মহরের বিনিময়ে তালাকের দাবি করে সে অবস্থায় স্বামী তালাক দিলে যে পরিমাণ মহরের বিনিময়ে তালাক দেওয়া হয়েছে সে পরিমাণ মহরের দাবি স্ত্রী করতে পারবে না।
আর উপঢৌকন ইত্যাদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাকে যে জিনিস দেওয়া হয় সে তার মালিক হয়। আর যে জিনিস সম্পর্কে কোনো উল্লেখ থাকে না সে জিনিসের মালিক সমাজের প্রথা অনুযায়ী যার বলে গণ্য হয় সে-ই মালিক হবে। (১/১৫৩)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٠٣ : (الفصل الثاني في ما يتأكد به المهر والمتعة) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق، كذا في البدائع.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵ / ۱۱۹ : مہر سے برأت کی صورت لڑکی کی رضامندی سے خلع کرنے کی ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸ / ۱۸۴ : مہر کے متعلق یہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ ہوگئی ہے تب تو پورا مہر لازم ہوگا جو کہ طلاق اور فسخ کی صورت میں ہندہ وصول کر سکتی ہے اور خلع میں اگر مہر کا ذکر سقوط یا وصول کا آیا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا۔

নপুংসক স্বামীর থেকে তালাক গ্রহণ করলে স্ত্রী মহর পাবে

প্রশ্ন : আমি শিফাতুজ জোহরা। আমি মিশকাত জামাতে পড়া অবস্থায় আমার বাবা-মা আমার বিয়ে ঠিক করেন। তখন দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে হাফেজ আব্দুল মতিন নামক একটি ছেলের সাথে আমার বিবাহ হয়। দেনমহর ধার্য হয় ১,৮০,০৩০ টাকা। তার মধ্যে বিবাহের অলংকার বাবদ ৮৫,০০০ টাকা উসুল দেওয়া হয়। বিবাহের পর স্বামীর শারীরিক অক্ষমতা অর্থাৎ নপুংসক হওয়ায় আমি তাকে তালাক দিতে বাধ্য হই। এখন তার দেওয়া অলংকার ছেলেপক্ষ দাবি করছে। প্রশ্ন হলো, উসুল হিসেবে দেওয়া অলংকারগুলো ছেলেপক্ষের দাবি করা ঠিক হচ্ছে কি না?

উল্লেখ্য, অবশিষ্ট দেনমহর ৯৫,০০০ এখনো আমি পাওনা রয়েছি। নিজে শারীরিক অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যে বিয়ে করে আমাকে কলঙ্কিত করেছে তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

উত্তর : ইসলাম প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক দিয়ে থাকে। আর এটাই নীতি। যেমন নাবালেগ সন্তানের ভরণ-পোষণ পিতার ওপর এবং বৃদ্ধ পিতার ভরণ-পোষণ ছেলের ওপর ধার্য করা হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ স্বামীর ওপর স্ত্রীর কিছু হক রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো দেনমহর। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'খালওয়াতে সহীহা' তথা মিলনে বাধা-বিপত্তিহীন কোনো জায়গায় উল্লেখযোগ্য সময় একত্রিত হলে স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য ধার্যকৃত পরিপূর্ণ দেনমহর দেওয়া জরুরি। স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম হোক বা না হোক এ ক্ষেত্রে স্বামীপক্ষের দাবি শরীয়তসম্মত নয়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ

Scanned by CamScanner

সত্য হলে দেনমহর বাবদ স্ত্রীকে প্রদত্ত অলংকার স্বামীপক্ষ ফেরত নিতে পারবে না এবং মহরের অনাদায়ী অবশিষ্ট অংশও স্ত্রীর পাওনা হক বলে গণ্য হবে। (১৯/৫৩৫/৮৩০৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٠٢ : ويتأكد (عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوج ثانيا في العدة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٠٢ : وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك، وإن كانت الفرقة من قبلها لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٠٣ : والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق ... ... وخلوة المجبوب خلوة صحيحة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وخلوة العنين والخصي خلوة صحيحة.

📖 فيه أيضا ١/ ٣٢٧ : وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك، كذا في الفصول العمادية.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٢ / ١٠٦ : اگر شوہر نامرد ہے تو اس کی خلوت معتبر ہے۔

📖 فیہ ایضا ١٢ / ١١٠ : الجواب—جو اشیاء بطور تملیک دے چکا ہے اس کی واپسی کا کوئی حق نہیں اور جو کچھ اس سلسلہ میں خرچ کر چکا ہے اس کو بھی واپس نہیں لے سکتا ہے۔

স্বামী বলে মহর মাফ করে দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীর অস্বীকার

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মহরে ফাতেমীর বিনিময়ে বিবাহ করার প্রায় তিন মাস পর সৌদি আরব চলে যায় এবং তার স্ত্রীও বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর স্বামী এক বছর পর বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এলে স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। আনার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্যতা হয়। যা ইতিপূর্বেও কয়েকবার ঘটেছে, যার দরুন স্ত্রী স্বামীর সাথে সংসার করতে অনিচ্ছুক। একপর্যায়ে কোনো এক রাতে স্বামী স্ত্রীকে মারধর করলে স্ত্রী স্বীয় পিত্রালয়ে চলে যায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর অভিভাবকরা স্বামীকে বলল, যদি

Scanned by CamScanner

আমাদের মেয়ের ওপর এভাবে নির্যাতন কর তাহলে তালাক দিয়ে দাও। এতে স্বামী উভয় পক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে তালাকনামায় স্বাক্ষর করে দেয়।
এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত স্ত্রী স্বামীর থেকে মহর পাবে কি না? যদি পায় তবে বিয়ের সময়ের মহরে ফাতেমীর মূল্য পাবে, নাকি বর্তমান সময়ের মূল্য পাবে?
উল্লেখ্য, স্বামীর দাবি হলো, স্ত্রী বাসর রাতে মহর মাফ করে দিয়েছে। তাই সে মহর পাবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী তা অস্বীকার করে স্বামীর কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। এ ক্ষেত্রে কার কথা ধর্তব্য হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্বামী মহর মাফের দাবির ওপর প্রমাণ পেশ করতে পারলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় স্ত্রী শপথ করে বললে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর বিবাহের আক্বদের সময় মহরে ফাতেমী যদি টাকার সংখ্যায় নির্ধারণ করে উল্লেখ করা হয় তবে নির্ধারিত টাকাই পরিশোধ করতে হবে। আর যদি রুপা দ্বারা নির্ধারণ করা হয় তাহলে ওই পরিমাণ রুপা আদায় করবে, অথবা আদায়ের দিনে ওই পরিমাণ রুপার মূল্য যত হয় তত টাকা আদায় করবে।
যদি স্বামী মহর আদায় না করে তবে সে জালিম ও গোনাহগার হবে। এ ক্ষেত্রে মহিলা তার প্রাপ্য মহর পেতে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। (১৯/৬০১/৮৩৩০)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٤٠٣ (١٣٤١) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ١٥١ : اختلفا في هبة المهر، فقالت وهبته لك بشرط أن لا تطلقني وقال بغير شرط فالقول قولها اهـ وذكر في الدعوى لو أقاما البينة فبينة المرأة أولى.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨ / ٣٥٣ : الجواب- اگر زوجہ اس ابراء (معاف کرنے) سے منکر نہیں بلکہ مقر ہے تو شرعا یہ معافی معتبر ہوگی زوج کے ذمہ سے مہر کا یہ حصہ ساقط ہوگیا، ہدایہ میں ہے وان حطت عنہ من مهرها صح الحط " لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء- انتہی- لیکن اگر زوجہ اقرار نہیں کرتی تو پھر شرعی شہادت کے بغیر اس معافی کا اعتبار نہ ہوگا، اور گواہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورت ہونے ضروری ہیں-

Scanned by CamScanner

📖 فيه ايضا٨ / ٢۴٨ : سوال—جو عورت اپنے خاوند سے خود مانگ کر طلاق لے، کیا مہر لینا شرعا درست ہے یا نہیں؟... ...
الجواب—مہر اس عورت کا لازم ہے اگر مدخولہ ہے تو پورا مہر واجب ہے ورنہ نصف اور نہ دینے سے شوہر حقوق العباد میں ماخوذ ہوگا۔

বাসর হলে পূর্ণ মহর দিতে হবে

প্রশ্ন : আমি গত ৭/৭/২০১১ ইং তারিখে তাহমিনা নামের একটি মেয়েকে বিবাহ করি। কিন্তু বাসর রাতে অমিলের কারণে একসাথে থাকলেও সহবাস করিনি। এরপর আমাদের সংসার এভাবে ছয় মাস চলে। বর্তমানে আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। প্রশ্ন হলো, আমার নিকট থেকে সে কী পরিমাণ মহর পাবে?
উল্লেখ্য, ধার্যকৃত মহর ৩,০০,০০০ টাকা থেকে ৩৩,০০০ টাকা আদায় হয়েছে।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সহবাসের কারণে যেভাবে স্ত্রী পূর্ণ মহরানার অধিকারিণী হয়, তদ্রূপ নির্জন বাসের দ্বারাও পূর্ণ মহরানার হকদার হয়ে যায়। তাই আপনার স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হওয়ার কারণে সে পূর্ণ মহরানাই পাবে। ধার্যকৃত মহরের অপরিশোধিত অংক পরিশোধ করতে হবে। (১৯/৮৩৬/৮৪৯১)

📖 سورة البقرة الآية ٢٣٧ : ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ١٥١ : فالمراد بالمس في قوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الخلوة إطلاقا لاسم المسبب على السبب إذ المس مسبب عن الخلوة عادة ويكون كماله بالجماع بحضرة الناس بالإجماع لا بالآية.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢٩١ : حتى لو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية يجب عليه كمال المسمى عندنا.

Scanned by CamScanner

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۱ / ۵۸۷ : طلاق کی مہر اور صحبت کے لحاظ سے چار صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے دو کا حکم ان آیات میں بیان کیا گیا ہے ایک یہ کہ نہ مہر مقرر ہو نہ صحبت وخلوت۔ دوسری یہ کہ مہر تو مقرر ہو لیکن صحبت وخلوت کی نوبت نہ آئے، تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہوا اور صحبت کی بھی نوبت آوے اس صورت میں جو مہر مقرر کیا ہے پورا دینا ہو گا۔... چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر معین نہ کیا اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی اس میں مہر مثل پورا دینا ہو گا۔

মহর গহনা ও টাকা দ্বারা উসুল করা যায়

প্রশ্ন : মৌখিকভাবে মহর ধার্য হয়েছিল দুই লক্ষ টাকা। এমতাবস্থায় গহনা ও নগদ টাকা বাবদ মহরানা কত হবে এবং কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর : বিবাহের সময় উভয় পক্ষের সম্মতিতে যে মহর ধার্য হয় তা পরিশোধ করা জরুরি। আপনার ওপর দুই লক্ষ টাকা পরিশোধ করা জরুরি। আপনি ইচ্ছানুযায়ী পুরো মহর গহনা, নগদ টাকা, অথবা উভয়টা দিয়ে পরিশোধ করতে পারবেন। (১৮/৫৭/৭৪৯৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ۳ / ۱۰۰ : ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵ / ۱۵۳ : شرعی مہر تو وہی ہے جو نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے اور وہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔

হারাম উপার্জনকে মহর হিসেবে ধার্য করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বিবাহ করার সময় বলল, অমুক ব্যাংকে আমার জমাকৃত টাকা থেকে এত টাকা সুদ আসে, ওই টাকাই আমি স্ত্রীর মহর হিসেবে ধার্য করলাম। এখন জানার বিষয় হলো, হারাম পদ্ধতিতে কামাইকৃত টাকা মহর ধার্য করলে বিবাহ সহীহ হবে কি না? যদি বিবাহ সহীহ হয় স্ত্রীর মহর কি এ টাকাই দেবে, নাকি অন্য কিছু দ্বারা?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি বিবাহের সময় মহর হিসেবে হারাম মাল ধার্য করে তাহলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু পুরুষের জন্য হারাম মাল দেওয়া বৈধ হবে না এবং মহিলার জন্যও হারাম মাল গ্রহণ করা বৈধ হবে না। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির ওপর ওই পরিমাণ হালাল টাকা মহর হিসেবে দেওয়া ওয়াজিব হবে। (১৮/২০৩/৭৫৫০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۱۵۹ : (وإن نكحها بخمر أو خنزير عين) أي مشار إليه (ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك) فتخلل الخمر وتسيب الخنزير، ولو طلقها قبل الدخول فلها نصفه (و) لها (في غير عين) قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۱۵۹ : (قوله ولو طلقها إلخ) قال في الفتح: ولو طلقها قبل الدخول في المعين لها نصفه عند أبي حنيفة، وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة، وفي الخنزير المتعة. وعند محمد لها نصف القيمة بكل حال لأنه أوجب القيمة فتنتصف. وعند أبي يوسف وهو الموجب لمهر المثل لها المتعة لأن مهر المثل لا يتنصف اهـ-

📖 خير الفتاوى (زکریا) ۴ / ۵۴۴ : الجواب—اگر تو نکاح کرتے وقت خمر یا خنزیر کو اشارہ کر کے متعین کر لیا گیا تھا پھر تو مسلمان ہونے کے بعد بھی وہی خمر یا خنزیر مہر کے طور پر ادا کیا جائے گا لیکن چونکہ مسلمان کے لئے دونوں چیزوں کا استعمال کرنا مکروہ ہے اس لئے خنزیر کو چھوڑ دیا جائے گا اور خمر کو یا تو بہا دیا جائے گا یا اس کا سرکہ بنالیا جائے گا اور اگر خمر یا خنزیر متعین نہیں تھا تو اب خمر کی قیمت ادا کی جائے گی اور خنزیر کے بدلے مہر مثل ادا کیا جائے گا۔

স্বেচ্ছায় মহর মাফ করে পুনরায় তা দাবি করা

প্রশ্ন : স্ত্রী স্বজ্ঞানে নিজ খুশিতে মহর ক্ষমা করে দিয়ে পরবর্তীতে তা কোনো সময় দাবি করলে তার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : স্ত্রী সন্তুষ্টিচিত্তে মহর মাফ করার পর তা দাবি করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই।(১৮/৮৮৯/৭৯১৩)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١١٣ : (قوله وصح حطها) الحط: الإسقاط كما في المغرب، وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على إجازتها، ولا بد من رضاها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٣٨٦ : أما العوارض المانعة من الرجوع فأنواع ... ... (ومنها الزوجية) سواء كان أحد الزوجين مسلما أو كافرا.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٨٦ : وإذا وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في الهبة، وإن انقطع النكاح بينهما.

স্ত্রী সহবাসের অনুপযোগী হলে অর্ধেক মহর পাবে

প্রশ্ন : আমি আমার ভাতিজাকে বিয়ে করিয়েছি এবং পূর্ণ মহরও আদায় করেছি। অতঃপর মেয়েটিকে ছেলের সাথে আলাদা ঘরে থাকতে দিলে প্রমাণ হয় যে মেয়েটি সহবাসের অনুপযোগী। মেয়ের মৌখিক বলার পর আমরা তিনজন ধাত্রীর মাধ্যমে জানতে পারি যে মেয়েটি ছোটবেলায় যৌনপথে লোহার আঘাত পায় এবং পরে অপারেশন করা হয়, যার কারণে মেয়ের যৌনপথ সেলাই করে দেওয়া হয়। এ কারণে আমরা ছেলেকে মেয়ে থেকে আলাদা করে দিই এবং মেয়ের পিতাকে সমস্যা জানিয়ে চিকিৎসা করতে বলি। এরপর চিকিৎসাতেও ফল হবে না বলে মৌখিকভাবে জানতে পারি। এখন প্রশ্ন হলো, এই মেয়েকে কোন পদ্ধতিতে আলাদা করতে হবে এবং মহরের ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ যদি সত্য ও বাস্তব হয়ে থাকে তাহলে স্বামী ইচ্ছা করলে তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী বিবাহের সময় ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক পাবে। (১৭/৪৮৫/৭১৬৫)

📖 البناية (دار الفكر) ٤ / ٦٧٠ : وإن كان أحدهما مريضا، أو صائما في رمضان، أو محرما بحج فرض، أو نفل، أو بعمرة، أو كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة، حتى لو طلقها كان لها نصف المهر؛ لأن هذه الأشياء موانع. وأما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع، أو يلحقه به ضرر.

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ / ۵۴۴ : صورت مسئولہ میں زید طلاق دے دے گا تو نصف مہر دینا ہوگا۔

মহরের নিয়্যাতে হাদিয়া

প্রশ্ন : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মহরের নিয়্যাতে কোনো বস্তু দেওয়া হলে তা মহর হিসেবে গণ্য হবে। প্রশ্ন হলো, ওই বস্তুটা মহর হিসেবে দেয়া হচ্ছে তা স্ত্রীকে বলে দেওয়া শর্ত কি না? যদি শর্তই হয় দেওয়ার পূর্বে শর্ত, নাকি দেওয়ার পরে?

উত্তর : স্বামী স্ত্রীকে মহরের নিয়্যাতে এমন বস্তু দিল, যা দেওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয় এবং এ ধরনের বস্তু মহর হিসেবে দেওয়ারও নিয়ম রয়েছে তাহলে তা মহর হিসেবে গণ্য হবে। তবে দেওয়ার সময় বলা জরুরি নয়। বরং পরবর্তীতে বললেও চলবে। তবে দেওয়ার সময় বলে দেওয়া উচিত, যাতে পরবর্তীতে এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা না হয়।(১৭/৮৯০/৭৩৭১)

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ١/ ٢٠٧ : (ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله)؛ لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك، كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۲۸ : جواب—جو اشیاء شرعا شوہر پر واجب نہیں اور ان کو مہر میں محسوب کرنے کا عرف بھی ہو ان میں قول زوج معتبر ہے مگر عورت کو اختیار ہے چاہے یہ اشیاء واپس کردے مہر میں قبول نہ کرے۔

মহর বাবদ বাসস্থানের ঘর দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির বিবাহ হয়েছিল 'মহরে মিছিল'-এর ওপর। কিন্তু তা আদায় করতে দেরি হয়ে গেছে, এখনো আদায় করেনি। এখন সে মনে মনে ভাবছে যে এখন তো মরেই যাব আমার এই ঘর যাতে আমি বিবিকে নিয়ে থাকতাম তা মহর বাবদ বিবিকে দিয়ে দিলাম। এভাবে দিলে মহর আদায় হবে কি না? অথচ স্বামীর ওপর স্ত্রীকে বাসস্থান দেওয়া ওয়াজিব ছিল। তা সত্ত্বেও মহর থেকে আদায় হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ঘরের মূল্য ধার্য করে মহর হিসেবে স্ত্রীকে মালিক বানিয়ে দিলে সমপরিমাণ মহর আদায় হয়ে যাবে। তবে স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেহেতু স্বামীর কর্তব্য, তাই স্ত্রী ভিন্ন বাসস্থানের দাবি করতে পারবে।(১৬/২১৬/৬৪৮৮)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٥ / ١٢ : ولو تزوجها على مهر مسمى ثم باع داره من المرأة بذلك المهر أو تزوجها بغير مهر مسمى ثم باع داره من المرأة بمهر المثل تجب فيها الشفعة؛ لأن هذا مبيع مبتدأ فتجب به الشفعة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٢٣٥ : رجل تزوج امرأة على خادم ثم صالحها على شاة بعينها جاز.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٩٩ : (قوله وكذا تجب لها) أي للزوجة السكنى أي الإسكان، وتقدم أن اسم النفقة يعمها؛ لكنه أفردها؛ لأن لها حكما يخصها نهر (قوله خال عن أهله إلخ) ؛ لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه؛؛ لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع.

মহরের পরিবর্তে জেল খাটলে মহর মাফ হয় না

প্রশ্ন : স্বামী যদি স্ত্রীর মহর আদায়ে অপারগ হয় এবং এর পরিবর্তে চার মাস জেলে থাকে। তাহলে এই চার মাস জেলে থাকার কারণে তার মহর মাফ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মহর স্ত্রীর অত্যাবশ্যকীয় অধিকার। তা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। স্ত্রী স্বেচ্ছায় মাফ করা ব্যতীত অন্য কোনোভাবে স্বামীর ওপর থেকে এ হুকুম রহিত হবে না। তাই জেলে থাকার কারণে মহর মাফ হবে না। (১৬/৯৩২)

📖 سورة النساء الآية ٤ : ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

📖 سورة النساء الآية ٢٤ : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾

Scanned by CamScanner

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٢/ ٢٣٧ (١٨٥١) : عن ميمون الكردي، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: «أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان».

উপহার হিসেবে প্রাপ্ত স্বর্ণ মহর হিসেবে বিবেচ্য হবে কি না

প্রশ্ন : আমার চাচাতো বোনের স্বামী প্রচুর সম্পদ রেখে মারা যায়। সে স্বামী থেকে মহর বাবদ ২২,০০০ টাকা প্রাপ্য। বিভিন্ন মহল থেকে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত ৪ ভরি স্বর্ণ আমার বোনের কাছে মজুদ আছে, যা সবাই জানে। এখন মরহুমের অন্য ওয়ারিশরা বাইরের কিছু কর্জ দেখিয়ে ওই ৪ ভরি স্বর্ণের বরাবর মূল্য মহরের টাকা থেকে কর্তন করে নিতে চাচ্ছে। তাদের কথা হলো, উপহারে প্রাপ্ত স্বর্ণ মহর হিসেবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে শরয়ী বিধান মতে সঠিক ফয়সালা জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : বিভিন্ন মহল হতে প্রাপ্ত উপহারসামগ্রীর ব্যাপারে দাতার পক্ষ হতে মালিক কে হবে তা স্পষ্ট উল্লেখ না হলে উপহারসামগ্রী মহিলাদের ব্যবহার্য হলে স্ত্রী, আর পুরুষদের ব্যবহার্য হলে স্বামী মালিক হবে। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উপহারসামগ্রী যেহেতু স্বর্ণালংকার যা মহিলাদের ব্যবহারের বস্তু, তাই স্ত্রীই একমাত্র উক্ত স্বর্ণালংকারের মালিক বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং সেগুলোকে মহর হিসেবে গণ্য করে ধার্যকৃত মহর থেকে তা কর্তন করা বৈধ হবে না। বরং মহর স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকেই আদায় করতে হবে। যেরূপ স্বামীর ঋণ স্বামীর সম্পদ থেকে আদায় করতে হয়। (১৪/৬৮৬/৫৮০০)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٦٩٦ : وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له، وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم، قال هذا لصبي أو لا، ولو قال: أهديت للأب أو للأم فالقول له، وكذا زفاف البنت.

Scanned by CamScanner

📖 القواعد الفقهية (المكتبة الأشرفية) صـ ٨٩ : قاعدة العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه (سير).

📖 فتاوى دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨ / ٣٥٧ : سوال– محمد خلیل نے اپنی زوجہ رحمت کو طلاق بائن دے دی بوقت عقد زوجہ کے والد نے اپنی لڑکی رحمت کو جہیز میں برتن وغیرہ دئے تھے وہ کس کی ملک ہیں؟

الجواب–وہ اشیاء وسامان جہیز کا رحمت کی ملک ہے محمد خلیل کا اس میں کچھ حق نہیں، پس معلوم ہوا کہ جہیز لڑکی کا حق ہوتا ہے لڑکے کا نہیں۔

বিয়ের সময় প্রদত্ত অলংকার ও বস্ত্রাদি মহর হিসেবে গণ্য হবে

প্রশ্ন : বিবাহের অনুষ্ঠানে দেওয়া অলংকারাদি, কাপড়চোপড় ইত্যাদি দেনমহরের ভেতর পড়ে কি না?

উত্তর : বিবাহ অনুষ্ঠানের অলংকার, কাপড়চোপড় ইত্যাদি যদি মহর হিসেবে দেওয়ার কথা উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়, তাহলে মহরের মধ্যে গণ্য হবে। অন্যথায় দেশীয় প্রচলন মতে যেসব জিনিস মহর হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে কেবল ওই সব জিনিসই মহরের মধ্যে গণ্য হবে। (১/৩৯৮)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٥/ ١٢٣ : جواب-اگر اس زیور اور جوڑے کے متعلق پہلے تصریح کردی جائے کہ وہ ہبہ ہے یا عاریت یا مہر میں دیا گیا ہے، تو تصریح کے موافق عمل ہوگا، لیکن اگر یہ تصریح نہ کی گئی ہو تو پھر اس کا مدار عرف پر ہے۔

📖 فیہ ایضا٥ / ١٢٥ : کپڑا تو بیوی کو مہر کے علاوہ خاوند کی طرف سے ملنا چاہئے اس لئے یہ کپڑا مہر میں محسوب نہیں ہوگا ہاں دیتے وقت تحریر کردی جائے اور بیوی منظور کرلے تو مہر میں محسوب ہوسکے گا۔

সমুদয় মহর থেকে আংশিক উসুল দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিবাহের মধ্যে এক লক্ষ অথবা দুই লক্ষ টাকা মহর ধার্য করা হয়। তারপর সাথে সাথে তার থেকে ৫০০০ টাকা উসুল করা হয়। এ রকম উসুল

Scanned by CamScanner

করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? আর বরপক্ষ থেকে কনেকে যে সাজানি, কাপড়চোপড় ইত্যাদি দেওয়া হয় এগুলো মহরের টাকা থেকে কাটা যাবে কি না?

উত্তর : মহর বিবাহের একটি মৌলিক অংশ। তাই মহর নির্ধারণ এবং আদায়ের ব্যাপারে শরীয়তের নিয়ম-নীতি অনুসরণ অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সমাজে প্রচলিত, আদায়ের নিয়্যাত ছাড়া লোক দেখানো সাধ্যের বাইরে মহর নির্ধারণ অথবা অনাদায়কৃত অংশকে উসুল বলে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ শরীয়তবহির্ভূত কাজ। সুতরাং বাস্তবে আদায় না করে কোনো অংশকে উসুল ধরা হলেও তা উসুল বলে গণ্য হবে না। তবে বিয়ের সময় ধার্যকৃত মহর হতে কিছু অংশ বাস্তব নগদ উসুল করাতে কোনো আপত্তি নেই। সাজানি হিসেবে প্রেরিত কাপড় ইত্যাদিকে স্বামীর পক্ষ থেকে মহর হিসেবে গণ্য করার কথা প্রকাশ করার পর কনে তা মহর হিসেবে গ্রহণ করলে ওই সব জিনিস মহর হয়। স্পষ্ট কিছু উল্লেখ না থাকলে সমাজে তা যেভাবে নেওয়ার নিয়ম সেভাবেই তার হিসাব হয়।(৭/৪৪৮/১৬৭৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٢٢ : ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت: هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله في غير المهيأ للأكل كالشواء واللحم المطبوخ والفواكه التي لا تبقى فإن القول قولها فيه استحسانا بخلاف ما إذا لم يكن مهيأ للأكل كالعسل والسمن والجوز واللوز هكذا في التبيين. وذكر الفقيه أبو الليث المختار أن القول قوله في متاع لم يكن واجبا على الزوج كالخف والملاءة ونحوه وفي متاع كان واجبا عليه كالخمار والدرع ومتاع الليل؛ فليس له أن يحتسب من المهر، كذا في محيط السرخسي.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵ / ۱۲۳ : اگر اس زیور اور جوڑے کے متعلق پہلے تصریح کردی جائے کہ وہ ہبہ ہے یا عاریت، یا مہر میں دیا گیا ہے تو تصریح کے موافق عمل ہوگا، لیکن اگر یہ تصریح نہ کی گئی ہو تو پھر اس کا مدار عرف پر ہے اگر اس قوم کا عرف غالب یہ ہو کہ ان چیزوں کا مالک شوہر رہتا ہے تو یہ چیزیں شوہر کی رہیں گی اور اس کے انتقال کے بعد ترکہ میں شامل ہو کر تقسیم ہوں گی لیکن اگر عرف غالب یہ ہو کہ دلہن کی ملک کردی جاتی ہیں تو تنہا زوجہ ان اشیاء کی مالک ہوگی اور ترکہ زوج میں شامل نہ ہوں گی، چونکہ شہروں اور قوموں کے عرف مختلف ہوتے ہیں اس لئے عرف کی تحقیق و تعین حاکم یا حکم کا کام ہے۔

Scanned by CamScanner

আক্বদের পরে মহর বাড়ানো-কমানোর অধিকার স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কারো নেই

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির বিবাহ সর্বসম্মতিক্রমে মহরে ফাতেমীর ওপর সম্পন্ন হয়। অতঃপর সে স্ত্রীকে নিয়ে কয়েক বছর যাবৎ ঘর-সংসার করতে থাকে। অথচ কাবিন-রেজিস্ট্রি হয়নি। কিছুদিন পূর্বে কোনো কারণবশত পাত্র ও পাত্রীপক্ষের কিছুসংখ্যক আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত মহরে ফাতেমীর ওপর কাবিন- রেজিস্ট্রির জিম্মাদারি আমির হোসেনের ওপর ন্যস্ত করে। আমির হোসেন মহরে ফাতেমীর সঠিক অংক কাবিননামায় লিখানোর উদ্দেশ্যে ওয়াছেকপুর আজিজিয়া মাদ্রাসার মুফতি সাহেব থেকে সঠিক পরিমাণের খবর তাঁর নিকট পৌঁছানোর জন্য আপন ভগ্নিপতি মাস্টার শামছুল হকের জিম্মায় দেন। এই বিশ্বাসের ওপর সরলমনা মাওলানা সাঈদ আহমদ সুলতানী সাহেব যিনি বিবাহ পড়িয়েছিলেন কাবিননামায় দস্তখত দিয়েছেন, তাঁর দেখাদেখি পাত্র জনাব মাও. আব্দুল মতিনও উক্ত কাবিননামায় দস্তখত করেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে উক্ত মহরে ফাতেমীর স্থানে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দেড় লাখ টাকা কাবিননামায় লেখা হয়। যা এহেন নিরীহ অর্থহীন ছেলের পক্ষে আদায় করা একেবারেই কঠিন। এখন শরীয়তের আলোকে এই কাবিননামার হুকুম কী? নির্দিষ্ট মহর থেকে পাত্র-পাত্রী ব্যতীত অন্য কারো জন্য বাড়ানো বা কমানো জায়েয কি না? এবং শরীয়ত অনুযায়ী মহরে ফাতেমীর পরিমাণ কত? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে আক্বদের সময় ছেলে ও মেয়েপক্ষের সম্মতিতে যে পরিমাণ মহর ধার্য ও উল্লেখ করা হয় তাই মেয়ের প্রাপ্য মহর হিসেবে গণ্য হয়। কাবিননামায় লেখা বা না লেখায় বিধানগত কোনো পার্থক্য নেই। প্রশ্নের বর্ণনা মতে দেখা যায় যে বিবাহের আক্বদ মহরে ফাতেমীর ওপর করানো হয়েছে। যার পরিমাণ বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ১৩১.২৫ তোলা হলেও সতর্কতামূলক ১৫০ তোলা খাঁটি রুপা, যা বাজারমূল্য হিসাবে টাকায় রূপান্তরিত হবে। সুতরাং কাবিননামায় স্বামীর অজান্তে ও অনিচ্ছায় দেড় লাখ টাকা লেখা সম্পূর্ণ অবৈধ। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না। (১০/৩২২/৩১৫১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١١٣ : (قوله وصح حطها) الحط: الإسقاط كما في المغرب، وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على إجازتها، ولا بد من رضاها. ففي هبة الخلاصة خوفها بضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على الضرب. اهـ ولو اختلفا فالقول لمدعي الإكراه ولو برهنا فبينة الطوع أولى قنية. وأن لا تكون مريضة مرض الموت. ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه كان في الصحة لأنه ينكر المهر خلاصة. ولو وهبته

Scanned by CamScanner

في مرضها فمات قبلها فلا دعوى لها بل لورثتها بعد موتها، وتمام الفروع في البحر (قوله لكله أو بعضه) قيده في البدائع بما إذا كان المهر دينا أي دراهم أو دنانير لأن الحط في الأعيان لا يصح بحر. ومعنى عدم صحته أن لها أن تأخذه منه ما دام قائما، فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية: أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده. اهـ نهر (قوله ويرتد بالرد) أي كهبة الدين ممن عليه الدين ذكره في أنفع الوسائل بحثا وقال لم أره. واستدل له في اليحر بما في مداينات القنية قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل قبلت، أو كان غائبا فقالت أبرأت زوجي يبرأ زوجي إلا إذا رده.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨ / ٢٧٢ : الجواب– مہر کی مقدار وہ معتبر ہے جس کو نکاح خواں نے بوقت نکاح ظاہر کیا اور جس مہر کو سنکر شوہر نے قبول کیا اور حاضرین مجلس نے سنا کیونکہ مہر وہی واجب ہوتا ہے، جو عقد کے وقت نام لیا جاوے، اور جس پر عقد نکاح کیا جاوے۔

মহর মাফ চাওয়া ও স্ত্রীর মাফ করে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ক. এক ব্যক্তি বিবাহের সময় তিন লক্ষ টাকা মহর ধার্য করেছে। বিবাহের সময় এক লক্ষ টাকার অলংকার এবং সাজানি দিয়েছে, আর দুই লক্ষ টাকা বাকি ছিল। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমাকে তোমার মহরগুলো খুশিমনে মাফ করে দাও, স্ত্রী বলল, মাফ করে দিলাম। এভাবে মাফ করে দিলে মাফ হবে কি না? এবং পরকালে স্বামীকে জবাবদিহি করতে হবে কি না?

খ. স্বামীর আগে যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে তার ওয়ারিশগণ মহরের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে হক দাবি করতে পারবে কি না? যদি দাবি করে তাহলে তার দলিল কি দেখাতে হবে?

উত্তর : ক. বিবাহের সময় সাধ্যানুযায়ী মহর ধার্য করা আবশ্যক। মহর স্বামীর নিকট স্ত্রীর প্রাপ্য হক ও পরিশোধযোগ্য হক বিধায় তা আদায় করা জরুরি। অপারগতা ছাড়া স্ত্রীর নিকট মহর মাফ চাওয়া ও এর জন্য বাহানা করা অত্যন্ত কাপুরুষতা ও হীনমন্যতার পরিচায়ক। তবে স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করে দিলে তা ভিন্ন কথা, এর দ্বারা

Scanned by CamScanner

মাফও হয়ে যায়। কিন্তু চাপের মুখে "মাফ করে দিলাম" বললে মাফ হবে না। স্বামীকে খুশিমনে মাফ করলেই আখেরাতে মুক্তি পেতে পারে।

খ. স্ত্রী স্বামীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার প্রাপ্য অনাদায়ী মহর যা মাফও করা হয়নি মীরাছের মধ্যে গণ্য হবে এবং তার ওয়ারিশগণের হক হিসেবে পরিণত হবে। (৯/১৫৫/২৪৮৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١١٣ : (قوله وصح حطها) الحط: الإسقاط كما في المغرب، وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على إجازتها، ولا بد من رضاها. ففي هبة الخلاصة خوفها بضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على الضرب. اهـ ولو اختلفا فالقول لمدعي الإكراه ولو برهنا فبينة الطوع أولى قنية. وأن لا تكون مريضة مرض الموت. ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه كان في الصحة لأنه ينكر المهر خلاصة. ولو وهبته في مرضها فمات قبلها فلا دعوى لها بل لورثتها بعد موتها، وتمام الفروع في البحر (قوله لكله أو بعضه) قيده في البدائع بما إذا كان المهر دينا أي دراهم أو دنانير لأن الحط في الأعيان لا يصح بحر. ومعنى عدم صحته أن لها أن تأخذه منه ما دام قائما، فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية: أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده. اهـ نهر (قوله ويرتد بالرد) أي كهبة الدين ممن عليه الدين ذكره في أنفع الوسائل بحثا وقال لم أره. واستدل له في البحر بما في مداينات القنية قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل قبلت، أو كان غائبا فقالت أبرأت زوجي يبرأ زوجي إلا إذا رده.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٠ : وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا ... ...

وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث، أو بصنعه كما لوصية، أو وجب بدلا عما

Scanned by CamScanner

ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة.

সন্তুষ্টচিত্তে মহর মাফ করে পুনরায় মহর চাওয়া

প্রশ্ন : একজন লোক বিয়ের এক বছর পর তার স্ত্রীকে কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি না করে বলছে, তুমি আমাকে তোমার মহরগুলো মাফ করে দাও। স্ত্রী বলছে, মাফ করে দিলাম। এভাবে মাফ নিলে মহর মাফ হবে কি না? এভাবে মাফ করে দেওয়ার পর কোনো সময় বিবাহ ভেঙে গেলে মেয়ের অভিভাবকের পক্ষ থেকে ছেলের নিকট মহর চাইতে পারবে কি না? এবং চাপ সৃষ্টি করে আদায় করলে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : মহর স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর প্রাপ্য হক। তার প্রাপ্য হক সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। অতএব, স্ত্রী যদি তার প্রাপ্য কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি ছাড়া খুশিতে মাফ করে দেয় তাহলে মাফ হয়ে যাবে। এতে কারো কিছু বলার অবকাশ থাকে না। সুতরাং স্ত্রী তার স্বীয় মহর সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করার পর তার আত্মীয়স্বজন বা অন্য কেউ অথবা নিজে চাপ সৃষ্টিপূর্বক স্বামী থেকে মহর আদায় করা জুলুম হবে এবং তারা গোনাহগার হবে। (৮/৫৪৮/২২৬৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ١١٣ : (وصح حطها) لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لا، ويرتد بالرد.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٥ / ١٤٨ : اگر عورت مہر معاف کر چکی ہے تو اب اس کو عند اللہ مہر کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں، اگر باوجود مہر معاف کرنے کے مطالبہ کرے گی تو اس کا مطالبہ غیر معقول اور غیر مقبول ہوگا۔

মহর দিতে হয় না ভেবে বেশি ধার্য করলেও দিতে হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মনে করেছে মহরের টাকা দেওয়া লাগে না, যার কারণে সে বেশি মহর ধরায় কিছু বলেনি। এখন তার জ্ঞান ফিরেছে অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা মহর ধরেছে অথচ তার কাছে ত্রিশ হাজার টাকার সম্পদও নেই। প্রশ্ন হলো, সে কী করবে? কারণ না দেওয়ার নিয়্যাত থাকলে তো যিনা হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিবাহের সময় ধার্যকৃত মহর পরিশোধ করা জরুরি। অজ্ঞতার কারণে ধার্যকৃত মহর পরিশোধ করা থেকে রেহাই পাবে না। দেওয়ার নিয়্যাত বহাল রেখে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাবে।(৯/১৫৫/২৪৮৬)

📖 سورة النساء الآية ٤ : ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

📖 سورة النساء الآية ٢٤ : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٢/ ٢٣٧ (١٨٥١) : عن ميمون الكردي، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: «أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان».

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٠ : وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا ... ...

وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث، أو بصنعه كما لوصية، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة.

হেবা দলিলে মহর বাবদ জমি প্রদান

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর মহরানা আদায়ের উদ্দেশ্যে কিছু ফসলি জমি স্ত্রীর নামে হেবা বা দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রির মাধ্যমে স্ত্রীকে দিয়ে দেয়। কিন্তু দলিলে মহরানার কথা উল্লেখ না করা হলেও স্ত্রীকে বিষয়টি মৌখিক বলে দেওয়া হয়েছে। এরূপ দলিলের মাধ্যমে মহরানা পরিশোধ করায় কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উল্লেখ্য, প্রদত্ত জমির মূল্য মহরানার টাকার চেয়ে বেশি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : উল্লিখিত পদ্ধতিতে মহরানা পরিশোধ হয়ে যাবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। (৬/৪২৮/১২৪৬)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٥ / ٢٥٣ : بخلاف ما لو باعها العقار بمهر مثلها، أو بالمسمى عند العقد أو بعده حيث تثبت فيه الشفعة لأنه مبادلة مال بمال؛ لأن ما أعطاها من العقار بدل عما في ذمته من المهر.

উল্লেখ না করে মহরের নিয়্যাতে টাকা প্রদান

প্রশ্ন : স্ত্রীকে স্বামী যদি মহরের নিয়্যাতে টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে এবং দেওয়ার সময় মহরের টাকা বলে উল্লেখ না করে মনে মনে নিয়্যাত করে, তাহলে মহর আদায় হবে কি না?

উত্তর : স্ত্রীকে খোরপোষ, বাসস্থান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত টাকা বা অন্য কিছু মহরের নিয়্যাতে দিলে তা মহরের মধ্যে শুমার করা যাবে।(৯/১৫৫/২৪৮৬)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٤/ ٢٩ : ولو أعطاها الزوج مالا فاختلفا فقال الزوج: هو من المهر وقالت هي: هو من النفقة فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة؛ لأن التمليك منه فكان هو أعرف بجهة التمليك كما لو بعث إليها شيئا فقالت: هو هدية، وقال: هو من المهر أن القول فيه قوله إلا في الطعام الذي يؤكل - لما قلنا - كذا هذا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ١٨٤ : (قوله ومن بعث إلى امرأته شيئا، فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله في غير المهيأ للأكل)؛ لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وإن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب إلا فيما يتعارف هدية وهو المهيأ للأكل؛ لأنه متناقض عرفا ... وهذا كله إذا لم يذكر وقت الدفع جهة أخرى غير المهر.

Scanned by CamScanner

স্ত্রীকে প্রদত্ত কোন কোন জিনিস মহর শুমার করা যাবে

প্রশ্ন : ক. আমার দাম্পত্য জীবন ১৪-১৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আক্বদে নিকাহের সময় যে মহর নির্ধারণ করা হয়েছে তা এখন পর্যন্ত আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একসাথে আদায় করার সামর্থ্যও আমার নেই। আমার স্ত্রী সময়ে সময়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র চায়। আমি যদি ওই সমস্ত জিনিস মহরের নিয়্যাতে দিয়ে দিই তা কি মহর হিসেবে গণ্য করা যাবে?

খ. আমার কোনো আত্মীয় কিংবা স্ত্রীর আত্মীয় আমার স্ত্রীকে কাপড় হাদিয়া দিলে আমি ওই কাপড় দ্বারা জরুরত পুরা হয়ে গেছে মনে করে আমার পক্ষ থেকে দেওয়া কাপড়গুলোকে মহরের নিয়্যাতে করলে তা বৈধ হবে কি না?

গ. কাপড় ছাড়া স্ত্রীর চাহিদার ওপর তার জরুরত কিংবা সৌন্দর্যের কোনো বস্তু তাকে দিলে মহর ধরা যাবে কি না?

ঘ. কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ ছিল পরে মেডিক্যালে ভর্তি করিয়েছি। এখানে আমার অন্তত ৪-৫ হাজার টাকা কর্জ হয়েছে। ওই টাকা আমি মহর থেকে গণ্য করতে পারব কি না?

উল্লিখিত প্রশ্নে স্ত্রীকে না জানিয়ে নিয়্যাত করলে কী হুকুম? যদি স্ত্রীকে জানিয়ে কোনো একটা কাগজের মধ্যে তার দস্তখত নিয়ে ভবিষ্যতে যে সমস্ত জিনিস মহর ধরা যায় সেগুলোর নাম লিখে যেদিন মহর শেষ হয় সেদিন তাকে বলে দেওয়া হয় যে তোমার প্রাপ্য শেষ করে দিয়েছি, তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য? শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কতটুকু মূল্যায়ন?

উত্তর : ক. খোরপোষ ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত স্ত্রী যা চায় তা মহর হিসেবে দেওয়ার প্রথা থাকলে এরূপ জিনিস স্ত্রীকে মহর হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। মহর হিসেবে দেওয়ার প্রথা না থাকলে স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া মহর হিসেবে গণ্য হবে না।

খ. বর্ণিত অবস্থায় আপনার প্রদত্ত কাপড় স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া মহরে হিসাব করা যাবে না।

গ. স্ত্রীর সম্মতিতে যেকোনো জিনিসকে মহর হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পূর্বে অবগত করার পর ওই সমস্ত জিনিসকে মহরে গণ্য করে মহরের হিসাব শেষ করাতে কোনো আপত্তি নেই।

ঘ. ব্যয় করার পূর্বে অনুমতি বা পরে সে সম্মত হলে তা মহরে গণ্য করা যাবে। (৬/৫২৯/১২৮৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ١٨٤ : (قوله ومن بعث إلى امرأته شيئا، فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله في غير المهيأ للأكل)؛ لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وإن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب إلا فيما يتعارف هدية وهو

Scanned by CamScanner

المهيأ للأكل؛ لأنه متناقض عرفا ... وهذا كله إذا لم يذكر وقت الدفع جهة أخرى غير المهر.

📖 التحرير المختار (سعيد) ١/ ٢٠٢ : وقد يدفع هذا بأن ما ذكروه مبنى على عادتهم أنهم يسمون نقودا فى المهر، ثم يدفع الزوج غيرها، ويحسبه عن المهر وتكون حينئذ المرأة راضية بهذه المعاوضة، وهذا العرف جار فى كثير من قرى مصر.

মহর নেওয়া সামাজিকভাবে অসুন্দর বলার অবকাশ নেই

প্রশ্ন : মহর নেওয়া এখন সামাজিকভাবে অসুন্দর, এ ক্ষেত্রে নারীদের কী করা উচিত?

উত্তর : নারী সমাজ বর্বর যুগের ন্যায় মূল্যহীন ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার না হওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম মহর নির্ধারণের মাধ্যমে তাদেরকে মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করেছে। মহর নির্ধারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান। সুতরাং এই বিধান পালনের মাধ্যমেই সমাজকে করে তুলতে হবে আরো সুন্দর ও গৌরবময়। পক্ষান্তরে এ বিধানকে অসুন্দর মনে করে পরিহার করা বর্তমান সমাজকে বর্বর ও জাহিলিয়াতের দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর, যা কোনো মুসলিম নর-নারীর জন্য বৈধ হতে পারে না। তবে মহর যেহেতু স্ত্রীর হক, তাই স্ত্রী স্বেচ্ছায় মাফ করার অধিকার রাখে। (৬/৬৩২/১৩৫৯)

📖 سورة النساء الآية ٤ : ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٨ / ٣٠٨ : نص قطعی میں وارد ہے واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين اس آیت قطعیہ سے مہر کا ضروری ہونا معلوم ہوا اس سے عورت کی عظمت و شرافت کو اجاگر کرنا ہے، ثم المهر واجب شرعا لشرف المحل.

Scanned by CamScanner

কাবিননামা ও বিবাহ পড়ানোর সময় উল্লিখিত মহরের পরিমাণে তারতম্য হওয়া

প্রশ্ন : বিবাহের কাবিননামায় যে মহরানা লেখা হয় যেমন, ৫০,০০০ টাকার কাবিন, কিন্তু বিবাহ পড়ানোর সময় ১০,০০০ টাকার দেনমহর ধরা হয়, তা সঠিক কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ পড়ানোর সময় মহর হিসেবে যে পরিমাণটি উল্লেখ করে ইজাব-কবুল হয় সে পরিমাণই আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। স্বামীর সম্মতি ছাড়া কাবিননামায় এর বিপরীত লেখা হলে তা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মহর ১০,০০০ টাকাই হবে, কাবিনের ৫০,০০০ টাকা ওয়াজিব নয়। তবে স্বামী যদি স্বেচ্ছায় কাবিনে উল্লিখিত টাকাও মহর হিসেবে প্রদান করতে চায় করতে পারবে।(৬/৭৪৪/১৪০২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٠٢ : (وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد (عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوج ثانيا في العدة أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنبي.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٠٤ : (قوله ويجب نصفه) أي نصف المهر المذكور، وهو العشرة إن سماها أو دونها أو الأكثر منها إن سماه، والمتبادر التسمية وقت العقد، فخرج ما فرض أو زيد بعد العقد فإنه لا ينصف كالمتعة كما سيأتي.

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٤ / ١٣٤ : ولو عقد بمأة درهم وكتب فى الصك بمائة دينار فالواجب ما ذكر فى العقد.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨ / ٢٦٢ : مہر کی مقدار وہ معتبر ہے جس کو نکاح خواں نے بوقت نکاح ظاہر کیا اور جس مہر کو سن کر شوہر نے قبول کیا اور حاضرین مجلس نے سنا کیونکہ مہر وہی واجب ہوتا ہے جو عقد کے وقت نام لیا جاوے اور جس پر عقد نکاح کیا جاوے۔

Scanned by CamScanner

আক্বদের সময়ে উল্লিখিত পরিমাণ মহরই দিতে হবে

প্রশ্ন : আমার বিয়ে হয়েছে আঠারো বছর পূর্বে। বিয়ের সময় আমার আব্বা মহরের ব্যাপারে বলেছিল যে মহর মহরে ফাতেমী হবে। কিন্তু আমার স্বামী বলেছিল যে আমার কাছে স্বর্ণের একটি আংটি আছে এটাই মহর হবে, অতিরিক্ত দেব না। কিন্তু বিয়ে পড়ানো হয়েছে মহরে ফাতেমী বলেই। এখন আমার স্বামী এই আংটি ছাড়া আর কোনো কিছু দিতে রাজি নয়। প্রশ্ন হলো, আমি কি মহর হিসেব উক্ত আংটিটি পাব নাকি মহরে ফাতেমী পাব?

উত্তর : বিবাহ পড়ানোর সময় যে পরিমাণ মহর উল্লেখ করা হয় ওই পরিমাণ মহরই স্বামীর ওপর ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মহরে ফাতেমীই আপনার প্রাপ্য হবে, শুধু আংটি নয়। (৬/৫৬৭/১৩৩৬)

📖 حاشية الطحطاوى على الدر ٢ / ٤٩ : ويجب اكثر ان سمى الاكثر ويتاكد عند الوطئ.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨ / ٢٦٢ : مہر کی مقدار وہ معتبر ہے جس کو نکاح خوان نے بوقت نکاح ظاہر کیا اور جس مہر کو سنکر شوہر نے قبول کیا ہے، اور حاضرین مجلس نے سنا کیونکہ مہر وہی واجب ہوتا ہے جو عقد وقت نام لیا جاوے اور جس پر عقد نکاح کیا جاوے۔

আক্বদের সময় মহর হিসেবে যা নির্ধারিত হবে তা-ই আদায়যোগ্য

প্রশ্ন : আমার বিবাহের সময় আমি মহরে ফাতেমীর উল্লেখ করেছিলাম। আর আমার বিবির পক্ষ তাই সমর্থন করেছিল। একজন মাওলানা সাহেব বলেন যে আমরা কয়েকজন আলেম বসে হিসাব করেছি, বর্তমানে মহরে ফাতেমী ৪০,০০০ টাকা আসে। তাই তাঁর কথার ওপর ৪০,০০০ টাকাই ইজাব-কবুলের সময় বলেছিলাম। কিন্তু আমার অন্তরে মহরে ফাতেমী ছিল, যা ওই বৈঠকেই উল্লেখ হয়েছিল। এখন বিবিকে মহরে ফাতেমীর হিসাবে যা আসে তাই দেব নাকি ৪০,০০০ টাকাই দিতে হবে?

উত্তর : যদি আক্বদের সময় মহরে ফাতেমীর ওপর ইজাব-কবুল হয় তাহলে আদায়ের সময় সতর্কতামূলক ১৫০ তোলা খাঁটি রুপার বাজারমূল্য আদায় করবে। আর যদি মহরে ফাতেমীর দাম নির্ধারণ করে আক্বদের সময় নির্ধারিত পরিমাণের ওপর ইজাব-কবুল হয় তাহলে ওই পরিমাণই আদায় করতে হবে। (৫/১০২/৮৪৫)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (زکریا) ۸/ ۲۳۲ : (نوٹ) مہر میں اگر چاندی کا حساب کرکے روپئے مقرر کئے ہیں تو فی الحال مہر ادا کرے یا بعد میں ادا کرے، چونکہ روپے متعین کردئے ہیں لہذا جب بھی ادا کرے مقرر شدہ روپے ادا کرے اگر ۱۵۰ تولہ چاندی مقرر کی ہے تو جس وقت مہر ادا کرے اس وقت ۱۵۰ تولہ چاندی ادا کرے یا اس وقت چاندی کے جو دام ہوں اس کے حساب سے روپے ادا کرے۔

জীবিত ও মৃত স্ত্রীর মহর আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : একজন লোকের মোট তিনজন স্ত্রী। এর মধ্যে দুজন মৃত এবং একজন জীবিত। মৃত এক স্ত্রীর মহরানা হিসেবে ৯ শতাংশ জমি দেওয়া হয়েছিল। আর অপর মৃত স্ত্রীকে মহর বাবদ কিছুই দেওয়া হয়নি। এখন কী উপায়ে ওই মৃত স্ত্রী ও জীবিত স্ত্রীর মহরের হক আদায় করা যাবে? এর সমাধান জানতে আগ্রহী।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তার স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করলে বা স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে শরীয়তের বিধান মতে আক্বদের সময় ধার্যকৃত মহর স্ত্রীর প্রাপ্য হক বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়, যা আদায় করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় জীবিত স্ত্রীর মহর স্বামী তাকে আদায় করে দেবে। আর মৃত স্ত্রীর ধার্যকৃত মহর তার উত্তরাধিকার সম্পদ হিসেবে তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হবে।
উল্লেখ্য, স্ত্রীর ওয়ারিশদের মধ্যে স্বামীও অন্তর্ভুক্ত। (৫/১৯০/৮৮৭)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۱۰۲ : (وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد (عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۱ / ۳۰۳ : والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق، كذا في البدائع.

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ۱ / ۳٤٦ : (وإن سماها) أي العشرة (أو أكثر) منها (لزم المسمى بالدخول) ؛ لأن بالدخول

Scanned by CamScanner

يتحقق تسليم المبدل (أو موت أحدهما) أي الزوج والزوجة فإن الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير.

সামাজিকভাবে বেশি মহর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু প্রথা প্রচলিত আছে। যেমন কোনো বিবাহ বন্ধনের সময় মহর বাবদ কমপক্ষে ৫০-৬০ হাজার টাকা ধার্য করা হয়। কিন্তু ধনী-গরিব কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। আর যেকোনো গরিব ব্যক্তি উল্লিখিত পরিমাণ টাকা দিতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি কোন পন্থা অবলম্বন করলে সহজভাবে মহর পরিশোধ করে বিবাহ করতে পারে? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান চাই।

উত্তর : বিবাহকারী যে পরিমাণ মহরের সামর্থ্য রাখে সে পরিমাণ মহর ধার্য করা সুন্নাত। তবে মহর কমপক্ষে দশ দিরহাম বা সে পরিমাণ রুপা বা তার মূল্য হতে হবে। যে ব্যক্তি এ পরিমাণ মহরের সামর্থ্য না রাখে সে রোযা রাখবে আর দু'আ করবে। আর বেশি মহর ধার্য করে বিবাহ করলে যদি আদায়ের নিয়্যাত থাকে তাহলে বিবাহের কোনো ক্ষতি হবে না, নচেৎ গোনাহগার হবে।
আর বেশি মহরের সামর্থ্য থাকলে সামর্থ্য মোতাবেক মহর ধার্য্য করতে পারবে যদি লোক দেখানোর নিয়্যাত না হয়, নচেৎ গোনাহ হবে। এ ক্ষেত্রে মহরে ফাতেমী ধার্য করা উত্তম। (৩/১০/৪৪২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٧ : (و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا (حال الاعتدال) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة.

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٦٠ (٥٠٦٦) : عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: دخلت مع علقمة، والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

Scanned by CamScanner

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٦/ ٣٦٢ : («من استطاع منكم الباءة»)
بالمد والهاء، وهي اللغة الفصيحة الشهيرة الصحيحة، والثانية بلا مد، والثالث بالمد بلا هاء، والرابعة بهاءين بلا مد، وهي الباهة. ومعناها الجماع مشتق من الباه المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باه، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، وفيه حذف مضاف أي: مؤنة الباءة من المهر والنفقة، قال النووي - رحمه الله -: " ولا بد من هذا التأويل، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ومن لم يستطع " عطف على " من استطاع " ولو حمل الباءة على الجماع لم يستقم قوله: قال الصوم له وجاء ; لأنه لا يقال للعاجز هذا، وإنما يستقيم إذا قيل: أيها القادر المتمكن من الشهوة إن حصلت لك مؤن النكاح تزوج وإلا فصم.

আদায় না করেও কাবিননামায় আংশিক মহর উসুল দেখানো

প্রশ্ন : কখনো ৫০-৬০ হাজার টাকা মহর ধার্য করে অর্ধেক আদায় ও অর্ধেক বাকি লিখে রাখে, অথচ ছেলের পক্ষ হতে কোনো কিছুই আদায় করা হয় না।

উত্তর : শরীয়তের আইনে মহর স্ত্রীর হক। স্বামীর তা দিতে হবে, নগদ হোক বা বাকি ওয়াদা থাকুক। শুধু কাবিননামায় মহর আদায় লিখলে আদায় বলা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবে আদায় করে না দেয়। (৩/১০/৪৪২)

📖 سورة النساء الآية ٤ : ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
📖 سورة النساء الآية ٢٤ : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾
📖 شرح الطيبي على المشكاة (مكتبة نزار) ٧/ ٢٢٥٧ : والناس في النكاح علي أربعة أقسام؛ لأنه لا يخلو من أن يكون تائقاً إليه أم لا، والأول إما أن يجد المؤن والأسباب أم لا، فإن وجد فيستحب له النكاح، وإن لم يجد فعليه الصوم، والثاني إما أن يجد المؤن والأسباب أم لا، فإن وجد فالأولي له ترك النكاح والتخلي للعبادة عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ومالك أن النكاح له أفضل، وإن لم يجد فيكره له النكاح.

Scanned by CamScanner

باب الجهيز

পরিচ্ছেদ : যৌতুক

বিনা শর্তে জামাতাকে কোনো কিছু প্রদান করা

প্রশ্ন : বিবাহের মধ্যে কোনো ধরনের লেনদেনের শর্ত ছাড়া যদি পরবর্তীতে শ্বশুরপক্ষ থেকে জামাইকে নগদ অর্থ বা জমি-দোকান প্রদান করা হয়, তাহলে বর্তমান যৌতুকপ্রবণ যুগে তার জন্য উক্ত টাকা বা অন্য সম্পদ গ্রহণ জায়েয হবে কি না? স্মর্তব্য যে গ্রহীতার অন্তরে কোনো লিপ্সা নাই এবং শ্বশুরপক্ষও খুশিমনে প্রদান করেছে। এর সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : বিবাহের সময় ছেলেপক্ষ বা মেয়েপক্ষ কোনো কিছু লেনদেনের শর্ত করা যৌতুকের শামিল ও শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ায় তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। বর্তমানে যেহেতু শর্ত ছাড়া প্রথা হিসেবে লেনদেনের প্রচলন রয়েছে, তাই এমতাবস্থায়ও المعروف كالمشروط হিসেবে শর্ত ছাড়াও বিয়ের সময় কোনো কিছু আদান-প্রদান করা যৌতুক বলে বিবেচিত হবে। তবে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর শ্বশুরপক্ষ স্বেচ্ছায় যদি জামাইকে কোনো জিনিস প্রদান করে, তবে তা যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (৪/৩১৮/৭১৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٤٢٤ : ومن السحت: ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٨٥ : ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر كذا في النهر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١ / ١٥٤ : الجواب-حامداً ومصلیاً، اگر وہاں شرط نہ کی جائے اور اس لین دین کا دستور بھی نہ ہو اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھتے ہوں کہ کچھ دیا جائے گا یا کچھ لیا جائے گا، پھر کوئی تازہ رشتہ کی بنیاد پر خوشی میں لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے دیدے تو کوئی مضائقہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت ان کے چچا کو کرتا مرحمت فرمایا تھا۔ فقط واللہ اعلم.

Scanned by CamScanner

যৌতুকের টাকায় ওলীমা ও তাতে অংশগ্রহণের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রথা রয়েছে, ছেলে-মেয়েকে বিবাহের সময় যৌতুক আদান-প্রদান হয়, এটি জায়েয আছে কি না? আর এই যৌতুকের টাকা দিয়ে বিবাহের ওলীমার খানা জোগাড় করলে এই ওলীমা খাওয়া জায়েয হবে কি? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ-শাদিও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত তাই অন্যান্য ইবাদতের মতো এটাও শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করা অত্যন্ত জরুরি। শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে সাময়িক লাভ, ভোগবিলাস দৃষ্টিগোচর হলেও তার পরিণাম ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে। শরয়ী বিধান মতে মেয়ের মোহরানা, জরুরি আসবাবপত্র, খোরপোষ ও বাসস্থানের দাবি করা মেয়েপক্ষের অধিকার। আর ছেলেপক্ষের কোনো কিছু চাওয়ার অধিকার নেই। বিশেষ করে যৌতুকের নামে কিছু দাবি করা সম্পূর্ণ হারাম। যৌতুকের টাকা দিয়ে ওলীমার ব্যবস্থা করাও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ হওয়ায় তা বর্জনীয়। (৯/২৯৬/২৬০২)

📖 مسائل نکاح واحکام طلاق ص۱۰۵ : الجواب—مرداور عورت کے نکاح میں شرعی طور پر صرف ایک ہی چیز ضروری اور لازم ہے اور وہ ہے کہ مرد کیطرف سے عورت کا مہر اور شادی کے بعد اس کے ضروری مصارف اور رہائش کا انتظام کے علاوہ کوئی عوض نقدر قم یا سامان نہ لڑکی کی طرف سے ہے نہ لڑکی اور اس کے سرپر مسنون کی طرف سے اگر دونوں میں ہے کسی طرف سے اس کا مطالبہ ہو تو المعروف کالمشروط کے طور پر اس کا رواج پڑ جائے تو شرعا یہ رشوت ہے جو ہر حال میں حرام اور ناجائز ہے۔

যৌতুকের লেনদেন ও কনেকে সাজিয়ে দেওয়ার দাবি

প্রশ্ন : বিবাহে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মাঝে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যৌতুকের আদান-প্রদান করা হয় তা জায়েয কি না? যদি জায়েয না হয় তবে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশে উভয় পক্ষের কী ধরনের ফয়সালা হবে? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

Scanned by CamScanner

বিবাহে বরপক্ষ কনেপক্ষকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বলে, বরের জন্য কোনো টাকা-পয়সা কিছুই দিতে হবে না। শুধু কন্যাকে গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। উক্ত গহনা কি যৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে? হয়ে থাকলে কিভাবে শুদ্ধিকরণ সম্ভব?

উত্তর : বিবাহে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের আলোচনার মাধ্যমে যৌতুক আদান-প্রদান ঘুষের নামান্তর হওয়ায় হারাম। তা কনেপক্ষকে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। উভয় পক্ষকে এর জন্য তাওবা করতে হবে, অন্যথায় হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশে উভয় পক্ষকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রশ্নে উল্লিখিত গহনা যদি বরপক্ষের শর্ত সাপেক্ষে দেওয়া হয় এবং না দিলে বিবাহে বিঘ্নতা ঘটে তাহলে তা যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত, অন্যথায় যদি মেয়ের বাবা-মা গহনা-অলংকার তার মেয়েকে স্বেচ্ছায় মালিক বানিয়ে দেয় তখন তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

(১৩/৮৮৬/৫৯৫১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٥٦ : (أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٣٦٢ : وفي القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٥ / ١٠٩ : لڑکی کے ولی کو لڑکے سے کچھ روپیہ علاوہ مہر کے لے کر نکاح کرنا رشوت ہے اور رشوت لینا حرام ہے اور اس روپئے کو جو لڑکی کے ولی نے لڑکے سے لیا ہے بوجہ رشوت اور حرام ہونے کے کسی کار خیر میں صرف کرنا نہیں چاہئے اس سے کوئی ثواب نہیں مل سکتا بلکہ اسی کو واپس کر دینا چاہئے جس سے لیا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو منع کرتے ہوئے زجر اسخت الفاظ مناسب طریقہ سے استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٢٧ : لو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداد منها وعليه الفتوى... ... وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت

Scanned by CamScanner

إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك، كذا في الفصول العمادية.

জামাতাকে কিছু দিতে চাইলে কিভাবে দেবে

প্রশ্ন : শ্বশুরবাড়ি থেকে যদি জামাতাকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করে তখন কোন পদ্ধতিতে দিলে যৌতুক হবে না।

উত্তর : যদি কোনো শর্ত ও চাপ সৃষ্টি এবং প্রচলিত প্রথার পাবন্দি ব্যতীত নিজ খুশিতে কিছু হাদিয়াস্বরূপ দেওয়া হয় তাহলে তা যৌতুক হবে না। (১৯/৫৭৮/৮০১৭)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ٣٢٥ : ولو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۳۷۱ : باپ کا اپنی لڑکی کو نکاح کے وقت جہیز دینا سنت نبویہ سے ثابت ہے... پس شادی میں کپڑے زیور وغیرہ دینے کا جو رواج ہے یہ رواج فی نفسہ خلاف شرع نہیں البتہ اس میں افراط وغلو مناسب نہیں کہ اس قدر اہتمام کیا جائے جس سے پریشانی ہو اور قرض کا بار عظیم ہو جائے باقی اپنی حقیقت کے موافق اہتمام کرنا شریعت کے موافق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب.

খুশিমনে মেয়েকে দেওয়া জিনিস তার স্বামীকে দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি তার মেয়ের বিয়ের সময় অথবা বিয়ের পরে খুশিমনে মেয়ের নামে জমি ক্রয় করে তাকে দানস্বরূপ দেয়, অথবা মেয়ের নামে ব্যাংক ব্যালান্স খোলে, অথবা নগদ অর্থ মেয়ের হাতে হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে, এভাবে মেয়েকে দিতে বা মেয়ের জন্য গ্রহণ করতে শরীয়ত কর্তৃক কোনো আপত্তি আছে কি না? মেয়ের জন্য বাবার দানকৃত সম্পদ/নগদ অর্থ মেয়ে তার স্বামীকে হাদিয়া/দান করা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে স্বামী আলেম হওয়া অবস্থায় তার পেছনে নামায পড়তে শরীয়তে কোনো আপত্তি আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেকোনো লোক জীবদ্দশায় স্বীয় মালিকানাধীন সম্পদ থেকে যতটুকু ইচ্ছা দান-সদকা করার অধিকার রাখে। এতে দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। তাই কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ মেয়ের নামে সম্পদ দান বা মেয়ের হাতে নগদ অর্থ প্রদান করা এবং মেয়ে তা গ্রহণ করা সবই শরীয়ত সমর্থিত ও সাওয়াবের কাজ। কারো চাপবিহীন অর্থ প্রদান করা হাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত। মেয়ে গরিব হলে বাবা সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা নৈতিক দায়িত্বও বটে। তাই এরূপ হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। তদ্রূপ বিত্তশালী স্ত্রীর জন্য চাপবিহীন স্বেচ্ছায় স্বামীকে হাদিয়া দেওয়াও আপত্তিকর নয়। হযরত খাদিজা (রা.) নিজ সম্পদ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ব্যয় করেছেন। তাই স্ত্রীর দানকৃত সম্পদ, নগদ অর্থ গ্রহণ করা স্বামীর জন্য দোষের কিছু নয়। (১১/১০৬/৩৪৮২)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٥٧ : (ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته) لجريان العرف به.

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١ / ٢٧ : قال في الولوالجية إذا جهز الأب ابنته ثم مات وبقية الورثة يطلبون القسم منها فإذا كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدما كبرت وسلم إليها ذلك في صحته فلا سبيل لورثته عليه ويكون للابنة خاصة.

📖 الطبقات الكبرى لابن سعد (دار الكتب العلمية) ٨/ ١٩ : عن عكرمة. قال: لما زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا فاطمة كان فيما جهزت به سرير مشروط ووسادة من أدم حشوها ليف وتور من أدم وقربة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢ / ٣٧١ : الجواب- باپ کا اپنی لڑکی کو نکاح کے وقت جہیز دینا سنت نبویہ سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کو شادی کے وقت جہیز دیا ہے اسی طرح نکاح کے وقت شوہر کا عورت کو زیور کپڑے وغیرہ دینا سنت سے ثابت ہے، حضرت علیؓ نے جس وقت نکاح کے بعد حضرت فاطمہؓ کے پاس جانا چاہا تو حضور ﷺ نے فرمایا،

Scanned by CamScanner

«أعطها شيئا» قلت: ماعندي من شيء، قال: «فأين درعك الحطمية؟» الحديث...

...

ان روایات سے ثابت ہے کہ شوہر کو عورت کے پاس جانے سے پہلے کچھ دینا چاہئے یہ عورت کا حق ہے۔

پس شادی میں کپڑے، زیور وغیرہ دینے کا جو رواج ہے یہ رواج فی نفسہ خلاف شرع نہیں، البتہ اس میں افراط وغلو مناسب نہیں کہ اس قدر اہتمام کیا جائے جس سے پریشانی ہو اور قرض کا بار عظیم ہو جائے، باقی اپنی حیثیت کے موافق اہتمام کرنا شریعت کے موافق ہے، واللہ تعالی اعلم۔

اور لڑکے کو جو جوڑا دیا جاتا ہے اس کا ثبوت جزئی تو نہیں ہے، مگر کلی ثبوت حدیث تھادوا تحابوا سے اس کا بھی ہے، کیونکہ اس کا منشأ محض اکرام ومحبت کا اظہار ہے، اگر غلو نہ ہو تو اس کا بھی مضائقہ نہیں، واللہ اعلم۔

শ্বশুরালয় থেকে কিছু দেওয়ার আশ্বাস দিলে তা গ্রহণ করা

প্রশ্ন : বিবাহের সময় যদি শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু দেওয়ার শর্ত না করে। কিন্তু বিবাহের পরে কিছু দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এমতাবস্থায় বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু দিলে যৌতুক হবে কি না?

উত্তর : যদি শ্বশুরবাড়ি থেকে বিবাহের দিন বা তার আগে-পরে কিছু দেওয়ার শর্ত আশ্বাস বা আলাপ-আলোচনা ব্যতীত বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজ খুশিতে কিছু দেয় তাহলে যৌতুক হবে না।(১৯/৫৭৮/৮৩১৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٥٨ : ... حتى لو سكت بعد الزفاف ولم يطلب جهازا علم أنه دفعه تبرعا بلا طلب عوض وهو في غاية الحسن، وبه يحصل التوفيق.

📖 مجلة الاحكام العدلية ص ١٦٥ (المادة ١٦٠) : يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه.

Scanned by CamScanner

কনের যাবতীয় ব্যবস্থা পিতা করে দেবে বলে অঙ্গীকার করা

প্রশ্ন : এক ধনী ব্যক্তি জনৈক গরিব আলেমকে বলল যে তুমি আমার মেয়েকে বিবাহ করো, তোমার কিছু দেওয়া লাগবে না। সব কিছু আমি তোমাকে ব্যবস্থা করে দেব। এমতাবস্থায় উক্ত জিনিসগুলো দিলে যৌতুক হবে কি না?

উত্তর : যৌতুক হবে না।(১৯/৫৭৮/৮৩১৭)

📖 شرح النقاية ١ / ٥٩٠ : جهز بنته وزوجها ثم زعم ان الذى دفعه اليها ماله وكان على زوجه العارية عندها... ... المختار للفتوى اذ كان الاب يدفع جهازا لا عارية كما فى ديارنا فالقول قول الزوج وان كان العرف مشتركا فالقول قول الاب.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١ / ١٥٤ : الجواب -حامداً ومصلیاً، اگر وہاں شرط نہ کی جائے اور اس لین دین کا دستور بھی نہ ہو اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھتے ہوں کہ کچھ دیا جائے گا یا کچھ لیا جائے گا، پھر کوئی تازہ رشتہ کی بنیاد پر خوشی میں لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے دیدے تو کوئی مضائقہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت ان کے چچا کو کُرتا مرحمت فرمایا تھا۔ فقط واللہ اعلم.

কনের বাবার হাদিয়া গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমি বাড়ির বাইরে এক দূরবর্তী এলাকায় চাকরি করি। ছয় মাস পর বাড়ি গিয়ে জানতে পারি–আমার খালাতো শালার বিবাহ হয়। মেয়ের বাবা বিবাহে অংশগ্রহণকারী বরের ভগ্নিপতি প্রমুখের সাথে আমার জন্যও একটি লুঙ্গি আমার শ্বশুরবাড়িতে প্রেরণ করেন। শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গেলে আমার শ্বশুর ঘটনার বৃত্তান্ত বলার পর আমাকে ওই লুঙ্গিটি প্রদান করেন। আমি লুঙ্গিটি নিয়ে আমার বাড়িতে এলে একজন আলেম বলেন যে বিবাহে মেয়ের বাবার লুঙ্গি ইত্যাদি গ্রহণ করা অনুচিত। এখন আমি সমস্যায় পড়ে গেছি। যেহেতু গ্রহণ করেছি, ফেরত দিলে তারা মন খারাপ করবে। অপরদিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাকি তা গ্রহণ করা অনুচিত। তাই এই সমস্যার একটি সমাধান পাওয়ার আশাবাদী।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহের সময় ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষ থেকে কোনো কিছু চেয়ে নেওয়া অথবা সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী মেয়ের পক্ষ ছেলে অথবা ছেলের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কিছু দেওয়া যৌতুকের পর্যায়ভুক্ত বিধায় অবৈধ ও নাজায়েয বলে বিবেচিত। এ ধরনের জিনিস গ্রহণকারীর জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ নয়, বরং মালিককে ফেরত দিতে হবে। (১১/৮৩১/৩৭৩৪)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٣٨٤ (٢٥١٨) : عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة».

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ / ۱۵۴ : الجواب-حامداً ومصلیاً، اگر وہاں شرط نہ کی جائے اور اس لین دین کا دستور بھی نہ ہو اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھتے ہوں کہ کچھ دیا جائے گا یا کچھ لیا جائے گا، پھر کوئی تازہ رشتہ کی بنیاد پر خوشی میں لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے دیدے تو کوئی مضائقہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت ان کے چچا کو کُرتا مرحمت فرمایا تھا۔ فقط واللہ اعلم.

চাওয়া বিনে কিছু দেওয়া যৌতুক নয়

প্রশ্ন : আমাদের ছোট বোন যে এ বছর ফাজিল প্রথমবর্ষে লেখাপড়া করছে। আমরা তাকে একজন কামেল পাস মাওলানার সাথে বিবাহ দিই। তিনি মাদ্রাসার মাওলানা শিক্ষক হিসেবে চাকরি করছেন। তাঁর বাড়ি থেকে মাদ্রাসা দশ-এগারো কি.মি. দূরে। তাই তাঁর বাইসাইকেল দিয়ে ক্লাস করাতে অসুবিধা হয় ভেবে আমরা তাকে একটি মোটরসাইকেল কিনে দিই। এমনকি মোটরসাইকেল ছাড়া আরো অনেক কিছু দিয়েছি এবং আরো অনেক কিছু দেব। কিন্তু সমাজের এক শ্রেণীর লোক আমাদেরকে এবং আমাদের ভগ্নিপতিকে যৌতুক নিয়ে বিবাহ করেছে বলে।

এমতাবস্থায় আমার ভগ্নিপতিকে আমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া জিনিসগুলো যৌতুকের পর্যায়ে পড়ে কি না? দলিলসহ জানাবেন। যদি যৌতুকের পর্যায়ে না পড়ে তাহলে যারা আমাদের ও আমার ভগ্নিপতিকে যৌতুক লেনদেন করেছি বলে অপবাদ দিয়েছে তাদের কী সাজা হতে পারে, তা দলিলসহ জানাবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিবাহকালে বর-কনেকে শর্ত সাপেক্ষে বা প্রথাভিত্তিক প্রদেয় টাকা, আসবাবপত্র ইত্যাদিকে যৌতুক বলা হয়। এ ধরনের আদান-প্রদান সামাজিক প্রথাতে পরিণত হওয়ার কারণে চাপের মুখে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এসব করা বা করতে বাধ্য হওয়ার বিষয়টি সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ ব্যাধি বাস্তবে মহামারিতে পরিণত হয়ে সামাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের সব কাজ পরিত্যাগ করে সমাজকে সুস্থ করা সকল মুসলমানের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বিবাহের পর কোনো শর্ত ব্যতীত কনেকে বা বরকে কিছু দেওয়াতে আপত্তি না থাকলেও এসব কিছু দেওয়া উচিত নয়। যাতে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি ও আপত্তি করার সুযোগ না থাকে। (৭/২৭৭)

📖 المحلى بالآثار (دار الفكر) ٩/ ١٠٨ : ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا، لا من صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره من سائر مالها، والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت.

📖 اسلامی شادی ۱۱۸ : اگر خلوص کامل سے شوہر کی خدمت کی جائے بغیر اس کے کہ شوہر کو اس کی خواہش (یا طلب) یا اس پر نظر اس کی نگرانی اور انتظار ہو تو مضائقہ نہیں اھ۔ (جس کی دلیل آیت قرآنی) قوله تعالى ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ واشترط عدم التطلع والتشرف لقوله عليه السلام ما أتاك من غير إشراف فخذوه ومالا فلا تتبعه نفسك أو كما قال عليه الصلوٰة السلام.

📖 اصلاح انقلاب امت ۲/ ۴۶ : جہیز دینے میں چند باتوں کالحاظ رکھنا چاہئے، (۱) اول اختصار، یعنی گنجائش سے زیادہ کوشش نہ کرے، (۲) ضرورت کالحاظ رکھنا، (۳) اعلان نہ ہونا، کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ صلۂ رحمی ہے۔

স্ত্রীর সম্পদ স্বামীর নামে বা সংসারে ব্যয় করতে চাপ প্রয়োগ করা

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান স্ত্রী তার পিতা-মাতা হতে পাওয়া জমিজমা, টাকা-পয়সা অথবা ব্যক্তিগত টাকা-পয়সা ইত্যাদি যদি স্বামীর নির্দেশমতো স্বামীকে না দেয়, অথবা স্বামীর নির্দেশমতো সংসারে ব্যয় না করে, তাহলে উক্ত স্ত্রী শরীয়তের দৃষ্টিতে পাপী হবে কি না? এবং এতে স্বামীর হক নষ্ট হবে কি না?

Scanned by CamScanner

যদি উক্ত স্ত্রী তার পিতা-মাতা হতে পাওয়া জমি ও সম্পত্তি টাকা-পয়সা ইত্যাদির দ্বারা অথবা নিজস্ব ব্যক্তিগত টাকা পয়সার দ্বারা স্বামীর নামে জমিজমা, বাসা-বাড়ি ইত্যাদি ক্রয় না করে স্ত্রী নিজের নামে জমিজমা, বাসা-বাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করে, তাহলে তা শরীয়ত মতে বৈধ হবে কি না? এবং স্বামীর নামে ক্রয় না করার কারণে যদি স্বামী অসন্তুষ্ট হয় তাহলে এর জন্য স্বামীর হক নষ্ট হবে কি না?

উত্তর : যদিও স্ত্রী তার মালিকানাধীন সম্পদ যে কোনো খাতে ব্যয় করার অধিকার রাখে, তবুও এমন কোনো খাতে ব্যয় করা, যেখানে স্বামীর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায় তা উচিত নয়। এতে স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। সুতরাং স্ত্রী তার স্বামীর পরামর্শ ও সন্তুষ্টিতে নিজের সম্পদ বৈধ ও ভালো কাজে ব্যয় করবে। (৬/২৭১/১১৮৮)

📖 سنن ابي داود (٣٥٤٧) : عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها».

📖 سنن النسائى (٣٢٣١) : عن أبي هريرة، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره».

📖 سنن ابي داود (٣٥٤٦) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».

📖 سنن ابن ماجة (٢٣٨٩) : حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟» قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: «هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟» فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۳۷۵ : سوال—زید نے اپنی زوجہ کا مہر ادا کردیا، مہر کا روپیہ زید کی زوجہ کے پاس موجود ہے اب وہ مہر کا روپیہ خیرات کردیوے یا کسی مسجد یا مدرسہ وغیرہا میں صرف کردیوے تو جائز ہے یا نہیں؟ علاوہ اس کے مہر کا روپیہ کس کام میں لانا چاہئے؟

الجواب۔ (یہ روپیہ) اس کی ملک ہے اس کو پورا اختیار ہے جو چاہے کرے۔

নিরুপায় হয়ে যৌতুক প্রদান

প্রশ্ন : একটি মেয়ের বিয়ের বয়স ছাড়িয়ে যায়। এখন তাকে যৌতুক ছাড়া বিবাহ দেওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আমরা জানি, যৌতুক নেওয়া-দেওয়া কোনোটিই বৈধ নয়। তাই এখন যৌতুক দিয়ে যদি বিয়ে না দেওয়া হয় তাহলে মেয়েটি গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা আছে। অতএব গোনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য যৌতুক দিয়ে বিবাহ দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

উত্তর : যৌতুক দেওয়া-নেওয়া নাজায়েয। এমন কাজের প্রতিরোধ করা সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জরুরি। যারা যৌতুক দাবি করে তারা ফাসেক ও বদদ্বীন। এ ধরনের ফাসেকের সাথে সম্পর্ক করা নিষেধ এবং এদের সাথে সম্পর্ক করে শান্তি পাওয়া দুষ্কর। এসব বিবেচনায় সম্ভাব্য সমস্যার সমাধানের নামে যৌতুকের দাবি পূরণকরত এরূপ বদদ্বীনের সাথে সম্পর্ক করা অনুচিত। আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করতে থাকবে যেন আল্লাহ পাক ভালো পাত্র মিলিয়ে দেন। আর বাস্তবে পর্দার সঠিক বিধান মান্য করে মেয়েদের চালানো হলে খারাপ পথে পা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এতদসত্ত্বেও দিতে বাধ্য হলে দাতা গোনাহগার হবে না। (১০/৩১৪/৩১০১)

📖 نظام الفتاوی ۲ / ۲۱۷ : لڑکی والوں سے شادی کے لئے کچھ لینا جائز نہیں، لڑکی والوں سے شادی کے لئے یا شادی کے موقع پر لڑکے والوں کا لینا یہ تلک کہلاتا ہے اور عمل ورواج کافروں غیر مسلمانوں کا ہے اور شریعت کی نگاہ میں ناجائز اور گناہ ہے قرآن پاک میں اس کی ممانعت موجود ہے

Scanned by CamScanner

حقوق الزوجين

স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ

স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসমূহ

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি কী কী মৌলিক হক শরীয়তের বিধানে রয়েছে? একে অপরের হক নষ্ট করলে তার সমাধান কী?

উত্তর : ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যে সমস্ত হক রয়েছে তার থেকে নিম্নে বিশেষ কিছু প্রদত্ত হলো :

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক :

- সাধ্যমতো স্ত্রীর খোরপোষ ও উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
- স্ত্রীর দুরাচরণে ধৈর্যধারণ করা।
- স্ত্রীর সাথে শত্রুসুলভ আচরণ পরিহার করা।
- বিনা কারণে মারধর না করা, বিশেষ করে মুখে আঘাত না করা।
- স্ত্রীকে প্রফুল্লতা দান ও তার সাথে সদাচরণ করা।
- গালাগাল না করা।
- বিনা কারণে তালাক না দেওয়া।
- একাধিক স্ত্রী থাকলে সকলের সাথে ইনসাফভিত্তিক আচরণ করা ইত্যাদি।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক :

- স্বামীর অনুগত হওয়া।
- সর্বদা স্বামীকে খুশি রাখা।
- স্বামীর সাধ্যের বাইরে কিছু না চাওয়া।
- তার অনুমতি ব্যতীত নফল নামায ও রোযা না রাখা (স্বামী বাড়িতে থাকলে)।
- স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা ও তার মাল অন্য কাউকে না দেওয়া এবং নিজেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ না করা।
- স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে কোথাও না যাওয়া।
- স্বামীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া।
- স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে ঘরে আসতে না দেওয়া।

Scanned by CamScanner

> কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর খেয়ানত না করা।

বিনা কারণে তালাক না চাওয়া ইত্যাদি। (১৭/১৯১/৬৯৮৫)

📖 سورة النساء الآية ١٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

📖 الكبائر للذهبي (دار الندوة) ص ١٧٥ : ويجب على المرأة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه والابتعاد عن جميع ما يسخطه والقيام معه عند خروجه وعرض نفسها عليه عند نومه وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته وطيب الرائحة وتعاهد الفم بالسواك وبالمسك والطيب ودوام الزينة بحضرته وتركها الغيبة وإكرام أهله وأقاربه وترى القليل منه كثيرا-

فصل

في فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية ينبغي للمرأة الخائفة من الله تعالى إن تجتهد لطاعة الله وطاعة زوجها وتطلب رضاه جهدها فهو جنتها ونارها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة وفي الحديث أيضا إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها الطير في الهواء والحيتان في الماء والملائكة في السماء والشمس والقمر ما دامت في رضا زوجها وأيما امرأة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأيما امرأة كلحت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه وأيما امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع -

Scanned by CamScanner

📖فيه أيضا ص ١٧٨- ١٧٩ : فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن-

স্বামী ও মাতা-পিতার হক

প্রশ্ন :

১. স্ত্রীর হক স্বামীর ওপর কী কী? উভয়টি বিশ্লেষণ করে উত্তর দেবেন।

২. স্বামী স্ত্রীকে যতক্ষণ কাছে রাখতে চান, ততক্ষণ স্ত্রী তার কাছে থাকা জরুরি কি না এবং স্বামী যখনই স্ত্রীকে চান তখনই কি তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া জরুরি। আর যদি স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে স্বামীর সম্পদে কোনো ক্ষতি হয়, তাহলেও তখনই কি সাড়া দিতে হবে? যদি স্বামী বলে দেয় যে আমি যখনই তোমাকে ডাকব তখনই তোমার উপস্থিত হতে হবে যদিও আমার সম্পদের ক্ষতি হয়, তখনও কি উপস্থিতি অপরিহার্য? যদি স্ত্রী হায়েজ নেফাস ও শারীরিক রোগ, যা সহবাসে বাধা সৃষ্টি করে তা না থাকে, এমতাবস্থায় স্বামী যখনই সহবাস করতে চান তখনই সাড়া দেওয়া জরুরি কি না?

৩. স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক বেশি নাকি নিজ মাতা-পিতার হক বেশি। মাতা-পিতা স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজেদের মেয়েকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবে? যদি স্ত্রীকে একই সময় স্বামী ও মাতা-পিতা ডাকে তাহলে আগে কার ডাকে সাড়া দেবে?

৪. স্ত্রীর ওপর স্বামীর মর্যাদা শরীয়ত দিয়েছে কি না? কতটুকু মর্যাদা স্বামীকে দিয়েছে?

৫. স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে?

উত্তর :

১. স্বামীর হক স্ত্রীর ওপর :

১. স্বামীর সকল আদেশ মেনে চলা (তা যদি গোনাহের না হয়)। ২. এমন কিছু না চাওয়া, যা তার সাধ্যের বাইরে। ৩. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে তার ঘরে

Scanned by CamScanner

আসতে না দেওয়া। ৪. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের না হওয়া। ৫. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ কাউকে না দেওয়া। ৬. স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল নামায ও নফল রোযা না রাখা। ৭. সহবাস করতে চাইলে তার ডাকে সাড়া দেওয়া, যদি শরয়ী বাধা বা শরীর অসুস্থ না হয়। ৮. তার গঠন বা দারিদ্র্যতার কারণে তাকে তুচ্ছ মনে না করা। ৯. শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে নিষেধ করা। ১০. নাম নিয়ে না ডাকা। ১১. কারো নিকট স্বামীর সমালোচনা না করা। ১২. তার আত্মীয়স্বজনের সাথে সদাচরণ করা।

স্ত্রীর হক স্বামীর ওপর :

১. স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা এবং সদ্ব্যবহার করা। ২. তার কষ্টদায়ক আচরণ যথাসাধ্য সহ্য করা। ৩. অনুশাসনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা (অর্থাৎ তার ওপর খারাপ ধারণা না করা, আবার একেবারে ছেড়েও না দেওয়া)। ৪. খরচাপাতিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। ৫. হায়েজ ইত্যাদির মাসআলা শেখানো। ৬. নামাযের তাগিদ দেওয়া এবং কুপ্রথা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা। ৭. প্রয়োজনমতো সহবাস করা। ৮. স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া বীর্য যোনীর বাইরে না ফেলা। ৯. প্রয়োজনমতো ঘরের ব্যবস্থা করা। ১০. মাহরাম আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করার সুযোগ দেওয়া। ১১. সহবাস ও অন্যান্য গোপন কথা কাউকে না বলা। ১২. উপায়হীন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তালাক না দেওয়া ইত্যাদি।

📖 امدادالفتاوی ۲ / ۱۸۵

📖 تحفۂ زوجین ص ۵۷ — ۹۳

২. স্বামী যখনই স্ত্রীকে সহবাস করার জন্য ডাকবে তার ডাকে সাড়া দেওয়া জরুরি, যদি শরয়ী কোনো বাধা অথবা অসুস্থতা না থাকে। চাই ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে স্বামীর সম্পদের ক্ষতি হোক না কেন। স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীকে রাখতে চায় রাখতে পারবে। তবে অতিরঞ্জিত বা বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।

৩. নিজ মাতা-পিতার চেয়ে স্বামীর হক স্ত্রীর ওপর বেশি। তাই স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজ মেয়েকে নিয়ে আসা শরীয়তসম্মত নয়।

📖 فتاوی دارالعلوم ۸/ ۴۰۸

📖 فتاوی محمودیہ ۱۸/ ۴۲۸

📖 کفایت المفتی ۵/ ۴۳

৪. শরীয়ত স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। হাদীস শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত

Scanned by CamScanner

অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি দেওয়া হতো তাহলে মহিলাদের তাদের স্বামীকে সেজদা করার হুকুম দেওয়া হতো।"

📖 جامع الترمذی ١/ ٢١٩

📖 تحفۂ زوجین ص ۵۲

৫. যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হবে, সে গোনাহগার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে স্ত্রীর ওপর স্বামী রাজি নয় তার নামায ও নেক আমল ওপরে পৌঁছে না, যতক্ষণ না স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট হয়। (৯/৯৯২/২৯৫৩)

📖 جامع الترمذی ١ / ٢١٩

📖 فتاوی دار العلوم ٨ / ٤٠٨

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই অপরের হক আদায়ে মনোযোগী হতে হবে

প্রশ্ন : আছিয়া নামক জনৈকা মহিলার বিবাহিত জীবন ৩৫ বছর। তার সন্তান ছয়জন–দুই ছেলে ও চার মেয়ে। বিগত জীবন ভালোভাবেই কেটেছে। কিন্তু আজ প্রায় এক বছর যাবৎ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অমিল দেখা দেয়। আজ প্রায় তিন মাস গত হতে চলেছে স্বামী বড় মেয়ের বাসায় খাওয়াদাওয়া করে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী একটা বাসায় ভাড়া থাকে এবং ছেলেমেয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ নিজ পরিবার নিয়ে বসবাস করে। কিন্তু কেবলমাত্র বড় মেয়েটাই তাদের কাছে থাকে। তাই মহিলার স্বামী বড় মেয়ের কাছে আজ ৩ মাস যাবৎ খাওয়াদাওয়া সবই করে। সে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ বাবদ কিছুই দেয় না, টাকা-পয়সাও দেয় না। এমনকি মাঝেমধ্যে বাসায়ও আসে না। মোটকথা, মহিলার কোনো হক আদায় করে না। এমতাবস্থায় ওই মহিলার স্বামীর ওপর কী হক রয়েছে? স্বামী যদি কোনোরূপ বদ দু'আ করে তার হুকুম কী? এবং মহিলা স্বামীর সেবা না করলে কী হবে? স্বামী উক্ত মহিলাকে এ কথাও বলে যে তার ইবাদত কবুল হচ্ছে না, সে জাহান্নামে যাবে–এটা বলা কি ঠিক হচ্ছে? এবং তা কতটুকু কার্যকর হবে? অনুগ্রহপূর্বক ইসলামের আলোকে উল্লিখিত সকল মাসআলাগুলোর সঠিক সমাধান দিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর : স্ত্রীর ওপর স্বামীর যে রকম হক আছে তদ্রূপ স্বামীর ওপরও স্ত্রীর হক আছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ হক সঠিকভাবে আদায় করলে দাম্পত্য জীবন সুখী হয়। অন্যথায় অশান্তি দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ তার ওপর শরীয়ত কর্তৃক অর্পিত হক আদায় না করলে তার জন্য সে দায়ী ও গোনাহগার হবে। অপরজন তার ওপর অর্পিত হক আদায় করতে থাকবে। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীর

Scanned by CamScanner

ইচ্ছামতে জীবন যাপন করা। স্বামী যেভাবে-যেখানে স্ত্রীকে রাখে, সেভাবে-সেখানে থেকে স্বামীর বাধ্য হয়ে জীবন যাপন করা। এর পরও যদি স্বামী স্ত্রীর খোরপোষ ও অন্যান্য হক আদায় না করে তাহলে স্বামীকে বিহীত পদ্ধতিতে খোরপোষ ও হক আদায়ের জন্য বাধ্য করা যেতে পারে। স্ত্রীকে প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যগুলো দ্বারা কটূক্তি করা এবং শরীয়ত পরিপন্থী কোনো উক্তি করা স্বামীর জন্য উচিত হবে না। এগুলো পরিহার করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ হক আদায় করার ব্যাপারে সচেতন হওয়া জরুরি। (৯/৭৩৫/২৮৩৪)

📖 صحيح ابن حبان (مؤسسة الرسالة) ١٢/ ١٧٨ (٥٣٥٥) : عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة, ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه, فيضع يده في أيديهم, المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى, والسكران حتى يصحو".

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٢٢٩ : ويجب لو فات الإمساك بالمعروف ويحرم لو بدعيا. ومن محاسنه التخلص به من المكاره -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ٣٢١ : وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفرلأنها هي المستحقة عليه ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق لأن الإحتباس قائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء لما قلنا." وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة ".

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٣١٧ : يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يمطله حقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة فيما يبذله له، بل يعامله ببشر وطلاقة، ولا يتبع عمله مِنَّة ولا أذى؛ لأن هذا من المعروف.

Scanned by CamScanner

অবাধ্য হয়ে স্বামী থেকে পৃথক থাকা

প্রশ্ন : জনৈক স্বামী তার স্ত্রীকে শরীয়তসম্মত কোনো আদেশ অমান্য করার কারণে গালাগাল ছাড়া শুধু জোর গলায় ধমক দেওয়ার কারণে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়ে স্বামী থেকে পৃথক রাত্রি যাপন করা এবং স্বামীর ঘর থেকে অনুমতিবিহীন চলে যাওয়া বৈধ কি না? এ ধরনের স্ত্রীর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে স্বামীকে স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব দান করেছে তাই স্ত্রীর জন্য স্বামীর শরীয়তসম্মত আদেশ-নিষেধ মান্য করা জরুরি। এতে ব্যতিক্রম করলে স্বামী স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য ধমক দেওয়ার অধিকার রাখে। স্বামীর এ ধরনের সংশোধনমূলক আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামী থেকে পৃথক রাত্রি যাপন করা এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া মারাত্মক গোনাহের কাজ। এ ধরনের আচরণ পরিহার করে যেকোনোভাবে স্বামীকে সন্তুষ্ট করা এবং কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করা জরুরি। অন্যথায় এ ধরনের স্ত্রীর ওপর আল্লাহর লা'নত এবং স্বামী থেকে প্রাপ্য খোরপোষ থেকে বঞ্চিত হওয়ার উপযুক্ত। (১৭/১৯১/৬৯৮৫)

📖 سورة النساء الآية ٣٤ : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٣٩١ (٥٢٠٤) : عن عبد الله بن زمعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم» -

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٣/ ٣٦٥ (٤١١٢) : عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت القاسم بن مخيمرة، يذكر أن سلمان، قدمه قوم يصلي بهم فأبى، فدفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ثلاثة لا تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من بيتها بغير إذنه، والعبد الآبق، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون " .

Scanned by CamScanner

সতিনকে গালিগালাজ করা ও তার সাথে সহবাসকে যিনার সাথে তুলনা করা

প্রশ্ন : কোনো মহিলার জন্য তার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীকে "মাগী" বলে গালি দিয়ে সম্বোধন করা ঠিক কি না?
স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার কারণে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে মেলামেশাকে যিনার সাথে তুলনা করা ঠিক কি না?

উত্তর : মাগী বলে সম্বোধন করা মারাত্মক গালির অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের আচরণ করা বৈধ নয়।

একজন পুরুষের জন্য একসাথে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। আর দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি জরুরি নয়, তবে উত্তম। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রথম স্ত্রীর জন্য স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে মেলামেশাকে যিনার সাথে তুলনা করা মারাত্মক গোনাহ। এ ধরনের আচরণ পরিহার করে তাওবা করা প্রথম স্ত্রীর জন্য জরুরি। (১৭/১৯১/৬৯৮৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٧٢ : والضابط أنه متى نسبه إلى فعل اختياري محرم شرعا ويعد عارا عرفا يعزر وإلا لا ابن كمال.

📖 الكبائر للذهبي (دار الندوة) ص ١٧٥ : ويجب على المرأة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه والابتعاد عن جميع ما يسخطه.

📖 سورة النساء الآية ٣ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٥/ ٢٦٨ : جواب- بضرورت دوسری شادی کرنا جائز ہے، موجودہ بیوی کی اجازت لازم نہیں۔

Scanned by CamScanner

স্বামীকে অনৈসলামিক কাজ থেকে বাধা দিতে গিয়ে ঝগড়া

প্রশ্ন : স্বামী অনৈসলামিক কাজ যেমন–মদ, জুয়া ইত্যাদির সাথে জড়িত। স্ত্রী এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে ঝগড়া, কথা না বলা ইত্যাদি হলে ইসলাম কী বলে?

উত্তর : স্ত্রীর ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব হলো, স্বামীকে অনৈসলামিক কাজ তথা মদ, জুয়া ইত্যাদি থেকে বিরত রাখার জন্য কৌশলগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তবে এর জন্য ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া বা কথা বন্ধ করা উচিত হবে না। তবে সাময়িক কথা বন্ধ করার দ্বারা যদি স্বামীর সংশোধনের আশা করা যায় এবং স্ত্রী আশঙ্কাজনক কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে এতে সাওয়াবের পূর্ণ আশা করা যায়। (৬/৬৩২/১৩৫৯)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷ / ۵۰۹ : اعزاء واقرباء میں جو لوگ علی الاعلان کبائر میں مبتلا ہوں توان لوگوں سے ترک تعلق ٹھیک ہے یا نہیں؟
الجواب — اگر حسن اخلاق ومروّت سے متاثر ہو کر کبائر کو ترک کردیں یا ان کو فہمائش کا موقع ملے جس سے نفع کی امید ہو توان سے تعلق باقی رکھ کر اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اگر ترک تعلق سے اصلاح کی توقع ہو یا تعلق کی وجہ سے خود مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تعلق ترک کردیا جائے، دعا بہر حال کرتے رہیں۔

শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীকে চাকরি করতে দেওয়া

প্রশ্ন : স্বামীর আপত্তি থাকলে কি স্ত্রী চাকরি করতে পারবে? স্বামী যদি শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীকে চাকরির অনুমতি দেয় সেটা কি জায়েয? সে যদি স্ত্রীর উপার্জনের সিংহভাগ তার সংসারে ব্যয় করবে এ শর্ত জুড়ে দেয় সেটা কি জায়েয? যদি এটা জায়েয না হয় তাহলে সে তার স্ত্রীকে চাকরি করতে না দেওয়ার অধিকার রাখে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্ত্রী চাকরি করতে পারবে না। (১৯/২৩৫/৮১০৪)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٣٣٤ : ومنها، وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش لقوله تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} قيل: لها المهر والنفقة، وعليها أن تطيعه في نفسها،

Scanned by CamScanner

وتحفظ غيبته، ولأن الله عز وجل أمر بتأديبهن بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن، ونهى عن طاعتهن بقوله عز وجل {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}، فدل أن التأديب كان لترك الطاعة، فيدل على لزوم طاعتهن الأزواج.

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٣/ ٣٦٥ (٤١١٢) : عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت القاسم بن مخيمرة، يذكر أن سلمان، قدمه قوم يصلي بهم فأبى، فدفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ثلاثة لا تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من بيتها بغير إذنه، والعبد الآبق، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون " .

📖 فتاوى عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ١ / ٢٩٠ : شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب ہے الا یہ کہ وہ کسی ایسے کام کا حکم دے جو شرعا ناجائز ہو تو ایسی صورت میں اس کی مخالفت ضروری ہے اور اس لحاظ سے شوہر کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے۔

স্বামীর বারণে নামায ছেড়ে দেওয়া

প্রশ্ন : স্বামী যদি স্ত্রীকে নামায পড়তে বারণ করে স্ত্রী কি নামায ছেড়ে দেবে? যদি ছেড়ে দিতে হয়, তবে তা কি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সকল নামাযই ছেড়ে দেবে, না এর ব্যতিক্রম কিছু? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : কোনো মাখলুকের আদেশ পালন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য হলে সে ক্ষেত্রে মাখলুকের আদেশ পালন করার অনুমতি নেই। তাই স্বামী নিজ স্ত্রীকে ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায পড়তে বারণ করলে নামায ছেড়ে দেবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ব্যতিত শুধু নফল নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। (১৯/৪৮১/৮২৯৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٢/ ١٩٠ (١٨٣٩) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «على المرء المسلم السمع

Scanned by CamScanner

والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة».

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۴۱۸ : الجواب—عورت کی ذمہ مرد کی بات ماننا ضروری ہے، نہیں مانے گی تو گنہگار ہوگی، ہاں اگر اس کو خلاف شرع حکم دے تو اس کو ماننا جائز نہیں۔

📖 تحفۂ زوجین ص ۵۶ : خلاصہ یہ کہ جائز اور مکروہ تنزیہی امور میں اس کی اطاعت کر سکتی ہے، اور فرض وواجب وسنت مؤکدہ اس کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتی۔

পরকীয়ায় আসক্ত স্ত্রীর সাথে করণীয়

প্রশ্ন : একজন গ্রাম্য লোক বিবাহের পর চাকরির প্রয়োজনে ঢাকায় আসে। লোকটি ঢাকায় এসে একটি চাকরি পায়। সে এক-দুই মাস পর যখন ছুটি পায় তখন তার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে যায়। লোকটি যখন ঢাকায় চাকরিস্থলে থাকে তখন তার স্ত্রী অন্য একটি লোকের সঙ্গে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক করে। অনেক দিন পর লোকটি তার স্ত্রীর সম্পর্কের কথা জানতে পারে। স্ত্রী ব্যাপারটি বুঝতে পেরে স্বামীকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে লোকটি বেঁচে যায়। এখন লোকটি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারছে না। কারণ দেনমহর বাবদ তাকে প্রায় এক-দুই লাখ টাকা দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, স্ত্রী স্বামীকে দূরে রেখে অপকর্ম করার দ্বারা স্বামীর কোনো গোনাহ হবে কি না? যদি গোনাহ হয়, তাহলে বাঁচার উপায় কী?
আর স্ত্রীর কথা হলো, ঢাকা থেকে স্বামী টাকা উপার্জন করে তাকে দেবে এবং সে বাপের বাড়িতে বসে খাবে এবং অন্য লোকের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করবে। এখন স্বামীর করণীয় কী?

উত্তর : স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য তার সঙ্গ দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। স্বামী তার এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে গোনাহগার হবে। (১৭/৫২৪/৭১৫৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ۳ / ۵۷۲ : (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح، فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة بحر (على زوجها) ؛ لأنها جزاء الاحتباس، وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٤٤ : تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها كذا في فتاوى قاضي خان سواء كانت حرة أو مكاتبة كذا في الجوهرة النيرة.

শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব নয়

প্রশ্ন : আমার বাবা-মা আছেন। তাঁরা সব সময় অসুস্থ থাকেন। আমি ঢাকায় থাকি। আমি চাচ্ছি, আমার বিবি আমার মা-বাবার সেবা-যত্ন করুক এবং টাঙ্গাইল থাকুক। কিন্তু সে ঢাকায় আমার সাথে থাকলে আমার পড়াশোনা ভালো হতো। ঈমানের হেফাজত হতো। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কামনা করছি।

উত্তর : পিতা-মাতার খিদমত আপনার দায়িত্ব, স্ত্রীর নয়। স্ত্রী স্বেচ্ছায় করলে খুবই ভালো। অন্যথায় বাধ্য করা যাবে না। তদুপরি ঈমানের হেফাজতের জন্য স্ত্রীকে সঙ্গে রাখা অত্যাবশ্যকীয়। প্রয়োজনে মাতা-পিতার খিদমতের বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে পিতা-মাতার খিদমতের বিশেষ প্রয়োজন হলে লেখাপড়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে তাদের খিদমত করা জরুরি। (৯/৭১২)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٦ / ٤٠٨ : وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا وتمامه في الدرر.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٤٠٨ : (قوله وله الخروج الخ) أي إن لم يخف على والديه الضعيفة إن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٥ / ١٧٥ : الجواب—بیوی اگر اپنی خوشی سے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بیوی کے لئے موجب سعادت، لیکن یہ اخلاقی چیز ہے نہ کہ قانونی، اگر شوہر کے والدین سے الگ رہنا چاہے تو شوہر شرعی قانون کی رو سے بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پر مجبور نہیں کر سکتا۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রী কোন ধরনের কাজ করতে বাধ্য

প্রশ্ন : একজন স্ত্রীর ওপর তার স্বামীর বাড়ির কী পরিমাণ কাজ করা ওয়াজিব?

উত্তর : স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কষ্টসাধ্য কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। তবে নিজের সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর বাড়ির কাজ করা স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব। স্বামীর সেবা যত করতে পারে, তত ভালো। (৬/৫৬৭/১৩৩৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٤٨ : قال في الكتاب: لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيإ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها، وإن لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها من الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ كذا في الظهيرية قالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة، وإن كان لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق -

রান্নাবান্না-বিছানাপত্র পরিষ্কার করা স্ত্রীর দায়িত্ব কি না

প্রশ্ন : স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর ঘর, বিছানাপত্র পরিষ্কার করা এবং রান্না করা ওয়াজিব কি না? স্ত্রী যদি সুস্থ শরীরে উক্ত কাজগুলো করতে অস্বীকার করে তাহলে স্বামী জোরপূর্বক তা করাতে পারবে কি না?

উত্তর : স্ত্রী যথাসাধ্য স্বামীকে আরাম পৌঁছানো ও তার সার্বিক খিদমত করা যেমন কর্তব্য, তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীর ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ সৃষ্টি না করে তার সার্বিক আরামের খেয়াল করা তার নৈতিক দায়িত্ব। তবে স্ত্রী যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারের হয় যে পরিবারে ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও রান্নাজাতীয় কাজ নিজেদের করার প্রথা নেই, তবে তার ওপর ওই সব কাজ করা জরুরি নয়। অন্যথায় এ-জাতীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়াও তার ওপর জরুরি। পক্ষান্তরে যদি কেউ এগুলো আঞ্জাম না দেয় তাকে বাধ্য করার অধিকার স্বামীর না থাকলেও সে তার নৈতিক দায়িত্ব পালন না করার কারণে গোনাহগার হবে। (৬/৭৩৫/১৪০৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد ٣ / ٥٧٩ : (امتنعت المرأة) من الطحن والخبز (إن كانت ممن لا تخدم) أو كان بها علة (فعليه أن يأتيها بطعام مهيإ وإلا) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على علي - رضي الله عنه - والداخل على فاطمة - رضي الله عنها - مع أنها سيدة نساء العالمين بحر. (ويجب عليه آلة طحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة) وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة، وما تتنظف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٧٩ : (قوله ولو شريفة) كذا قاله في البحر أخذا من التعليل، وهو مخالف لما قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لا، فلو وجب عليها ديانة لم يبق فرق بين الصورتين، اللَّهُمَّ إلا أن يقال: إن الشريفة قد تكون ممن تخدم نفسها وقد لا تكون. والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمه فإن الشريفة الفقيرة تخدم نفسها، وحاله - عليه الصلاة والسلام - وحال أهل بيته في غاية من التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسع تأمل.

স্বামীর সম্পদ ও সংসার নষ্ট করা অপরাধ

প্রশ্ন : স্বামীর সম্পদ ও সংসার নষ্টকারী নারীদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী?

উত্তর : যেকোনো ব্যক্তির সংসার বা সম্পদ নষ্ট করা বড় গোনাহ। (১৬/৬৭৭/৬৭২৪)

Scanned by CamScanner

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٣/ ٣٨١ (٣٢٣١) : عن أبي هريرة، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره».

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٠٣ (١١٥٩) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٢/ ٩٣٣ (٢١٧٥) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده».

📖 صحيح ابن حبان (مؤسسة الرسالة) ١٢/ ١٧٨ (٥٣٥٥) : عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة, ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، فيضع يده في أيديهم، المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى, والسكران حتى يصحو.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣ / ٢٠٨ : وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به.

স্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব কি স্বামীর

প্রশ্ন : স্ত্রী অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করা কি স্বামীর দায়িত্ব? স্বামী যদি চিকিৎসা করতে অস্বীকার করে তাহলে এ জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে?

উত্তর : স্ত্রীর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মহরের মতো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানও তাকে দিতে হবে, স্বামীর সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক। চিকিৎসার খরচ স্বামী দিতে বাধ্য না হলেও এটা তার নৈতিক দায়িত্ব। তবে স্বামী যদি কাবিননামায় চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর সামর্থ্য থাকলেও স্বামীকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। (১৫/২৭১/৫৯৮৪)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٥٧٥ : (قوله كما لا يلزمه مداواتها) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج. والظاهر أن منها ما تستعمله النفساء مما يزيل الكلف ونحوه، وأما أجرة القابلة فسيأتي الكلام عليها.

📖 الفقه الإسلامی وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٧٥٠ : ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ / ۵۶۷ : پچھلے دور میں چونکہ علاج کا خرچہ کچھ لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا اس لئے شاید یہ عرف تھا کہ وہ نفقہ میں شامل نہیں اگر یہ بات درست ہو تو عرف کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے لہذا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں عرفاً علاج نفقہ کا حصہ ہے یوں بھی عقلاً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر شوہر پر علاج کا خرچ واجب نہ ہو تو بیماری کی صورت میں عورت کیا کرے جبکہ موجودہ دور میں علاج کا خرچ اتنا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ذریعہ روزگار نہ ہو اس کا تحمل نہیں کر سکتی لیکن یہ ساری باتیں ابھی سوچ ہی کی حیثیت میں ہیں۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبہ معارف القرآن) ۲/ ۴۹۱ : اس لئے احقر کو کچھ یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں نفقہ کے ساتھ 'بالمعروف' کی قید لگائی گئی ہے، جس کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفقہ کا تعین عرف پر مبنی ہے، پچھلے دور میں چونکہ علاج کا خرچ کچھ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا اس لئے شاید عرف یہ تھا کہ وہ نفقہ میں شامل نہیں، اگر یہ بات درست ہو تو عرف کی تبدیلی سے حکم بدل جانا چاہئے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ

Scanned by CamScanner

ہمارے دور میں عرفا علاج نفقہ کا حصہ ہے، یوں بھی عقلا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر شوہر پر علاج کا خرچہ واجب نہ ہو تو بیماری کی صورت میں عورت کیا کرے؟ ...

স্বামীর অজান্তে তার টাকা হাতিয়ে নেওয়া

প্রশ্ন : আমার স্বামী অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি। সে অজস্র টাকা-পয়সা আয় করে। খরচের সময় অত্যন্ত উদার ও অহেতুক খরচকারী। আমরা তিনটি সন্তানের পিতা-মাতা। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কোনো পদক্ষেপ নেই। তাই আমি মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত নিলাম যে তার অজান্তে কিছু কিছু টাকা সন্তানদের বিয়ে ইত্যাদির খরচ বাবদ ব্যাংকে জমা করব। এ উদ্দেশ্যে আমি আমার ভাইয়ের নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে তার পকেট থেকে দুই বছরে তার অজান্তে ৫০,০০০ টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স করি ও করছি।

এখন আমার চিন্তা হলো, এভাবে তার পকেট থেকে টাকা নেওয়া বৈধ হবে কি না? এবং তাকে না জানানো অবস্থায় যদি আমাদের কারো ইন্তেকাল হয় অথবা যদি আমি আগে ইন্তেকাল করি, তাহলে এ টাকাগুলোর মালিক কে হবে? এবং সেগুলোর হুকুম কী হবে?

বি:দ্র.: আমি এ কথাটি না জানানো অবস্থায় ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার ভয়ে কথাটি কয়েকজনকে জানিয়ে রেখেছি।

উত্তর : শরীয়তের আলোকে স্বামীর অর্জিত সম্পদের মধ্যে স্ত্রীকে ভোগাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী তার ন্যায্য খোরপোষ, ভরণ-পোষণ এবং সন্তানদের লালন-পালনের খরচাদি স্বামীর অর্জিত সম্পদ থেকে গ্রহণ করার অধিকার রাখে। এর অতিরিক্ত নিজের ও সন্তানের জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বামীর ধন-সম্পদে তার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর যেকোনো হস্তক্ষেপ অনধিকার চর্চা ও শরীয়তবিরোধী। কারণ যেসব সম্পদ-মালামাল স্বামী স্ত্রীর নিকট রাখে, তা আমানতস্বরূপ। তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি ছাড়া ব্যয়, দান-সদকা করা আমানতে খেয়ানতের পর্যায়ভুক্ত। অতএব স্ত্রীর জন্য স্বামীর অজান্তে তার সম্পদে বা নগদ পয়সায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।

তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণে স্বামী অহেতুক খরচকারী হওয়ার কারণে স্ত্রী ভবিষ্যতের চিন্তায় স্বামীর অজান্তে যা ব্যাংক ব্যালেন্স করেছে, তা শরীয়তের দৃষ্টিকোণে অন্যায়ের শামিল। দ্বিতীয়ত, নিজের নামে বা ছেলের নামে অ্যাকাউন্ট না খুলে ভাইয়ের নামে জমা রাখা আরো জঘন্যতম ভুল। কালবিলম্ব না করে উক্ত টাকা স্বামীর হাতে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় মৃত্যুর পর স্ত্রী শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। হ্যাঁ, স্বামীকে ভবিষ্যতের কথা বুঝিয়ে তার অ্যাকাউন্টে জমা রাখার চেষ্টা করবে। (১৫/২৮২/৬০২২)

Scanned by CamScanner

📖 الخانية بهامش الهندية (زكريا) ١ / ٤٤٣ : وليس لها أن تعطى شيئا من بيته بغير إذنه.

📖 عمدة القارى (دار احياء التراث) ٨ / ٣٠٥ : وقال النووي: إعلم أنه لا بد في العامل، وهو الخازن، وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن له إذن أصلا فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة، واطراد العرف فيه، وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم

📖 قواعد الفقه (أشرفى بكڈپو) صـ ١١٠ : قاعدة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير أذنه.

শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করা নৈতিক দায়িত্ব

প্রশ্ন : বর্তমানে পারিবারিক সমাজে, বিশেষ করে যে পরিবারের পুত্রবধূরা কিছু জ্ঞান রাখে, তারা বলে থাকে যে স্বামীর বাড়িতে গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির পারিবারিক সেবা পুত্রবধূদের দায়িত্ব নয়। আর এই প্রবণতা বেশি দেখা যায় ওই সমস্ত বধূর ক্ষেত্রে, যারা বর্তমান যুগের মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্তা হয়ে থাকে। এ কারণে পরিবারে দেখা দেয় এক ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশ। আর ধর্মীয় শিক্ষিত বধূদের তাদের স্বামীরা এ ব্যাপারে কিছু বলতেও পারে না। প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি ইসলামে পুত্রবধূদের জন্য শ্বশুর-শাশুড়ির পারিবারিক সেবা করা নেই? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে ছেলের মা-বাবা মেয়ের জন্য তার মা-বাবার মতো হয়ে যায়। আর মেয়ের মা-বাবাও ছেলের মা-বাবার মতো হয়ে যায়। মেয়ে তার নিজের মা-বাবার যে সমস্ত খিদমত করতে পারে, বিবাহের পর শ্বশুর-শাশুড়িরও ওই ধরনের খিদমত করবে। বিশেষ করে যদি অভিন্ন পরিবারে বসবাস করে। তবে ছেলের বউকে দাসীর মতো মনে করা এবং তার পক্ষ থেকে এ ধরনের খিদমত পাওয়ার আইনগত অধিকার মনে করে চাপ সৃষ্টি করা শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য বৈধ হবে না। যদি সে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাহলে স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে ভিন্ন বসবাস করতে হবে।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, ইসলামী দাম্পত্য জীবন শুধু কর্তব্য পালনের ওপরই সীমাবদ্ধ নয়। দায়িত্বের অতিরিক্ত খিদমত, ইবাদত ও সাওয়াব অর্জনের অদ্বিতীয় ব্যবস্থা এবং সুখী সংসার গড়ে তোলার উপযুক্ত সহায়ক। তাই মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্তাদের এসব উক্তি স্বল্পবিদ্যা ভয়ংকরের নামান্তর। (১৫/৮৬৬/৬২৭০)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٣ (٧٥) : عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٧٩ : وإلا) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على علي - رضي الله عنه - والداخل على فاطمة - رضي الله عنها - مع أنها سيدة نساء العالمين بحر.

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٤ / ٣٤٩ : فان كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه أن يأتيها بمن يفعله. وفي بعض المواضع تجبر على ذلك. قال السرخسي: لا تجبر، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح. وقالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة، ولا يجبرها القاضي على ما سنذكره أيضا إن شاء الله تعالى.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨ / ٤٥٥ : عورت کا تعلق ایسے گھرانہ سے ہو کہ جہاں عورتیں گھر کے کام خود کرتی ہوں اور کھانا وغیرہ خود پکاتی ہوں تو ایسی عورت پر اپنے شوہر کے لئے کھانا پکانا اور گھر کے کام انجام دینا دیانۃ لازم ہے، اگرچہ وہ شریفہ ہو. البتہ اگر عورت بیمار ہو تو اس صورت میں اس پر یہ چیزیں لازم نہ ہوں گی۔

Scanned by CamScanner

শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত কখন পুত্রবধূর দায়িত্বে বর্তাবে

প্রশ্ন : শরীয়তে স্ত্রীর ওপর শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করার কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে? কোনো স্ত্রী যদি তার শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করতে অস্বীকার করে, তাহলে সে শরীয়ত অনুযায়ী কেমন অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে? শ্বশুরের ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়া কি পুত্রবধূর দায়িত্ব, নাকি এর জন্য কাজের লোক রাখতে হবে?

উত্তর : যৌথ পরিবারে নারীদের করণীয় ঘরের কাজগুলো নারীরা মিলেমিশে করবে, যার মধ্যে পুত্রবধূও অন্তর্ভুক্ত। আর পুরুষের করণীয় কাজ সব পুরুষরা মিলেমিশে করবে। পুত্রবধূ চাকরানীর মতো কাজ করবে–এটা যেমন শরীয়তসম্মত নয়, তেমনি পুত্রবধূ যৌথ পরিবারে কোনো কাজই করবে না, এটাও শরীয়তসম্মত নয়। হ্যাঁ, যদি পুত্রবধূ ভিন্নভাবে বসবাস করে, সে ক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা পুত্রবধূর করতে হবে না। যদি চাকরানী রাখার সামর্থ্য রাখে সে ক্ষেত্রে ঘরের যাবতীয় কাজ বিবির করতে হবে না। অন্যথায় গৃহস্থ কাজও বিবির দায়িত্বে থাকবে, এর নজির স্বয়ং হযরত ফাতেমা (রা.)। (১৫/২৭১/৫৯৮৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ١٧٧ (٦٣١٨) : عن علي: أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال: «مكانك» فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٣ (٧٥) : عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» -

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٤ / ٣١١ : لو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنها لو أخذت لأخذت على عمل واجب عليها في الفتوى فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ اهـ وهو شامل لبنات الأشراف أيضا؛ ولذا استدل في البدائع لوجوبه ديانة بأنه - عليه السلام - «قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي وأعمالِ الداخل على فاطمة» اهـ مع أنها سيدة نساء العالمين - رضي الله تعالى عنها - وأبوها - صلى الله عليه وسلم - أفضل الخلق أجمعين.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩/ ٤٤ : وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له .

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۳۷۸ : زوجہ کے ذمہ شوہر کی خدمت واعمال بیت دیانۃً واجب ہیں قضاء نہیں لہذا شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن اگر انکار کرے گی گنہگار ہو گی۔

সঙ্গত কারণে যৌথ সংসার থেকে স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একটি ব্যাপারে পারিবারিক জটিলতায় আছে। বিয়ের পর থেকেই তার স্ত্রীর সাথে তার বাবা-মা খুবই খারাপ ব্যবহার করে। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে। বউটি অল্প বয়সের। এসব সহ্য করতে পারে না। এ নিয়ে সে কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং হাসপাতালে চিকিৎসাও করতে হয়েছে। এসব নিয়ে চিন্তা করলে তার বুক ব্যথা করে। ওই ব্যক্তি ও তার স্ত্রী দ্বীনদার তাবলীগী। কিন্তু তার মা-বাবা তাবলীগের সাথে তেমন জড়িত নয়। তারা চায়, বউ সব ধরনের খিমদমত করুক। কিন্তু ছেলের বউ ছোট মানুষ এসব সে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এমতাবস্থায় ছেলে যদি তার

Scanned by CamScanner

স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা সংসার করে তবে কি সে গোনাহগার হবে? অথবা মা-বাবার অভিশাপ পাবে?
ছেলে ও তার বিবি কেউ মা-বাবার মনে কষ্ট দিতে চায় না। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তারা এ কথা ভাবতে শুরু করেছে। দয়া করে এ ব্যাপারে বিস্তারিত শরয়ী ফয়সালা দিলে উপকৃত হব।

উত্তর : সাধ্যমতো মাতা-পিতার খিদমত করা ছেলের দায়িত্ব। পুত্রবধূর জন্য শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করা নৈতিক দায়িত্ব, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে যাদের সঠিক জ্ঞান নেই তারা পুত্রবধূর জন্য শ্বশুর- শাশুড়ির খিদমত না করাকে বড় অপরাধ মনে করে, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যেখানে স্ত্রীর নিকট খিদমতের দাবি স্বামীও করতে পারে না, সেখানে শ্বশুর-শাশুড়ি তো অনেক পরের কথা। সে স্বেচ্ছায় খিদমত করলে ভালো কথা, এতে সাওয়াব পাবে।
মাতা-পিতা অন্যায় চাপ দিলে ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকতেও আপত্তি নেই। এতে কোনো গোনাহ হবে না। তবে পৃথক থেকে মাতা-পিতার সুখ-শান্তির জন্য ছেলেকে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে এমতাবস্থায় ছেলেকে মাতা-পিতার সাথে অসদাচরণকারী বলা হবে না। (৯/৯২৭/২৯৩৯)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٥/ ٢٠٦ : لأن المستحق عليها بالنكاح تسليم النفس إلى الزوج للاستمتاع وما سوى ذلك من الأعمال تؤمر به تدينا ولا تجبر عليه في الحكم نحو كنس البيت وغسل الثياب والطبخ والخبز.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٦١٢ : وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨ / ٤١٢ : زید کو اس حالت میں یہ کرنا چاہئے کہ اپنی زوجہ کو لے کر علیحدہ رہے اور والدین کی خدمت اور فرمانبرداری کرتا رہے اور جو کچھ ان کا حق ہے ادا کرے تاکہ دارین میں فلاح پاوے۔

Scanned by CamScanner

স্বামীর চাপের মুখে সতিনের জন্য নিজের অধিকার ছেড়ে দেওয়া

প্রশ্ন : একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর নিকট সমানভাবে রাত্রি যাপন করা জরুরি বলে আমরা জানি। কিন্তু যদি কোনো স্ত্রী স্বামী টাকা-পয়সা দেবে না, অথবা তালাক দেবে–এই ভয়ে স্বামীকে যেখানে যে কয়দিন ইচ্ছা থাকার অনুমতি দেয় তাহলে স্বামীর জন্য রাত্রি যাপনে তারতম্য করা জায়েয হবে কি? স্বামীর চাপে পড়ে অথবা হুমকির মুখে পড়ে অন্য স্ত্রীরা নিজেদের সমান অধিকারের দাবি যদি পরিত্যাগ করে, আর স্বামী এ সুযোগে তুলনামূলক এক স্ত্রীর পক্ষপাতিত্ব বেশি করে, তাহলে স্বামী কি গোনাহগার হবে?

উত্তর : কোনো স্ত্রী যদি নিজের প্রাপ্য হক ছেড়ে অন্য স্ত্রীকে দিয়ে দেয় স্বেচ্ছায় হোক বা কোনো ভয়ের কারণে, সর্বাবস্থায় স্বামীর জন্য প্রাপ্ত ক্ষমতার অধিকারে অন্য স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন বৈধ হবে। ওই স্ত্রী কোনো স্ত্রীকে নির্দিষ্ট করে দিলে সে স্ত্রীই প্রাপ্ত হকের অধিকারী বলে গণ্য হবে। অন্যথায় স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী পছন্দনীয় স্ত্রীকে উক্ত হক দিতে পারবে। তবে চাপ প্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে কোনো স্ত্রীর হক ছিনিয়ে নেওয়া অপরাধের আওতায় পড়বে। (১০/৯০৭)

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٣٦٢ (٣١٩٧) : عن ابن عباس، قال: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة» -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٠٦ : (ولو) (تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرتها) (صح، ولها الرجوع في ذلك) في المستقبل، لأنه ما وجب فما سقط، ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها؟ ذكر الشافعي لا. وفي البحر بحثا نعم، ونازعه في النهر. (ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل، حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم، ولا يجامعها في غير نوبتها، وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد: ففي الجوهرة: لا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت انتهى، يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها. ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل. نهر (وإن شاء ثلاثا) أي ثلاثة

Scanned by CamScanner

أيام ولياليها (ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى) خاصة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٤١ : ولو وهبت إحدى المرأتين القسم لصاحبتها جاز ولها أن ترجع متى شاءت كذا في السراج الوهاج. وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع في ذلك كذا في الجوهرة النيرة-

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص۴۵۲ : ہاں اگر ہندہ اپنا حق ساقط کر دیوے اور دوسری زوجہ کو دے دیوے تو پھر پاس رکھ کر عدل نہ کرنے میں زید گناہگار نہ ہوگا۔

দুই স্ত্রী দুই দেশে থাকলেও সমতা বাধ্যতামূলক

প্রশ্ন : যদি দুই স্ত্রী দুই দেশে থাকে তাহলে কিভাবে তাদের মধ্যে সমতা করবে?

উত্তর : দুই দেশে থাকা স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যেও সমতা রক্ষার বিধান প্রযোজ্য। তাই সময় নির্ধারণকরত ছয় মাস অবস্থানের কোর্স করে নেবে। অপারগতায় দুজনকে এক দেশে নিয়ে আসবে। যেখানে সমতা রক্ষা সম্ভব হয়। (১০/৯০৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٠٧ : وفي كافي الحاكم الشهيد يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة، وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل. وروي عن الأشعث عن الحكم «عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لأم سلمة حين دخل بها إن شئت سبعة لك وسبعة لهن» اه ... ...فيكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها والرأي في البداية إليه.

📖 بہشتی زیور ۴ / ١٢ : اگر ایک کے پاس ایک رات رہا تو دوسری کے پاس بھی ایک رات رہے اس کے پاس دو یا تین رات رہا تو اس کے پاس بھی دو یا تین رات رہے۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রী একাধিক হলে যেসব বিষয়ে সমতা জরুরি

প্রশ্ন : একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সমতা বিধান জরুরি?

উত্তর : একাধিক স্ত্রীর মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষের সাধ্যে যেসব বিষয় রয়েছে সে ব্যাপারে সমতা রক্ষা শরীয়তের বিধান। যেমন–অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, রাত্রি যাপন ইত্যাদি। তবে সাধ্যের বাইরের বিষয়ে, যেমন–সবাইকে সমপরিমাণ ভালোবাসা। এতে সমতা রক্ষা না হলে স্বামী গোনাহগার হবে না। (১০/৯০৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩١٤ (٢١٣٤) : عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: «اللَّهُمَّ هذا قسمي، فيما أملك فلا تلمني، فيما تملك، ولا أملك» .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٣٣٢ : ومنها، وجوب العدل بين النساء في حقوقهن. وجملة الكلام فيه أن الرجل لا يخلو إما أن يكون له أكثر من امرأة واحدة وإما إن كانت له امرأة واحدة، فإن كان له أكثر من امرأة، فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة، وهو التسوية بينهن في ذلك حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ /٢٠١ : (يجب) وظاهر الآية أنه فرض نهر (أن يعدل) أي أن لا يجور (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب. ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ /٢٠٢ : (قوله لا في المجامعة) لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه. قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته فتح وكأنه مذهب الغير، ولذا لم

Scanned by CamScanner

يذكره في البحر والنهر تأمل (قوله بل يستحب) أي ما ذكر من المجامعة ح. أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك.

এক স্ত্রীর পাওনা আদায় জমি দ্বারা করলে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী দুজন। তন্মধ্যে প্রথম স্ত্রী স্বামী থেকে টাকা পাওনা আছে। স্বামী কি তার পাওনা টাকা কোনো জমি হেবা করার মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবে? যদি দেওয়া জায়েয হয় তবে কি দ্বিতীয় স্ত্রীকে উক্ত জমি পরিমাণ টাকা হেবা করে সমতা বজায় রাখতে হবে?

উত্তর : যদি স্বামী স্ত্রীকে তার পাওনা টাকার বিনিময়ে তার মালিকানাধীন সম্পত্তি দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হবে এবং স্ত্রীর পাওনা টাকা পরিশোধ হয়ে যাবে। যদি দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীর কাছে কোনো টাকা পাওনা না থাকে তাহলে তাকে প্রথম স্ত্রীকে হেবাকৃত জমির মূল্য পরিমাণ টাকা দেওয়া জরুরি নয়। তবে যদি দ্বিতীয় স্ত্রীও স্বামী থেকে টাকা পাওনা থাকে, তাহলে তার পাওনা টাকা পরিশোধ করে উভয় স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করা জরুরি। (৬/১৮/১০৩৮)

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ۴۲۸ : الجواب-ہبہ کرنا بعوض دین مہر کے یہ بیع ہے اور بیع شرط فاسد سے ہو جاتی ہے اور بیع فاسد میں بعد قبضہ کے مبیع ملک مشتری میں داخل ہو جاتی ہے۔

এক স্ত্রীকে বস্ত্র দেওয়া অন্যকে না দেওয়া অপরাধ

প্রশ্ন : আমার স্বামীর অন্য একটি স্ত্রী আছে। সেই স্ত্রী ও আমার মাঝে পোশাক বা খানাপিনায় কী পরিমাণ ইনসাফ করা ওয়াজিব? যদি আমার ছেলেরা আমাকে পোশাক দেয় এবং আমার স্বামী আমাকে পোশাক না দেয় তাহলে আমি স্বামীর কাছে পোশাক দাবি করতে পারব কি না? এবং আমাকে পোশাক না দিলে স্বামী গোনাহগার হবে কি না? আশা করি, দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : একাধিক স্ত্রীর মাঝে খোরপোষ, বাসস্থান ও রাত্রি যাপনে সমতা রক্ষা করা জরুরি। একজন স্ত্রী সাধারণত বার্ষিক দুবার স্বামীর নিকট থেকে পোশাক দাবি করতে

Scanned by CamScanner

পারবে। স্বামী সামর্থ্য অনুপাতে স্ত্রীর খোরপোষের ব্যবস্থা করতে বাধ্য। সুতরাং ভিন্ন উপায়ে পোশাকের ব্যবস্থা হলেও স্বামীর নিকট প্রাপ্য হকের দাবি করতে পারবে। (৬/৫৬৭/১৩৩৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٣٣٢ : فإن كان له أكثر من امرأة، فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة، وهو التسوية بينهن في ذلك حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٥٥- ٥٥٦ : وإنما نفرض الكسوة في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة كذا في المبسوط، ولو فرض لها الكسوة مدة ستة أشهر ليس لها غيرها حتى تمضي المدة فإن تخرقت قبل مضيها إن كانت بحيث لو لبستها لبسا معتادا لم تتخرق لم يجب عليه، وإلا وجب، وإن بقي الثوب بعد المدة كان بقاؤه لعدم اللبس، أو للبس ثوب غيره أوللبسه يوما دون يوم، فإن يفرض لها كسوة أخرى، وإلا فلا كذا في الجوهرة النيرة.

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব

প্রশ্ন : রফিক মিয়া ঢাকায় চাকরি করেন। এক স্ত্রী তাঁর সাথে থাকে, অপর স্ত্রী বাড়িতে। তাঁকে বছরের ১০ মাস ঢাকায় থাকতে হয়। বাড়ির স্ত্রীকে ঢাকায় রাখতে তিনি অক্ষম। আর দুই স্ত্রী না হলে তাঁর অসুবিধা। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করার পদ্ধতি কী? বাড়ির স্ত্রী ৪৮ মাইল দূরে থাকা ও না থাকার পার্থক্য বর্ণনাসহ জবাব দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে খোরপোষ, বাসস্থান এবং রাত্রি যাপনে সমতা বজায় রাখা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। সফর অবস্থায় নিজ ইচ্ছামতো যেকোনো স্ত্রীকে সাথে রাখার অনুমতি থাকলেও লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে তাকে সাথে নেওয়া মুস্তাহাব। তা ছাড়া স্বেচ্ছায় কোনো স্ত্রী যদি নিজের হক পরিত্যাগ করে তবে ওই স্ত্রীর ব্যাপারে রাত্রি যাপনের হক মাফ হবে। প্রশ্নের বর্ণনা মতে বছরের দশ মাস ঢাকায় অবস্থান করার কাল

Scanned by CamScanner

যেহেতু মুসাফিরের অবস্থা নয়, তাই দুই স্ত্রীর মাঝে সমতা বজায় রাখা তার জন্য ওয়াজিব হবে।

অতএব, উপরোক্ত দুই স্ত্রীর মধ্যে কিভাবে সমতা বজায় রাখবে, এ ব্যাপারে তিনিই ভালো বুঝবেন। কেননা এটা সম্পূর্ণ তাঁর অর্থনৈতিক ও পারিবারিক অবস্থার ওপরই নির্ভর করবে। (৪/২১৩/৬৫৭)

📖 صحيح مسلم (١٤٦٠) : عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، أقام عندها ثلاثا، وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، سبعت لنسائي».

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٥/ ٢١٧ : إذا كان للرجل الحر، أو المملوك امرأتان ‑حرتان، فإنه يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل؛ لأن المستحق عليه التسوية، فأما في مقدار الدور فالاختيار إليه.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٣٣٢ : فإن كان له أكثر من امرأة، فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة، وهو التسوية بينهن في ذلك حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة. والأصل فيه قوله عز وجل {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٤١ : ولو وهبت إحدى المرأتين القسم لصاحبتها جاز.

স্ত্রীর জিনিস ব্যবহারে অনুমতির বিধান

প্রশ্ন : বিয়ের সময় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কয়েকটি ধর্মীয় গ্রন্থ হাদিয়া দিয়েছিলাম। ওই ধর্মীয় গ্রন্থটি পড়ার জন্য স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না? অথবা হাদিয়াকৃত কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ আমি সফরে পড়ার জন্য সাথে নিতে চাইলে স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে কি না?

কয়েকটি ধর্মীয় গ্রন্থ এ উদ্দেশ্যে কিনলাম যে আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়েই পড়ব। (অন্তরে শুধুমাত্র কোনো একজনের জন্য নির্দিষ্ট করে কিনিনি)। এমতাবস্থায় ওই ধর্মীয় গ্রন্থ সফরে বা নিজের ইচ্ছাধীন কোথাও নিতে গেলে স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন হবে কি না?

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর ব্যবহৃত কাপড় (যেমন–তোয়ালে, গামছা ইত্যাদি) স্বামী প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাইলে স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন হবে কি না? জানতে চাই।

উত্তর : যে সমস্ত জিনিস স্ত্রীর মালিকানায় দেওয়া হয়, যদি ওই সব জিনিস স্বামী ব্যবহার করার সামাজিকভাবে প্রচলন থাকে তাহলে নতুনভাবে অনুমতির প্রয়োজন নেই। তাই আপনার বর্ণিত প্রশ্নে উল্লিখিত জিনিসে যদি সামাজিক প্রচলন থাকে, তাহলে ব্যবহারের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হবে না। (৪/৬৬/৫৯১)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶ / ۱۴۳ : یہ مسئلہ قوم کے عرف اور دستور کے تابع ہے صرف عورت کے گھر کے دستور پر موقوف نہیں، ہبہ ہونے میں قوم یا زوجین کے گھر آنے کا دستور دیکھا جائے گا.

📖 تحفۂ زوجین صـ ۲۷ : (شوہر بیوی دونوں کی ملک جدا جدا ہے، یہ شوہر کے لئے بھی ظلم ہوگا کہ عورت کے مال میں بلا اس کی رضامندی کے تصرف کرے، اور عورت کے لئے بھی خیانت ہوگی، اگر مرد کے مال میں بلا اس کی رضامندی سے تصرف کرے، اور رضامندی سے مراد یہ ہے کہ قرائن قویہ سے مالک کا یقینی طور پر دلی رضامندی ہونا معلوم ہو جائے اذن بطیب نفس (دلی رضامندی) کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو عدم اذن (اجازت نہ دینے) پر بھی قدرت ہو۔

Scanned by CamScanner

الخرافات المتعلقة بالزواج

বিবাহসংক্রান্ত কুসংস্কার

বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাদ্য

প্রশ্ন : মুসলমানদের বিবাহ-শাদিতে গেট করা, ঢোল-তবলা বাজানো জায়েয আছে কি না? এবং যারা গান-বাজনাকে জায়েয মনে করে তাদেরকে মুসলমান বলা যাবে কি না?

উত্তর : বিবাহ-শাদির মধ্যে প্রচলিত ঢোল-তবলা বাজানো এবং রং-বেরঙের গেট করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বর্জনীয়। তবে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজের সংমিশ্রণ না হওয়ার শর্তে শুধুমাত্র বিবাহের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে হাদীসে বর্ণিত 'দফ', যা সাধারণত যুদ্ধের ময়দানে বাজানো হয় তা বাজানো জায়েয।
শরীয়তের দৃষ্টিতে গান-বাজনা করা এবং তা শ্রবণ করা নাজায়েয, যা গোনাহে কবীরার অন্তর্ভুক্ত। তাই যে সমস্ত লোক গান গায় এবং শ্রবণ করে অথবা উহাকে বৈধ মনে করে তারা ফাসেক। অবিলম্বে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চেয়ে এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে তাওবা করা উচিত। (১৯/৫৮৪/৮৩০৪)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٢٥٨ (١٠٨٩) : عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٩٩ (٤٩٢٧) : عن شيخ، شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٤٧٢ : (قوله ضرب الدف فيه) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور. قال: وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۲۹۶ : الجواب— نکاح کی تشہیر واعلان سنت ہے پھر دیگر ممنوعات شرعیہ سے خالی ہونے کی صورت میں دف کے ذریعے نکاح کا اعلان کرنا جائز ہے۔

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٢٢٣ : إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة أو لم يكن الخبر متواترا، أو كان قطعيا لكن فيه شبهة أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان ولم يكن إجماع الصحابة أو كان ولم يكن إجماع جميع الصحابة ... ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفرا.

📖 کفایت المفتی ۹ / ۱۹۷

বিয়ে বাড়িতে গেট নির্মাণ

প্রশ্ন : বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে যে গেট বানানো হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর : লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রথা হিসেবে যেসব কাজ করা হয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। এ ধরনের কাজে টাকা-পয়সা ব্যয় করাও নাজায়েয। বিবাহ উপলক্ষে গেট বানানো বর্তমান সমাজে লোক দেখানো ও কুপ্রথা হিসেবে হয়ে থাকে। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে গেট বানানোর অনুমতি দেওয়া যায় না। সুতরাং প্রচলিত নিয়মে বিবাহ উপলক্ষে গেট বানানো বর্জনীয়। (৭/২৯৩)

📖 اسلامی شادی (فرید بکڈپو) ص ۱٦۰ : دوسری خرابی جو (بیاہ شادی کے موقع پر) لازم ہے وہ اسراف ہے (جو کہ حرام ہیں) کیونکہ اسراف کہتے ہیں معصیت (یعنی گناہ کے کام) میں خرچ کرنے کو، آپ کا خیال ہوگا کہ ہم کونسی معصیت میں خرچ کررہے ہیں ہمارے یہاں ناچ نہیں گانا نہیں باجا نہیں،

📖 اے صاحبو! تفاخر ریا (نام نمود دکھلاوا) بھی معصیت ہے پس فخر کے لئے خرچ کرنا معصیت ہی میں خرچ کرنا ہے، اس لئے اسراف میں یقینا داخل ہے، (اور یہ ثابت ہوچکا ہے) معصیت ناچ گانے میں منحصر نہیں بلکہ بہت سے گناہ دل سے متعلق بھی ہے، چنانچہ تفاخر اور ریا یہی دل کے گناہوں میں سے ہے لہذا اس پر خرچ کرنا بھی گناہ ہی میں

Scanned by CamScanner

خرچ کرنا ہے، اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے، پس یہ بھی
اسراف ہوا... ... اب اگر کوئی شخص اپنی نیت درست بھی کرے اور تفاخر، ریا، نام نمود
وغیرہ سے بچ بھی جائے تو شریعت کا ایک قاعدہ اور بھی ہے وہ یہ کہ جس امر مباح (یعنی
جائز کام) کرنے سے دوسرا کوئی شخص کسی شرعی محذور (معصیت) میں مبتلا ہو جاتا ہو تو
وہ مباح مباح نہیں رہتا۔

📖 اب اگر کسی نے اپنی نیت درست کر بھی لی دوسرے لوگ جن کی نیت درست نہیں ان
کو اس شخص کے عمل سے قوت اور تائید ہوگی اس لئے نیت درست ہونے کے باوجود یہ
افعال اس شخص کے حق میں بھی ناجائز ہو جائے گا۔

গেট নির্মাণ ও বাসরঘর সাজানো

প্রশ্ন : বিবাহের সময় ঘরকে ফুল দ্বারা সজ্জিত করা এবং বরের আগমন উপলক্ষে গেট বানানোর হুকুম কী?

উত্তর : বিবাহ-শাদিকে শরীয়ত ফুর্তি ও আনন্দের অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তা সত্ত্বেও ইচ্ছামতো আনন্দ করার অনুমতি নেই। বরং এমন আনন্দ-উৎসব করবে, যা অমুসলমানদের উৎসব হতে সম্পূর্ণ পৃথক। রসমভিত্তিক, লোক দেখানো, অপচয় ও অপব্যয় হতে মুক্ত হতে হবে। (৭/৮৩২)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۲/ ۳۹۴ : سوال- شادی میں گیٹ رنگین کاغذ کے بنوانا
کیسا ہے؟

الجواب- شادی میں محض نمائش و فخر کے ہر کام سے بچنا چاہئے مروجہ طریقہ پر گیٹ
بنوانا بھی اس میں داخل ہے۔

📖 اسلامی شادی ص ۱۶۰ : دوسری خرابی جو (بیاہ شادی کے موقع پر) لازم ہے وہ
اسراف ہے، (جو کہ حرام ہے) کیونکہ اسراف کہتے ہیں معصیت (یعنی گناہ کے کام میں)
خرچ کرنے کو، آپ کا خیال ہوگا کہ ہم کون سی معصیت میں خرچ کر رہے ہیں، ہمارے
یہاں ناچ نہیں، گانا نہیں، باجا نہیں، اے صاحبو! تفاخر، ریا (نام و نمود کھلاوا) بھی تو
معصیت ہے، پس فخر کے لئے خرچ کرنا معصیت ہی میں خرچ کرنا ہے، اس لئے

Scanned by CamScanner

اسراف میں یقیناداخل ہے،اور یہ ثابت ہوچکاہے، کہ معصیت ناچ گانے میں منحصر نہیں بلکہ بہت سے گناہ دل سے متعلق بھی ہے، چنانچہ تفاخراور ریاان ہی دل کے گناہوں میں سے ہے، لہذااس میں خرچ کرنا بھی گناہ ہی میں خرچ کرناہے،اور یہ معلوم ہوچکا ہے کہ معصیت (یعنی گناہ) میں خرچ کرنااسراف ہے، پس یہ بھی اسراف ہوا... ...

اب اگر کوئی شخص اپنی نیت درست بھی کرے اور تفاخر نام ونمود ریاوغیرہ سے بچ بھی جائے توشریعت کاایک قاعدہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ جس امر مباح(یعنی جائز کام) کے کرنے سے دوسراکوئی شخص کسی شرعی محذور (معصیت) میں مبتلاہو جاتاہو تووہ مباح مباح نہیں رہتا،

اب اگر کسی نے اپنی نیت درست کر بھی لی مگر دوسرے لوگ جن کی نیت درست نہیں ان کو تواس شخص کے عمل سے قوت اور تائید ہو گی اس لئے نیت درست ہونے کے باوجود یہ افعال اس شخص کے حق میں بھی ناجائز ہو جائیں گے۔

বিয়ে বা কোনো সম্মানিত ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে গেট নির্মাণ

প্রশ্ন : বিয়ের অনুষ্ঠানে অথবা কোনো সম্মানিত মেহমান বা কোনো বড় আলেমের আগমন উপলক্ষে গেট দেওয়ার যে প্রচলন রয়েছে, তা কি শরীয়তসম্মত? এগুলোর মাঝে হুকুমের ব্যাপারে কোনো প্রকারভেদ আছে কি না? কারণসহ জানানোর আবেদন করছি।

উত্তর : উলামায়ে কেরাম সম্মানের অধিকারী হওয়ায় তাদের সম্মানার্থে শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে যতটুকু সম্ভব সম্মান প্রদর্শন করা যায়, তবে ফাসেক ও বিধর্মীদের রীতিনীতি অবলম্বন করা অনুচিত। অনুরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে শুধু সুখ্যাতি তথা সুনাম ও প্রদর্শনীমূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি বিধায় প্রচলিত গেট পরিহারযোগ্য। (১২/৩৩)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ١٢ / ٣٩٤ : شادی میں گیٹ رنگین کاغذ کے بنوانا کیساہے؟
الجواب—شادی میں محض نمائش وفخر کے ہر کام سے بچناچاہئے مروجہ طریقہ پر گیٹ بنوانا بھی اس میں داخل ہے۔

Scanned by CamScanner

গান-বাদ্য ও মেহেদি অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করা

প্রশ্ন : জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্রের বিবাহে অনৈসলামিক কার্যকলাপের খবর পেয়ে স্থানীয় উলামা সংগঠনের পক্ষ হতে পাঁচজন আলেমের স্বাক্ষরিত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের একখানা লিখিত আবেদন নিয়ে স্থানীয় তিনজন বিশিষ্ট আলেম (তাঁরা সবাই মসজিদের পেশ ইমাম) ওই ভদ্রলোকের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদনখানা হস্তান্তর করার সাথে সাথে তিনি রাগান্বিত অবস্থায় কর্কশ ভাষায় উক্ত আলেমগণের সাথে অপমানজনক ব্যবহার করেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা কেন আমাকে নোটিশ দিয়েছ? আমার সাথে বেয়াদবি করেছ, এ রকম বেয়াদবি করার সাহস তোমরা কোথায় পেয়েছ? কেন আমার কাছে নোটিশ লিখেছ? বেয়াদবি করার মতো আর স্থান পাওনি? বেয়াদব কোথাকার! আগামীকাল আমার ছেলের বিবাহ বলে, না হয় তোমাদেরকে দেখে নিতাম" ইত্যাদি। এমন অশুভ ব্যবহারে ও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্য ভক্তরাও আলেমগণকে টিটকারিমূলক তুচ্ছ ব্যবহার করলে স্থানীয় আলেম ও ইমামগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ওই লোককে বয়কট করেন এবং অন্য জায়গার কিছু আলেম ও হাফেজকে এই খবর জানালে তাঁরাও স্বেচ্ছায় ওই লোকের ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর ওই ব্যক্তি উলামা সংগঠনের তিনজন প্রতিনিধির বা সংগঠনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট বিচার দায়ের করেন। এ পরিস্থিতির আলোকে নিম্নেলিখিত প্রশ্নে ইসলামী শরীয়তের হুকুম কী? প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ :

১. গান-বাজনা, ঢোল-তবলা, হারমোনিয়াম, ড্রামসেট ইত্যাদির দ্বারা আধুনিক পন্থায় ছেলের মেহেদি অনুষ্ঠান করা ইসলামী শরীয়তসম্মত কি না?

২. যদি কেউ বলে, গান-বাজনা ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কাজ, তাহলে তার হুকুম কী?

৩. অনৈসলামিক কার্যকলাপে বাধা দিতে যাওয়া ওই আলেম সম্প্রদায়কে কর্কশ ভাষায় গালাগাল করা এবং টিটকারি করার হুকুম কী?

৪. যদি আলেম সমাজ উল্লিখিত কারণে ওই ব্যক্তিকে বয়কট করেন, তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর :

১. কোরআন-হাদীসে বর্ণিত যাবতীয় আদেশ-নিষেধ একজন মুসলমান মাত্র মানতে বাধ্য। এর ব্যতিক্রম করা গোনাহ এবং অস্বীকার করা কুফরী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত মত এবং

Scanned by CamScanner

কোরআন-হাদীস বিশারদদের ঐক্যমতে গান-বাজনা, বাদ্য ইত্যাদি হারাম। (২/৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ / ٣٤٨ : وفى السراج: ودلّت المسئلة أن الملاهى كلها حرام ويدخل عليهم بلا اذنهم لإنكار المنكر، قال ابن مسعود: "صوت اللهو والغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء النبات" قلت: فى البزازية استماع صوت الملاهى كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام :"استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر" أى بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب ان يجتنب كى لا يسمع لما روى "انه عليه الصلاة والسلام ادخل اصبعه فى اذنه عند سماعه .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٢٥٩ : ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولا سيّما بالدف يلهو ويزمر-

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٣/ ٥٦٤ : وأما الآلات: فيحرم في المشهور من المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) استعمال الآلات التي تطرب كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار والرباب وغيرها من ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، فمن أدام استماعها، ردت شهادته، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والخنازير والخز والمعازف، ... ... واستدلوا على تحريم المعازف من القرآن بقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله} قال ابن عباس: إنها الملاهي.

وبالمعقول: وهو أن هذه الآلات تطرب، وتدعو إلى الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وإلى إتلاف المال، فحرمت كالخمر.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص۷۰۸ : سوال- شادی میں باجا وغیرہ بجانا درست ہے یا نہیں؟ ایک پیر جی صاحب اس کو اجازت دی ہے کہ خوشی میں باجا بجانا درست ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب- باجااور ناچ بیاہ شادیوں میں مسلمانوں کے لئے حرام قطعی ہے، یہاں تک کہ ان کے جائز و حلال جاننے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔

📖 فتاوی عزیزی (ایچ ایم سعید) ۲/ ۲۱۵-۲۱۴ : سوال- غناء کی حلت و حرمت کی تشریح فرمایئے؟

جواب- غناء کی حرمت کلام خدا واحادیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور فرمایا اللہ تعالی نے: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ... ... اور مغنی میں لکھا ہے کہ لھو الحدیث غناء اور حرام ہے اس کی حرمت اس نص سے یعنی آیت مذکورہ سے ثابت ہے اور جو شخص اس کو حلال جانے وہ کافر ہے، اور تفسیر ثعلبی میں لکھا ہے کہ لھو الحدیث سے مراد غنا اور بجانا بربط اور دف اور ستار اور طنبورہ کا ہے، یہ سب اس نص سے یعنی آیت مذکورہ سے حرام ہے جو شخص ان چیزوں کو حلال جانے وہ کافر ہے

২. কোনো মুসলমান গান-বাজনাকে শরীয়তসম্মত বলতে পারে না।

৩. কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া বড় গোনাহ। তার থেকে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করতে হবে। বিশেষ করে কোনো আলেমকে গালি দেওয়া জঘন্যতম পাপ, ঈমান হারানোর প্রবল আশঙ্কা। তাই এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক হতে হবে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির জন্য সতর্কতা বসত ইমান নবায়ন করে নেওয়া জরুরী।

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٩٩ (٤٩٢٧) : عن شيخ، شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب» -

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبة رشيديه) ٤/ ٣٠٨ : من أبغض عالمًا من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر -

📖 شرح الفقه الأكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ١٧٣ : من أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، قلت : الظاهر انه يكفر لأنه إذا أبغض العالم من غير سبب دنيوى أو أخروى، فيكون بغضه لعلم الشريعة ، ولا شك فى كفر من أنكره، فضلاً عمن أبغضه-

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۸ : سوال : ایک شخص اہل علم اور صلحاء وعلماء حق کو گالیاں دیتا ہے اس کا شرعًا کیا حکم ہے؟

الجواب- علم دین کی اہانت اور علماء حق کو اس لئے گالیاں دینا کہ وہ حاملین علم دین ہیں کفر ہے، لہذا ایسے شخص کو دوبارہ مسلمان کر کے تجدید نکاح کرنا ضروری ہے اور اسے جلاوطن کرنا چاہئے اگر دوبارہ مسلمان نہ ہو تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔

৪. সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উলামায়ে কেরামের পরামর্শ নিয়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে সমাজকে বিরত রাখার জন্য সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগ করা, নচেৎ নসীহতের মাধ্যমে অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখা, অন্যথায় সামাজিকভাবে তাদের সাথে বয়কট করা ঈমানী দায়িত্ব।

প্রশ্নে বর্ণিত প্রচলিত মেহেদি অনুষ্ঠান শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। যথা : গান-বাজনা, অতি মাত্রায় আলোকসজ্জা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয়ে থাকে, যা মহাপাপ। তাই এগুলোর জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করে এ কাজ থেকে বিরত না হবে, সামাজিকভাবে তার সাথে বয়কট করা একান্ত জরুরি।

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ١ /٢٢ (٤٩) : عن طارق بن شهاب - وهذا حديث أبي فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» .بكر - قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٧٥٩ : قال: وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه. وفي النهاية: يريد به الهجر ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة، أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة

Scanned by CamScanner

أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق، فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوما، وقد هجر نساءه شهرا وهجرت عائشة ابن الزبير مدة، وهجر جماعة من الصحابة جماعة منهم، وماتوا متهاجرين، ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر.

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ١٩ /١٥٢ : قال السيوطى: ... ...

وأما ما كان من جهة الدين والمذهب، فهجران أهل البدع والأهواء واجب إلى وقت ظهور التوبة، ومن خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه الدين أو يدخل مضرة فى دنياه يجوز له مجانبته، والبعد عنه، ورب هجر حسن خير من مخالطة مؤذية.

মেহেদি লাগানো বৈধ মেহেদি অনুষ্ঠান নয়

প্রশ্ন : মেয়েদের জন্য মেহেদি লাগানো সুন্নাত। তবে বিবাহ অনুষ্ঠানে বর্তমান মেহেদি অনুষ্ঠানও কি সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত?

উত্তর : মেয়েদের জন্য মেহেদি লাগানো ভালো। বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত মেহেদি অনুষ্ঠান অসংখ্য কুসংস্কার ও নানা শরীয়ত পরিপন্থী কাজের মাধ্যম হওয়ায় তা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। তবে প্রচলিত প্রথাবহির্ভূত পন্থায় মেহেদি লাগানোতে কোনো আপত্তি নেই। (১২/৫৫৩/৪০৪৫)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸ / ۱۶۰ : الجواب - عورتوں کے لئے مہندی لگانا مستحب ہے مگر آجکل جو مہندی کی رسم کا دستور ہے کہ دوسری عورتوں کا بھی بڑا مجمع لگ جاتا ہے یہ کئی مفاسد کا مجموعہ ہے اس لئے اس سے احتراز لازم ہے اپنے طور پر عورتیں مہندی لگا سکتی ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱ / ۱۵۵ : عورتوں کو مہندی لگانا درست ہے بلکہ ان کے لئے مخصوص ہے کہ ہاتھ پیر کو لگائیں۔

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মেহেদি অনুষ্ঠান ছিল না

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিয়ের সময় যে মেহেদি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তা শরীয়তসম্মত কি না? এবং তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ছিল কি না? এর উৎপত্তি কখন থেকে?

উত্তর : মেয়েদের হাতে-পায়ে মেহেদি লাগানো মুস্তাহাব, পুরুষের জন্য বৈধ নয়। আর বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত মেহেদি অনুষ্ঠানে অনেক কুসংস্কার ও শরীয়ত পরিপন্থী বিভিন্ন কাজ পরিলক্ষিত হওয়ায় তা থেকে বিরত থাকা জরুরি। তবে মহিলাদের জন্য প্রচলিত প্রথাবহির্ভূত পন্থায় মেহেদি লাগানো উত্তম, মহিলাদের মেহেদি লাগানো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ছিল, কিন্তু প্রচলিত মেহেদি অনুষ্ঠান ছিল না। মূলত এটা বিধর্মীদের সংস্কৃতির আবিষ্কার। (১৩/২৪১)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٢٢ : يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ... ... (قوله خضاب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء.

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨ / ٢١٧ : ففي شرعة الإسلام الحناء سنة للنساء، ويكره لغيرهن من الرجال إلا أن يكون لعذر لأنه تشبه بهن اهـ ومفهومه أن تخلية النساء عن الحناء مطلقا مكروه أيضا لتشبههن بالرجال وهو مكروه اهـ

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٨ / ١٢٠ : عورتوں کے لئے مہندی لگانا مستحب ہے مگر آج کل جو مہندی کی رسم کا دستور ہے کہ دوسری عورتوں کا بھی بڑا مجمع لگ جاتا ہے یہ کئی مفاسد کا مجموعہ ہے اس لئے اس سے احتراز لازم ہے اپنے طور پر عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں۔

আতশবাজি ও রং ছিটানো অবৈধ

প্রশ্ন : বিবাহে যাওয়ার সময় রাস্তা কিংবা বিবাহস্থলে বাজি ফোটানো, গান-বাদ্য এবং একে-অপরের ওপর রং ছিটায়ে দেওয়া সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত কী বলে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিবাহে যাওয়ার সময় পথে বা বিবাহস্থলে বাজি ফোটানো, একে-অপরের ওপর রং ছিটানো এবং গান-বাদ্য করা অমুসলিম রীতিনীতি ও অপচয় হওয়ায় সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। (১০/১৮১/৩০৩৩)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٣/ ٤٥١ : أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: هو -والله- الغناء.

📖 سورة الإسراء الآية ٢٧ : ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٤٨ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات.

বিবাহ অনুষ্ঠানে ছবি তোলা ও ভিডিও করা অবৈধ

প্রশ্ন : বিবাহের দিন নারী-পুরুষের ছবি তোলা ও ভিডিও করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : সর্বাবস্থায় ছবি তোলা, ভিডিও করা সম্পূর্ণ হারাম। তবে শরয়ী কোনো ওজরের কারণে একান্ত অপারগ অবস্থায় ছবি উঠানোর অবকাশ রয়েছে। যেমন—আইডি কার্ড, পাসপোর্ট ইত্যাদির প্রয়োজনে। (১৯/৫৮৪/৮৩০৪)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١١٢ (٢٢٢٥) : عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: «من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا».

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن مسلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٤٧ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴ / ۲۵۸ : الجواب—شریعت اسلامیہ میں جاندار کی تصویر بنانا مطلقا معصیت ہے خواہ کسی کی تصویر ہو اور خواہ مجسمہ ہو یا غیر مجسمہ۔

বিবাহ অনুষ্ঠানে ভিডিও করতে বাধা প্রদানকারীকে কটাক্ষ ও প্রহার করা

প্রশ্ন : ক. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভিডিও করার হুকুম কী?

খ. যায়েদের পিতা খালেদ একজন মাদ্রাসা শিক্ষক ও মাওলানা। যায়েদ বিবাহ অনুষ্ঠানে ভিডিও করে। পিতা খালেদ নিষেধ তো করেইনি, বরং তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতিতেই এসব হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে আসা অন্য শিক্ষকগণ ভিডিও করতে নিষেধ করলে পিতা-পুত্র মিলে নিষেধকারীদের প্রথমে কটু কথা বলে চরম হেয়প্রতিপন্ন ও গালাগাল করে। একপর্যায়ে পিতার সহযোগিতায় পুত্র যায়েদ তাদের অমানবিক প্রহার

Scanned by CamScanner

করে। প্রশ্ন হলো, পিতা খালেদের (প্রবীণ মাদ্রাসা শিক্ষক) হুকুম কী? এবং তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কী হওয়া উচিত? মাদ্রাসার সকল উস্তাদ এমনকি সকল ছাত্র সম্মিলিতভাবে খালেদের আজীবন বহিষ্কার দাবি করছে। তাদের দাবি কি যুক্তিযুক্ত?

গ. যায়েদের হুকুম কী? তার শাস্তি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : যেকোনো প্রাণীর ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা শরয়ী বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া মারাত্মক গোনাহ। যেকোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে ছবি তোলা, ভিডিও করা শরয়ী কোনো আয়োজনের আওতায় পড়ে না। তাই তা অবৈধ ও নাজায়েয। (১২/৭৫০/৫০৬১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٧٨ (٢١٠٦) : عن أبي طلحة الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا تماثيل».

📖 فيه أيضا ١٤/ ٧٩ (٢١٠٧) : عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله».

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ".

খ. প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, পিতা-পুত্র উভয়ই ভীষণ অন্যায় করেছে। তারা প্রহৃত ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٦/ ١١٦ (٢٥٨١) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن

Scanned by CamScanner

يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار».

গ. মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফয়সালা হবে।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷ / ۲۳۲ : جبکہ ناظم اور مدرسین صحیح طریقے پر حسب ضوابط مدرسہ پابندی سے کام کررہے ہوں تو بلاوجہ ان کو معزول یا معطل کرنے کا حق نہیں، نہ تنخواہ روکنے کا حق ہے۔

বিবাহ অনুষ্ঠানে অবৈধ কর্মকাণ্ড হলে দাওয়াত কবুল করার বিধান

প্রশ্ন : যে বিবাহে মেহেদি অনুষ্ঠান, গান-বাজনা করা হয় সেখানে অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত বিবাহে গান-বাজনা ও মেহেদি অনুষ্ঠান করা হয় কিংবা যেখানে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে বা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, জেনে-শুনে সেখানে অংশগ্রহণ করা ও দাওয়াত খাওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। (১৯/৫৮৪/৮৩০৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٦٢٨ (٣٧٧٤) : عن سالم، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ".

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٢٨ : رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لعب أو غناء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون عالما أن هناك ذاك وإما إن لم يكن عالما به فإن كان عالما فإن كان من غالب رأيه أنه يمكنه التغيير يجيب لأن إجابة الدعوى مسنونة قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وتغيير المنكر مفروض فكان في الإجابة إقامة الفرض ومراعاة السنة وإن كان في غالب رأيه أنه لا يمكنه التغيير لا بأس بالإجابة لما ذكرنا أن

Scanned by CamScanner

إجابة الدعوة مسنونة ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنازة وشهود المأتم وإن كان هناك معصية من النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك؟ كذا ههنا.

وقيل : هذا إذا كان المدعو إماما يقتدى به بحيث يحترم ويحتشم منه فإن لم يكن فترك الإجابة والقعود عنها أولى وإن لم يكن عالما حتى ذهب فوجد هناك لعبا أو غناء فإن أمكنه التغيير غير وإن لم يمكنه ذكر في الكتاب وقال لا بأس بأن يقعد ويأكل قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ابتليت بهذا مرة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة أمر مندوب إليه فلا يترك لأجل معصية توجد من الغير هذا إذا لم يعلم به حتى دخل فإن علمه قبل الدخول يرجع ولا يدخل وقيل هذا إذا لم يكن إماما يقتدى به فإن كان لا يمكث بل يخرج لأن في المكث استخفافا بالعلم والدين وتجرئة لأهل الفسق على الفسق وهذا لا يجوز وصبر أبي حنيفة - رحمه الله - محمول على وقت لم يصر فيه مقتدى به على الإطلاق -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٣٤٧- ٣٤٨ : (دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى: - {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين}- (فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدى (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أولا) باللعب (لا يحضر أصلا) سواء كان ممن يقتدى به أو لا لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال.

📖 احسن الفتاوى ٨/ ١١٤

Scanned by CamScanner

ছবি-ভিডিও করা হলে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : যেসব বিবাহ অনুষ্ঠানে ফটো ও ভিডিও করা হয় সেখানে অংশগ্রহণ করার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : এ ধরনের শরীয়ত পরিপন্থী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শরীয়তে নিষিদ্ধ। সাধ্যানুযায়ী এ ধরনের কৃষ্টি-কালচার ও হারাম কার্যকলাপ থেকে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করা সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। (৮/৫৬০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ /٣٤٧- ٣٤٨ : وفى التاتارخانية عن الينابيع: لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا بدعة، والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية.

কার্ড তৈরি করে বিবাহের দাওয়াত

প্রশ্ন : বিবাহে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে কার্ড করার বৈধতা শরীয়তে আছে কি না? যদি থাকে তবে তার শরয়ী পদ্ধতি কী? ইসলামের দৃষ্টিতে এই কার্ড কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : জরুরি কাজের জন্য চিঠি পাঠানো শরীয়তসম্মত, দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী হোক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দাওয়াতি চিঠি পাঠিয়েছেন হাদীসে তার পূর্ণ বর্ণনা আছে। চিঠির প্রথমে বিসমিল্লাহ, অতঃপর প্রেরক-প্রাপকের নাম ও সালাম, তারপর জরুরি কথা লিখবে। বিবাহের চিঠি শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরতের অন্তর্ভুক্ত নয়, একটি মুবাহ কাজ বলা যেতে পারে, যার মধ্যে অপচয়-গোনাহ। (১৫/২০৩/৬০০৯)

📖 سورة الأعراف الآية ٣١ : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

📖 سورة الإسراء الآية ٢٦، ٢٧ : ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

Scanned by CamScanner

فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۳۹۴ : شادی میں محض نمائش وفخر کے ہر کام سے بچنا چاہئے مروجہ طریقہ پر گیٹ بنوانا بھی اس میں داخل ہے۔

آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸ / ۱۴۱ : الجواب—یہ تو معلوم نہیں کہ عید کارڈ کی رسم کب سے جاری ہوئی مگر اس کے فضول اور بے جا اسراف ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس طرح شادی کارڈ بھی فضول ہیں۔

বরযাত্রী আগমন ও আপ্যায়ন

প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে মেয়ের বাবা মেয়ের বিয়ে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকে। ফলে খুব সহজেই যেকোনোসংখ্যক বরযাত্রীকে আপ্যায়নের ব্যাপারে রাজি হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বরযাত্রী আগমন ও আপ্যায়নের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে মেয়েপক্ষ থেকে ছেলেপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করা হয়, কারণ অনেকের জন্য বরযাত্রী না আসা ও বরযাত্রীকে আপ্যায়ন না করতে পারা মেয়ের বাবার জন্য সামাজিকভাবে অমর্যাদাকর মনে করা হয়। এমতাবস্থায় বরযাত্রী গমন ও মেয়ের বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে খানাপিনা গ্রহণ জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রীগমণ ও মেয়ের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া যদি কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া হয় এবং প্রচলিত রীতি-নীতির আওতায় না হয়ে সানন্দে হয়ে থাকে, তাহলে জায়েয, অন্যথায় জায়েয হবে না। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু বরযাত্রী গমন ও মেয়ের বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন চাপ সৃষ্টিমূলক হয় এবং এর প্রথাও চালু রয়েছে। তাই প্রচলিত বরযাত্রী ও মেয়ের বাড়িতে খাওয়াদাওয়াকে শরীয়তের আলোকে বৈধতা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
তবে মেয়ের বিবাহ যদি এ ধরনের প্রথা ছাড়া সংঘটিত না হয় তাহলে একান্ত অপারগ অবস্থায় মেয়েপক্ষ তাতে রাজি হয়ে যাবে এবং কৃতকর্মের জন্য ইস্তেগফার করে নেবে। কিন্তু বরপক্ষের জন্য সর্বাবস্থায় তা নাজায়েয ও অবৈধ হবে। (১৭/৬৩২/৭২২৩)

السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦ / ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".

فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبہ دار العلوم دیوبند) ۷ / ۵۲۲ : الجواب—یہ ظاہر ہے کہ رسوم کی پابندی جس درجہ پر پہنچ گئی ہے وہ شرعاً مذموم ہے کیونکہ انکو لازم سمجھا گیا ہے یا

Scanned by CamScanner

بمنزلہ لازم کے ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ ان کے ترک کو عار سمجھا جاتا ہے اور گوارا نہیں ہوتا کہ اس عار کو اختیار کیا جائے اگرچہ قرض کی نوبت آجائے اور اگرچہ سود کے ذریعہ قرض حاصل ہو تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی پابندیٔ نامشروع کو شریعت مطہرہ کسی طرح جائز نہیں رکھتی، البتہ اگر بارات کا کھلانا محض بطور دعوت احباب واظہار مسرت ہو تو بشرط عدم ارتکاب منہیات ومحظورات شرعیہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے غرض فی نفسہ اس میں کچھ خرابی نہیں ہے عوارض مروجہ کی وجہ سے خرابی آتی ہے۔

বরযাত্রী ও বিয়ে বাড়ির খানা

প্রশ্ন :

১. মেয়ের বাড়িতে বরযাত্রী যাওয়া জায়েয কি না? জায়েয হলে কতজন ও কারা যেতে পারবে? তাদের খাবারের ব্যবস্থা মেয়েপক্ষ করতে পারবে কি? আর জায়েয না হলে বর কি একাই গিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করবে এবং বউ নিয়ে চলে আসবে?

২. মেয়ের বাবা যদি স্বেচ্ছায় নিজ উদ্যোগে বরযাত্রীর জন্য খাবারের আয়োজন করে এবং তাদের দাওয়াত করে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা আছে কী?

৩. বিবাহের দিন মেয়ের বাবার জন্য তার আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধুকে দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়ানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

৪. মেয়ের বাড়িতে বরযাত্রীর খানা খাওয়ানোর খরচ ছেলেপক্ষ বহন করা কেমন? এমন করলে বরযাত্রীর খাওয়ার অবকাশ আছে কি?

৫. অনেকেই আবার বিয়ের দিন অনুষ্ঠান না করে পরবর্তী কোনো দিন পরিচিতির উদ্দেশ্যে মেয়েপক্ষ দাওয়াতের আয়োজন করে থাকে, কোনো কোনো আলেমকে এর সমর্থন করতে দেখা যায়, এটা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

৬. মেয়ের বাবার ঘনিষ্ঠ কেউ যদি স্বেচ্ছায় তার পক্ষ থেকে খানার আয়োজন করে এবং তাতে বরযাত্রী ও মেয়ের বাবার ভক্তবৃন্দ এবং আত্মীয়স্বজনদের খানা দেওয়া হয়, তাহলে তা কতটুকু শরীয়তসম্মত? এতে কোনো শরয়ী নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

উত্তর :

১. মেয়ের বাড়িতে বরযাত্রী যাওয়া শরীয়তসম্মত নয়। বরং তা হিন্দুদের প্রচলন ও প্রথামাত্র, তাই তা বর্জনীয়। হ্যাঁ, বরের সঙ্গে তার পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী হিসেবে প্রয়োজনীয় লোক যেতে পারে এবং মেয়েপক্ষ সাধ্যানুযায়ী তাদের

Scanned by CamScanner

মেহমানদারি করতে পারবে। এতে শরীয়তের কোনো আপত্তি নেই।
(১৬/৬৮৩/৬৭৫১)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦ / ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۷/ ۵۲۲ : الجواب—یہ ظاہر ہے کہ رسوم کی پابندی جس درجہ پر پہنچ گئی ہے وہ شرعا مذموم ہے کیونکہ ان کو لازم سمجھا گیا ہے یا بمنزلہ لازم کے ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ ان کے ترک کو عار سمجھا جاتا ہے اور گوارا نہیں ہوتا کہ اس عار کو اختیار کیا جائے اگرچہ قرض کی نوبت آجائے اور اگرچہ سود کے ذریعہ قرض حاصل ہو تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی پابندی نامشروع کو شریعت مطہرہ کسی طرح جائز نہیں رکھتی، البتہ اگر بارات کا کھلانا محض طبور دعوت احباب اظہار مسرت ہو والشرط عدم ارتکاب منہیات و محظورات شرعیہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے غرض فی نفسہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے عوارض مروجہ کی وجہ سے خرابی آتی ہے.

২. মেয়েপক্ষ স্বেচ্ছায় বরযাত্রীদের দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়ানোর অনুমতি থাকলেও বর্তমান যুগে তা প্রথা ও রীতিতে রূপান্তরিত হওয়ায় বর্জনীয় বলে বিবেচ্য।

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۱ / ۲۳۱ : دولہا کے ساتھ اگر ان کے خاص آدمی، باپ بھائی وغیرہ کچھ آجائیں تو مہمان کی حیثیت سے ان کو کھلانا احترام کا تقاضا ہے، بڑی بارات بلا کر قرض لیکر کھلانا جو شاید سودی بھی ہو ہرگز شرعا پسندیدہ نہیں۔

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۷/ ۵۲۲ : البتہ اگر بارات کا کھلانا محض بطور دعوت احباب واظہار مسرت ہو تو بشرط عدم ارتکاب منہیات و محظورات شرعیہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے غرض فی نفسہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے عوارض مروجہ کی وجہ سے خرابی آتی ہے۔

৩. বিবাহের দিন মেয়ের বাবা তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিলে তারা বিবাহ উপলক্ষে মেয়ের বাড়িতে এলে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের

Scanned by CamScanner

মেহমানদারি করতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে এটা প্রথা হিসেবে রূপ ধারণ করার কারণে বর্জনীয়।

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵ / ۱۵۷ : لڑکی والوں کی طرف سے باراتیوں کو یا برادری کو کھانادینالازم یامسنون اور مستحب نہیں ہے. اگر بغیر التزام کے وہ اپنی مرضی سے کھانادے دیں تومباح ہے نہ دیں تو کوئی الزام نہیں۔

৪. বরের পক্ষের লোকজন বিবাহের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে এবং তাদের খাওয়াদাওয়ার তেমন কোনো সুবিধাজনক নিজস্ব ব্যবস্থা না থাকলে সে ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় বরের পক্ষ তাদের মেহমানদের খাওয়াদাওয়ার সুবিধার্থে খানা খরচ বাবদ অর্থ প্রদান করে মেয়ের বাড়িতে খাওয়ানো হলে অবৈধ হবে না, তবে প্রথা ও অপসংস্কৃতি থেকে সর্বাবস্থায় সতর্কতাস্বরূপ তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۵ / ۱۹۸ : جواب- اگر لڑکی کے والدین غریب ہوں اور نکاح میں اعانت کے طور پر لڑکے والے ان کی کچھ مدد کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ورنہ نکاح میں صرف مہر لیناجائز اور درست ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی رقم لینادرست نہیں۔

৫. এ-জাতীয় অনুষ্ঠান জরুরি মনে না করে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার নিয়্যাতে করা হলে বৈধ।

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ٣ / ١٦٥٨ (٣٨٥٣) : عن جابر بن عبد الله ﷺ، قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال: «أثيبوا أخاكم».

📖 فتاوی دارالعلوم دیوبند (مکتبۂ دارالعلوم) ۷/ ۵۲۲ : البتہ اگر بارات کاکھلانا محض بطور دعوت احباب واظہار مسرت ہو تو بشرط عدم ارتکاب منہیات و محظورات شرعیہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے غرض فی نفسہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے عوارض مروجہ کی وجہ سے خرابی آتی ہے۔

Scanned by CamScanner

৬. তৃতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায় এমন পন্থা অবলম্বন করলে অবৈধ বলা যাবে না। যদি তা শরীয়ত পরিপন্থী অন্যান্য কার্যকলাপ ও কুসংস্কার থেকে পবিত্র হয়।

📖 صحيح البخاري (دارالحديث) ١/ ١٠٦ (٣٧١) : عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، ... ... قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق، جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به» وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٢/ ١٤٣ : الجواب-اگراس ذی حیثیت دوست کے ساتھ لڑکیوں کے والد اور باراتیوں کا محبت اور بے تکلفی کا تعلق ہے اور وہ اعزاز واکرام کے ساتھ لڑکیوں کے والد اور اس کے مہمان (باراتیوں) کی دعوت کرتا ہے جس کو سب بخوشی منظور کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ کوئی بدنما دھبہ لگے گا، بلکہ داعی پر بھی ان کا احسان ہوگا کہ اپنی تقریب کے باوجود دوست کے تقریب میں شرکت ودعوت کو منظور کر لیا۔

কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ ও ওলীমা

প্রশ্ন : বর্তমানে কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ করা বৈধ কি না? এবং এতে ওলীমা খাওয়ানোর হুকুম কী?

উত্তর : বিবাহ ও ওলীমা খাওয়ানোর বৈধতার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান হওয়া শর্ত নয়। তবে বিবাহ মসজিদে হওয়া উত্তম। আর ওলীমা এমন স্থানে হওয়া উত্তম, যে স্থানে আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতি সহজ হয় এবং শরয়ী বিধান লঙ্ঘিত না হয়। যদি কমিউনিটি সেন্টারে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাতে আপত্তির কিছু নেই। (১৩/২৪১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٢٨ : رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لعب أو غناء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل لا يخلو من

Scanned by CamScanner

أحد وجهين إما أن يكون عالما أن هناك ذاك وإما إن لم يكن عالما به فإن كان عالما فإن كان من غالب رأيه أنه يمكنه التغيير يجيب لأن إجابة الدعوى مسنونة قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وتغيير المنكر مفروض فكان في الإجابة إقامة الفرض ومراعاة السنة وإن كان في غالب رأيه أنه لا يمكنه التغيير لا بأس بالإجابة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة مسنونة ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنازة وشهود المأتم وإن كان هناك معصية من النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك؟ كذا ههنا.

وقيل : هذا إذا كان المدعو إماما يقتدى به بحيث يحترم ويحتشم منه فإن لم يكن فترك الإجابة والقعود عنها أولى وإن لم يكن عالما حتى ذهب فوجد هناك لعبا أو غناء فإن أمكنه التغيير غير وإن لم يمكنه ذكر في الكتاب وقال لا بأس بأن يقعد ويأكل قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ابتليت بهذا مرة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة أمر مندوب إليه فلا يترك لأجل معصية توجد من الغير هذا إذا لم يعلم به حتى دخل فإن علمه قبل الدخول يرجع ولا يدخل وقيل هذا إذا لم يكن إماما يقتدى به فإن كان لا يمكث بل يخرج لأن في المكث استخفافا بالعلم والدين وتجرئة لأهل الفسق على الفسق وهذا لا يجوز وصبر أبي حنيفة - رحمه الله - محمول على وقت لم يصر فيه مقتدى به على الإطلاق -

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٤٧- ٣٤٨ : وفى التاتارخانية عن الينابيع: لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا بدعة، والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۳ / ۱۹۴ : الجواب—حامدا ومصليا، ایسی محفل میں جانا اور نکاح پڑھانا شرعا ممنوع اور معصیت ہے خاص کر مقتداء کو بہت احتیاط کی ضرورت

Scanned by CamScanner

ہے 'فلا تقعد بعد الذکری الآیۃ' تاہم جو نکاح پڑھا جائے گا ان قبائح کے باوجود وہ منعقد ہو جائے گا۔

বরযাত্রী প্রথার উৎপত্তি

প্রশ্ন : বরযাত্রীর প্রচলন কোথা থেকে এল? বরযাত্রীর খাওয়াদাওয়া জায়েয আছে কি না? বিবাহের সময় কিছু লোকের দরকার হয়। যেমন–কিছু মুরব্বি থাকতে হয়, তা না হলে বিবাহ দেয় না। এ জন্য কতজন লোক ছেলের সাথে যেতে পারবে, যা বরযাত্রীর মধ্যে গণ্য হবে না?

উত্তর : আগের যুগে রাস্তায় সন্ত্রাসী ও চোর-ডাকাতের সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য কনের বাড়িতে কিছু আপন লোক নেওয়ার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বরযাত্রী নেওয়া হতো, এর মধ্যে খানা খাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকত না। কনেপক্ষ সাধ্যানুযায়ী চা-নাশতা বা খানা খাইয়ে দিত। ওই খানাকে নাজায়েয বলার কোনো কারণ ছিল না। পরবর্তীতে কনের বাড়ীতে খানা খাওয়া একটা প্রথায় রূপ নিল এবং বাধ্যবাধকতা যোগ হলো। এরূপ প্রথাগত খানা জায়েযের আওতায় পড়ে না। তাই তা নাজায়েয বলে স্বীকৃত। অতএব প্রথাগত কারণে ওই দিনে খানার আয়োজন বড় হোক কিংবা ছোট, শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা বর্জনীয়। (১৩/৬৬৩/৫৩৫৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۵ / ۴۲۰ : الجواب—حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وقت میں شادی کی یہ شان موجود نہیں تھی جو آجکل رائج ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو نہیں کیا، بلکہ خبر تک بھی نہیں کی اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا واقعہ کتب حدیث میں مذکور ہے، بارات کا یہ طریقہ بڑے بوڑھوں نے اس لئے رائج کیا تھا کہ لڑکی کو جہیز کثیر مقدار میں دیا جاتا تھا اور ایک ایک جہیز کی پوری نمائش کی جاتی تھی، سفر عام طور پر بیل گاڑی کا ہوتا تھا، ڈاکہ کے حادثات پیش آتے تھے اس لئے بڑی بارات جایا کرتی تھی کہ جہیز وغیرہ کی پوری حفاظت ہو سکے، بارات کی کثرت مستقل فخر کی چیز شمار ہوتی تھی.... ... جو کھانا فخر کے لئے کھلایا جائے اس کے کھانے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۷ / ۵۲۲ : الجواب—یہ ظاہر ہے کہ رسوم کی پابندی جس درجہ پر پہنچ گئی ہے وہ شرعاً مذموم ہے کیونکہ ان کو لازم سمجھا گیا ہے یا

Scanned by CamScanner

بمنزلہ لازم کے ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ ان کے ترک کو عار سمجھا جاتا ہے اور گوارا نہیں ہوتا کہ اس عار کو اختیار کیا جائے اگرچہ قرض کی نوبت آجائے اور اگرچہ سود کے ذریعہ قرض حاصل ہو تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی پابندی نامشروع کو شریعت مطہرہ کسی طرح جائز نہیں رکھتی، البتہ اگر بارات کا کھلانا محض بطور دعوت احباب واظہار مسرت ہو تو بشرط عدم ارتکاب منہیات و محظورات شرعیہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے غرض فی نفسہ اس میں کچھ خرابی نہیں ہے عوارض مروجہ کی وجہ سے خرابی آتی ہے۔

সংখ্যায় কতজন হলে বরযাত্রী হবে না

প্রশ্ন : কনের বাড়িতে বিবাহের আক্বদের উদ্দেশ্যে কতজন পর্যন্ত যাওয়া রুসুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না?

উত্তর : আক্বদ যেকোনো জায়গায় হতে পারে। তবে মসজিদে হওয়া সুন্নাত। কোনো কারণ ছাড়া বাড়িতে হওয়া উচিত নয়। তবে আক্বদের মজলিসে মানুষকে দাওয়াত করা সুন্নাত না হলেও এতে শরীক হওয়া সাওয়াব ও বরকতের কাজ। এতে সব ধরনের লোক উপস্থিত হতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই এবং এটা রুসুমের অন্তর্ভুক্তও নয়। তবে কনের বাড়িতে প্রচলিত বরযাত্রা শরীয়তের দৃষ্টিতে রুসুমের অন্তর্ভুক্ত ও নিষেধ। এটা কোনো পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। (১২/৫৬৫/৪০৩৫)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ١٤٣ : وأشار المصنف بكونه سنة أو واجبا إلى استحباب مباشرة عقد النكاح في المسجد لكونه عبادة وصرحوا باستحبابه يوم الجمعة واختلفوا في كراهية الزفاف والمختار أنه لا يكره إلا إذا اشتمل على مفسدة دينية وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف».

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الحديث) ٢ / ٣٣ : (إجابة الدعوة إلى) الوليمة، وهي طعام العرس الذي يدعى إليه الناس كما عرفت، فإنه سنة مؤكدة، فيسن عند الدخول بالمرأة أن يولم الزوج

Scanned by CamScanner

بما تطيب به نفسه ويقدر عليه مثله، فإذا كان يقدر على أن يذبح لهم، فيسن أن لا ينقص عن شاة لأنها أقل ما يطلب من القادر لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة".

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ / ۲۱۳ : الجواب—لڑکی والوں کو بارات کو مہمان ہونے کی بنا پر کھانا کھلانا درست ہے بشرطیکہ مروجہ منکرات سے خالی ہو۔

বিবাহ উপলক্ষে বর ও কনেপক্ষের খানার আয়োজন

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে বিবাহ উপলক্ষে বর ও কনেপক্ষ ধুমধামের সহিত খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করে থাকে। এসব আয়োজনের ব্যাপারে শরীয়তের কোনো হুঁশিয়ারি আছে কি না?

উত্তর : বিবাহ একটি ইবাদত। তাই শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় বিবাহের কাজ সম্পাদন করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে বিবাহ করেছেন এবং স্বীয় কন্যাদেরও বিবাহ দিয়েছেন। নবীজির আদর্শে আদর্শবান হওয়াই মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। শরীয়ত মতে, বিবাহে কনেপক্ষের খাওয়াদাওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আক্বদের পর বরের পক্ষ সাধ্যমতো ওলীমা করা সুন্নাত। তাই কনের পক্ষে প্রচলিত খাওয়াদাওয়া শরীয়তসম্মত নয়। আর এ জন্য বাধ্য করা হলে গোনাহ হবে। (১২/৪৫৮/৩৯৩৫)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الحديث) ٢ / ٣٣ : (إجابة الدعوة إلى) الوليمة، وهي طعام العرس الذي يدعى إليه الناس كما عرفت، فإنه سنة مؤكدة، فيسن عند الدخول بالمرأة أن يولم الزوج بما تطيب به نفسه ويقدر عليه مثله.

Scanned by CamScanner

📖 اسلامی فقہ ۲ / ۱۰۲ : نکاح کے بعد لڑکی کی طرف سے تو کسی طرح کی دعوت وغیرہ کا اہتمام کرنا غیر مسنون طریقہ ہے۔

প্রচলিত বউ ভাত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বহুল প্রচলিত একটি প্রথা রয়েছে, যাকে বউ ভাত বলা হয়। অর্থাৎ বরের পক্ষ হতে দাওয়াতি মেহমান হয়ে যারা বিবাহ খেতে যায়। তারাই আবার বরাত খেয়ে আসার পর দিন বরের বাড়িতে সামান্য কিছু খানা খেয়ে বরাত খাওয়ার পরিবর্তে কিছু টাকা দিয়ে যায়। ফলে যারা টাকা দিতে সক্ষম, তাদেরকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়, অন্যদের নয়। প্রশ্ন হলো, বরাত খাওয়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়া এবং যারা টাকা দিতে সক্ষম তাদেরকেই দাওয়াত দেওয়া, অন্যদের নয়–তা বৈধ কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রচলিত কাজসমূহ অমুসলিম রীতিনীতি, খুবই নিন্দনীয় ও নাজায়েয। কারণ এতে আত্মীয়স্বজনরা সাধারণত একে-অপরকে যা দেয় তা পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা হিসেবে দেয় না, বরং সামাজিক চাপে বা চক্ষুলজ্জায় দেওয়া হয় এবং তাতে এদিকেও দৃষ্টি রাখা হয় যে সেও আমাদের এ ধরনের অনুষ্ঠানের সময় কিছু দেবে। বিয়েশাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকটা লক্ষ করেই উপহার-উপঢৌকন দেওয়া হয়। সুতরাং এসব নেওয়া-দেওয়ার অবকাশ শরীয়তে নেই। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিয়েশাদিতে কিছু দিতে অক্ষম তাকে দাওয়াত না দেওয়াও খুবই নিন্দনীয় কাজ বিধায় তা বর্জনীয়। (১০/১৮১/৩০৩৩)

📖 سورة الروم الآية ٣٩ : ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٨٣ (٥١٧٧) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» -

Scanned by CamScanner

السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦ / ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".

رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٦٩٦ : في الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فبمثله، وإن قيميا فبقيمته وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة، ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك، والأصل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا اهـ قلت: والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه فرضا حتى إنهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدى فإذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدى الدفتر فيهدي الأول إلى الثاني مثل ما أهدى إليه.

তোরণ, আলোকসজ্জা ও বর-কনের জন্য স্টেজ নির্মাণ

প্রশ্ন : আগের যুগে খানার অনুষ্ঠানসমূহে বিছানার ওপর দস্তরখানায় খাওয়ানো হতো। বর্তমান যুগে শহরে, এমনকি গ্রামেও চেয়ার-টেবিলের প্রচলন হয়ে যাওয়ায় আগেকার যুগের সেই বিছানা ও দস্তরখানার ব্যবস্থা নেই। এদিকে বিবাহের অনুষ্ঠানে বড় গেট বরের জন্য পৃথক স্টেজ তৈরি করা এবং বর-কনের আক্দ অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি বা ভিডিও করা হয়, যা সচরাচর চালু রয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের এলাকার একজন সম্মানিত আলেম উক্ত কর্মকাণ্ডকে সুন্নাতবিরোধী ও গোনাহের কাজ বলছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে চেয়ার-টেবিলে প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবারা (রা.) কোনো সময় খানা খাননি, ছবি ও ভিডিওকারী আল্লাহর অভিশপ্ত। প্রশ্ন হলো, বর ও মেহমানের জন্য তোরণ বা গেট বানানো, আলোকসজ্জা করা ও বরের জন্য জাঁকজমক করে স্টেজ বানানো কি সুন্নাতবিরোধী? বর-কনে বা অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও করা হয় যেখানে, সেখানে অংশগ্রহণ করার শরয়ী হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : খাওয়াদাওয়া, বিবাহ-শাদি–সব কাজই মুসলমানের জন্য ইবাদত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত তরীকা ও পদ্ধতির অনুসরণে আঞ্জাম দিলেই এসব কাজ ইবাদতে পরিণত হয়, সাওয়াব পাওয়া যায়। খাওয়াদাওয়ার বেলায় সমতল জায়গায় দস্তরখান বিছিয়ে তিন তরীকার এক তরীকায় বসে খাওয়াই নবীজির সুন্নাত। বিবাহের আক্বদ মেয়েকে ঘরে রেখে মসজিদে করবে। বরের জন্য ওলীমা অর্থাৎ সাধ্যানুযায়ী নাশতা বা খাবারের ব্যবস্থা করে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়ানোই সুন্নাত। প্রচলিত পন্থায় কনের বাড়িতে বরের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা, তোরণ, আলোকসজ্জা ইত্যাদি করা সুন্নাত পরিপন্থী। এসব বিজাতীয়-বিধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার। উপরন্তু এ ধরনের অনুষ্ঠানে বর-কনে ও অন্যান্য মানুষের ফটো তোলা ও ভিডিও করা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গোনাহ। (৮/৫৬০)

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ١ / ٢٢٢ : وينبغي له أن يأكل على حائل عن الأرض، ولا يأكل على هذه الأخونة وما أشبهها؛ لأنها من البدع وفيها نوع من الكبر. وقد نقل الشيخ الجليل أبو طالب المكي - رحمه الله - في كتاب القوت له أن أول ما حدث من البدع أربع وهي المنخل والخوان والأشنان والشبع انتهى.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٤٧ : (دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى: - {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} (فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدى (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أولا) باللعب (لا يحضر أصلا) سواء كان ممن يقتدى به أو لا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٤٧ : الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ

Scanned by CamScanner

শর্ত সাপেক্ষে বা শর্তহীন কনেপক্ষের খানার আয়োজন

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিবাহের সময় বরপক্ষ থেকে বলা হয় যে বরপক্ষের এতজন লোক খানা খাবে। কখনো মেয়েপক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় বরের লোকদিগকে খাওয়াদাওয়া দেওয়া হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের না খাওয়ালে কনেপক্ষের লোকদিগকে লজ্জা দিয়ে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কি জায়েয? এবং বিবাহের সময় শরীয়তের দৃষ্টিতে মেয়েপক্ষ থেকে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা কি সুন্নাত?

উত্তর : বিবাহ একটি ইবাদত। ইবাদতের মধ্যে সামাজিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় করাটাই সুন্নাত। প্রশ্নোল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কনেপক্ষ থেকে খাওয়াদাওয়ার প্রচলিত প্রথা ইসলামের সোনালি যুগে ছিল না। এরূপ মেহমানদারি যেহেতু সামাজিকতা ও রসমের রূপ ধারণ করেছে, তাই শরীয়ত পরিপন্থী হয়ে যাওয়ায় উলামায়ে কেরাম এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। বরং বরের পক্ষ থেকে বিবাহের পর সাধ্যানুযায়ী কিছু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা সুন্নত, যাকে ওলীমা বলা হয়। (৩/২০২/৫৪৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۴۲۰ : الجواب—حامداً ومصلیاً، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وقت میں شادی کی یہ شان نہیں تھی جو آج کل رائج ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو نہیں کیا، بلکہ خبر تک بھی نہیں کی، اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتب حدیث میں مذکور ہے،... ... دولہا کے ساتھ اگر ان کے خاص آدمی باپ، بھائی وغیرہ کچھ آجائیں تو مہمان کی حیثیت سے ان کو کھلانا احترام کا تقاضہ ہے، بڑی بارات بلا کر قرض لے کر کھلانا جو شاید سودی بھی ہو ہرگز شرعا پسندیدہ نہیں۔ سودی قرض لینا شرعا جائز بھی نہیں، سود کے معاملہ پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔

ওলীমা অনুষ্ঠানে উপহারসামগ্রী গ্রহণ করা

প্রশ্ন : ওলীমার সময় যদি আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং তাদের এ কথা বলে দেওয়া হয় যে সমাজে যে প্রথা আছে ওলীমার দাওয়াতে উপঢৌকন নিয়ে যাওয়া তা শরীয়তে বৈধ নয়। তাই আমার অনুরোধ, কোনো উপঢৌকন নিয়ে আসবেন না।

Scanned by CamScanner

এর পরও যদি তারা উপঢৌকন নিয়ে আসে তাহলে আমার করণীয় কী? সেগুলো নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সমস্ত উপঢৌকন বা উপহার দেওয়া হয় তার মধ্যে যদি রিয়া, অর্থাৎ লোক দেখানো বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে বা সামাজিক চাপে বা সুখ্যাতি কিংবা তার বিনিময় পাওয়ার উদ্দেশ্য না থাকে সাথে সাথে তাহা প্রথায় পরিণত না হয় বরং প্রফুল্লচিত্তে দেওয়া হয় এবং না দিলে কোনো ধরনের অপমান করা না হয়, তাহলে উক্ত উপহারসামগ্রী গ্রহণ করা জায়েয, অন্যথায় নাজায়েয। (১৭/৬৩/৬৯৩২)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦ / ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٨٣ : ولو أن رجلا اتخذ وليمة للختان فأهدى إليه الناس اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيها، قال بعضهم: هي للولد سواء قالوا هي للصغير أو لم يقولوا سلموها إلى الأب أو إلى الابن؛ لأنه هو الذي اتخذ الوليمة للولد، وقال بعضهم: هي للوالدين، وقال بعضهم: إذا قالوا للولد فهي له، وإن لم يقولوا شيئا فهي للوالد، قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: إن كانت الهدية مما يصلح للصبي مثل ثياب الصبي أو شيء يستعمل للصبيان فهي للصبي، وإن كانت الهدية دراهم أو دنانير أو شيئا من متاع البيت أو الحيوان، فإن أهداه أحد من أقرباء الأب أو من معارفه فهي للوالد إذا اتخذ الرجل عذيرة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي الولد فسواء قال المهدي هذا للولد أو لم يقل، فإن كانت الهدية تصلح للولد، مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيان مثل الصولجان والكرة فهو للصبي؛ لأن هذا تمليك للصبي عادة، وإن كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير ينظر إلى المهدي، فإن كان من

Scanned by CamScanner

أقارب الأب أو معارفه فهي للأب، وإن كان من أقارب الأم أو معارفها فهي للأم؛ لأن التمليك هنا من الأم عرفا وهناك من الأب فكان التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا يعتمد على ذلك -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/ ۲۸۱ : سوال-اس ملک کا رواج ہے کہ دولہا کی جب بارات چلنے لگتی ہے تو دولہا کے آگے ایک برتن رکھا جاتا ہے اور اس میں ہر شخص کچھ رقم رکھتا ہے اس کو نیوتہ کہا جاتا ہے پھر یہ رقم دولہا یا اس کے ورثہ لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے نیز اس کی اصل شریعت میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟... ...

الجواب-اگر یہ بطریق اعانت کے ہو اور ریاکاری نام ونمود وغیرہ کچھ نہ ہو تو شرعا درست بلکہ مستحسن ہے مگر طریقہ مروجہ کی حیثیت سے بجز رسم ورواج کے کچھ نہیں اور بسا اوقات برادری کے زور یا رسوائی کے خوف سے دیا جاتا ہے بلکہ اگر پاس نہ ہو تو قرض یا سودی لے کر دیا جاتا ہے اس لئے ناجائز ہے اور اگر بطور قرض دیا جاتا ہے جیسا کہ بعض جگہ رواج ہے تو اس میں بھی مفاسد ہیں لایحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، رواہ البیہقی۔

বিয়ের পর স্বামীর ইমামতিতে স্ত্রীর নামায আদায়

প্রশ্ন : আমাদের দেশে রেওয়াজ আছে, বিয়ে পড়ানোর পর স্বামী ইমাম হয় আর স্ত্রী মুক্তাদী হয়ে একসাথে দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত নফল নামায পড়ে। এরূপ নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রী মিলে নামায পড়ার কোনো নিয়ম হাদীসে বা ইসলামী বিধানে বর্ণিত নাই। তবে নিম্নের দু'আটি বর্ণিত আছে :

اللهم إنى أسئلك خيرها وخير ما جبلتها عليه أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

তাই কেবল উক্ত দু'আ পাঠ করবে। তবুও স্বামী-স্ত্রী মিলে নামায পড়ার ইচ্ছা হলে স্বামী যেখানে দাঁড়াবে তার এক কদম পেছনে স্ত্রী দাঁড়াবে, নচেৎ কারো নামায শুদ্ধ হবে না। (১/১৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٢٦ (٢١٦٠) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، فليقل اللَّهُمَّ إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك». قال أبو داود: زاد أبو سعيد، ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۱۹۰ : اور نماز پڑھنا کسی حدیث میں تو دیکھا نہیں، مگر بعض علماء سے سنا ہے کہ اول دو رکعت شکریہ پڑھ کر اللہ تعالی کے شکر کرے کہ تونے مجھ کو حرام سے بچایا اور حلال عنایت فرمایا، پھر بعد اس کے ادعیۂ مذکورہ پڑھے۔

শ্বশুর-শাশুড়ির কদমবুচি

প্রশ্ন : বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়িকে বসে কদমবুচি করে। শরীয়ত মতে কদমবুচি করা জায়েয আছে কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : সাধারণত কদমবুচি অনুচিত, আর প্রশ্নে বর্ণিত কদমবুচি আরো জঘন্য হওয়ায় বর্জনীয়। (১/১৩৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٨٣ : (طلب من عالم أو زاهد أن) يدفع إليه قدمه و (يمكنه من قدمه ليقبله أجابه وقيل لا) يرخص فيه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٨٣ : يكره الانحناء للسلطان وغيره اهـ وظاهر كلامهم إطلاق السجود على هذا التقبيل.

Scanned by CamScanner

'আয়দা' নামে টাকা উসুল করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় অনেক দিন আগ থেকেই বিয়ের 'আয়দা' নামে বরপক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সমাজপতিগণ নিয়ে থাকে। অনেক সময় বরপক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে অপারগ হলে মহল্লার সর্দারগণের নিকট আবেদন করলে তারা কিছু টাকা মওকুফ করে দেয়। প্রশ্ন হলো, বিয়েতে 'আয়দা' নামে এ ধরনের টাকা আদায় করা শরীয়তসম্মত কি না? এবং উক্ত টাকা মসজিদের উন্নয়ন বা অন্য কোনো সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করা যাবে কি না? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : সামাজিক প্রথা বা যেকোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করে অর্থ আদায় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে নাজায়েয। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে বিয়ের আয়দা নামে বরপক্ষ থেকে টাকা আদায় করা এবং তা মসজিদের উন্নয়ন বা অন্য কোনো সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করা জায়েয হবে না। বরং তা বরপক্ষকে ফেরত দিতে হবে। (১৬/৫২৫/৬৬৬০)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٤/ ٢٩٩ (٢٠٦٩٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: "يا أيها الناس، هل تدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم ؟ وفي أي بلد أنتم؟ "قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه"، ثم قال: "اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم، ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، الحديث-

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٥٦ : (أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵ / ۱۳۷ : الجواب – مہر اور چڑھاوے کے علاوہ دلہن والے جو سو دو سو روپے دولہا سے لے لیتے ہیں جب لڑکی دیتے ہیں یہ رشوت ہے اور حرام ہے، لینا اور کھانا اس کا قطعا ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

বিয়ের আগে ও পরে প্রচলিত কিছু রসম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিবাহের আগে ও পরে কিছু রসম পালন করা হয় :

ক. বিবাহের আগে মেয়েকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখানো হয় এবং তার মধ্যে খাওয়াদাওয়া হয়।

খ. বিবাহের দিন ছেলেসহ ছেলেপক্ষের অনেক লোক মেয়ের পিতার আয়োজিত খানায় অংশ গ্রহণ করে। অনেক লোক ছেলে ও মেয়েকে হাদিয়া, টাকা-পয়সা ও অন্য সামগ্রী দেয়।

গ. মেয়েকে সাজানোর জন্য ছেলের পক্ষ থেকে অনেক আসবাব নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেগুলো বিয়ের আগে পরানো হয় এবং বিশেষ অলংকারকে মহর হিসেবে ধার্য করা হয়।

ঘ. আক্বদের শেষে মেয়ের মাহরাম ও গাইরে মাহারাম সকলের সাথে ছেলেকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়।

ঙ. যে ব্যক্তিকে মেয়ের ইজিনের জন্য পাঠানো হয় তার সঙ্গে মেয়ে ও ছেলের 'উকিল বাপ' হিসেবে সম্পর্ক স্থাপন হয়।

জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত বিষয়গুলো সুন্নাতি বিয়ের আওতায় পড়ে কি না? এবং মেয়ে দেখা থেকে ওলীমা পর্যন্ত সুন্নাত মোতাবেক বিয়ে কিভাবে হওয়া উচিত?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহ সম্পর্কীয় বিষয়াবলির অধিকাংশই কেবল সুন্নাত পরিপন্থীই নয়, বরং শরীয়ত পরিপন্থী তথা নাজায়েযও। যেমন মেয়েকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখানো, বরযাত্রা ও মেয়ের ঘরে খানা খাওয়া, ছেলে-মেয়েকে প্রথাস্বরূপ হাদিয়া এবং উকিল বাপ হিসেবে সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাদি।

তবে সুন্নাত তরীকায় বিবাহ করতে চাইলে সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত মেয়েকে সম্ভব হলে বর নিজেই দেখবে, অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো মহিলার মাধ্যমে দেখে তার বর্ণনা শুনবে। তারপর জুমু'আর দিন জামে মসজিদে দ্বীনদার সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে কোনো আল্লাহওয়ালা হক্কানী আলেমের মাধ্যমে প্রকাশ্যে বিবাহ পড়াবে। তবে বিবাহের অনুমতি নেওয়ার জন্য মেয়ের নিকট মাহরাম ছাড়া অন্য কেউ যাবে না। সামর্থ্য অনুযায়ী মহর নির্ধারণ করবে। তারপর সামর্থ্য অনুযায়ী বরপক্ষ ওলীমার ব্যবস্থা করবে। অতিরিক্ত খরচ করবে না। কারণ কম খরচে বিবাহে বরকতের কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (১৯/১৯৬/৮০৭৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٨٢ (١٤٢٤) : عن أبي هريرة،

قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه

Scanned by CamScanner

تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟» ، قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا».

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٤٥٨ (١٠٨٩) : عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف».

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٤١/ ٧٥ (٢٤٥٢٩) : عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ".

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٨ : ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول، والاستدانة له والنظر إليها قبله، وكونها دونه سنا وحسبا وعزا، ومالا وفوقه خلقا وأدبا وورعا وجمالا وهل يكره الزفاف المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية.

বিয়ের সময় প্রচলিত কিছু প্রথা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত বিবাহ-শাদির প্রথাসমূহের শরয়ী হুকুম কী? প্রথাসমূহ থেকে কিছু নিম্নে উল্লেখ হলো, শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এগুলোর সঠিক হুকুম তুলে ধরার আকুল আবেদন রইল।

১. বরপক্ষের সকলে মিলে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখা বা দেখানো।
২. বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বর পালকিতে উঠে যাওয়া।
৩. মুকুট পরে যাওয়া
৪. মেয়েপক্ষের একজন মুরব্বি বরকে পালকি থেকে নামানো ও ঘড়ি ইত্যাদি হাদিয়া দেওয়া।

Scanned by CamScanner

৫. তৎপরবর্তীতে বর উক্ত ব্যক্তিকে কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি হাদিয়া দেওয়া। মেয়ের বাড়িতে গেট সাজানো, গেটে টাকা-পয়সার লেনদেন করা।

৬. মেয়ের বাড়িতে খাবারদাবারের আয়োজন করা ইত্যাদিসহ যেসব প্রথা প্রচলিত আছে এগুলো কি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে? যদি না হয় তাহলে কী হবে?

উত্তর : প্রশ্নে যেসব প্রথা ও পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–বর পালকিতে উঠে যাওয়া, মুকুট পরা, মেয়েপক্ষের মুরব্বি বরকে নামিয়ে ঘড়ি ইত্যাদি হাদিয়া দেওয়া, বর তাকে কিছু দেওয়া, মেয়ের বাড়িতে গেট সাজানো, গেটে টাকা নেওয়া, মেয়ের বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার অনুষ্ঠান করা, সম্মিলিতভাবে পুরুষেরা মেয়ে দেখা ইত্যাদি এসব লোকাচার সামাজিক প্রথা। এর অনেক কিছু বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচার থেকে গৃহীত। শরীয়তে ইসলামীর সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এসব বর্জন করা মুসলমানদের জন্য দ্বীনি ও নৈতিক দায়িত্ব। নবীজি প্রদর্শিত পন্থায় বিবাহ-শাদি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হওয়াই সকল মুমিনের জন্য আবশ্যক। (৬/৬৯৩/১৩৯০)

📖 سورة الأعراف الآية ٣١ : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

📖 سورة الإسراء الآية ٢٦، ٢٧ : ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٤/ ٢٩٩ (٢٠٦٩٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: "يا أيها الناس، هل تدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم ؟ وفي أي بلد أنتم؟ "قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه"، ثم قال: "اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه؛ ألا وإن كل دم،

Scanned by CamScanner

ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، الحديث۔

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۷ / ۵۲۲ : الجواب-یہ ظاہر ہے کہ رسم کی پابندی جس درجہ پر پہنچ گئی ہے وہ شرعاً مذموم ہے، کیونکہ ان کو لازم سمجھا گیا ہے یا بمنزلۂ لازم کے ان کے ساتھ معاملہ ہے، کہ ان کے ترک کو عار سمجھا جاتا ہے، اور گوار نہیں ہوتا، کہ اس عار کو اختیار کیا جائے، اگرچہ قرض کی نوبت آجائے اور اگرچہ سود کے ذریعہ قرض حاصل ہو تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی پابندی نامشروع کو شریعت مطہرہ کسی طرح جائز نہیں رکھتی.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۴۲۰ : حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وقت میں شادی کی یہ شان نہیں تھی جو آجکل رائج ہے... اپنے فخر کے لئے بارات کو کھانا کھلاتا ہے جگہ جگہ اس کا چرچا کیا جاتا ہے، یہ طریقہ شرعاً درست نہیں۔

📖 فیہ ایضا ۱۲ / ۳۹۴ : شادی میں محض نمائش و فخر کے ہر کام سے بچنا چاہئے مروجہ طریقہ پر گیٹ بنوانا بھی اس میں داخل ہے۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۹ / ۸۸ : سوال—الف، دلہن کو منہ دیکھ کر کچھ نقدی دینا۔ ب، ایسے کنبہ کے مردوں کا بھی منہ دیکھ لینا جن سے شرعاً پردہ جائز ہے۔

جواب—اس کا بھی وہی حکم ہے۔ ب، یہ قطعاً ناجائز ہے۔

পাত্রী দেখার সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : পাত্রী দেখার সহীহ তরীকা কী?

উত্তর : ইসলামে বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখার অনুমতি রয়েছে, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখানোর অনুমতি নেই। তাই সম্ভব হলে মেয়ের অগোচরে শুধুমাত্র তার মুখমণ্ডল ও হাত দেখে নেওয়া যেতে পারে। আর তা সম্ভব না হলে নির্ভরযোগ্য মহিলা পাঠিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে। সমাজে প্রচলিত বিবাহের পূর্বে পাত্র ছাড়া

Scanned by CamScanner

পাত্রের পিতা বা অন্য কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষের দেখার অনুমতি কোনো অবস্থাতেই নেই। (১০/১৭৬/৩০৪৯)

📖 شرح الطيبي على المشكاة (إدارة القرآن) ٦ / ٢٣١ : وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إذا كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة، وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث إمرأة تصفها له، وإنما يباح له النظر إلى وجهها وكفها فحسب۔

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٧ / ٣٨٤ : فدل على أنه لا يجوز له ان يطلب من اوليائها ان يحضروها بين يديه لما فى ذلك من استخفاف بهم، ولا يجوز ارتكاب مثل ذلك لأمر مباح ولا ان ينظر إليها بحيث تطلع على رؤيته لها من غير إذنها، لأن المرأة تستحى من ذلك ويثقل نظر الأجنبى إليها على قلبها لما جبلها الله على الغيرة، وقد يفضى ذلك إلى مفاسد عظيمة كما لا يخفى، وانما يجوز له أن يتخبأ لها وينظر اليها خفية.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۰۰ : کیونکہ حدیث سے رویت ثابت ہے، نہ کہ اراءت، یعنی حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکی والے اس خاطب کو اجازت ہے کہ اگر تمہارا موقع لگ جاوے تو تم دیکھ لو، پس اسی طرح جو عورت خاطب کے قائم مقام ہے اس کا دیکھ لینا تو اس حدیث میں حکما داخل ہو سکتا ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۰/ ۴۷۸ : صاف صاف مطالبہ کرنا کہ مجھے دکھاؤ میں خود دکھوں گا تو مناسب نہیں، ہاں کہیں موقع مل جائے چھپا کر دیکھنے میں مضائقہ نہیں۔

মেয়ে দেখা ও বিবাহের সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : সুন্নাত তরীকায় মেয়ে দেখার পদ্ধতি ও সুন্নাতী পন্থায় বিবাহের নিয়ম জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : সার্বিক বিবেচনায় কোনো পরিবারের মেয়েকে পাত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার পর তার সৌন্দর্যের বিষয়ে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে একমাত্র বরের জন্য কোনো উপায়ে সম্ভব হলে কনের মুখমণ্ডল, হাত ও পদযুগল দেখার অনুমতি আছে। বরপক্ষের অন্য কোনো পুরুষের জন্য দেখার অনুমতি শরীয়তে নেই।

বিবাহের সুন্নাত তরীকা :

পাত্রী ও অন্যান্য প্রসঙ্গে নিশ্চিত হওয়ার পর সামর্থ্যানুযায়ী মহর নির্ধারণকরত কোনো জুমু'আর দিন মসজিদে কোনো আলেমে দ্বীনের মাধ্যমে বিবাহ পড়িয়ে নেবে। মাওলানা সাহেব মাসনুন খুতবা পাঠের পর কনেপক্ষের অনুমতিক্রমে বরের উদ্দেশ্যে বলবেন যে অমুকের মেয়ে অমুককে এত টাকা মহরের বিনিময়ে তোমাকে নিকাহ দিলাম। তারপর বর অন্তত দুজন বালেগ পুরুষ শুনে এমনভাবে "কবুল করলাম" বলবে। এরপর সকলে নিম্নের দু'আটি পড়বে।

بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير

অতঃপর বরপক্ষ কিছু খুরমা বিতরণ করবে। বিবাহের বা বাসরের পর বরপক্ষ সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের দাওয়াতের ব্যবস্থা করবে, যাকে 'ওলীমা' বলে। ওলীমার সুন্নাত খাওয়াদাওয়ার দ্বারা যেমন আদায় হয়, নাশতা ইত্যাদির মাধ্যমেও এ সুন্নাত আদায় করা যেতে পারে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিবাহ করার নির্দেশ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছেন। (৬/৬৯৩/১৩৯০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٢٥٨ (١٠٨٩) : عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف».

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٢٣ : يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ١٤٤ : ونظره إلى مخطوبته قبل النكاح سنة فإنه داعية للألفة، ولا يخطب مخطوبة غيره؛ لأنه جفاء وخيانة وتمامه في الفصل الخامس والثلاثين منها، وفي المجتبى يستحب أن يكون النكاح ظاهرا، وأن يكون قبله

Scanned by CamScanner

خطبة، وأن يكون عقده في يوم الجمعة، وأن يتولى عقده ولي رشيد، وأن يكون بشهود عدول منها.

পাত্রী দেখে উপহার দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো মেয়েকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে দেখে টাকা বা স্বর্ণের জিনিস অথবা কোনো কিতাব দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রস্তাবিত মেয়েকে আনুষ্ঠানিকতার সাথে মুখ দেখানোর প্রচলিত প্রথা শরীয়ত সমর্থিত নয়। শরীয়তে প্রস্তাবকের জন্য অন্য কোনো উপায়ে দেখার সুযোগ হলে তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র। সুতরাং এরূপ আনুষ্ঠানিক দেখা এবং এ ক্ষেত্রে কিছু দেওয়া বর্জনীয়। (৯/৬৩৪/২৭৫৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٨٩٠ (٢٠٨٢) : عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها -

📖 عون المعبود (دار الكتب العلمية) ٦/ ٦٩ : ولأن في ذلك تغريرا فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى ولهذا قال أصحابنا يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم انتهى

(فكنت أتخبأ) أي أختفي -

📖 مرقاة المفاتيح (دار الفكر) ٥/ ٢٠٥٠ : حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة، وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة تصفها له -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ / ۵۲ : الجواب—یہ طریقہ ہر گز جائز نہیں، انتہائی درجے کی بے غیرتی و بے حیائی ہے۔ اگر ہر شخص اس طرح صاف صاف دیکھنے کا مطالبہ کرے

Scanned by CamScanner

اور اس کا یہ بے ہودہ مطالبہ پورا کیا جانے لگے تو نا معلوم ایک ایک لڑکی کو شادی کے لئے کتنے کتنے لڑکوں کو دیکھانے کی نوبت آئے گی، گھوڑی اور گائے کی سی کیفیت ہو جائے گی کہ گاہک آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں... حدیث میں رویۃ کا ذکر ہے، نہ کہ اراءۃ کا، اور حکم رویۃ کا مطلب ہے کہ اگر لڑکا کا چھپ چھپا کر دیکھ سکتا ہو تو اجازت ہے، چھپا کر دیکھنے میں بھی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ کسی کو بد نظری کی بد گمانی نہ ہو۔

পাত্রী দেখার প্রচলিত পন্থা বর্জনীয়

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক স্থানে দেখা যায় যে যখন কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন বরপক্ষ থেকে লোকজন মেয়েকে দেখার জন্য আসে, তখন মেয়েপক্ষ মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত করে। বরপক্ষ মেয়ে দেখে মেয়েকে টাকা দেয়। মেয়েপক্ষও তা সাদরে গ্রহণ করে। প্রশ্ন হলো, এ পদ্ধতিতে মেয়ে দেখানো এবং টাকা গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় তাহলে শরয়ী পদ্ধতি কী?

উত্তর : শরীয়তে বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়েকে সম্ভব হলে চুপিসারে দেখে নেওয়ার কথা রয়েছে। তবে আয়োজন করে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখানোর প্রথা নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সঠিক নয়। তাই প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত বলা যায় না। (১৬/৫১৩/৬৬৩০)

📖إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٧ / ٣٨٤ : قال العبد الضعيف : وحجة الجمهور قول جابر : "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها" والراوى أعرف بمعنى ما رواه، فدل على أنه لا يجوز له أن يطلب من أوليائها أن يحضروها بين يديه لما فى ذلك من الاستخفاف بهم، ولا يجوز ارتكاب مثل ذلك لأمر مباح ولا أن ينظر إليها بحيث تطلع على رؤيته لها من غير إذنها ، لأن المرأة تستحى من ذلك ويثقل نظر الأجنبى إليها على قلبها لما جلبها الله على الغيرة، وقد يفضى ذلك إلى مفاسد عظيمة كما لا يخفى، وإنما يجوز له أن يختبأ لها وينظر

Scanned by CamScanner

إليها خفية، ومثل هذا النظر يقتصر على الوجه والكف والقدم لا يعدوها إلى مواضع اللحم ولا إلى جميع البدن والله اعلم ظ.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۰۰ : کیونکہ حدیث سے رویت ثابت ہے، نہ کہ اراءت، یعنی حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکی والے اس خاطب کو اجازت ہے کہ اگر تمہارا موقع لگ جاوے تو تم دیکھ لو، پس اسی طرح جو عورت خاطب کے قائم مقام ہے اس کا دیکھ لینا تو اس حدیث میں حکما داخل ہو سکتا ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۰ / ۴۷۸ : صاف صاف مطالبہ کرنا کہ مجھے دکھاؤ میں خود دیکھونگا تو مناسب نہیں، ہاں کہیں موقع مل جائے چھپا چھپا کر دیکھنے میں مضائقہ نہیں۔

পাত্রী দেখা জায়েয, দেখানো নয়

প্রশ্ন : পাত্রী দেখা প্রসঙ্গে আমি একটি সিদ্ধান্তমূলক মাসআলায় উপনীত হতে পারছি না। কারণ বিভিন্ন হাদীস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখতে তাগিদ দিয়েছেন। এ অনুযায়ী বর্তমানে অনেক উলামায়ে কেরামও আমল করেন। তাই বিবাহের পূর্বেই তারিখ ঠিক করে অনেক মুফতিকেও পাত্রী দেখতে দেখা যায়। এদিকে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ও মাওলানা থানভী এবং রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহ.)সহ অন্য আকাবীরগণের মতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পাত্রী দেখাকে নারী জাতির মানহানি এবং অবৈধও বোঝা যায়। এ অবস্থায় পাত্রী দেখার ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক পদ্ধতি কী হতে পারে? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

বি.দ্র.: যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম তারিখ ঠিক করে দেখেন তাঁরা সেটাকে সঠিক বলার সাথে সাথে দলিলও পেশ করেন যে আমাদের জন্য জায়েয। নাজায়েয ফতওয়া জনসাধারণের জন্য।

উত্তর : বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রের জন্য পাত্রী দেখা শরীয়তে জায়েয। এ ক্ষেত্রে আলেম কিংবা সাধারণ লোক-সকলের জন্য একই হুকুম। হাদীসের মধ্যে বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখে নেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হলেও তারিখ ঠিক করে আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রীকে দেখানোর ব্যবস্থা করার প্রমাণ শরীয়তে নেই। তাই পাত্রের জন্য

Scanned by CamScanner

আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রীকে দেখা বা দেখানোর ব্যবস্থা করাকে বৈধ বলা যাবে না। তবে নিজের মা বা মাহরাম মহিলাদের দ্বারা পাত্রী দেখে নেওয়া অথবা জায়েয কৌশল অবলম্বন করে দেখে নেওয়াই উচিত হবে। এতে হাদীসের মর্মও সঠিক থাকে, মুফতিয়ানে কেরামের অবৈধ ফতওয়া দেওয়াটাও সঠিক থাকে। (১৪/২৪০/৫৫০৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٨٩٠ (٢٠٨٢) : عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.

📖 شرح الطيبي على المشكاة (إدارة القرآن) ٦ / ٢٣١ : وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إذا كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة، وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث إمرأة تصفها له، وإنما يباح له النظر إلى وجهها وكفها فحسب-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٧٠ : ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، وإن خاف أن يشتهيها لقوله - عليه الصلاة والسلام - للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٨ / ٢١٨ : وإذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهي.

আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রী দেখে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : আনুষ্ঠানিকতার সাথে বা আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত মেয়েকে মেয়ের বাড়িতে দেখতে যাওয়া জায়েয কি? পাত্র ও তার সাথে এক-দুজন মহিলার দেখতে যাওয়া আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে শামিল হবে কি? আর দেখতে গিয়ে তাদের বাড়িতে খাওয়া এবং মেয়েকে কিছু উপঢৌকন দেওয়া জায়েয হবে কি না? বর্তমান সমাজকে বিবেচনায় রেখে

Scanned by CamScanner

শরীয়তসম্মতভাবে মেয়েকে দেখতে যাওয়া ও দেখানোর পদ্ধতি বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : পাত্রী দেখার ব্যাপারে বর্তমানে যেসব পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা সবই অবৈধ বা অনুচিত। এসব পদ্ধতি পরিহার করাই মুসলমান সমাজের প্রথম দায়িত্ব। তবে পাত্র বিবাহের প্রকৃত ইচ্ছা নিয়ে পাত্রীকে দেখে নিলে কোনো গোনাহ হবে না। অর্থাৎ পাত্রীর চেহারা-হাত দেখার অনুমতি আছে। (৮/২৫৭/২১০০)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٨٩٠ (٢٠٨٢) : عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٧ / ٣٨٤ : قال العبد الضعيف : وحجة الجمهور قول جابر : "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها" والراوى أعرف بمعنى ما رواه، فدل على أنه لا يجوز له أن يطلب من أوليائها أن يحضروها بين يديه لما فى ذلك من الاستخفاف بهم، ولا يجوز ارتكاب مثل ذلك لأمر مباح ولا أن ينظر إليها بحيث تطلع على رؤيته لها من غير إذنها، لأن المرأة تستحى من ذلك ويثقل نظر الأجنبي إليها على قلبها لما جلبها الله على الغيرة، وقد يفضى ذلك إلى مفاسد عظيمة كما لا يخفى، وإنما يجوز له أن يختبا لها وينظر إليها خفية، ومثل هذا النظر يقتصر على الوجه والكف والقدم لا يعدوها إلى مواضع اللحم ولا إلى جميع البدن والله اعلم ظ.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٠ / ٤٧٨ : صاف صاف مطالبہ کرنا کہ مجھے دکھاؤ میں خود دیکھوں گا تو مناسب نہیں، ہاں کہیں موقع مل جائے چھپا چھپا کر دیکھنے میں مضائقہ نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ / ٥٢ : الجواب – یہ طریقہ ہر گز جائز نہیں، انتہائی درجے کی بے غیرتی و بے حیائی ہے۔ اگر ہر شخص اس طرح صاف صاف دیکھنے کا مطالبہ کرے اور اس کا یہ بے ہودہ مطالبہ پورا کیا جانے لگے تو نا معلوم ایک ایک لڑکی کو شادی کے لئے کتنے کتنے لڑکوں کو دیکھانے کی نوبت آئے گی، گھوڑی اور گائے کی سی کیفیت ہو جائے گی

Scanned by CamScanner

کہ گاہک آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں… … حدیث میں رویۃ کا ذکر ہے ،نہ کہ اراءۃ کا، اور حکم رویۃ کا مطلب ہے کہ اگر لڑکا کا چھپ چھپا کر دیکھ سکتا ہو تو اجازت ہے، چھپا کر دیکھنے میں بھی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ کسی کو بد نظری کی بدگمانی نہ ہو۔

মেয়ে দেখে টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে বিবাহের জন্য মেয়ে দেখে টাকা দেয়। তা শরীয়ত মতে জায়েয হবে কি না? এক মৌলভী তা জায়েয বলেছেন। তিনি বলেন, এটা মেয়েপক্ষের মেহমানদারির বিনিময়মাত্র। তার কথা কতটুকু সত্য? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : এ ধরনের দেওয়া-নেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী ও গোনাহ। (১/১৩৯)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣ / ١٥٦ : (أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ / ١٥٦ : (قوله عند التسليم) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئا، وكذا لو أبى أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأنه رشوة بزازية. وفي الحاوي الزاهدي برمز الأسرار للعلامة نجم الدين: وإن أعطى إلى رجل شيئا لإصلاح مصالح المصاهرة إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على الإصلاح والفساد وقال هو أجرة لك على الإصلاح لا يرجع وإن قال على عدم الفساد والسكوت يرجع لأنه رشوة، والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل والسكوت ليس بعمل وإن لم يقل هو أجرة يرجع؛ وإن كان ممن يقدرون على ذلك، إن قال هو عطية أو أجرة لك على الذهاب والإياب أو الكلام أو

Scanned by CamScanner

الرسالة بيني وبينها لا يرجع، وإن لم يقل شيئا منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد ما يمنع الرجوع.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٠٣ : المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء فهي رشوة لا يثبت الملك فيها وللدافع استردادها. خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى يدفع إليه دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع؛ لأنها رشوة، كذا في القنية.

মুহাররম মাসে বিবাহ অশুভ মনে করা ভুল

প্রশ্ন : দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ বিবাহ সম্পর্কে একটি কথা শুনে আসছি, মুহাররম মাসে বিবাহকার্য সম্পাদন করা ইসলামী আইনে বৈধ নয় এবং বিবাহ করা হলে বেবরকতীর কারণ হয়। জানার বিষয় হলো, কথাটি সঠিক কি না? এবং ইসলামে বিবাহ করার জন্য নির্ধারিত কোনো মাস আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কোনো মাস, সপ্তাহ বা দিনে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। যারা মুহাররম কিংবা শাওয়াল মাসে বিবাহ করাকে না-বরকতী মনে করে তারা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন আকীদা পোষণকারী। বিশেষ করে মুহাররম মাসে বিবাহকার্য সম্পাদনকে অবৈধ ও না-বরকত বলা ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা। কোনো মুসলমান এই আকীদা পোষণ করতে পারে না। যদি কেউ অজ্ঞতার কারণে এ কথা বলে থাকে তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আকীদা সংশোধন করে নেওয়া অপরিহার্য। (১৭/৫৮৯/৭১৯৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٨١ (١٤٢٣) : عن عائشة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟» ، قال: «وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال» .

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳ / ۱۹۱ : ماہ مبارک محرم میں شادی وغیرہ کو نامبارک اور ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اسلام نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہو اعتقادا یا عملا ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے، مسلمانوں کو چاہئے کہ روافض اور شیعہ سے پوری احتیاط برتیں۔

Scanned by CamScanner

كتاب الطلاق

অধ্যায় : তালাক

باب حكم الطلاق

পরিচ্ছেদ : তালাক দেওয়ার বিধান

যে সব কারণে তালাক দেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : কোন কোন অপরাধের কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া শরীয়তে জায়েয আছে? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক অতি নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ। তথাপি স্ত্রী স্বামীর আদেশ অমান্য করলে এবং শরীয়ত পরিপন্থী, অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হলে এবং যে সকল কারণে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে বিঘ্ন ঘটে সে সকল কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে প্রথমে স্ত্রীকে বোঝাবে। প্রয়োজনে বিছানা পৃথক করবে। এতে সংশোধন না হলে উভয় পক্ষের মুরব্বিদের শরণাপন্ন হবে। তারা ব্যর্থ হলে সুন্নাত তরীকায় তথা সহবাসবিহীন পবিত্রতাকালে এক তালাক দেবে। অতঃপর ইদ্দত শেষে পৃথক হয়ে যাবে। (১৯/২০)

📖 سورة النساء الآية ٣٤، ٣٥ : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٥١٢ (٣٤٦٥) : عن ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال: «طلقها» قال: إني لا أصبر عنها، قال: «فأمسكها» قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ والصواب مرسل».

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٢٢٧- ٢٢٩ : (وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) (أي منعه) (إلا لحاجة) كريبة وكبر والمذهب الأول كما في البحر، وقولهم الأصل فيه الحظر، معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه، بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة غاية، ومفاده أن لا إثم بمعاشرة من لا تصلي ويجب لو فات الإمساك بالمعروف ويحرم لو بدعيا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٢٨- ٢٢٩ : قال في الفتح: ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة اهوإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح وعليها يحمل ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صونا لهم عن العبث والإيذاء بلا سبب، فقوله في البحر إن الحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها، إن أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب كما هو المتبادر منه فهو ممنوع لمخالفته لقولهم إن إباحته للحاجة إلى الخلاص، فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه لا عند مجرد إرادة الخلاص وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب، وقوله في البحر أيضا إن ما صححه في الفتح اختيار للقول الضعيف وليس المذهب عن علمائنا فيه نظر لأن الضعيف هو عدم إباحته إلا لكبر أو ريبة. والذي صححه في الفتح عدم التقييد بذلك كما هو مقتضى إطلاقهم الحاجة.

📖 وبما قررناه أيضا زال التنافي بين قولهم بإباحته، وقولهم إن الأصل فيه الحظر لاختلاف الحيثية وظهر أيضا أنه لا مخالفة بين ما ادعاه أنه المذهب وما صححه في الفتح فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير-

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٦/ ٣ : فالأحسن أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويدعها حتى تنقضي عدتها. هكذا نقل عن إبراهيم - رحمه الله تعالى - أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم كانوا يستحسنون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة وأن هذا أفضل عندهم

Scanned by CamScanner

من أن يطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه مبغض شرعا لكنه مباح لمقصود التفصي عن عهدة النكاح وذلك يحصل بالواحدة -

📖 فتاوی محمودیہ ۲/ ۱۶۳ : اگر واقعی عورت کو کافی حد تک سمجھانے کے باوجود وہ شرعی طریقہ سے آباد نہیں ہوئی تو ایسی عورت کو طلاق دینے میں شرعا کوئی گناہ نہیں اس کو طلاق دینا جائز ہے۔

📖 فیہ ایضا۱۱/ ۲۳۴ : جب کوئی تدبیر کار گر نہ ہو اور بغیر غصہ کے بھی آدمی یہ سوچ لے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا، حقوق ادا نہیں کئے جا سکتے، تو پھر علیحدگی ہی چاہئے ایک طلاق سے تعلق ختم کر دیا جائے۔

তালাকের উস্কানি দেওয়া

প্রশ্ন : তালাক দিতে স্বামীকে উস্কানি দেওয়া জায়েয আছে কি না? তালাক দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : বিহিত কারণে তালাক দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে, তবে উস্কানি দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ। শরীয়তসম্মত কারণে তালাক দেওয়া বৈধ। (১৬/৬৭৫/৬৭২৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٣٤ (٢١٧٨) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق».

📖 فيه أيضا ٢/ ٩٣٣ (٢١٧٥) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده» -

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٢٢٧- ٢٢٩ : (وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) (أي منعه) (إلا لحاجة) كريبة وكبر والمذهب الأول كما في البحر، وقولهم الأصل فيه الحظر، معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه، بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة غاية، ومفاده أن لا

Scanned by CamScanner

إثم بمعاشرة من لا تصلي، ويجب لو فات الإمساك بالمعروف، ويحرم لو بدعيا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٢٨ : وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره في الفتح، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر.

স্ত্রীকে তালাক না দিলে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করা

প্রশ্ন : আমি শয়তানের প্ররোচনায় পিতা-মাতাকে না জানিয়ে একটি মেয়েকে গোপনে বিবাহ করি। এ কথা জানাজানি হলে পিতা-মাতা আমার উপর উক্ত মেয়েকে তালাক দিতে চাপ সৃষ্টি করে। তার সাথে আমার গভীর সম্পর্কের কারণে আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। আমি তালাক না দেওয়ায় তারা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করে। আবার মাদ্রাসার পড়াশোনার সমস্ত খরচ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে আমার পড়াশোনার চরম ব্যাঘাত ঘটছে। এখন আমার ইচ্ছা, পড়াশোনা বাদ দিয়ে কোনো কাজে লেগে যাব। কাজে জড়িয়ে পড়লে নামায-রোযায় লেবাস পোশাকে পরিবর্তন হওয়ার যে সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য। শরীয়ত এ ব্যাপারে কী বলে? উল্লেখ্য, আমি এই মেয়েকে তালাক দিলে তারা আমাকে সন্তানের সমস্ত সুবিধা ভোগপূর্বক অন্যত্র আমি যেখানেই বিবাহ করি, সেখানেই বিবাহ করতে রাজি। আমার আব্বা-আম্মার ধারণা, মেয়ের পরিবার বিশেষত মেয়ের মা-বাবা, নানা-নানি ও মামা লোভী প্রকৃতির এবং মেয়েসহ সকলেই ঝগড়াটে।

উত্তর : ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষারত অবস্থায় নিজের অভিভাবকদের অগোচরে কোনো মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মস্তবড় অন্যায় ও

Scanned by CamScanner

পারিবারিক অশান্তির কারণ। এমন কাজ করার দরুন ছেলে পিতা-মাতার নিকট অপরাধী। ক্ষমা চেয়ে মাফ না নেওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হয় না। তা সত্ত্বেও যদি বালেগ ছেলে বালেগা মেয়েকে বিবাহ করে ফেলে এবং তা পূর্ণরূপে শরীয়তসম্মত পন্থায় হয়, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

তবে ছেলের বউ যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বশুর-শাশুড়িকে জ্বালাতন বা কোনো অন্যায় আচরণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু অশান্তি সৃষ্টির সন্দেহে তালাক দিতে বাধ্য করা ঠিক নয়। ছেলের জন্যও এ ধরনের নির্দেশ পালন করা বৈধ নয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল মিল-মোহাব্বত ও আন্তরিকতা থাকা অবস্থায় তালাক দেওয়া একেবারে অযৌক্তিক। এ ছাড়া ছেলে যতই অবাধ্য হোক না কেন ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করা শরীয়তসম্মত নয়। হ্যাঁ, ছেলেকে নিজ ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া ও তার স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান না করার অধিকার মাতা-পিতার রয়েছে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় অবিলম্বে ছেলে ও তার বউ সাধ্যানুযায়ী মাফ চেয়ে মাতা-পিতা ও শ্বশুর-শাশুড়িকে সন্তুষ্ট করার সকল পন্থা গ্রহণ করা জরুরি। আর এ বিবাহকে মেনে নিয়ে ছেলে ও তার স্ত্রীকে শুধরানোর চেষ্টা করা মাতা-পিতার নৈতিক দায়িত্ব। তবে তারা তা মেনে নিতে না পারলে ছেলের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে পারবে । কিন্তু ছেলেকে তালাক দিতে বাধ্য করা, ত্যাজ্যপুত্র করে দেওয়া কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। (১৩/৪৫৫/৫২৬৩)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٦/ ٣٩٢ (٢٢٠٧٥) : عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: " لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، الحديث -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ١/ ٢٣٥ : أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة أمراه بفراقها، وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا؛ لأنه قد يحصل له ضرر بها، فلا يكلفه لأجلهما؛ إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحققا ذلك لم يأمراه به فإلزامهما له مع ذلك حمق منهما، ولا يلتفت إليه، وكذلك إخراج ماله -

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٥١٢ (٣٤٦٥) : عن ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال: «طلقها» قال: إني لا أصبر عنها، قال: «فأمسكها» قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ والصواب مرسل» -

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٤٣ : وأما سببه فالحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، وشرعه رحمة منه.

📖 فيه أيضا ٣ / ٤٤٥ : ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتي من التعاليل يصرح بأنه محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح وللحديثين المذكورين وغيرهما، وإنما أبيح للحاجة والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه فبين الحكمين منهم تدافع، والأصح حظره إلا لحاجة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٢٨ : وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٩ / ٣٠٥ : ماں باپ کوآپ کی بیوی کی حرکت ناگوار ہوئی کہ وہ ایسے پریشانی کے وقت بلااجازت چلی گئی، اب وہ معافی چاہتی ہے خود جاکر سسرال میں اپنی ساس اور سسر کو راضی کرلے، اور گھر کا کام شروع کردے، معافی مانگ لے اور آپ بھی سفارش کردیں، اللہ تعالی ان کے دل کو نرم فرمادیں جس سے وہ معافی کردیں، طلاق دینے سے جب معصیت میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے تو ماں باپ کے کہنے سے طلاق نہ دی جائے، ماں باپ کو چاہئے کہ معاف کردیں، جو شخص بندوں کی خطا کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی خطا معاف کرتے ہیں ورنہ سخت بازپرس کا اندیشہ ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٨ / ٤١٦ : اگر حقیقت میں بیوی کا قصور نہ ہو اور والد اپنے بیٹے کو طلاق دینے پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے ایسی صورت میں طلاق دینا جائز نہ ہوگا، والد کو بھی اپنی بات پر اصرار نہ کرنا چاہئے اور لڑکے کو طلاق دینے پر مجبور نہ کرنا چاہئے، طلاق دینے سے بچوں کی پرورش تعلیم و تربیت پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٠٢ (٢٧٠٣) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵ / ۲۴۴ : عاق کرنے سے کوئی لڑکا یا لڑکی عاق نہیں ہوتے (یعنی شرعا محروم الارث نہیں ہوتے واصف) یہ ایک فضولی خیال لوگوں کے دلوں میں قائم ہوگیا ہے۔

শরয়ী কারণ ছাড়া পিতা-মাতার কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মা-বাবার অজান্তে এক অসহায় তালাকপ্রাপ্তা দুই সন্তানের জননীকে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ করে। বিবাহের ৪-৫ মাস চলে যাওয়ার পর ছেলের মা-বাবা এ কথা জানতে পেরেছে। জানার পরপরই ছেলের মা-বাবা তাকে হুমকি দিয়ে বলল যে, "তুমি ওই মেয়েকে তালাক দিয়ে দাও, না হয় তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব।" ছেলেকে তারা পরামর্শ দিল যে "তুমি তাকে মারপিট করো, ফলে সে তোমার থেকে নিজেই পৃথক হয়ে যাবে।" অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত মোহাব্বত ও ভালোবাসা রয়েছে। এমনকি ছেলে তাকে বিয়ে করার প্রাক্কালে কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে বলেছিল যে জীবনে আমি তোমাকে ছেড়ে আর বিবাহ করব না। এখন ছেলে মা-বাবার ওই কথাগুলো তাকে পরিষ্কার করে বলার পর মেয়ে উত্তর দিল যে, তুমি যদি আমাকে তালাক দিয়ে দাও বা অন্য এক বিবাহে আবদ্ধ হও তাহলে মনে রেখো ওই দিনই আমি আত্মহত্যা করব, কেননা আমি অভাগিনীর কপালে ছিল বলে প্রথম স্বামীর কাছেও অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি।

অতএব, এমতাবস্থায় ছেলেটা নিজের মা-বাবার সম্মানার্থে ওই দুঃখিনী ও হতভাগা মেয়েটিকে তালাক দেবে? না অন্য কিছু করবে? এবং পূর্বের সন্তানদের হুকুম কী? সঠিক উত্তর প্রদান করে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, ছেলে-সন্তানকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং বিয়ের উপযুক্ত হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা মা-বাবার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। অন্যথায় ছেলে-সন্তান কোনো অসামাজিক ও অপকর্মে লিপ্ত হলে এর দায়-দায়িত্ব মা-বাবারও বহন করতে হবে।

তেমনিভাবে শরীয়তের সীমারেখার ভেতর থেকে শরীয়ত সমর্থিত কাজে মা-বাবার আদেশ পালন করা এবং যথাসাধ্য তাদের খিদমত করাও ছেলে-সন্তানের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। অন্যথায় ছেলে-সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। হ্যাঁ, শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে বা জুলুম-অন্যায়ের কাজে মা-বাবার হুকুম মেনে চলা সন্তানের জন্য জায়েয তো নয়ই বরং গোনাহ ও অবৈধ।

উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বিয়ে করা ছেলের জন্য উচিত হয়নি। তথাপি যখন ছেলে স্বেচ্ছায় একজন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে

Scanned by CamScanner

সুখী জীবন যাপন করছে, শরীয়ত সমর্থিত কোনো কারণ ছাড়া এ রকম পরিবারে বিচ্ছেদ ঘটানোর লক্ষ্যে মা-বাবা চাপ সৃষ্টি করা এবং স্ত্রীর ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানোর আদেশ দেওয়া অপরাধ ও শরীয়ত গর্হিত কাজ। এ রকম আদেশ পালন করা ছেলের জন্য বৈধ হবে না। তবে ছেলে পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে ওই মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে রাখার ব্যবস্থা করা সমীচীন। তথাপি পিতা-মাতা যদি ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্রের দলিল লিখে দেয় তাহলে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না।

উক্ত মহিলার পূর্বের সন্তানদের খোরপোষের ব্যবস্থা করা তাদের বাবার দায়িত্ব। তবে বড় হওয়া পর্যন্ত অসুবিধা না হলে মা তাদের লালন-পালনের কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে, তবে তাদের খরচাদি তাদের বাবাকে বহন করতে হবে। মা রাজি না হলে সন্তানদের নানি তাদের লালন-পালন করবে। (৭/৭৭/১৫৩৮)

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ١/ ٢٣٥ : (ولا تعقن والديك) أي تخالفنهما، أو أحدهما فيما لم يكن معصية إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ... ...أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة أمراه بفراقها، وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا؛ لأنه قد يحصل له ضرر بها، فلا يكلفه لأجلهما؛ إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحققا ذلك لم يأمراه به فإلزامهما له مع ذلك حمق منهما، ولا يلتفت إليه، وكذلك إخراج ماله.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٦٠ : (وتستحق) الحاضنة أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٦١ : يجب على الأب ثلاثة: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة الولد اهـ

স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেওয়া

প্রশ্ন : পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখা যায়, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেয়, তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তালাকের অধিকার একমাত্র স্বামীকে অর্পণ করেছে। তাই কোনো অবস্থাতেই স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। তালাক দিলেও তালাক কার্যকর হয় না। তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে তার নফসের ওপর তালাক গ্রহণ

Scanned by CamScanner

করার অধিকার দেয়, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অধিকারবলে নিজের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। (১৮/৭৪১৩)

📖 سورة النساء الآية ٣٤ : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٦٧٢ (٢٠٨١) : عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: «يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٢٣٠ وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١٥ : (قوله أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث.

গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : গর্ভাবস্থায় বা সন্তান পেটে নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে তালাক দেওয়া যায়? সঠিক নিয়ম বলবেন কি?

উত্তর : গর্ভাবস্থায় তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়। তালাক দেওয়ার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, স্ত্রীকে এক তালাকে রজঈ দিয়ে ইদ্দত শেষ (সন্তান প্রসব) হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ থেকে বিরত থাকা। (১৮/১০২/৭৪৭০)

📖 سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ٥/ ٦٦ (٣٩٩٠) : قال ابن عباس: " الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا عن غير جماع، أو يطلقها

Scanned by CamScanner

حاملا مستبينا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضا، أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا " .

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٢ : (وحل طلاقهن) أي الآيسة والصغيرة والحامل (عقب وطء) لأن الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ٩٢ : حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور عدت اس کی وضع حمل ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٥ / ٢١٦ : ج ...طلاق خواہ زبانی دے یا تحریری طور پر، اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک "رجعی طلاق" دے دے اور پھر اس سے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی عدّت گزر جائے، مطلقہ عورت سے اگر "خلوَت" ہو چکی ہو تو اس کو اس کا مہر ادا کر دینا ضروری ہے، مزید بر آں اس کو ایک جوڑا حسبِ حیثیت دینا مستحب ہے، اور اگر "خلوَت" نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا لازم ہے۔

মুখে উচ্চারণ করলেই তালাক হয় না- বিশ্বাস করা

প্রশ্ন : যদি কোনো মুসলিম এ কথা বিশ্বাস করে যে শুধু মুখে উচ্চারণ করে তালাক দিলে তালাক হবে না। তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তির হুকুম কী?

উত্তর : মুখে উচ্চারণ করে তালাক দিলে তালাক হয়, এটা শরীয়তের দলিলভিত্তিক স্পষ্ট কথা। এরূপ কথাকে বিশ্বাস না করা মূর্খতা ও জঘন্যতম অপরাধ এবং বড় গোনাহ। ওই ব্যক্তির তাওবা করা জরুরি। সতর্কতামূলক কালেমা পড়ে বিবাহ দোহরিয়ে নেওয়া উচিত। (১২/৩৮২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢٢٣ : فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده فإنهم لم يشرطوا سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما إذ علم المنكر ثبوته قطعا لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون أما إذا لم يعلم فلا إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج -

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۱/ ۵۱: جواب- ... ... پھر اگر وہ فتوی کسی فرض قطعی یا ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کے متعلق تھا تو اس کا انکار مستلزم انکار شریعت ہو جائے گا، اور یہ بھی منجز بکفر ہو گا، اور اگر وہ فتوی کسی قطعی یا ضروری چیزوں کے متعلق نہ تھا بلکہ کسی مجتہد فیہ امر کے متعلق تھا تو اس کا انکار کفر نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب إيقاع الطلاق

পরিচ্ছেদ : তালাক প্রদান

'একবারে দুইবার দিয়ে দিলাম'

প্রশ্ন : আমি ও আমার স্ত্রীর মাঝে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে সম্পূর্ণ রাগের মাথায় আমার স্ত্রীকে দুইটা কথা এভাবে বলে ফেলেছি যে "আমি তোমাকে একবারে দুইবার দিয়ে দিলাম।" আমি কোনো প্রস্তুতি বা প্ল্যান করে বলিনি, সম্পূর্ণ রাগের মাথায় বলেছি। এখানে তালাক শব্দ উচ্চারণ করিনি। এ মুহূর্তে আমরা একে-অপরকে চাচ্ছি। সুতরাং শরীয়ত মোতাবেক উক্ত সমস্যার সমাধান কী?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, আপনার স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এখন ইদ্দতের ভেতরে তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। তবে ভবিষ্যতে কোনো সময় আর এক তালাক দিলেই সে আপনার ওপর সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (১৯/৭৮৮/৮৪৫৭)

📖 سورة البقرة الآية ٢٢٩ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٢ : (وتقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة) وإن نوى أكثر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٢ : (قوله وتقع رجعية) وإن نوى البائن ح (قوله بقوله اعتدي) لأنه من باب الإضمار: أي طلقتك فاعتدي أو اعتدي لأني طلقتك، ففي المدخول بها يثبت الطلاق وتجب العدة، وفي غيرها يثبت الطلاق عملا بنيته ولا تجب العدة، كذا في التلويح وتمامه في النهر (قوله واستبرئي رحمك) قدمنا عن البدائع أنه كناية عن الاعتداد من العدة: فيقال فيه ما قلناه آنفا في اعتدي (قوله وأنت واحدة) لأنه إذا نوى الطلاق صار لفظ واحدة صفة لمصدر محذوف أي طالق طلقة واحدة وصريح الطلاق يعقب الرجعة والمصدر وإن احتمل نية الثلاث، لكن التنصيص على الواحدة يمنع إرادة الثلاث (قوله في الأصح) كذا صححه في الهداية وغيرها وقدمنا الكلام عليه.

Scanned by CamScanner

তালাকের অভিনয় করলেও তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : স্বামী বাস্তবেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে বলছে, আমি এটা অভিনয় করেছি। এভাবে তালাক দিলে কি শরীয়ত মোতাবেক তালাক হয়?

উত্তর : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে অভিনয় করে তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়ে যায়। (১৮/১০২/৭৪৭০)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣١٩ (١١٨٤) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۴۵۳ : جواب—صریح الفاظ طلاق میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں نفس تلفظ سے طلاق واقع ہو جائیگی اس لئے اگر کسی شخص نے بطور استہزاء بھی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر متعدد باریوں اقدام کیا تو متعدد طلاق واقع ہوں گی.

মোবাইলে স্ত্রীকে দুই তালাক

প্রশ্ন : স্বামী যদি মোবাইলে তালাক দেয়, স্ত্রী দুবার 'তালাক' 'তালাক' শোনার পরই মোবাইল বন্ধ করে দেয়। তাহলে কি শরীয়ত মোতাবেক তালাক হয়ে যায়? এতে কত তালাক পড়বে?

উত্তর : তালাক দেওয়া পুরুষের একক কাজ। সংখ্যার ক্ষেত্রে তার কথাই ধর্তব্য। স্ত্রী কাছে থাকা বা শোনা জরুরি নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মোবাইলের মাধ্যমে দুই বা তিন তালাক দেওয়ার কথা স্বামী স্বীকার করলে স্বামীর স্বীকৃত সংখ্যা অনুপাতেই তালাক পতিত হবে। যদিও স্ত্রী দুই তালাক শোনার পর মোবাইল বন্ধ করে দেয়। (১৮/১০২/৭৪৭০)

Scanned by CamScanner

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٤ / ١٠٥ (١٨٢٥١) : عن عكرمة، عن ابن عباس، والشعبي، عن مكحول، وسفيان، عمن سمع إبراهيم، والشعبي قالوا: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٣ : كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۵ / ۳۳۰ : جواب—جب شوہر نے بحالت غصہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور وہ جانتا ہیں کہ میں نے تین طلاقیں دی ہیں تو عورت مغلظہ ہو کر شوہر پر حرام ہوگئی اگرچہ عورت نے دو طلاقیں سنی ہوں عورت سنے یا نہ سنے طلاق واقع ہو جاتی ہے وقوع طلاق کے لئے عورت کا سننا شرط نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۵۱ : الجواب – حامدا ومصلیا، بیوی کا سننا ضروری نہیں بلاشبہ طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، اب حلالہ کئے بدون تعلق زوجیت حرام ہے۔

তাফবীজ না করা সত্ত্বেও স্ত্রীর তালাক প্রদান

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর তার গর্ভের সন্তান প্রসবের ৩২ দিন পর আমার সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক হয়। সেই সুবাদে গত ১৬/০৪/২০১০ ইং তারিখে আমরা কাজি অফিসে গিয়ে ৪ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে করি। কাজি সাহেব একটি রাফ কাগজে আমাদের নাম-ঠিকানা লেখেন এবং মৌখিকভাবে বিয়ে পড়ান। অতঃপর ১৮ নং কলামসহ রেজিস্ট্রির ভলিয়ম ঘরগুলো পূরণ করা ব্যতীতই একটি খালি কাবিননামায় আমাদের উভয়ের স্বাক্ষর নিয়ে পরে পূরণ করে নেব বলে আমাদের বিদায় দিয়ে দেন। এর সাত দিন পর আমার স্ত্রীর পরিবারের লোকজন জোরপূর্বক তার থেকে ১৬/০৪/২০১২ ইং তারিখেরই বানানো একটি জাল তালাকনামায় স্বাক্ষর করিয়ে আমাকে প্রেরণ করে। কিন্তু আমি তাকে এখনো কোনো তালাক দিইনি বা এ রকম কোনো ইচ্ছাও আমার নেই। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে আমার স্ত্রী কি তালাক হয়ে গেছে?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের বিধান মতে, তালাক প্রদান করার ক্ষমতা একমাত্র স্বামীর। স্ত্রী স্বামীকে বা নিজেকে তালাক প্রদান করতে পারে না। তবে বিবাহের পর স্বামী তার স্ত্রীকে শর্তবিহীন বা শর্ত সাপেক্ষে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা অবস্থায় শর্ত পাওয়া গেলে স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক প্রদান করতে পারে। প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হয়ে থাকলে যেহেতু স্বামী তার স্ত্রীকে কোনো ধরনের তালাকের ক্ষমতা প্রদান তথা তাফবীজ

Scanned by CamScanner

করেনি, তাই স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক প্রদানের অধিকার লাভ করেনি। তদুপরি স্বামীকে তালাক প্রদান করার দ্বারা অথবা স্বামী বা স্ত্রী থেকে জোরপূর্বক লিখিত তালাকনামায় দস্তখত নেওয়ার দ্বারা শরয়ী দৃষ্টিকোণে তালাক পতিত হয় না। অতএব প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্ত্রী কর্তৃক দেওয়া তালাকটি শুদ্ধ তথা কার্যকর হবে না। সুতরাং তারা ঘর-সংসার করতে কোনো বাধা নেই। (১৭/২১৬/৭০০২)

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب العربية) ١/ ٦٧٢ (٢٠٨١) : عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: «يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق».

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران -

বাসরের পূর্বেই স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক প্রদান

প্রশ্ন : একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উভয়ে একে অপরকে ভালোবাসে। তারা দুজনেই কাজি অফিসে যায় এবং তাদের সাথে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ৮/১২/০৩ ইং তারিখে বিয়ে পড়ে। তারপর ছেলে-মেয়ে উভয়ে এ বিবাহ গোপন রাখতে চায়। কিন্তু দুই দিন পরেই মেয়ের অভিভাবক জানতে পেরে মেয়েকে খুব মারধর করে। এরপরেই ১৩/১২/০৩ ইং তারিখে মেয়ের দ্বারা ওই ছেলের নামে এক তালাক করায়, বাকি দুই তালাক আবার দুই মাসে দিতে চায়। এরপর এই এক তালাক ছেলে পাওয়ামাত্র মেয়ের অভিভাবকের কাছে যায়, এরপর মেয়ের অভিভাবক আবার এ বিবাহ মেনে নিতে চায়। এখন এ বিবাহ রাখা যাবে কি না? এ বিবাহে এখন পর্যন্ত মেয়ে-ছেলের মধ্যে কোনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়নি, কিন্তু এখন পর্যন্ত মেয়ে-ছেলে উভয় উভয়কে চায়। এখন এই বিবাহ রাখা যাবে কি না? আমরা ছেলে-মেয়ে উভয়ে কাজির কাছে গিয়েছিলাম। সে বলেছে যে তোমরা যদি আর এক মাস বা দুই মাস, অর্থাৎ তিন মাস পার হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সময়ে মিশতে পারো তাহলে তোমাদের বিবাহ ঠিক থাকবে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিবাহ গোপনে করার জিনিস নয়, বরং প্রকাশ্যে জানাজানির মাধ্যমে বিবাহ করতে হয়। অভিভাবকদের বাদ দিয়ে গোপনে বিবাহ যদিও সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে হোক না কেন অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার কাজ। তা সত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণে যদি শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিতে তথা দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার উপস্থিতিতে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে তা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলা মূলত তালাকের মালিক নয়, তবে স্বামীর পক্ষ থেকে তাফবীজ হলে তালাক নিতে পারে। কিন্তু যে তাফবীজ শর্তসাপেক্ষ হয় তাতে শর্ত পাওয়া যাওয়া স্ত্রীর তালাক কার্যকরী হওয়ার পূর্বশর্ত। এমতাবস্থায় স্ত্রী ওই শর্ত না পাওয়া অবস্থায় তালাক নিলে তা পতিত হয় না। প্রশ্নের বিবরণ এবং কাবিননামা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাফবীজের কোনো শর্ত পাওয়া যায়নি। তাই ওই তালাক শরয়ী বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমতাবস্থায় তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাইলে অন্য কিছু করার প্রয়োজন হবে না। (৯/৬৯৪/২৮১৬)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢/ ٩٨ : يعني ينعقد بتلك الألفاظ التي تقدم ذكرها إذا وجدت عند رجلين حرين أو رجل حر وامرأتين حرتين يعني به حضور الشهود ولا ينعقد إلا بحضورهم، ... ... لأنه بحضور الشاهدين يحصل الإعلان ويخرج من أن يكون سرا -

📖 كشف الحقائق ١/ ١٩٩ : و لو قال لها طلقي نفسك ولم ينو اونوى واحدة فطلقت وقعت رجعية -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٩٦ : " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٣/ ٢٦۴ : حامدا و مصليا، نکاح میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ اعلان کے ساتھ بڑے مجمع میں مسجد میں کیا جائے اور جائز دو گواہوں کی موجودگی میں بھی ہو جاتے جب کہ وہ دونوں گواہ مرد مسلمان بالغ عاقل ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔

Scanned by CamScanner

ইদ্দতের পরের তালাক কার্যকর হয় না

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কোনো ব্যাপারে সতর্ক করার মানসে মৌখিকভাবে এক তালাক দিল। তালাক দেওয়ার সময় স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। পরবর্তীতে সন্তান প্রসব হওয়ার পর আর স্বামীর বাড়িতে যায়নি। এরপর স্বামী কাজি অফিসে গিয়ে তিন তালাক দেওয়ার কথা লিখে কাগজে সই করে স্ত্রীর নিকট পাঠায়। এখন উক্ত স্বামী-স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারবে কি না? উল্লেখ্য, স্বামী-স্ত্রী পুনরায় সংসার করতে ইচ্ছুক।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হয়ে থাকলে সন্তান প্রসবের পরে অর্পিত তিন তালাক কার্যকর হয়নি বিধায় নতুন করে মহর ধার্য করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। (১৭/৫৩৯)

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٤ / ٣٩١ : شرط صحة الطلاق قيام القيد فى المرأة نكاحا كان أو عدة وقيام حل جواز العقد .

📖 البناية (دار الكتب العلمية) ٥/ ٤٦٧ : (لأنها لو ولدت بعد الطلاق تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة) ش: لفوات المحل.

বিদায় করে দেব, তালাক দিয়ে দেব বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির কোনো কারণে স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হলে বলে, তুমি যেভাবে বারবার আমার কথা অমান্য করে আসছ অন্য কোনো পুরুষ হলে তোমাকে বিদায় করে দিত। তখন তার স্ত্রী বলে, আমাকে বিদায় করে দাও! উত্তরে সে বলে, "এখান থেকে বিদায় করে দেব" এরপর বলে, "এখান থেকে তালাক দিয়ে দেব কিন্তু!" এভাবে তিনবার বলে, কিন্তু তালাক দিলাম বলেনি। এ ধরনের কথাবার্তার দ্বারা তালাক সংঘটিত হবে কি না?

উত্তর : তালাক খুবই অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। পারতপক্ষে তালাক শব্দ উচ্চারণ না করাই শ্রেয়। অপারগতার কথা ভিন্ন। তবে প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি সত্য হয়ে থাকলে তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে "এখান থেকে বিদায় করে দেব, এখান থেকে তালাক দেয়ে দিব কিন্তু"–এ ধরনের উক্তির দ্বারা তালাক সংঘটিত হয়নি। বরং তালাক দেওয়ার

Scanned by CamScanner

ইচ্ছা ব্যক্ত করা বা ভয় দেখানো হয়েছে মাত্র। অতএব বিবাহ বন্ধন অটুট আছে। (১৭/৫৪১/৭১৮৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٨٤ : لأنه استقبال فلم يكن تحقيقا بالتشكيك. في المحيط لو قال بالعربية أطلق لا يكون طلاقا إلا إذا غلب استعماله للحال فيكون طلاقا.

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ٣٨ : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح به الكمال بن الهمام.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۱۴۸ : سوال-ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ اگر فلاں کام کرے گی تو میں تجھے طلاق دیدوں گا، اس کے بعد اس عورت نے وہ کام کیا تو طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟

الجواب—اس صورت میں طلاق واقع نہ ہو گی اس میں صرف ارادۂ طلاق کا اظہار ہے۔

স্ত্রী স্বামীকে কোনো অবস্থায়ই তালাক দিতে পারে না

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখেছে যে সে আমাকে তালাক দিচ্ছে। আর এমনিতেও তার সাথে অনেক দিন যাবৎ একটা খারাপ আছর আছে, এটা উঠলে তার আর হুঁশ থাকে না। আবোলতাবোল কথা বলতে থাকে। "তোমাকে তালাক দেব"–এ ধরনের তালাকের কথা বলতে থাকে। আর সেটা যদি চলে যায় তখন সে অজ্ঞান অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়ে থাকে। জ্ঞান ফিরলে সে বলে, 'না, আমি তোমাকে তালাক দেব কেন? আমার দুই ছেলে আছে, স্বামী আছে, কী বলো এগুলো?' এ ক্ষেত্রে তালাক হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে একমাত্র স্বামীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে, মহিলাকে নয়। তাই উল্লিখিত মাসআলায় মহিলা স্বপ্নে হোক বা জাগ্রত অবস্থায়, সচেতন হোক বা অজ্ঞান অবস্থায়, স্বামীকে তালাক দিলে তা পতিত হবে না। (১৭/৬৪৮/৭২৩৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٤٠ : ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٧٥ : سوال- عورت شوہر کو بذریعہ تحریر مقید کرتی ہے کہ اگر فلاں عرصہ تک تم مہرادانہ کروگے تو میں تمہاری زوجیت سے اپنے آپ کو علحدہ سمجھکر عقد ثانی کرلوں گی تو بعد میعاد مطلقہ ہوگی یا نہیں؟
الجواب- عورت کی ایسی تحریر سے وہ مطلقہ نہیں ہوسکتی۔

লিখিত এক তালাক দেওয়ার পর রজআত করা যায়

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় আমি স্ত্রীকে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে ১৪/১২/২০০৮ ইং তারিখে তালাক দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে ২০/০১/২০০৯ ইং তারিখে উভয়ে আলোচনার মাধ্যমে তালাক প্রত্যাহার করে পুনরায় সংসার করার জন্য প্রস্তাব করলাম। এতে আমার স্ত্রীও আমার সাথে সংসার করার আগ্রহ প্রকাশ করে। অতএব কোরআন-হাদীসের আলোকে আমার স্ত্রীকে পুনরায় সংসারে ফিরিয়ে আনার বিধান জানতে চাই।

নোটারি পাবলিকের বক্তব্য : "*আমি অদ্য ১৮/১২/২০০৮ইং তারিখে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে আমি আমার উক্ত স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিলাম। উক্ত তারিখের পর হইতে আমি উক্ত নাজমা আক্তারের স্বামী নহে এবং নাজমা আক্তারও আমার স্ত্রী নহে।*"

উত্তর : নোটারি পাবলিকের ফরমে লিখিত বক্তব্যের দ্বারা আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাক পতিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় শরীয়ত নির্ধারিত ইদ্দত অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই যেহেতু আপনি তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাই এখন তার সাথে সংসার করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো অসুবিধা নেই। নতুনভাবে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন নেই। তবে ভবিষ্যতে যদি আপনি আর দুই তালাক প্রদান করেন তাহলে সর্বমোট তিন তালাক হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণ তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। স্বাভাবিক নিয়মে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ারও কোনো পথ খোলা থাকবে না। (১৬/১৭৯/৬৪৬৩)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٤٣ : قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي " لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص " ولا يفتقر إلى النية " لأنه صريح فيه.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٤ / ٨٤ : فالأول صريح، وكناية أما الأول فراجعتك وراجعت امرأتي، وجمع بينهما ليفيد ما إذا كانت حاضرة فخاطبها أو غائبة، وارتجعتك ورجعتك ورددتك، وأمسكتك ومسكتك فيصير مراجعا بلا نية.

শর্তযুক্ত তালাক শর্ত পাওয়া গেলে পতিত হয়

প্রশ্ন : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে মোবাইলে বরাবর বিকাল ৫ ঘটিকায় বলে যে, তুমি যদি তোমার বাড়ি থেকে সোমবার রাত ১২টার পূর্বে আমার বাড়িতে না যাও তাহলে রাত ১২টার পর তোমার ওপর এক তালাক। যদি মঙ্গলবার রাত ১২টার পূর্বে না যাও তাহলে রাত ১২টার পর আরেক তালাক, যদি বুধবার রাত ১২টার পূর্বে না যাও তাহলে রাত ১২টার পর আরেক তালাক! তবে এ কথাটা কার্যকর হবে তখন, যখন আমি আবার মোবাইলে এ সম্পর্কে তোমাকে বলি, মানে তালাক দিই।

এরপর তিন দিনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায় এবং স্বামীও মোবাইলে স্ত্রীকে তালাক সম্পর্কে কিছু বলে না, আর স্ত্রীও স্বামীর বাড়িতে যায় না, এমতাবস্থায় তার ওপর তালাক হবে কি না? যদি হয় তাহলে কোন প্রকার তালাক হবে? কত তালাক হবে? তার সাথে ঘর-সংসার করতে চাইলে কী করতে হবে?

উল্লেখ্য, এই স্বামীই এই স্ত্রীকে গত রমজানে এক তালাক রজঈ দেওয়ার পর যেকোনো পদ্ধতিতে 'রজআত', অর্থাৎ ফিরিয়ে নিয়েছে।

উত্তর : উল্লিখিত বাক্যটি "তবে এ কথাটা কার্যকর হবে তখন যখন আমি আবার মোবাইলে এ সম্পর্কে তোমাকে বলি, মানে তালাক দিই।" যদি পূর্বের তালাক প্রদানের বাক্যগুলো প্রয়োগের সাথে সাথে মিলিয়ে বলা হয় তাহলে উক্ত মহিলার ওপর তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি পূর্বের তালাক প্রদানের বাক্যগুলো বলা শেষ হওয়ার পর বিলম্ব করে বলে থাকে তাহলে উক্ত মহিলার ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে তার বিবাহ বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় উক্ত স্বামী তার সাথে ঘর-সংসার করতে চাইলেও হালালা ছাড়া ঘর-সংসার করতে পারবে না। হালালার পদ্ধতি স্থানীয় কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেওয়া যেতে পারে। (১৬/৫০৫/৬৬৩২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٦ : (قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا) إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل

Scanned by CamScanner

لسان أو إمساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق، أو نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء بزازية وخانية، بخلاف الفاصل اللغو.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٦٦ : (قوله متصلا) احتراز عن المنفصل، بأن وجد بين اللفظين فاصل من سكوت بلا ضرورة تنفس ونحوه أو من كلام لغو كما يأتي وقيد في الفتح السكوت بالكثير.

📖 فيه ايضا ٣ / ٣٦٧ : (قوله إلا لتنفس) أي وإن كان له منه بد، بخلاف ما لو سكت قدر النفس ثم استثنى لا يصح الاستثناء للفصل، كذا في الفتح. فعلم أن السكوت قدر النفس بلا تنفس كثير وأن السكوت للتنفس ولو بلا ضرورة عفو.

মোবাইলে তালাক ও স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে মোবাইলে তালাক দেওয়ার পর তা অস্বীকার করে তার হুকুম কী? উল্লেখ্য, স্বামীর দাবি, সে স্ত্রীকে তালাকের ভয় দেখিয়েছে মাত্র। কিন্তু স্ত্রীর দাবি হলো, স্বামী একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় তাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিয়েছে।

উত্তর : তালাক শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি ঘৃণিত কাজ। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কথায় কথায় তালাক, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। তথাপি তা রাগ করে ঠাট্টা করে ভয়-ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে বললেও পতিত হয়ে যাবে। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্ত্রী যদি নিজ কানে তিন তালাকের কথা শুনে থাকে এবং এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়, আবার স্বামীও তা একেবারে অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য উক্ত স্বামীর সাথে স্বামীসুলভ আচরণ করা বৈধ হবে না এবং ইদ্দতের পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারবে না। যতক্ষণ না স্বামী হতে যেকোনো উপায়ে তালাকের স্বীকারোক্তি বা নতুনভাবে তালাক কিংবা অর্থের বিনিময়ে খোলা তালাক নিতে সক্ষম না হবে।

তবে হ্যাঁ, ব্যাপারটি যদি মুসলিম বিচারপতি বা পঞ্চায়েতের নিকট সমাধানের জন্য পেশ করা হয় সে অবস্থায় বিচারপতি বা পঞ্চায়েত স্বামীর বক্তব্য অর্থাৎ তালাকের অস্বীকৃতির ওপর কসম নিয়ে স্বামীর পক্ষে ফয়সালা দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে মীমাংসা মান্য করতে এবং উক্ত স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে স্ত্রীকে বাধ্য করলে এবং বাস্তবে তালাক দেওয়ার বিষয়টি সঠিক হলেও এর জন্য স্ত্রী দায়ী হবে না। বরং সমস্ত গোনাহ ও

Scanned by CamScanner

অপরাধ স্বামীর ওপরই বর্তাবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় তার দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে। হয়তো উক্ত স্বামীর নিকট হতে মুক্ত হওয়ার যেকোনো উপায়, তথা খোলা ইত্যাদি গ্রহণ করবে। অথবা বিষয়টি শরয়ী পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। স্বামী যদি পঞ্চায়েতের সামনে কসম করে বলতে পারে এবং স্ত্রীকে ঘর-সংসার করতে বাধ্য করে তাহলে স্ত্রী তা গ্রহণ করতে পারবে। তালাকের ব্যাপারটি বাস্তব হলে সমস্ত গোনাহ ও অপরাধ স্বামীর ওপরই বর্তাবে। তাতে স্ত্রীর গোনাহ হবে না। (১৪/৩২৪/৫৬৩৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٥١ : والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل له تمكينه. والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. اهـ قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨ / ٤٠٢ : الجواب - صورت مسئولہ میں جب عورت کا حلفیہ بیان یہ ہے کہ زید نے اسے تین طلاق دی ہیں اور اس نے خود سنا ہے اور اس کو پورا یقین ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ شوہر کو اپنی ذات پر قدرت دے اور اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے، اس سے بچنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے، مال دے کر خلع کرے یا اس سے علیحدہ ہو کر کسی اور جگہ رہے اور تجردانہ زندگی پر اکتفاء کرے، عورت اور اس کے اولیاء اپنے طور پر کوشش کریں یا قاضی یا شرعی پنچایت کے ذریعہ کوشش کروائیں، اگر خدانخواستہ تمام کوششیں بیکار ثابت ہوں، اور شوہر کسی بات پر آمادہ نہ ہو اور شرعی قاضی یا شرعی پنچایت کے سامنے قسم کھا کر طلاق سے انکار کردے تو اس صورت میں پورا گناہ شوہر اور اس کی حمایت کرنے والوں پر ہوگا، صورت مسئولہ میں چونکہ طلاق کا ثبوت شرعی گواہوں سے نہیں ہو رہا ہے اور شوہر حلفیہ طلاق کا منکر ہے تو شرعی قاضی یا شرعی پنچایت نہ وقوع طلاق کا فیصلہ کرسکتے ہیں نہ فسخ نکاح کا۔

Scanned by CamScanner

ভগ্নিপতির মাধ্যমে হালালা—একটি জটিল প্রশ্ন

প্রশ্ন : এক পরিবারে তিন কন্যা। বড় কন্যার বিবাহ হয় আঃ রব হাওলাদারের সাথে। মেজ কন্যার বিবাহ হয় আঃ জলিলের সাথে। আর ছোট কন্যার বিবাহ হয় শাহেদের সাথে। কারণবশত বড় কন্যার স্বামী আঃ রব হাওলাদার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। স্ত্রীকে পুনরায় নেওয়ার আশায় মেজ কন্যার স্বামী আঃ জলিলের নিকট বিবাহ দিয়ে হালালা করানো হয়। আঃ জলিল তার সাথে কয়েক রাত যাপন করে। এরপর বড় কন্যা প্রথম স্বামী আঃ রবের ঘরে চলে যায় এবং এভাবেই ঘর-সংসার করতে থাকে। মেজ স্বামী আঃ জলিলের স্বীকারোক্তি যে আমি হিল্লা বিয়েতে দুই বোনের একত্রে জমা হওয়াকে আমার স্ত্রীর (মেজ কন্যার) তালাক হয়ে গেছে মনে করে তালাক দিয়ে দিলাম। তবে বড় কন্যাকে (যার হালালা আমার সাথে হয়েছে) আমি তালাক দিইনি। ঘটনাক্রমে ছোট কন্যার স্বামী শাহেদের বাবা-মা জোরপূর্বক তার স্ত্রী (ছোট কন্যা)-কে তালাক দিতে বাধ্য করে। একপর্যায়ে শাহেদ সরকারি তালাকনামায় তার স্ত্রীকে তিন তালাকের কথা লিখে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এরপর আঃ জলিল তার ছোট শালিকে গোপনে বিবাহ করে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হলে আঃ জলিলের ব্যাপারে তোলপাড় চলতে থাকে। একপর্যায়ে তার ছোট শালি (বর্তমান তার বিবাহিতা স্ত্রী)-কে এলাকার লোকজন স্বামী হতে পৃথক হতে জোর করে এবং সরকারি কাজি অফিস থেকে "স্বামী তালাক", অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক প্রদান নামে একটি কাগজ তুলে নিয়ে আসে। তবে তার স্বামী এই ডিভোর্সে অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। স্বামী অনুমতি দেয়নি এবং আগামীতে দেবে না বলেও মত ব্যক্ত করে। উল্লেখ্য, আঃ জলিলের প্রথম স্ত্রী (মেজ কন্যা) তার সন্তানাদি নিয়ে স্বামীর বাড়িতেই থাকে। কারণ মেজ কন্যা বলে যে তার স্বামী তাকে তালাক দেয়নি। আর স্বামী বলে, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। তাই আঃ জলিল তার শালি (ছোট কন্যা)-কে বিবাহ করে আলাদা বাসস্থানে অবস্থান করছে এবং সংসার করছে বর্তমানে।

উপরোক্ত বিবরণের দ্বারা মাসআলার জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। এই জটিলতার সমাধান কী ও কিভাবে? প্রশ্ন হলো, প্রথম কন্যার হালালা সঠিক হলো কি না? না হলে তাদের সংসারের কী বিধান? তাদের থেকে জন্মিত সন্তানাদি বৈধ হচ্ছে কি না? দ্বিতীয়ত, মেজ কন্যা আঃ জলিলের প্রথম স্ত্রী (বর্তমানে তালাকপ্রাপ্তা) এখন কী করবে? আঃ জলিলের সাথে তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দুই-আড়াই বছর পর ছোট কন্যা শাহেদের বিবাহ গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে উভয়ের ইদ্দত পার হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

গ্রামের মানুষের চাপে আঃ জলিল তার সাথে পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারবে কি না? উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর শরীয়ত মোতাবেক সমাধান দিয়ে কলুষমুক্ত জীবন গঠনে হুজুরের সুমর্জি কামনা করি।

উত্তর : তালাক শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। নেহায়েত অপারগ ও নিরুপায় হলে তালাকের আশ্রয় নেওয়ার অনুমিত আছে। কথায় কথায় 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করা বিবেকহীনতা ও অভদ্রতার পরিচায়ক। তদুপরি একত্রে তিন তালাক দেওয়া আরো মারাত্মক অপরাধ। রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় এ ধরনের লোকের শাস্তি হওয়া জরুরি। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করে তবে তা পতিত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত আঃ রব হাওলাদার তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়াতে তার স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। যেহেতু দুই বোনকে একসাথে বিবাহ করলে পরের বিবাহ শুদ্ধ হয় না, তাই আঃ রব তার ভায়রা আঃ জলিলের সাথে বিবাহ দিয়ে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে হালাল করা শুদ্ধ হয়নি। তাই বর্তমানে তার সাথে ঘর-সংসার হারাম ও অবৈধ হবে। আর আঃ জলিল নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার স্বীকারোক্তি মতে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে গেছে। যদি প্রশ্নের বর্ণনা মতে দুই বোনের ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর স্ত্রীর ছোট বোনকে আঃ জলিল বিবাহ করে থাকে তবে ওই বিবাহ বৈধ হয়েছে। যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়, তাই আঃ জলিল নিজে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আগে কোনো তালাক পতিত হবে না। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ছোট কন্যা আঃ জলিলের স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে। (১৩/১৩৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٥ : " وإذا طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٦٢ : أما الجمع بين ذوات الأرحام في النكاح فنقول: لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام؛ لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} معطوفا على قوله عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم} ، ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأن العداوة بين الضرتين ظاهرة، وأنها تفضي إلى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم حرام فكذا المفضي، ... وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في نكاح أختها لا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٧ / ٣٥٥ : أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغا عاقلا، ولا تملكه الزوجة إلا

Scanned by CamScanner

بتوكيل من الزوج أو تفويض منه. ولا يملكه القاضي إلا في أحوال خاصة للضرورة.

স্বামীর আচরণে তালাক দেওয়ার সন্দেহ হলে স্ত্রীর করণীয়

প্রশ্ন : একজন মহিলাকে তার স্বামী যৌতুকের জন্য পিত্রালয়ে পাঠায়। সে যৌতুক আনতে অপারগ হওয়ায় পিত্রালয়ে রয়ে যায়। কিছুদিন পর গ্রামের মানুষ বলাবলি করে যে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে তার ভাইকে স্বামীর বাড়িতে পাঠায়। তারা বিষয়টি অস্বীকার করে এবং বলে, এটি গুজব। বিষয়টি আরো ভালোভাবে তদন্ত করতে মহিলা আদালতের শরণাপন্ন হয়। দেখা গেল, আসলেই তার স্বামী তাকে কোনো তালাক দেয়নি। পরে তার স্বামী ও শ্বশুর তাকে নিতে এলে সে তাদের সাথে চলে যায় এবং সংসার শুরু করে।

কিন্তু ইদানীং স্বামীর কিছু আচরণে মহিলার সন্দেহ হচ্ছে যে তার স্বামী তাকে সত্যিই তালাক দিয়েছিল। একদিন সে স্বামীর পা ধরে কেঁদে অনেক বোঝায় এবং জিজ্ঞেস করে তুমি সত্যিই আমাকে তালাক দিয়েছ কি না? সে কেঁদে বলে–আমি পাপি, জাহান্নামী। কিন্তু স্পষ্ট তালাক দিয়েছে স্বীকার করেনি। এ ক্ষেত্রে মহিলার করণীয় কী? স্বামীর সাথে থাকবে নাকি পৃথক হয়ে যাবে? এখন স্বামীর সাথে যে ঘর-সংসার করছে এতে কি সে গোনাহগার হবে? পরবর্তীতে যদি সে স্বীকার করে তবে তার সাথে সংসার করার পন্থা কী হবে?

উত্তর : স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করলে এবং শরীয়তসম্মত সাক্ষী দ্বারা তা প্রমাণিত না হলে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে না। তবে স্ত্রী যদি নিজ কানে স্বামীর বাক্য তিন তালাক শব্দ শুনে বা শরীয়তসম্মত নির্ভরযোগ্য সাক্ষী দ্বারা স্ত্রীকে স্বামীর তিন তালাক দেওয়ার কথা প্রমাণ হয় তবে স্ত্রীর জন্য যেকোনো মূল্যে ওই স্বামী থেকে পৃথক হওয়া জরুরি।

এ ছাড়া স্বামীর বিভিন্ন বাক্য দ্বারা সন্দেহ হলে ওই স্বামী থেকে পৃথক হওয়া জরুরি নয়। তবে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পৃথক হতে পারলে ভালো। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার জন্য স্বামী থেকে পৃথক হওয়া বাধ্যতামূলক না হলেও পৃথক হয়ে যাওয়া সমীচীন। (১১/৩৮৮/৩৫৭৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٢٠ : لو ادعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه. اهـ وعلله في النهر بأن الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل به فصح رجوعها اهـ أي

Scanned by CamScanner

صح في الحكم، أما في الديانة لو كانت عالمة بالطلاق فلا يحل، وبما قررناه علمت أن ما قدمه الشارح منقول لا بحث منه فافهم.

📖 فيه أيضا ٣/ ٢٥١ : وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإنه حلف ولا بينة لها فالإثم عليه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ١٣٠ : شوہر اگر طلاق دینے سے انکار کرتا ہے اور زوجہ کے پاس دو گواہ طلاق کے معتبر نہیں ہیں تو قول شوہر کا معتبر ہوگا۔

তালাক সশব্দে দিয়েছে নাকি নিঃশব্দে—সন্দেহ

প্রশ্ন : আমি ১৯৯৫ ইং সালের নভেম্বর মাসে আমার চাকরিস্থল সৌদি আরবে থাকাকালীন কোনো প্রকার ইচ্ছা ব্যতীত ব্রেনের চাপে একাকী রুমে আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে "এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক আগুন পানি শেষ"—বলে ফেলি। কিন্তু মুখে সশব্দে বলেছি না নিঃশব্দে বলেছি, তা বলতে পারছি না। তবে এ কথা বলার পর আরো কিছু কথা যেগুলো মনে মনে বলি— মনে হচ্ছে যে আমি মুখে সশব্দে বলেছি। পরবর্তীতে খেয়াল করে দেখি যে আমি মুখই খুলিনি। এমতাবস্থায় আমার সন্দেহ হয় যে তালাক মনে মনেই বললাম নাকি মুখে উচ্চারণের সাথে বলেছি। এ বিষয়ে শরীয়তের সঠিক ফয়সালা জানতে চাই।

উত্তর : যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর তালাক দেওয়াটা নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস না হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে যদি তাই হয়ে থাকে অর্থাৎ তালাক দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, বরং শুধুমাত্র সন্দেহ হয়, তাহলে তালাক পতিত হবে না।

উল্লেখ্য, মুখে উচ্চারণ না করে শুধুমাত্র মনে মনে তালাক দিলে তালাক পতিত হয় না। (৫/৫৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٢٨٣ : علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا كما لو شك أ طلق أم لا.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ٤٠ : سوال—ایک شخص کو خیال قلبی پیدا ہوا کہ اگر بکر سے بولوں تو میری زوجہ کو تین طلاق اب اس کی یہ حالت ہے کہ جب سانس لیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ "طلاق دی" نکل رہا ہے، تھوک نکلتے اور لقمہ

Scanned by CamScanner

نگلتے زبان سے یہ آواز محسوس ہوتی ہے کہ "طلاق دی" کہہ رہاہے آیا کسی صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

جواب—اس واقعہ میں کسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی اور محض لفظ "طلاق دی" بر سبیل تذکرہ کہنے سے جب کہ اس کی نیت اپنی زوجہ کو طلاق دینے کی نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوتی۔

স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয়কালের তালাক

প্রশ্ন : ছায়াছবিতে স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয়কারী নায়ক-নায়িকা যুগল বাস্তবেই যদি স্বামী-স্ত্রী হয়। অভিনয় করতে গিয়ে তাদের বাস্তব নাম পরিবর্তন করে ভিন্ন নামে অভিনয় করে থাকে এবং একপর্যায়ে নায়ক অভিনয়ের অংশ হিসেবে নায়িকাকে তালাক দেয়। তবে বাস্তব জগতে স্বামী হিসেবে সে তালাক দেয়নি, বরং অভিনয়ের অংশ হিসেবে বাস্তব নাম না নিয়ে নকল নাম ধরেই তালাক দেয়। অথবা নাম না নিয়ে বলে, তোমাকে তিন তালাক দিলাম। এমতাবস্থায় বাস্তবেই তারা স্বামী-স্ত্রী হওয়ায় তালাকের কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে? না এই তালাকের প্রতিক্রিয়া শুধু অভিনয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে?

উত্তর : বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের মূল নীতিমালা হচ্ছে, হিকায়াত বা নকল দ্বারা নিকাহ সংঘটিত হয় না এবং তালাকও পতিত হয় না। অন্যথায় অভিনয়, বর্ণনা ও কৃত্রিমতার দ্বারা নিকাহ শুদ্ধ ও তালাক পতিত হতো। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী যদি ছবির মূল কাহিনীতে বিবাহ ও তালাক প্রদানের শব্দ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ থাকে আর অভিনয়ের সময় হুবহু ওই শব্দগুলোর রিপ্লাই ও নকল করা হয়, তাহলে এ ধরনের বিবাহ ও তালাক কিছুই সংঘটিত হবে না। অন্যথায় অন্যান্য সকল শর্ত পাওয়া গেলে বিবাহ ও তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। (১০/৩৪৭/৩১৩০)

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٤ / ٤ : أنه لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول: أنت طالق ولا ينوي طلاقا لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال: ثم وقف وكتب امرأتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٥١ : وما في القنية: امرأة كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها: اقرأ علي فقرأ لا تطلق اهـ

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٥٠ : (قوله أو لم ينو شيئا) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٢ / ٢٤٩ : ورنہ جب وہ دوسرے کا واقعہ نقل کر رہا ہے خود طلاق نہیں دے رہا ہے تو پھر اس میں دو اور تین کی بحث ہی بے کار ہے، کیونکہ دوسرے کا واقعہ نقل کرنے سے طلاق نہیں ہوتی۔

হাসি-ঠাট্টায় স্ত্রীকে তালাক প্রদান

প্রশ্ন : এক রাতে আমার স্ত্রী ও আমার স্ত্রীর ভাগ্নি হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ঝগড়ার অভিনয় করে। আমার স্ত্রীর ভাগ্নি স্বামীর চরিত্রে এবং আমার স্ত্রী তার স্ত্রীর চরিত্রে সেজে অভিনয় করে। একপর্যায়ে আমি সেই ভাগ্নির (যে স্বামী সেজেছে) পক্ষ হয়ে তার সাজানো স্ত্রী (অর্থাৎ আমার স্ত্রী)-কে উদ্দেশ করে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক উচ্চারণ করি। তবে ব্যাপারটি হাসি-ঠাট্টা হিসেবেই ছিল। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। সুতরাং শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক গোনাহ ও রাষ্ট্রীয় আইনেও অপরাধ। এতদসত্ত্বেও কেউ স্বীয় স্ত্রীকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, খুশি-দুঃখ, হাসি-ঠাট্টা যেকোনো পন্থায় তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ মতে তালাকদাতা যদিও হাসি-ঠাট্টা হিসেবে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছে, শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এই স্ত্রীকে নিয়ে এখন ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না। (৯/৬৯০/৬৮৩৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٤١ (٢١٩٤) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة " -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق.

📖 فيه أيضا ٥ / ٤٦٥ : (و) نصابها (لغيرها من الحقوق سواء كان الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي) ولو (للإرث رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا قهستاني عن التجنيس (أو رجل وامرأتان).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٣ : وطلاق اللاعب والهازل به واقع وكذلك لو أراد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع كذا في المحيط.

গর্ভাবস্থায় তালাক ও বিয়ের হুকুম

প্রশ্ন : গর্ভে সন্তান থাকাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তা পতিত হয় কি না? অথবা গর্ভাবস্থায় অন্য কারো সাথে বিয়ে বসতে পারবে কি না? আমি অজ্ঞাত অবস্থায় একজনকে বিয়ে করেছিলাম, সে বিয়ের সময় ৩ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। এখন সে ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এ পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কী?

উত্তর : গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা মহিলার বিবাহ ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সহীহ হয় না। গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই শেষ হয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার বিবাহ তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে হয়েছে বিধায় এ বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ হয়নি। এখন থেকে তার সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরি। তার সাথে বিবাহ করার ইচ্ছা থাকলে তার সন্তান প্রসব হওয়ার পরই বিবাহ করতে হবে। বিবাহ করার ইচ্ছা না থাকলে, তার মহর পরিশোধ করে দিতে হবে। অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। (৮/৪৪৯/২২১০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٢٨ : وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي. سواء كانت حاملا وقت وجوب العدة أو حبلت بعد الوجوب.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣ / ٢٩٤ : (قوله وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء) ؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البضع.... والمراد بالنكاح الفاسد النكاح الذي لم تجتمع شرائطه كتزوج الأختين معا والنكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة ويجب على القاضي التفريق بينهما كي لا يلزم ارتكاب المحظور واغترارا بصورة العقد.

পূর্বে দেয়া তালাক নকল করলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এক তালাক দেওয়ার কিছুদিন পর বলে, "আমি আমার স্ত্রীকে এক তালাক দিলাম" এবং এরূপ বলার দ্বারা তার দ্বিতীয় তালাক উদ্দেশ্য না হয়ে প্রথম তালাকের বাক্যগুলো নিজে একাকী উচ্চারণ করে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে কি না? অনুরূপভাবে যদি কেউ সাদা কাগজে লিখে স্ত্রীকে এক তালাক দেওয়ার পর রেজিস্ট্রিকৃত কাগজে পূর্বের এক তালাকের নিয়্যাতে "তালাক দিলাম" বাক্যের ওপর স্বাক্ষর করে তাহলে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : অতীতের প্রদত্ত তালাকের সংবাদ মুখে কিংবা লিখিতভাবে প্রকাশের দ্বারা নতুন তালাক পতিত হয় না। তবে যদি সংবাদকালে নতুন তালাকের নিয়্যাত থাকে, তাহলে তা পতিত হয়ে প্রথম তালাকের সঙ্গে যোগ হয়ে নতুন তালাক পতিত হবে। (৭/২৯১/১৬১৮)

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٤٩٩ : زید نے جو عدالت میں بیان دیتے وقت کہا کہ میں اس عورت کو طلاق دی اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی پھر عدالت سے نکلنے کے بعد جو کئی شخصوں سے طلاق ہونے کا اقرار کیا اگر اس اقرار سے اس کی نیت پہلی طلاق ہی کا بیان کرنا تھا تو دوسری طلاق نہیں پڑی اور اگر نیت اس اقرار سے دوسری طلاق دینے کی تھی تو دوسری طلاق بھی پڑ گئی لیکن یہ بھی طلاق رجعی ہوئی.

Scanned by CamScanner

শারীরিক ভাবে অসুস্থ স্ত্রীকে তালাক প্রদান

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা ছিল। বিয়ের পূর্বে তা আমাকে জানানো হয়নি। সমস্যাটি হলো, তার ব্রেস্টকোষ নেই এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করলে তারা জানায়, চিকিৎসা করলেও তার কোনো উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া তার হরমোনের সমস্যা রয়েছে। ডাক্তারদের মতে, সাধারণত স্বাভাবিক মহিলাদের ক্ষেত্রে FSH এবং LH অনুপাত হয় 3:1 কিন্তু আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই মাত্রা রয়েছে 1:2 (5.80:11.58)। এ নিয়ে বিয়ের পরপরই আমার শ্বশুরালয়ের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। এখন তারা আমার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তা ছাড়া মোবাইলেও আমাকে বিভিন্নভাবে ক্ষতি করার হুমকি দেয়। অতঃপর আমি উকিলের দ্বারস্থ (উল্লেখ্য, আমি বিয়েতে স্বর্ণ অলংকার ও সাজানি ২,৫০,০০০ টাকা খরচ করি) হলে তিনি আমাকে তালাকের নোটিশ পাঠাতে বলে এবং আমাকে তালাক দিতে বলে। আমি বললাম, তালাক দেওয়ার দরকার কী, আমি তো তালাকের নোটিশ পাঠাচ্ছি? আমি জানতাম, মুখে তালাক না দিলে তালাক হয় না। তার পরও উকিলকে জিজ্ঞাসা করি তালাকের নোটিশ প্রত্যাখ্যান করা যাবে কি না? তিনি আমাকে বললেন, ৩ মাসের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। অতঃপর আমি খসড়া কাগজে স্বাক্ষর করি। আর ওই কাগজে লেখা রয়েছে, "আমি একজন সবল পুরুষ হয়ে আমি আমার উক্ত স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর অদ্যাবধি কোনো প্রকার দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে না পারায় তাহার সহিত আমার দাম্পত্য জীবন সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় আমি আমার উক্ত স্ত্রীকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক এবং তালাকে বায়েন উচ্চারণ করিয়া বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করিলাম।" আমার উকিল তার দুটি কপি করিয়া একটি আমার শ্বশুরবাড়ি, আরেকটি ইউনিয়ন পরিষদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে আমার স্ত্রীপক্ষের লোকেরা আমাকে জানায়, তারা এই নোটিশ গ্রহণ করেনি। এ নিয়ে আমাকে ৪ দিনের হাজতও খাটতে হয়েছে। তাই আমার পরিবারের কেউ আর তাকে নেওয়ার পক্ষে নয়। তবে আমি ৩ মাসের মধ্যে এই তালাকনামা প্রত্যাখ্যান করি। এখন আমার প্রশ্ন হলো,

১. এভাবে শারীরিক সমস্যা গোপন করে বিয়ে দিলে স্বামী তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে কি না?

২. এভাবে মনে মনে খসড়া পড়ে Blank stamp পেপারে সই করায় তালাক কার্যকর হয়েছে কি না?

৩. যদি তালাক কার্যকর হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে আনতে চাইলে শরীয়তের বিধান কী?

৪. এ ধরনের শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের রীতিতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান কী? অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

৫. এ বিয়েতে আমি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা খরচ করি। কিন্তু আমার শ্বশুর শুধু বিয়েতে খাওয়ার খরচ ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো খরচ করেননি। এমনকি বিয়েতে খাওয়ার খরচের এক-তৃতীয়াংশ টাকা আমার থেকে নেন। তাঁদের মিথ্যাচারের কারণে আমি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমি সে জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারি কি না? অনুরূপভাবে স্ত্রী মহরনা দাবি করতে পারে কি না? পারলে কী পরিমাণ দাবি করতে পারে। মহর ছিল ৩ লক্ষ টাকা।

৬. এ ধরনের ক্ষেত্রে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় সে ক্ষেত্রে স্বামী অভিশপ্ত হবে কি না? স্বামী এর জন্য পরকালে শাস্তি পাবে কি না? তা ছাড়াও আবার আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে তারা আমাকে অনেক শর্ত দেয়। স্ত্রী আমাকে এ ধরনের শর্ত দিতে পারবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ১, ৪ ও ৬ নং প্রশ্নে বর্ণিত শারীরিক সমস্যা গোপন করে বিয়ে দেওয়ায় স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং তালাক দেওয়ায় স্বামী অভিশপ্ত হবে না। আশা করি, এ জন্য পরকালেও শাস্তি ভোগ করতে হবে না। এমতাবস্থায় স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কোনো সূরতে বনিবনা করা না গেলে তালাক দেওয়াই সঠিক সমাধান।

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٢٩ : (قوله ومن محاسنه التخلص به من المكاره) أي الدينية والدنيوية بحر: أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوجة، أو كان لا يشتهيها.

২. তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য তালাক মুখে বলা জরুরি নয়। লিখিতভাবে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক, অর্থাৎ তালাকে মুগাল্লাজা পতিত হয়ে গেছে।

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣/ ١٢٦ : وأما الرسالة فهي أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق؛ لأن الرسول ينقل كلام المرسل فكان كلامه ككلامه والله الموفق.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٦ : وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۳۸۷ : الجواب– تحریر و تقریر کا شرع میں ایک حکم ہے جیسا زبان سے طلاق پڑ جاتی ہے لکھنے سے بھی واقع ہوتی ہے پس اگر خط میں لکھا کہ تجھے طلاق تو لکھنے کے ساتھ پڑ جائے گی اور اسی وقت سے عدت آئے گی۔

৩. তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় আনতে চাইলে এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর তালাকের ইদ্দত শেষ করার পর যদি অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বসে এবং তার সাথে সহবাসের পর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, অতঃপর তার ইদ্দত শেষ হলে চাইলে পুনরায় প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে পারবে।

📖 سورة البقرة الآية ۲۳ : ﴿فَإِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنۡ بَعۡدُ حَتّٰى تَنۡكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهٗ فَإِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَنۡ يَتَرَاجَعَآ إِنۡ ظَنَّآ أَنۡ يُقِيمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) (٥٢٦١): عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول».

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۳ / ٤١٠ : (قوله: حتى يطأها غيره) أي حقيقة، أو حكما.

৫. বিবাহের সময় আপনি যা খরচ করেছেন তা আর দাবি করতে পারবেন না। আর আপনার স্ত্রী ধার্যকৃত পূর্ণ মহর দাবি করতে পারবে। উল্লেখ্য, যেহেতু আপনার স্ত্রীর তালাক হয়ে গেছে বিধায় তার কোনো শর্ত মানতে আপনি বাধ্য নন। (১৯/৫৪৪/৩৮১১)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۳ / ١٥٢ : أن مسألة المتن في دعواها أنه هدية فلا تصدق ويكون القول له في حالتي الهلاك۔

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ١٠٧ : ومن بعث إلى امرأته شيئا، فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله في غير المهيأ للأكل.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۳ / ١٠٢ : (وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد (عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما).

Scanned by CamScanner

দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমার বিবিকে আমি নিষেধ করেছিলাম যে এমন কোনো আত্মীয়ের বাসায় না যেতে, যেখানে পরপুরুষের আগমন হয় তা সত্ত্বেও সে গিয়েছে। আমি যখন জানতে পারলাম তখন তার সাথে আমার কথাকাটাকাটি হয়। কিছুতেই সে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি নয়। তার একই কথা, সে বেপর্দা হয়নি, মাফ চাইবে কেন? আমি তাকে একপর্যায়ে মাফ চাওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকবার বললাম, আমি কিন্তু তোকে আজকে তালাক দিয়ে দেব। তার পরও সে মাফ চাইল না। তখন আমি আরো কড়া করে সতর্ক করার জন্য বললাম, আমি তোকে তালাক দিলাম, অর্থাৎ আমি বোঝাতে চেয়েছি যে তুই যদি এখনও মাফ না চাস তাহলে সত্যি সত্যিই তালাক দিয়ে দেব, জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।
বিঃ দ্রঃ. সে এর পূর্বেই দুই তালাকপ্রাপ্তা ছিল।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক একটি ঘৃণিত কাজ। যথাযথ চেষ্টা করার পর ও দাম্পত্য জীবন কোনোভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব না হলে নিরুপায় হয়ে তালাকের পথ অবলম্বন করার অনুমতি আছে, অন্যথায় বিহিত কোনো কারণ ছাড়া তালাক প্রদান করা, বিশেষ করে তিন তালাক দেওয়া কোরআন-হাদীসের বিধান মতে জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তি হওয়া উচিত। তথাপি স্বামী নিজ স্ত্রীকে যেকোনোভাবে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে 'তালাক দিলাম' শব্দ ব্যবহার করলে অন্য কোনো নিয়্যাত ধর্তব্য হয় না। তাই প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে আপনার স্ত্রীর ওপর বর্তমান এক তালাকসহ এবং পূর্বের দুই তালাক মিলে মোট তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। ওই স্ত্রীর সাথে সংসার করা বা তাকে সরাসরি নিকাহ পড়িয়ে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করা আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম।
তবে আপনার তালাকের পর ইদ্দত শেষে ওই স্ত্রী অন্যত্র বিবাহকরত তার সাথে সংসার-সহবাস হওয়ার পর কোনো কারণে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেলে পুনরায় ইদ্দত পালন শেষে আপনি নতুন সূত্রে মহর ধার্য করে তাকে বিবাহ করতে পারবেন। (১৮/৫০০/৭৬৯৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٧ : (قوله ولو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية-

📖 فيه أيضا ٣/ ٢٥٠ : (قوله أو لم ينو شيئا) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣ /١٠٧ : أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل قوله: " أنت

Scanned by CamScanner

طالق " أو " أنت الطلاق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة " مشددا، سمي هذا النوع صريحا؛ لأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع من قولهم: صرح فلان بالأمر أي: كشفه وأوضحه، وسمي البناء المشرف صرحا لظهوره على سائر الأبنية، وهذه الألفاظ ظاهرة المراد؛ لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق؛ إذ النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيها. ... ... ولو قال لها: أنت طالق ثم قال: أردت أنها طالق من وثاق لم يصدق في القضاء لما ذكرنا أن ظاهر هذا الكلام الطلاق عن قيد النكاح فلا يصدقه القاضي في صرف الكلام عن ظاهره.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۴۴۲ : جواب-اگر زید نے اپنی بیوی کے متعلق یہ لفظ کہے کہ (میں نے تجھے طلاق دی) تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی، خواہ اس کی نیت طلاق کی ہو یا نہو۔

তালাক মন থেকে দিতে হয় না, মুখে দিলেই হয়ে যায়

প্রশ্ন : স্বামী মোঃ শামসুল হক এবং স্ত্রী রোকেয়া বেগম। ২১/১১/১০ ইং তারিখে রোজ রোববার ৪টা ৩০ মিনিটের সময়ে এ ঘটনাটি ঘটে। স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে যায়। দুই দিন পর স্বামী স্ত্রীকে আনার জন্য শ্বশুরবাড়িতে যায়। মেয়ের অবস্থা দেখে শাশুড়ি জামাইকে বলল, আর কয়েক দিন থেকে যাক, পরে এসে নিয়ে যেও। কিন্তু জামাই শাশুড়ির কথা অমান্য করে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চায়। জামাই ও শাশুড়ির মধ্যকার সম্পর্কটা বেশি ভালো ছিল না। যার কারণে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে ঝগড়া হওয়ার পর শাশুড়ি ও শালির ওপর অভিমান করে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সময়ে স্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় ঘরে শুয়েছিল। কথাটা এভাবে হয় যে আপনারা যখন আমার স্ত্রীকে দেবেন না তখন এ রকম স্ত্রী আমার লাগবে না, আপনাদের মেয়ে আপনারা রেখে দেন। এ কথা বলে স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে স্বামীর তার স্ত্রীর সাথে কোনো প্রকার ঝগড়া বা অভিমান ছিল না। স্বামী তার শাশুড়ি এবং শালির সাথে ঝগড়া থাকার কারণে এই জঘন্য কাজ করতে বাধ্য হন বলে তিনি অভিযোগ করেন। স্বামীর কথা হলো, আমার স্ত্রীকে আমি আনতে পারব না তাহলে কে আনবে? বর্তমানে স্বামীর কথা হলো, আমি আমার স্ত্রীকে মন থেকে তালাক দিইনি, শুধুমাত্র তাদের কথা বন্ধ করার জন্য এ কাজ করেছি। রাগের মাথায় এ কথা বলার পর স্বামী নিজেই বুঝতে পারেনি যে কোত্থেকে কী হয়ে গেল।

Scanned by CamScanner

পরিশেষে আমি মোঃ রেজাউর রহমান এই পরিবারের এক মাত্র ছেলে। আমি বর্তমানে পড়াশোনা করছি এবং আমার বিবাহিত দুটি বোন আছে। এ ঘটনাটি ঘটার পর মনে হয় আমার এই সমাজে বেঁচে না থেকে মরে যাওয়া উচিত। কারণ আমি তো আর ছোট নই যে কিছু বুঝি না। আবার আমার দুই বোনের ঘরে কিছুটা অশান্তি এসেছে শুধু এ ঘটনার কারণে। ওপরের যে কথাগুলো লিখেছি তার সাথে ঘটনার সময় যারা উপস্থিত ছিল তাদের মতামত সাপেক্ষে লিখেছি। অতএব হুজুরের নিকট আমার আকুল আবেদন, শরিয়াহ মোতাবেক এই সমস্যার সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক একটি ঘৃণিত কাজ। যথাযথ চেষ্টা করার পর ও দাম্পত্য জীবন কোনোভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব না হলে নিরুপায় হয়ে তালাকের পথ অবলম্বন করার অনুমতি আছে। বিহিত কোনো কারণ ছাড়া তালাক প্রদান করা, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া কোরআন-হাদীসের বিধান মতে জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তি হওয়া উচিত। তথাপি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যেকোনোভাবে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে মন থেকে দেওয়া জরুরি নয়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, স্বামী তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দেওয়ার কারণে স্ত্রী স্বামীর জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এখন যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তালাকের ইদ্দত পালন শেষে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহকরত তার সাথে সহবাস-সংসার হওয়ার পর কোনো কারণে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেলে পুনরায় ইদ্দত পালন শেষে প্রথম স্বামীর সাথে নতুন সূত্রে মহর ধার্য করে তাকে বিবাহ করতে পারবে। (১৮/৫১৪/৭৭০৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ / ٢٣٣ : وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.

قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه: وهذا يعارض ما تقدم، وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر-

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵/ ۲۳۴ : الجواب- تین طلاق کے بعد نہ رجوع کی گنجائش رہتی ہے، نہ دوبارہ نکاح کی، عدت کے بعد عورت دوسرے شوہر سے نکاح (صحیح) کرکے ہمبستری کرے پھر دوسرا شوہر مر جائے یا از خود طلاق دے دے اور اس کی عدت گزر جائے تب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اس کے بغیر نہیں۔

Scanned by CamScanner

"স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন কি?" উত্তরে "হ্যাঁ" বললে তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি রহস্য করে আঃ সালামকে জিজ্ঞেস করল, স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন কি? তার উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। উক্ত 'হ্যাঁ' বলার দ্বারা তালাক হবে কি না? হলে কত তালাক হবে এবং বর্তমানে করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি আঃ সালাম বিবাহিত হয় তাহলে তার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। বর্তমানে আঃ সালামের করণীয় হলো, যদি সে উক্ত স্ত্রীকে রাখতে চায় তাহলে ইদ্দতের মাঝে মৌখিকভাবে বা স্ত্রীসুলভ কোনো কাজের দ্বারা ফিরিয়ে নেবে। (১৭/১১/৬৯২৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٥٧ : رجل قال لغيره أطلقت امرأتك فقال نعم بالهجاء أو قال بلى بالهجاء ولم يتكلم به يقع الطلاق كذا في فتاوى قاضي خان -

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٣٦ : ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.
قال: " أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة " وهذا عندنا -

স্বামী স্বয়ং নিজেকে তালাক দিলে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের জের ধরে বলে, "আমি আমার নিজের নফসকে ১, ২, ৩ তালাকে বায়েন দিলাম।" তাহলে তার স্ত্রীর ওপর কোনো প্রকার তালাক পতিত হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : তালাক পতিত হওয়ার পাত্র মহিলা, পুরুষ নয়। যেহেতু প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্বামী নিজ নফসকে তালাক দিয়েছে, তাই উল্লিখিত বাক্য দ্বারা তার স্ত্রীর ওপর কোনো ধরনের তালাক পতিত হবে না। (১৭/৮৭৭/৮৫১১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٥٨ : وبيان ذلك أن الطلاق محله المرأة لأنها محل النكاح ومحلية أجزائها للنكاح بطريق التبعية فلا يقع الطلاق إلا بالإضافة إلى ذاتها أو إلى جزء شائع منها هو محل للتصرفات أو إلى معين عبر به عن الكل، حتى لو أريد نفسه لم يقع.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ١٠٠ : جواب—اس لفظ سے کہ مجھ پر طلاق ہے طلاق واقع نہ ہوگی۔

তালাক দিতে হবে প্রস্তুত থেকো বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : স্বামী কর্তৃক যদি স্ত্রীকে 'তোমাকে তালাক দিতে হবে, তালাকের জন্য প্রস্তুত থাকো' বলা হয় তবে তালাক হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত স্বামীর উক্তি "তোমাকে তালাক দিতে হবে, তালাকের জন্য প্রস্তুত থাকো।" এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর কোনো প্রকার তালাক পতিত হয়নি। শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া কিংবা তালাক দেওয়া জুলুম। (১৮/১৪৪/৭৫৪৩)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٣٤ (٢١٧٨) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : (قوله وما بمعناها من الصريح) أي مثل ما سيذكره من نحو: كوني طالقا واطلقي ويا مطلقة بالتشديد، وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر.

📖 الدر المختار ٣/ ٣١٩ : بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد جوهرة، ما لم يتعارف أو تنو الإنشاء فتح.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٨٤ : سئل نجم الدين عن رجل قال لامرأته اذهبي إلى بيت أمك فقالت طلاق ده تابروم فقال تو برو من طلاق دمادم فرستم قال لا تطلق لأنه وعد كذا في الخلاصة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ٩٩ : جواب — الفاظ مذکورہ کہنے سے ہندہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ مستقبل کے لفظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

তালাকের অঙ্গীকার করলেই তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমি কিছুদিন আগে গভীর রাতে আমার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক বিষয়ে মোবাইলে কথা বলি। এ পর্যায়ে আমার স্ত্রী আমাকে ঘরের কাজের মেয়ের সাথে অনৈতিক আচরণের অপবাদ দেয়। এতে আমি আমার স্ত্রীর ওপর খুব রাগান্বিত হই। এ নিয়ে আমাদের মাঝে মোবাইলে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আমি আমার স্ত্রীকে ধমকের সুরে বলি, তুমি যদি এ অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারো তাহলে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দেব। এ ছাড়া আমি আর অন্য কোনো কথা বলিনি। উক্ত কথার দ্বারা আমার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : আপনার প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে এতে তালাক পতিত হয়নি। (১৭/৫৩৪/৭১৯৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٨٤ : فقال الزوج طلاق ميكنم طلاق ميكنم وكرر ثلاثا طلقت ثلاثا بخلاف قوله كنم لأنه استقبال فلم يكن تحقيقا بالتشكيك. في المحيط لو قال بالعربية أطلق لا يكون طلاقا.

বাবার নাম ভুল উল্লেখ করে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত মাসআলায় উলামায়ে কেরামের দুই ধরনের মতামত পেয়েছি। সঠিক সমাধানের জন্য আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি।

আমি মোঃ মুজাম্মিল হক। বাজার থেকে এসে দেখি আমার স্ত্রী আমার বাবার সাথে ঝগড়া করছে। আমি তাকে বাধা দিলাম। সে শুনল না। পরে আমি তাকে মারতে

Scanned by CamScanner

গেলাম, সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখন আমি বলে ফেলেছি, "মুছার মেয়েকে তিন তালাক, মুছার মেয়েকে তিন তালাক, মুছার মেয়েকে তিন তালাক"। এ খবর শুনে আমার শাশুড়ি আম্মাজান বলে, মেয়ের বাবার নাম মুছা নয় মোশাররফ, তার চাচার নাম মুছা।

উল্লেখ্য, তালাক দেওয়ার সময় আমি আমার স্ত্রীর নাম নিইনি, সেও আমার কথাগুলো শোনেনি। এ ক্ষেত্রে তার ওপর কোনো ধরনের তালাক হবে কি না?

ঘটনাস্থলে দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা উপস্থিত ছিল, তাদের সাক্ষ্যও অনুরূপ।

উত্তর : *নিঃসন্দেহে মেয়ে লোকটি তিন তালাক হয়ে গিয়েছে।*

আহকার সিরাজুল হক শরীফ

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : أقول: وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية في الأيمان قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم حلفه بطلاقها، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له. اهـ ومثله في الخانية، وفي هذا الأخذ نظر، فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقع لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق غيرها، والمفهوم من تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة، مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك، ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛ لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته.

📖 فتاوی رشیدیہ ص ٤٧٦ : سوال- زید نے اپنی عورت کو حالت غضب میں کہا کہ میں نے طلاق دیا، میں نے طلاق دیا، پس اس تین بار کہنے سے طلاق واقع ہوں گی یا نہیں؟... ...

جواب- تین طلاقیں اس صورت میں واقع ہو گئیں، سوائے حلالہ کے کوئی تدبیر اس کی نہیں۔

উত্তর : *প্রকাশ থাকে যে তালাক পতিত হওয়ার জন্য اضافت তথা সম্বন্ধযুক্ত হওয়া শর্ত। বর্ণিত তালাকটি صریح অর্থাৎ সুস্পষ্ট বাক্যে তালাকের অন্তর্ভুক্ত। মুজ্জাম্মিল হকের জবানবন্দিতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে তালাকের সম্বন্ধ না থাকায় তালাক হওয়ার পক্ষে রায় প্রদান করা গেল না।*

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير ٤/ ٥ : وفي الحاوي معزوا إلى الجامع الأصغر أن أسدا سأل عمن أراد أن يقول: زينب طالق فجرى على لسانه عمرة على أيهما يقع الطلاق، فقال في القضاء: تطلق التي سماها، وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما، أما التي سماها فلأنه لم يردها، وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بمجرد النية فهذا صريح.

উত্তর : স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হওয়ার জন্য اضافت صريحه এর প্রয়োজন নেই, اضافت معنويه এর দ্বারাও তালাক পতিত হয়ে যায়। যেমন–সিরাজুল হক সাহেব উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে তালাক দেওয়ার সময় স্ত্রীর নাম বা তার পিতার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্ত্রীর নাম বা পিতার নাম উল্লেখ করতে গরমিল ও ভুল করে ফেললে স্বামীর ইচ্ছা না থাকাবস্থায় স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয় না।

প্রশ্নের বর্ণনায় দেখা যায় যে মুজাম্মিল হক যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে বাস্তবে তার স্ত্রী ওই ব্যক্তির মেয়েও নয়। ওই পরিচয়ে পরিচিতও নয়। এমতাবস্থায় ওই বাক্যের দ্বারা যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না। আর ওই বাক্যের দ্বারা স্বীয় স্ত্রীকে তালাকের উদ্দেশ্য থাকলে তালাক হয়ে যাবে। (৪/৪২০/৭৭৭)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢١٣ : وعن أبي يوسف رحمه الله ممن قال: عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لم تطلق امرأته وإن كان صبيح زوج أمها فكانت في حجره وكانت تنسب إليه وإنما أبوها حفص وهو يعلم نسبها أو لا يعلم فقال مثل ما قلنا ولا نية له لم يدين في القضاء ويقع الطلاق، وأما فيما بينه وبين الله تعالى: إن كان يعرف نسبها لا يقع الطلاق وإن كان لا يعرف يقع الطلاق وإن نوى في هذه الوجوه امرأته طلقت امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى: وإن كان يريد اسم امرأته وإنما يريد الاسم الذي سمي على النسب الذي أضافها إليه وهو يعرف نسبها لم تطلق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٢ : وكذا لو نسبها إلى أمها أو أختها أو ولدها وهي كذلك.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۴۳۵ : اضافت طلاق جو شرط ہے اس میں اضافت معنویہ کافی ہے، اور خطاب کے وقت اضافت معنویہ موجود ہوتی ہے۔

অন্যের তালাক প্রসঙ্গে আলোচনা করলে নিজের স্ত্রীর ওপর তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমি আমার মামার সাথে আলাপকালে জানতে পারলাম যে তার ভাড়াটিয়া স্বীয় স্ত্রীকে ৯ তালাক দিয়েছে। তখন আমি মামাকে বললাম যে ৯ তালাক কিভাবে দিয়েছে? একসাথে, নাকি এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক... এভাবে দিয়েছে? এভাবে আমি আমার মুখে ৯ তালাক পর্যন্ত গুনেছি। ওই সময় আমার পাশে আমার স্ত্রী ও অন্য একজন লোকও বসা ছিল। তখন ওই লোক বলল যে তোমার স্ত্রীর ওপর তালাক পড়ে গেছে। অথচ আমি আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে কিছু বলিনি এবং আমার অন্তরেও এ ধরনের কিছু ছিল না। শুধুমাত্র ওই লোকের তালাকের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম মাত্র। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীর ওপর শরীয়তের আলোকে কোনো তালাক হয়েছে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়্যাত বা সম্বোধন ব্যতীত কেবল অন্য কারো তালাক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী আপনার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়নি। (৩/১/৪৪৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٥٠ : (قوله أو لم ينو شيئا) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته.

Scanned by CamScanner

তালাকের সংখ্যার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী ও সাক্ষীদের বিরোধ

প্রশ্ন : কাদের মিঞা তার স্ত্রীকে ঝগড়ার একপর্যায়ে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে তালাক, তালাক-দুইবার বলেছে বলে জবানবন্দি দিয়েছে। তার স্ত্রীরও জবানবন্দি দুই তালাকেরই। এ বিষয়ে দুজন সাক্ষীর কথাও তাদের সাথে মিলছে। তবে আরেকজন সাক্ষী বলছে যে কাদের মিঞা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। অন্য একজন লোক বলছে, কাদের মিঞা আমাকে নিজ মুখে বলেছে যে সে তার স্ত্রীকে ১, ২, ৩ তালাক, বায়েন তালাক দিয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সমস্যার সমাধান কী?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনায় দেখা যায় যে সাক্ষীদের কথা এক ধরনের নয়। তাদের কথায় গরমিল রয়েছে। দুজন দুই তালাকের, আর একজন তিন তালাকের সাক্ষী দিচ্ছে এবং অন্য একজন দাবি করছে যে তালাকদাতা তার নিকট এক, দুই, তিন তালাক দেওয়ার বর্ণনা দিয়েছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো সাক্ষীর কথাই গ্রহণীয় হবে না, বরং স্বামীর কথা ধর্তব্য হবে। এ ব্যাপারে স্বামীর কথা সঠিক হলে তার স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। তাই ইদ্দতের ভেতর স্বামী ওই স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক করে নিতে পারবে। কিন্তু ইত্যবসরে ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে নতুনভাবে বিবাহ করা ব্যতীত তারা ঘর-সংসার করতে পারবে না। (৩/২১/৪৬১)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٤٩٣ : (وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى) إلا في اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل (بطريق الوضع).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٤٩٣ : (قوله بطريق الوضع) أي بمعناه المطابق، وهذا جعله الزيلعي تفسيرا للموافقة في اللفظ حيث قال: والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن، حتى لو ادعى رجل مائة درهم فشهد شاهد بدرهم، وآخر بدرهمين، وآخر بثلاثة، وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لعدم الموافقة لفظا، وعندهما يقضي بأربعة اهـ

📖 البحر الرائق (دار الكتاب) ٧ / ١١٤ : (قوله ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة وآخران أنه قتله بمصر ردتا) أي لم تقبل الشهادتان لأن إحداهما كاذبة وليست إحداهما بأولى من الأخرى.

Scanned by CamScanner

এক তালাকে বায়েনের পর স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করলে স্বামী কয় তালাকের অধিকারী হবে

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক, বায়েন বা দুই তালাকে বায়েন দেওয়ার পর নতুনভাবে বিবাহ করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। এখন উক্ত স্বামী তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাকের অধিকারী হবে, না শুধু অবশিষ্ট এক তালাকের অধিকারী হবে? আমাদের ধারণা, অবশিষ্ট তালাকের অধিকারী হবে। যেহেতু পূর্ণ তিন তালাকের অধিকারী হতে হলে অন্য স্বামীর কাছে বিবাহ হয়ে ফিরে আসতে হবে। যেমন–নূরুল আনওয়ার, হেদায়া ও আলমগীরী ইত্যাদি কিতাবাদিতে আছে।

পক্ষান্তরে আমাদের স্থানীয় একজন মুফতি সাহেব বলছেন, উক্ত স্বামী তিন তালাকেরই অধিকারী হবে। কারণ নতুনভাবে বিবাহের দ্বারা পূর্বের এক তালাক বা দুই তালাক বাতিল হয়ে গিয়েছে। তিনি তার দাবির সপক্ষে বলছেন যে আমার স্মরণ হয় দারুল উলূম (জাদীদ) কানযুদ দাকাইকের শরহে আইনিতে পেয়েছিলাম।

এখন প্রশ্ন হলো, মুফতি সাহেবের মতটি সঠিক কি না?

উত্তর : আপনাদের ধারণাই সঠিক। কারণ নতুন সূত্রে তিন তালাকের অধিকারী হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ও সহবাস শর্ত। তাজদীদে নিকাহ যথেষ্ট নয়। সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নে স্বামী অবশিষ্ট তালাকের অধিকারী হবে। (৩/৯৫/৩৩৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤١٨ : (والزوج الثاني يهدم بالدخول) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا قنية (ما دون الثلاث أيضا) أي كما يهدم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠ / ۴۴۲ : دوبارہ اسی مطلقہ سے نکاح کرنے کے بعد صرف دو طلاق کا اختیار باقی رہ گیا ہے، اگر وہ عورت بعد عدت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی اور پھر اس کی طلاق یا وفات کے بعد اس پہلے شوہر سے نکاح کی نوبت آتی تو پھر یہ تین طلاق کا مالک ہو جاتا۔

তালাক দেব বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে আমার গোপন কথা আমার ছোট ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করার কারণে খুব রাগের মাথায় বলি, "দরজা খোল না খুললে তালাক দেব"। দরজা যখন খোলেনি মাথা আরো গরম হয়ে গেছে। তারপর তাকে শাসন করার জন্য বলেছি, মনের

Scanned by CamScanner

থেকে বলিনি। বলেছি–১, ২, ৩ তালাক দেব। এখন আমি আমার স্ত্রীকে রাখার জন্য শরীয়ত মোতাবেক সুযোগ আছে কি না দয়া করে জানালে খুব খুশি হব।

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী, আপনার স্ত্রীকে "তালাক দেব" বলার দ্বারা তার ওপর কোনো প্রকার তালাক পতিত হয়নি। অতএব আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে পারবেন। "তালাক দিলাম" বললে অবশ্যই তালাক পতিত হয়ে যেত বিধায় এমন গর্হিত কাজ ভবিষ্যতে যেন না ঘটে, তার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখুন। রাগ হলে তাওবা ও ইস্তেগফার করুন। আউযুবিল্লাহ পড়ে স্থান ত্যাগ করুন। এটাই শরীয়তের নির্দেশ। (১৩/৩১৪/৫৪৭৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١٩ : أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١٩ : وعبارة الجوهرة: وإن قال طلقي نفسك فقالت أنا أطلق لم يقع قياسا واستحسانا. اهـ

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ٤٣ : اگر وہ عورت اس کام کرے گی تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی، البتہ اگر شوہر طلاق دیدے گا تو طلاق واقع ہوگی بدون طلاق دے اس پہلے کلمہ سے طلاق واقع نہ ہوگی۔

কারো অনুকরণে তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরে বউ খেলা খেলছে। একজন স্বামী ও অপরজন বউ সেজেছে। স্বামী বউকে বলছে, তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম। এমতাবস্থায় ঘরে স্বামী-স্ত্রী দুজন ছিল, তারা এসব শুনে স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, আপনি এ রকম বলতে পারবেন? স্বামী বলল, কেন পারব না? এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। অথচ স্বামী-স্ত্রী তালাকের নিয়্যাতও করেনি এবং স্ত্রীকে সম্বোধনও করেনি। এখন তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : তালাকসম্বলিত ঘটনা বর্ণনায় বা শিক্ষা প্রদানে নিজ স্ত্রীর তালাকের নিয়্যাত ছাড়া তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে শরীয়ত অনুযায়ী তালাক পতিত হয় না। প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি যেহেতু ঘটনার বর্ণনায় তালাক শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং তার স্ত্রীর তালাকের নিয়্যাত ব্যতীত তালাক শব্দ উচ্চারণ করেছে, তাই তার স্ত্রীর প্রতি তালাক পতিত হয়নি। তবে সতর্কতামূলক তালাক বা তার অর্থে ব্যবহৃত শব্দ উচ্চারণ থেকে বিরত থাকা দরকার।

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٤ / ٤ : ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه أو بالنسبة إلى الغائبة كما يفيده فروع: هو أنه لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول: أنت طالق ولا ينوي طلاقا لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال: ثم وقف وكتب امرأتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه. ولو قال لقوم تعلمت ذكرا بالفارسية فقولوه معي فقال: زن من بسه طلاق فقالوه لم يحكم عليهم بالحرمة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٣ : حكى يمين رجل فلما بلغ إلى ذكر الطلاق خطر بباله امرأته إن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستئناف الطلاق وكان موصولا بحيث يصلح للإيقاع على امرأته يقع لأنه أوقع وإن لم ينو شيئا لا يقع لأنه محمول على الحكاية كذا في الفتاوى الكبرى.

তালাকের তালকীন করলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : শাহজাদী নামের এক মেয়ের বিবাহ আব্দুল হাই নামক এক ছেলের সাথে হয়। কিছুদিন পর আব্দুল হাই অন্য একটি মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলায় শাহজাদীর বাবা আব্দুল হাই থেকে মেয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এর কয়েক বছর পর আব্দুল্লাহ নামক আরেকটি ছেলের সাথে শাহজাদীর বিয়ে দেয়। বিচ্ছেদের ঘটনাটি আব্দুল্লাহর পুরোপুরি না জানা থাকায় আব্দুল্লাহ আব্দুল হাইকে বলে যে, "ভাই, আপনাদের বিচ্ছেদ পুরোপুরি হয়েছে কি না এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনি দয়া করে বলুন আমি শাহজাদীকে তিন তালাক দিলাম।" উত্তরে আব্দুল হাই বলল, আপনি চিন্তা করবেন না শরয়ীত অনুযায়ীই তালাক হয়েছে। তালাকনামা আমার নিকট হাজির করা হয়েছিল আমি তালাকনামা পড়ে স্বাক্ষর করেছি।

প্রশ্ন হলো, আব্দুল্লাহ আব্দুল হাইকে শিখানোর জন্য "আমি শাহজাদীকে তিন তালাক দিলাম।" বলার দ্বারা মেয়েটির ওপর আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো তালাক পড়বে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী, শাহজাদীর ওপর আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো তালাক পতিত হবে না। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। (৫/২৭৫/৯১০)

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٤ / ٤ : فروع: هو أنه لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول: أنت طالق ولا ينوي طلاقا لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال: ثم وقف وكتب امرأتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه. ولو قال لقوم تعلمت ذكرا بالفارسية فقولوه معي فقال: زن من بسه طلاق فقالوه لم يحكم عليهم بالحرمة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٥٠ : لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته، وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا.

অন্যের বুলি নকল করলে তালাক হয় না

প্রশ্ন : পরস্পর দুজন বিবাহিতা চাচাতো বোন, তন্মধ্যে একজনকে তার স্বামী তিন তালাক দেয়। বলে, (এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক)। তার কিছুদিন পর অপর চাচাতো বোন তার স্বামী ও বোন বসে গল্প করছিল। ইতিমধ্যে ছোট বোন দুলাভাইকে লক্ষ্য করে বলল, "আপনি কইনছে দেহি, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, ওই দুলাভাই যে রকম কইছে।" তার উত্তরে দুলাভাই বলেছে, "তাই কি কইলাম এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, তাই কী হয়েছে।"

উল্লেখ্য, স্বামী (দুলাভাই) একজন আলেম। তার বক্তব্য হলো, আমি শুধু আমার স্ত্রীর চাচাতো বোনের স্বামীর তালাকের হেকায়েত করেছি। স্বীয় স্ত্রীর দিকে কোনো প্রকারের ইঙ্গিত করিনি। তার নিয়্যাতও ছিল না। শালিকাও তার কথার মধ্যে বড় বোনের দিকে ইঙ্গিত করেনি। ছোট বোনের কথা হলো, এ কথা বলার সময় অর্থাৎ "কইনছে দেহি! এক তালাক ..." বলার সময় আমার বোনের দিকে ওকে বলে ইঙ্গিত করিনি।

স্ত্রীর কথা হলো, ছোট বোন হয়তো আমার দিকে ওকে শব্দ করে ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু স্ত্রী 'ওকে' শব্দ উল্লেখ করছে কি না, এ কথার ওপর নিশ্চিত নয়। আবার স্বামী আলেম তিনিও ওকে শব্দ শোনেননি। এখন কথা হলো, ছোট বোন বড় বোনের দিকে ইঙ্গিত করুক আর না করুক, সর্বাবস্থায় স্বামীর উক্ত হেকায়েত দ্বারা তালাক পতিত হবে কি না? দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনায় তালাকের কথা স্পষ্ট রয়েছে। কিন্তু তাতে স্ত্রীর প্রতি স্পষ্ট কোনো ইশারা ইঙ্গিত নেই বিধায় সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক যদি স্বামী কসমের সাথে এ কথা

Scanned by CamScanner

স্বীকার করে নেয় যে আমি স্ত্রীকে তালাক দিইনি এবং তালাক শব্দ উচ্চারণকালে স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করিনি এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়্যাতও ছিল না তাহলে তার স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না। (৮/৪৫৬/২২৩০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٤٨ : ويؤيده ما في البحر لو قال: امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي يصدق اهـ ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته، لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٦ / ٤٢ : جواب- الفاظ طلاق گو صریح ہیں مگر نسبت الی الزوجہ صریح نہیں ہے اس لئے خاوند حلف شرعی کے ساتھ یہ کہہ دے کہ بیوی کو طلاق دینے کے لئے یہ الفاظ نہیں کہے تھے تو میاں بیوی بحیثیت میاں بیوی کے رہ سکتے ہیں یعنی طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

স্ত্রী তালাক চাওয়ার পর 'দিলাম' বললে তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : গত ৯/৫/১০ ইং তারিখে আমি স্ত্রীর সাথে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে থাকি। একপর্যায়ে সে আমাকে বলে, "আমাকে তালাক দিতে পারো না? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কয় তালাক দরকার? সে বলল–তিন তালাক। আমি বললাম–ঠিক আছে, দিলাম। সে জিজ্ঞেস করল, কী দিয়াছ? আমি বললাম, তোমার যা দরকার, তাই দিলাম। সরাসরি তালাকের নিয়্যাত বা অন্য কোনো নিয়্যাত আমার ছিল না, বরং তাৎক্ষণিকভাবে তার কথার জবাবই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আমার আকুল আবেদন এমতাবস্থায় তালাক হয়েছে কি না? হলে কয়টি হয়েছে এবং পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। রাষ্ট্রীয়ভাবে এদের শাস্তি হওয়া উচিত। এতদসত্ত্বেও কেউ স্বজ্ঞানে-স্বেচ্ছায় নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলে তা পতিত হয়ে যায়। অতএব, প্রশ্নোক্ত অবস্থায় আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে উক্ত স্ত্রী আপনার জন্য হারাম হয়ে গেছে। তাই তার সাথে ঘর-সংসার করার কোনো অবকাশ নেই।
উল্লেখ্য, স্ত্রী যদি তালাক চায় আর তার প্রতিউত্তরে স্বামী "দিলাম" বলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যত তালাকের দাবি করেছে, তত তালাকই পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর তালাকের নিয়্যাত আবশ্যকীয় নয়। (১৭/২৬২/৭০৩১)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٣٤ (٢١٧٨) : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم- قال «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٦٠/١ : ولو قالت لزوجها طلقني ثلاثا فأراد أن يطلقها فأخذ إنسان فمه بيده فلما رفع يده قال دادم فإنها تطلق ثلاثا هكذا حكى فتوى شمس الإسلام كذا في الذخيرة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٤ : وفي الخانية: قالت له طلقني ثلاثا فقال فعلت، أو قال طلقت وقعن -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣ / ٢٣٥ : (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق -

Scanned by CamScanner

باب الطلاق الصريح

পরিচ্ছেদ : স্পষ্ট শব্দে তালাক

দুই তালাকের পর রজআত বৈধ

প্রশ্ন : আমি দুপুর বেলায় বাসায় এসে খেতে বসেছি। দু-এক কথায় আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়, এমনকি মারামারি হয়। আমি রাগের মাথায় এক তালাক, দুই তালাক বলে ফেলেছি। এখন আপনার কাছে আমার অনুরোধ যেভাবে মিল হয়, মিলিয়ে দিন।

উত্তর : স্বীয় স্ত্রীর সাথে স্বামীর দাসীসুলভ আচরণ শরীয়ত সমর্থিত নয়। তাদের মাঝে সৃষ্ট ঝগড়া ইত্যাদির নিরসন তালাক ব্যতীত কোরআন-হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য পদ্ধতিতে করা জরুরি। একান্ত নিরুপায় ও অপারগ হয়ে তালাক দিলে তা বৈধ হয়। শরয়ী কারণ বিনে সাধারণ ব্যাপারে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্ত্রীর ওপর জুলুমের নামান্তর, যা অবশ্যই পরিহার্য। এতদসত্ত্বেও স্বজ্ঞানে স্ত্রীকে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। আর তালাক সাধারণত রাগের বশবর্তী হয়েই দেওয়া হয়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে স্ত্রীর ওপর মাত্র দুই তালাক পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ও ইদ্দতের ভেতরে উভয়ে মিলিত হয়ে পুনরায় সংসার করতে পারবে। আর ইদ্দত পেরিয়ে গেলে পুনরায় নতুনভাবে বিয়ে করে সংসার করতে পারবে। তবে ভবিষ্যতে যেন আর কোনো তালাকের ঘটনা না হয় এ জন্য সাবধানে থাকতে হবে। কোনো অসুবিধা হলে সালিসি পদ্ধতিতে মীমাংসা করে নেবে। (৮/২১৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٢٥٢ : لأنه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعتين لو مدخولا بها كقوله: أنت طالق أنت طالق زيلعي (واحدة أو ثنتين).

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۰ / ۱۴۵ : دو طلاق صریح کے بعد عدت کے اندر بدون نکاح کے اس کو لوٹا سکتا ہے اور عدت کے بعد نکاح جدید کی ضرورت ہے.

Scanned by CamScanner

তালাকে রজঈকে বায়েনে পরিণত করা

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীকে তালাকে রজঈ দেওয়ার পর বলে, সেদিন আমি যে তালাকে রজঈ দিয়েছিলাম আজ তা বায়েন করে দিলাম। এরূপ বলার দ্বারা দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : এক তালাকে রজঈ দেওয়ার পর ইদ্দতের ভেতর রজআত করার পূর্বে উক্ত রজঈ তালাককে বায়েন তালাকে পরিবর্তন করে দিলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী হিসেবে রাখতে চাইলে নতুনভাবে আক্বদ করে নিতে হবে। (৭/২৮৪/১৬১৯)

📖 عيون المسائل ص ٩٣ : رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم قَالَ: جعلت تلك التطليقة بائنة أو جعلتها ثلاثاً قَالَ: ابو يوسف: يكون بائناً ولا يكون ثلاثاً. وروى عن أبي حنيفة أنها تكون ثلاثاً وتكون بائناً.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٢٥٦ : رجل طلق امرأته بعد الدخول واحدة ثم قال بعد ذلك جعلت تلك التطليقة بائنة أو قال جعلتها ثلاثا اختلفت الروايات فيه والصحيح أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تصير بائنا أو ثلاثا, وعلى قول محمد لا تصير بائنا ولا ثلاثا وعلى قول أبي يوسف يصح جعلها بائنا ولا يصح جعلها ثلاثا... ... أما قول محمد فظاهر وأما قول أبي يوسف فإن الرجعية تصير بائنة بانقضاء العدة وأما الواحدة فلا تصير ثلاثا وأما قول الإمام فلأنه يملك إيقاعها بائنة من الابتداء فيملك إلحاقها بالبائنة لأنه يملك إنشاء الإبانة في هذه الحالة كما كان يملكها في الابتداء -

"তুমি যদি অবাধ্য হয়ে চলে যাও তাহলে তালাক"

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী তার অবাধ্য হওয়ার কারণে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে স্বামী নিজের চাচাকে বলল যে আমি তাকে এক তালাক দিলাম। কিন্তু তা স্ত্রীকে শোনানো হয়নি, তবে স্বামী স্ত্রীকে ইদ্দতের ভেতর পুনরায় গ্রহণ করে। দ্বিতীয়বার স্ত্রী যখন স্বামীর কথার অবাধ্য হয়ে আবার চলে যায়, তখন স্বামী তাকে আবার নিয়ে আসে এবং তাকে এ কথা বলা হয় যে তুমি দুবার আমার অবাধ্য হয়েছে। তবে তৃতীয়বার যদি তুমি অবাধ্য হয়ে

Scanned by CamScanner

চলে যাও তাহলে আমি তোমাকে গ্রহণ করব না। কিন্তু এ কথার পূর্বে তাকে ভালো-মন্দ কিছু বলা হয়নি। তৃতীয়বার দুই থেকে তিন মাস ঘর-সংসার করার পর একদিন স্বামী তার একটি কথা না মানার কারণে সে স্বামীর বাড়ি থেকে অবাধ্য হয়ে চলে যায়। এখন এই স্ত্রীকে গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ হবে কিনা?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়্যাতে এ কথা বলে থাকে যে তৃতীয়বার যদি তুমি আমার কথার অবাধ্য হয়ে চলে যাও তাহলে আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারব না বা করব না। এ কথা তিন তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকলে তিন তালাক পতিত হয়ে বিবাহ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি এক তালাকের নিয়্যাত করে, তাহলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এমতাবস্থায় নতুন মহর ধার্য করে বিবাহ নবায়ন করলে হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে স্বামী যেহেতু পূর্বে এক তালাক দিয়েছিল, তাই স্বামী আর এক তালাকের অধিকারী থাকবে। আর উল্লিখিত বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়্যাত না করলে তালাক পতিত হবে না। (১৭/৮২৪/৭২২৩)

🕮 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٩ : والأصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إذا كان فيها لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة وما كان بالفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام كذا في البدائع.

🕮 فيه أيضا ١/ ٣٧٩ : وفي غيرها بائنة وإن نوى ثنتين وتصح نية الثلاث ولا تصح نية الثلاث في قوله اختاري كذا في التبيين. وبابتغي الأزواج تقع واحدة بائنة إن نواها أو اثنتين وثلاث إن نواها هكذا في شرح الوقاية.

শ্বশুরের নাম উল্লেখ করে তালাক প্রদান

প্রশ্ন : প্রায় তিন বছর পূর্বে আমি আমার শ্বশুরের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আমার শ্বশুরের নাম উল্লেখ করে বলেছি, আফসার খাঁর ঝিকে তালাক দিলাম। এ কথাটি আমি একবার বলেছি। আমার স্ত্রীর নাম মাকসুদা বেগম। এ ব্যাপারে আলেমদের সাথে আলাপ করলে তাঁরা তালাক হয়নি বলেছেন। অনেকে বলেছে, তাওবা করে নিলেই চলবে। এর পর

Scanned by CamScanner

থেকে আজ পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করে আসছি। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। যদি তালাক প্রদানের পর ইদ্দতের সময় পার হওয়ার আগেই পূর্বের ন্যায় ঘর-সংসার করে থাকেন, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, আপনাদের ঘর-সংসার করা বৈধ হবে। তবে ভবিষ্যতে আপনি আর দুই তালাকের মালিক থাকবেন। পক্ষান্তরে যদি ইদ্দতের সময় পার হওয়ার পর ঘর-সংসার করে থাকেন তাহলে পুনরায় বিবাহ পড়ানো ছাড়া ঘর-সংসার করা অবৈধ হয়েছে। অবৈধভাবে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত ঘর-সংসার করার কারণে তাওবা করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার করতে হবে। তালাকের বিধান স্বতন্ত্র, এর সাথে তাওবা করা না করার সম্পর্ক নেই। সুতরাং যারা বলে তালাক হয়নি বা তাওবা পাঠ করলে চলবে–এটা তাদের অজ্ঞতা বৈ কিছুই নয়। (১৬/৫৫৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣/ ٢٥٣ : وكذا لو قال بنت فلان طالق ذكر اسم الأب ولم يذكر اسم المرأة وامرأته بنت فلان وقال لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء وتطلق امرأته-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.

📖 قال: " أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة "-

দুই তালাক দিয়ে অমুকের ঝিকে রাখব না বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে আমার স্ত্রীকে এক তালাক, দুই তালাক, হোসেনের ঝিকে রাখব না বলেছি। এতে শরীয়তের কী হুকুম?

Scanned by CamScanner

উত্তর : "এক তালাক, দুই তালাক, হোসেনের ঝিকে রাখব না"–এর দ্বারা তার স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে।
অতএব, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে বিবাহ নবায়ন করতে হবে। (১৬/৫৬৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٩٦ : ونقل في البحر عدم الوقوع، بلا أحبك لا أشتهيك لا رغبة لي فيك وإن نوى. ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.

📖 قال: " أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة "-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۲/ ۵۴۸ :الجواب-اگر زید نے بیوی سے کہا ہو اور اس کو اقرار بھی ہو کہ اس نے اس طرح کہا ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا ہوں یا میں نہیں رکھوں گا، تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ یہ خواہش کا اظہار ہے یا وعدہ ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی۔

বিনা তালাকে তালাক বললে এক তালাক হয়

প্রশ্ন : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি বিনা তালাকে তালাক, তাহলে কী হুকুম?

উত্তর : "তুমি বিনা তালাকে তালাক" বললে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। (১৫/১৩৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٦٩ : ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت باتفاق

Scanned by CamScanner

العلماء فلو قال موصولا أنت طالق بر حتى لو قال متى لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا ثم وصل قوله أنت طالق قال أصحابنا بر، ووقعت واحدة ولو قال حين لم أطلقك، ولا نية له فهي طالق حين سكت وكذا زمان لم أطلقك وحيث لم أطلقك ويوم لم أطلقك وإن قال زمان لا أطلقك أو حين لا أطلقك لا تطلق حتى تمضي ستة أشهر إن لم تكن له نية كذا في فتح القدير.

'যা তুই তালাক! তালাক!! দুই তালাক হবে

প্রশ্ন : আমি ঝগড়ার একপর্যায়ে আমার স্ত্রীকে বলে ফেলেছি, যা তুই তালাক-তালাক। আমার করণীয় কী?

উত্তর : তালাক শরীয়তের বৈধ বিষয়াদির মধ্যে হলেও শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ও সামাজিকভাবে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। বিশেষত একই সাথে তিন তালাক প্রদান করা মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় এ ধরনের অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। এতদসত্ত্বেও শরীয়তের বিধান মতে, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে তা যেভাবে প্রদান করবে, সেভাবে তা পতিত হবে। প্রশ্নোক্ত বর্ণনানুযায়ী, আপনার স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে।
এখন যদি তাকে নিয়ে আবার ঘর-সংসার করতে চান তাহলে ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রজআত তথা ফিরিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার করতে পারবেন। (১৫/৬৪৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.

Scanned by CamScanner

তালাক প্রদানের পর রেজিস্ট্রি করলে তালাকের সংখ্যা বাড়ে না

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদের জের ধরে রাগের বশীভূত হয়ে গত ২৩/১১/২০০২ইং তারিখে কাজি অফিসে উপস্থিত হয়ে তালাক ঘোষণা করি। পরবর্তী ২৫/২/২০০৩ ইং তারিখ রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পেতে চাই। আমি আমার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পেতে শরীয়তের দিকনির্দেশনা জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যের দ্বারা স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছিল। সময়মতো শরীয়তসম্মত পন্থায় স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ না করায় বর্তমানে তা তালাকে বায়েনে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রী রাজি থাকলে স্বামী উক্ত মহিলাকে পুনরায় মহর নির্ধারণকরত নতুনভাবে বিবাহ করে তাকে নিয়ে সংসার করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বামী ভবিষ্যতে আর মাত্র দুই তালাকের মালিক থাকবে। (৯/৩৯৭/২৬৭৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢٢٦ : وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها " لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه " وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٤ : (الفصل الأول في الطلاق الصريح). وهو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئا كذا في الكنز.

দুই তালাকের পর রজআত করা যায়

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে গত ৩/৩/২০০৭ ইং রোজ শনিবার সকাল ৭ ঘটিকায় বলেছি যে আমি তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক দিলাম। সুতরাং আমি এখন উক্ত বিষয়ের সমাধান কামনা করছি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, যদি আপনার স্ত্রীকে 'এক তালাক, দুই তালাক' বাক্য দ্বারা তালাক দিয়ে থাকেন এবং সাংসারিক জীবনে আর কোনো সময় তাকে তালাক না দিয়ে থাকেন তবে আপনার স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় ইদ্দতের ভেতরে তার সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ করে ফিরিয়ে নিলে স্ত্রী হালাল হয়ে যাবে এবং যথারীতি ঘর-সংসার করতে পারবেন। তবে অন্য কোনো সময় যেকোনোভাবে তালাক দিলে বর্তমান দুই তালাকসহ তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। অতএব, সতর্ক থাকা একান্ত জরুরি। (১৩/৬৭৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٢ : إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ١٤٥ : الجواب- دو طلاق صریح کے بعد عدت کے اندر بدون نکاح کے اس کو لوٹا سکتا ہے اور عدت کے بعد نکاح جدید کی ضرورت ہے۔

দুই তালাকের পর মুখ চেপে ধরায় আর কিছু বলা যায়নি

প্রশ্ন : আমি মোহাম্মদ আবুল হাশেম। আমার স্ত্রীকে রাগ অবস্থায় বলেছি, তুমি এক তালাক, দুই তালাক। অতঃপর একজন লোক আমার মুখ চেপে ধরায় আমি কিছুই বলিনি। এখন আমার স্ত্রী হালাল হওয়ার উপায় আাছে কি না? উক্ত তালাকের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : তালাক শরীয়তের বৈধ বিষয়াদির মধ্য থেকে হলেও শরীয়ত তার অপব্যবহার কঠোরভাবে দমন করেছে। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ সত্য হলে স্বামী তার স্ত্রীর ওপর এক তালাক, দুই তালাক বলার দ্বারা দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। সুতরাং ইদ্দতের মাঝে 'রজআত' তথা স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে না নিলে নতুন করে বিবাহ করতে হবে। সর্বাবস্থায় স্বামী আর এক তালাকের অধিকারী থাকবে। ভবিষ্যতে আর এক তালাক দিলে পূর্বের দুই তালাকের সাথে মিলে তিন তালাক হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। (১৩/৮৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٢٦٥ : ولهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٧٢ : إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها.

📖 فتاوى دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠ / ١٤٥ : الجواب- دو طلاق صریح کے بعد عدت کے اندر بدون نکاح کے اس کو لوٹا سکتا ہے اور عدت کے بعد نکاح جدید کی ضرورت ہے.

📖 فتاوى حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٤ / ٤٦٣ : الجواب- دو طلاق کے بعد رجوع مفید ہے اور اس سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے میں شرعا کوئی حرج نہیں، لیکن دو طلاق دینے کے بعد خاوند کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی رہ جاتا ہے.

তালাকের কথা স্ত্রী না জানলেও তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে সকলের সামনে বলে উঠল যে 'আমি তো আরো আগেই তাইরে দুই কথা কইয়া লইছি।' কিন্তু সে এ কথা কখন বলেছে তা স্ত্রীও জানে না। আর এ ঝগড়ার আগে ও পরে নিয়মিত ঘর-সংসার করে আসছে। অনেক দিন পর উক্ত মহিলা আমার নিকট (আমি তার ভাই) এসে এ কথা ব্যক্ত করে। বর্তমানে তারা একসঙ্গে ঘর-সংসার করছে। জানার বিষয় হলো, তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ঠিক আছে কি না? যদি না থাকে তাহলে কিভাবে হালাল পন্থায় তারা পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারবে?

উত্তর : জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনা যে এলাকার ওই এলাকাতে স্ত্রীকে দুই কথা বা তিন কথা বলতে তালাকই বোঝায়। এ হিসেবে এ বাক্য তালাকে সরীহ এর বাক্য সাব্যস্ত হবে এবং এর দ্বারা তালাকে রজঈ পতিত হবে। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত লোকটির ওই কথা "আমি তো আরো আগেই তাইরে দুই কথা কইয়া লইছি" দ্বারা স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। দুই তালাকে রজঈর পর রজআত করার অধিকার থাকে বিধায় ওই স্ত্রীকে নিয়ে পূর্ববৎ সংসার করতে থাকা রজআত বলে

Scanned by CamScanner

গণ্য হয়ে বৈধ হবে। কিন্তু পরবর্তীতে কোনো সময় মাত্র এক তালাক দিলেই ওই স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে।

স্মর্তব্য যে স্বামী কখন তালাক দিয়েছে তা স্ত্রী না জানলেও তালাক পতিত হয়ে যায়। (১২/২৫৩/৩৮৮০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٧ : (صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٤٧ : (قوله ولو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية، وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢٤٩ : وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح به المصنف.

বাবা-মা ও স্ত্রীর নাম উল্লেখ না করে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে বিশ থেকে পঁচিশ দিন আগে আমার ঝগড়া হয়েছিল। তাতে আমি আমার স্ত্রীকে রাগের সাথে দুবার তালাক-তালাক বলেছিলাম। তাতে আমার স্ত্রী তার বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। এখন আমার দুটি বাচ্চা আছে, বড়টির বয়স ৩ বছর, আর ছোটটির বয়স দেড় বছর। এখন আমি আমার স্ত্রীকে আনতে চাই। সে বলে, হুজুরের সাথে জিজ্ঞেস করতে হবে, যদি হুজুর বলে তবে আমি আপনার কাছে আসতে পারি এবং হাদীস মোতাবেক থাকতে হবে। এখন আপনি হাদীস মোতাবেক যা বলবেন তার ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু আমি যে এই দুটি কথা বলেছি তখন আমরা দুজন ছিলাম, আর অন্য কোনো লোক ছিল না এবং কোনো সাক্ষী নেই এবং আমি মুখে তার আব্বা এবং আম্মা কারো নাম উচ্চারণ করিনি এবং তার নামও বলিনি।

উত্তর : উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত তালাকদাতার স্ত্রীর ওপর দুই তালাক রজঈ পতিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং উক্ত মহিলার ইদ্দত (তিন ঋতু) শেষ হওয়ার আগে আগে নতুন বিবাহ ব্যতীত তাকে পুনরায় নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে তার সাথে নতুন বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে ঘর-সংসার করতে পারবে। (২/১০০)

Scanned by CamScanner

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص۴۸۴ : دو طلاق صریح کے بعد عدت کے اندر بدون نکاح کے اس کو لوٹا سکتا ہے اور عدت کے بعد نکاح جدید کی ضرورت ہے اور عدت طلاق کی تین حیض ہیں ھکذا فی کتب الفقہ، قال اللہ تعالی: الطلاق مرتان ای التطلیق الذی یراجع بعدہ مرتان ای اثنان فامساک ای فعلیکم إمساکھن بعدہ بأن تراجعوھن.

দুই তালাকের পর রজআত বৈধ

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমার ওপর হাত তোলে এবং আমাকে পা দিয়ে লাথি মারে। তখন রাগে আমার মুখে তালাক শব্দ দুবার উচ্চারিত হয়ে যায়। আমি প্রথমবার এ ভুল করেছি, তাই প্রথমবারের মতো ক্ষমা করা যায় কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার কথা সঠিক হলে এবং এর পূর্বে আর কোনো তালাক না দিয়ে থাকলে আপনার স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় ইদ্দতের ভেতরে রজআতকরত পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারবেন। রজআতের পদ্ধতি হলো : স্বামী স্ত্রীকে বলবে, আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিলাম, অথবা স্বামী স্ত্রীর সাথে স্ত্রীসুলভ যেকোনো আচরণের মাধ্যমে পুনরায় মিলে যাওয়া।
উল্লেখ্য যে ইদ্দতের ভেতরে রজআত না করলে নতুন করে মহর ধার্য করে বিবাহ নবায়ন করতে হবে। (১৮/২৮৫/৭৫৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٥٥ : ولو قال لها أنت طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو قال أنت طالق وقد طلقتك تقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولا بها.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض ... ... والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.
قال: " أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة ".

Scanned by CamScanner

ইদ্দতের পর রজঈ বায়েন হয়ে যায় বিবাহ নবায়ন করতে হবে

প্রশ্ন : আমি স্ত্রীর সাথে একটি ব্যাপারে রাগান্বিত হয়ে তাকে এক তালাক দিয়েছি এবং সাথে এ-ও বলেছি যে আমি যদি হুজুর না হতাম তোকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে দিতাম। এর পর থেকে দীর্ঘ ১ বছর পার হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা যদি আবার ঘর-সংসার করতে চাই, তাহলে শরীয়তে এর হুকুম কী? আমি কিভাবে তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারি?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। "আমি যদি হুজুর না হতাম তোকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে দিতাম" বাক্য দ্বারা কোনো তালাক হয়নি। তালাকে রজঈর ইদ্দতের ভেতরে মুখে অথবা কার্যকলাপের মাধ্যমে রজআত করা না হলে বিবাহ নবায়ন করে নিলে তাকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে রাখা যাবে। (১৮/৬২৫/৭৭৬৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٥٠ : ففي البدائع أن الصريح نوعان: صريح رجعي، وصريح بائن. فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٩ / ٢٣١ : الجواب- طلاق رجعی بعد انقضاء عدت بائنہ گردد۔

নববধূকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দিলে বায়েন হবে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহ করার পর সহবাস করার পূর্বেই তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয় ও পুনরায় আক্বদ করানো ব্যতীতই সহবাস করে তাহলে তার হুকুম কী? এবং এখন তার করণীয় কী?

উত্তর : স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বেই এক তালাক দিয়ে থাকলে তার ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আক্বদ নবায়ন করা ব্যতীত স্ত্রী হিসেবে তার সাথে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না। নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া সহবাস করে থাকলে তা হারাম ও মারাত্মক গোনাহ হবে।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, স্বামী যদি উল্লিখিত মহিলার সাথে খালওয়াতে সহীহা তথা বৈধ সম্ভোগের নির্জনতা হওয়ার পর তালাক দেয় তাহলেও তালাকে বায়েন পতিত হবে। (১৬/৫০০/৬৬৩২)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٣ / ١٠٩ : فصريح الطلاق قبل الدخول حقيقة يكون بائنا؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق عن شرط أن يفيد الحكم فيما وضع له للحال والتأخر فيما بعد الدخول إلى وقت انقضاء العدة ثبت شرعا بخلاف الأصل فيقتصر على مورد الشرع فبقي الحكم فيما قبل الدخول على الأصل، ولو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها صريح الطلاق.

وقال: لم أجامعها كان طلاقا بائنا حتى لا يملك مراجعتها وإن كان للخلوة حكم الدخول؛ لأنها ليست بدخول حقيقة فكان هذا طلاقا قبل الدخول حقيقة فكان بائنا.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹ / ۳۷۰ : الجواب- غیر موطوءہ ایک طلاق صریح سے بائنہ ہو جاتی ہے پس بدون نکاح جدید کے اس کو رجوع کرنا صحیح نہیں ہے اگر وہ دونوں راضی ہیں تو پھر نکاح ہو جانا چاہئے حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔

'যত প্রকার তালাক আছে সব তালাক দিলাম' বললে তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : আমি মোঃ আব্দুস সাত্তার। আমি স্ত্রীর সাথে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে বলে ফেলি, তোরে তালাক দিলাম, যত প্রকারের তালাক আছে সব তালাক দিলাম। এমতাবস্থায় স্ত্রীর ওপর কয় তালাক পতিত হবে?

উত্তর : শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের রাষ্ট্রীয় আইনে বিচার হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও তালাক দিলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পতিত হয়ে যায় বিধায় প্রশ্নের বিবরণ মতে, আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য ওই স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। তার সাথে আর ঘর-সংসার করতে পারবেন না। (১৮/৪৭৭/৭৬৮৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٣٧٢ : ولو قال أنت طالق كل تطليقة طلقت ثلاثا دخل بها أو لم يدخل.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۴۵۵ : اگر لفظ کل طلاق دیا خود زید ہی کے الفاظ میں، تو یہ لفظ خود تین طلاق کے وقوع کو مفید ہو گا۔

'দুই তালাক দিলাম'র মধ্যে আগের এক তালাকের নিয়্যাত অগ্রহণযোগ্য

প্রশ্ন : দেড় বছর পূর্বে আমার স্ত্রীর অসৌজন্যপূর্ণ আচরণকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমি তাকে এক তালাক প্রদান করি। এরপর গত ৩/৪/১২ ইং তারিখে সে ভীষণ অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে দ্বিতীয়বার হুঁশিয়ারি ও সংশোধন করার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের তালাক প্রদান করি। আমি এ বিষয়ে অবগত আছি যে তৃতীয় তালাক প্রদানে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়। এ ছাড়া এও জানি যে তালাক ধাপে ধাপে দেওয়ার বিধান রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তালাক প্রদানের সময় আমি এভাবে বলি যে "তোমাকে দুই তালাক দিলাম"। উক্ত বাক্যে তালাক প্রদান করার সময় আমার অন্তরে শুধুমাত্র দ্বিতীয় পর্যায়ের তালাকের কথাই ছিল, দুই তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। এর সহজ ও সঠিক ফয়সালা জানতে চাই।

উত্তর : প্রয়োজনের ভিত্তিতে তালাক বৈধ হলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। বিহিত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। অতীব প্রয়োজনে অনন্যোপায় হলে শরয়ী পদ্ধতি অবলম্বনে মাসিক বন্ধ থাকাবস্থায় এক তালাক দেওয়াই শরয়ী নীতি। এ নীতির বিপরীত করা অন্যায়। বিশেষ করে তিন তালাক দেওয়া কোরআন-সুন্নাহের বিধান মতে জঘন্যতম অপরাধ। এর জন্য সরকারিভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা থাকা জরুরি। যাতে করে নিরীহ নারীরা যন্ত্রণা ও হয়রানির শিকার না হয়। তথাপি স্বামী নিজ স্ত্রীকে যেকোনোভাবে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়।

প্রশ্নের বর্ণনায় আপনার নিয়্যাত ওই সময় বাস্তবায়ন হতো, যখন আপনি "দ্বিতীয় তালাক দিলাম" বলতেন। আপনি তা না বলে বলছেন, "তোমাকে দুই তালাক দিলাম"। সুতরাং আপনার বক্তব্য সঠিক হলে আপনার স্ত্রীর ওপর বর্তমান দুই তালাকসহ পূর্বের এক তালাক মিলে মোট তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। ওই স্ত্রীর সাথে সংসার করা আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম। তার প্রাপ্ত মহরানা থাকলে তা প্রদান করে তাকে বিদায় করে দিতে হবে। পুনরায় তাকে স্ত্রীরূপে বরণ করতে চাইলে কী করতে হবে তা সরাসরি মুফতি সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে জেনে নেবেন। (১৮/৮৯৪/৭৯২২)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۳ / ۲۸۷ : (والطلاق يقع بعدد قرن به لا به)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٨٧ : (قوله والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢٥٠ : (قوله أو لم ينو شيئا) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤٧٣ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

স্ত্রীর সাথে মারামারির সময় 'তালাক, তালাক' বললে দুই তালাক হবে

প্রশ্ন : আমি মো. রুহুল আমীন, গত ২৬-৬-৯৬ ইং তারিখে রিনাকে বিবাহ করি। এযাবৎ আমি সংসার করে আসছি। গত ১৭-৩-২০১০ ইং তারিখে হঠাৎ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তার সাথে মারামারি হয়। আমি রাগের মাথায় তাকে মৌখিকভাবে তালাক তালাক বলে ফেলি। এতে তালাক হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত রুহুল আমীনের বর্ণনা মতে, স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার সময় মৌখিকভাবে স্ত্রীকে সম্বোধন করে তালাক-তালাক দুবার বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ করলে পুনরায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বহাল থাকবে। আর স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে না নেওয়া অবস্থায় ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে।
উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে উক্ত স্ত্রীকে আর এক তালাক দিলে প্রথম দুই তালাকের সাথে মিলে তিন তালাক হয়ে স্ত্রী স্বামীর জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। (১৭/৬৯৮০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢١٥ : " وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه

Scanned by CamScanner

لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.

‘ছেড়ে দিলাম’ তিনবার বললে তিন তালাক হবে

প্রশ্ন : একদা আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে সে আমাকে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি বলি, ছেড়ে দিলাম। ওই দিনই একপর্যায়ে আবার সে আমাকে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি বলি, ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন পর আবারো ঝগড়া হয় এবং আমার স্ত্রী আমাকে আবারো বলে, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি বলি, ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তার পরও তার ঝগড়া না থামা ও গালিগালাজ অব্যাহত থাকায় আমি তাকে বলি, তোর কথায় কি আসে যায় তুই তো আমার স্ত্রী না তুই তো ছাড়া। উক্ত বিষয়ের সঠিক সমাধান কামনা করছি।

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, বিশেষ করে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাধারণত আমাদের দেশে "ছেড়ে দিলাম" শব্দটি তালাকের জন্যই ব্যবহৃত হয়। তাই প্রশ্নে বর্ণনা মতে, "ছেড়ে দিলাম" তিনবার বলার দ্বারা আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। সুতরাং তার সকল প্রাপ্য (যদি অনাদায়ী থাকে) আদায়করত বিদায় দিতে হবে এবং ইদ্দতকালীন সময়ের খোরপোষ আপনাকে দিতে হবে। (১০/৬১৯/৩২৯২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٩ : فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال " رهاكردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۱۶۲ : الجواب- ... جملہ ثانیہ "تجھکو میں نے چھوڑ دیا" سرحتک کی طرح صریح طلاق ہے، لہذا بلانیت ہی اس سے طلاق رجعی ہو گئی۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۸ / ۴۰۹ : الجواب- لفظ 'چھوڑ دی' کثرت استعمال کی وجہ سے صریح کے حکم میں ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، شامی میں ہے فإذا قال رہا کردم أی سرحتک یقع به الرجعی مع أن أصله کنایة۔ شوہر نے یہ لفظ متعدد بار کہا ہے تو الصریح یلحق الصریح کے مطابق عورت پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو جائیں گی۔

Scanned by CamScanner

'ছেড়ে দিলাম' তিনবার বললে তিন তালাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, "আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম" তার হুকুম কী? দলিলসহ জানতে পারলে খুশি হব।

উত্তর : তালাক আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। তাই শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া মারাত্মক গোনাহ। বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতদসত্ত্বেও কেউ নিজ স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। যেহেতু প্রশ্নের বর্ণিত বাক্য, "আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম" আমাদের সমাজে স্পষ্ট শব্দে তালাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং স্ত্রীকে তিনবার "আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম" বলার দ্বারা তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা জায়েয হবে না। তার অনাদায়ী মহর ইত্যাদি প্রাপ্য থাকলে তা আদায় করে দিতে হবে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতকালীন সময়ের খোরপোষ স্বামী বহন করবে। (৯/৮৪৮/২৮৮৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٩ : فإذا قال " رهاكردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا، وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٢٦ : " وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ / ۱۲۲ : الجواب- ... جملہ ثانیہ "تجھ کو میں نے چھوڑ دیا" سرحتک کی طرح صریح طلاق ہے، لہذا بلانیت ہی اس سے طلاق رجعی ہو گئی۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۸ / ۴۰۹ : الجواب- لفظ 'چھوڑ دی' کثرت استعمال کی وجہ سے صریح کے حکم میں ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، شامی میں ہے فإذا قال رہا کردم أی سرحتک یقع بہ الرجعی مع أن أصلہ کنایۃ۔ شوہر نے یہ لفظ متعدد بار کہا ہے تو الصریح یلحق الصریح کے مطابق عورت پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو جائیں گی۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸ /۱۴۱ : سوال—زید نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو تین دفعہ ایسے لفظ کہے کہ میں تجھے چھوڑا ہے، میں تجھے چھوڑا ہے، میں تجھے چھوڑا ہے اور ساتھ ہی ہر بار ڈلا بھی پھینکتا ہے ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق بائن ہوئی یا طلاق مغلظہ ہوتی ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب – ہمارے عرف میں یہ لفظ بمنزلۂ صریح کے ہے اس سے بلانیت بھی طلاق (رجعی) واقع ہو جاتی ہے اور مدخولہ کو تین مرتبہ کہنے سے مغلظ ہو جاتی ہے پھر تجدید نکاح کافی نہیں، بلکہ حلالہ لازم ہوتا ہے۔

'ছাড়িয়া দিলাম' তালাকের স্পষ্ট শব্দ

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত "ছাড়িয়া দিলাম" শব্দটি তালাকের ক্ষেত্রে সরীহ নাকি কেনায়া? এ সম্পর্কে বিতর্ক হয়ে থাকে। যারা উক্ত শব্দটিকে সরীহ মনে করেন, তাঁদের শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে যে শব্দটি কেনায়া হলেও বর্তমান পরিভাষায় সরীহ এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তবে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই যে উক্ত শব্দটি যে কেবল তালাকের অর্থেই ব্যবহৃত নয়, বরং শব্দটি নিতান্তই ব্যাপক তা কারো অজানা নেই। যথা–ছেড়ে দিলাম যেরূপ স্ত্রীকে তালাকের অর্থে ব্যবহার হতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে একজন বন্দি মুক্তির অর্থেও ব্যবহার করে থাকে ইত্যাদি। আমাদের পরিভাষায় এখনো এ শব্দটি তার ব্যাপকতা হারিয়ে কেবল তালাকের অর্থে সীমাবদ্ধ হয়নি। অতএব কোনো অবাঙালির তাহকীক এ শব্দটির ব্যাপারে এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে কি মনে করতে পারি না? যেহেতু তারা আমাদের পরিভাষার ব্যাপারে অজ্ঞ। তাই হুজুরের সমীপে আকুল আবেদন এই যে ادلہ اربعہ থেকে কোন দলিলের ভিত্তিতে উক্ত "ছাড়িয়া দিলাম" শব্দটিকে সরীহ এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে জানতে চাই।

উত্তর : কোনো একটি শব্দ যদি সর্বক্ষেত্রে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বোঝায় তবে শব্দটিকে ওই অর্থের জন্য সরীহ বলা হয়। যেমন : طالق শব্দটি সর্বদা তালাকের অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অন্য কোনো অর্থে এর ব্যবহার নেই। আর سرحت শব্দটি ক্ষেত্রবিশেষে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ সময় এর ব্যবহার তালাকের অর্থেই হয়ে থাকে। তাই উল্লিখিত শব্দটি তালাকের ক্ষেত্রে সরীহ এর অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের দেশে প্রচলিত "ছাড়িয়া দিলাম" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এটি সরীহ এর ন্যায় তালাকের অর্থেই ব্যাপকতা লাভ করেছে। তাই এ শব্দটি দ্বারাও তালাকে সরীহ পতিত হয়। (৪/৩৬১/৭২৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ٣٥١ : فإن ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازا صريح، فإن لم يستعمل في غيره فأولى بالصراحة.

Scanned by CamScanner

📖 العناية مع الفتح (حبيبيه) ٣ / ٣٥١ : والصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا بكثرة الاستعمال.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٩ : فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال " رهاكردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا، وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢٤٨ : قال في الشرنبلالية: وقع السؤال عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي باعتبار القصد أو بائن باعتبار مدلول " سن بوش " أو " بوش أول " لأن معناه خالية أو خلية فينظر. اهـ قلت: وأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنه رجعي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴ / ۹۷ : ہم نے اس کو چھوڑ دیا یہاں کے عرف میں بمنزلہ صریح کے ہے اس سے بلانیت بھی ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ کہے۔

তিন তালাক বলেছে কি না সন্দেহ

প্রশ্ন : আমি মো. রাশেদুল ইসলাম। আমি আমার স্ত্রীকে ফোনে বলি, তুমি যদি আমার কথা না শোনো তাহলে তোমার সাথে আমার সব সম্পর্ক শেষ–এই বলে আমি "এক তালাক, দুই তালাক" বলার সাথে সাথে সে ফোন কেটে দেয়। কিন্তু আমি তিন তালাক বলছি কি না, আমার মনে পড়ে না? ঠিক দুই দিন পর আমাদের সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায়। পরে আমার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। সেও আমাকে ক্ষমা করে দেয়। এতে কি আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক রজঈ দেয় তাহলে ইদ্দতের মধ্যে তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি সত্যিকারার্থে আপনি আপনার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়ে থাকেন তাহলে ইদ্দতের মধ্যে তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে মাফ চাওয়ার দ্বারা রজআত বোঝায় না। বরং মৌখিকভাবে ফিরিয়ে নেওয়ার দ্বারা রজআত বোঝায়। তাই এ পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনি আপনার স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখতে পারেন। তবে ভবিষ্যতে আর একটি তালাক দিলে আপনার স্ত্রী আপনার

Scanned by CamScanner

জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে তালাক পতিত হয় না। (১৯/৮০৩/৮৪৬৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٩٣ : (قوله كرر لفظ الطلاق) بأن قال للمدخولة: أنت طالق أنت طالق أو قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت طالق، وإذا قال: أنت طالق ثم قيل له ما قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه جواب، كذا في كافي الحاكم (قوله وإن نوى التأكيد دين).

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٠٢ : ولو قال لها: أنت طالق طالق أو قال: أنت طالق أنت طالق أو قال: قد طلقتك قد طلقتك، أو قال: أنت طالق قد طلقتك يقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولا بها.

📖 فيه أيضا ٣/ ١٨٣ : وأما ركن الرجعة فهو قول أو فعل يدل على الرجعة: أما القول فنحو أن يقول لها: راجعتك أو رددتك أو رجعتك أو أعدتك أو راجعت امرأتي أو راجعتها أو رددتها أو أعدتها، ونحو ذلك؛ لأن الرجعة رد، وإعادة إلى الحالة الأولى... ... وأما الفعل الدال على الرجعة فهو أن يجامعها أو يمس شيئا من أعضائها لشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة أو يوجد شيء من ذلك.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٢٨٣ : ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل.

Scanned by CamScanner

الطلاق بالكنايات

পরিচ্ছেদ : দ্ব্যর্থবোধক শব্দে তালাক

তালাকের নিয়্যাতে 'সম্পর্ক থাকবে না' বলা

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী কয়েক দিন আগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরিতে যোগ দান করে, যা আমার পছন্দ নয়। তাই আমি তাকে মোবাইলে বলি, তুমি ৩১/০৮/২০০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকরি করতে পারবে। ৩১/০৮/২০০৮ ইং এর পর চাকরি করলে তোমার সাথে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ তোমার সাথে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাবে। প্রশ্ন হলো, সে যদি ৩১/০৮/২০০৮ ইং এর পর চাকরি করে তাহলে কি তার সাথে আমার বিবাহ অটুট থাকবে?

উত্তর : উল্লিখিত আপনার বাক্য "৩১/০৮/২০০৮ ইং তারিখের পর চাকরি করলে তোমার সাথে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাবে" দ্বারা তালাক দেওয়া আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে আপনার স্ত্রীর ওপর তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে, যদি তিনি ৩১/০৮/২০০৮ ইং তারিখের পরও চাকরি করেন। এমতাবস্থায় নতুনভাবে বিবাহ করা ব্যতীত তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সহীহ হবে না। (১৫/৭২৩/৬২৪০)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ٣٩٧ : (وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال) لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٣٠٥ : (قوله: وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا) يعني وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبي حنيفة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٣٣ : إذا قال لامرأته في حالة الغضب: إن فعلت كذا إلى خمس سنين تصيري مطلقة مني وأراد بذلك تخويفها ففعلت ذلك الفعل قبل انقضاء المدة التي ذكرها فإنه يسأل الزوج هل كان حلف بطلاقها فإن أخبر أنه كان حلف يعمل بخبره ويحكم بوقوع الطلاق عليها وإن أخبر أنه لم يحلف به قبل قوله كذا في المحيط.

Scanned by CamScanner

তালাকের নিয়্যাত ছাড়া 'সে নিয়ামত রাখতে পারলাম না' বলা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির স্ত্রী তার খুব খেদমত করে। সে যখন অসুস্থ হয়, তখন স্ত্রীকে মোহাব্বত করে বলেছে যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিয়ামত দান করেছিল (তোমাকে দান করেছিল), কিন্তু আমি সে নিয়ামত রাখতে পারলাম না। এ কথার উদ্দেশ্য ছিল, আমার তো কঠিন অসুখ হয়েছে। আমি তো মনে হয় মরেই যাব। তো মরে গেলে নিয়ামত কোথায় পাব। তার কথা "কিন্তু আমি সে নিয়ামত রাখতে পারলাম না" এর দ্বারা তাদের বিবাহ বন্ধনের মধ্যে সমস্যা হয়েছে কি না?

উত্তর : আমি তোমাকে রাখতে পারলাম না কথাটা كناية الفاظ তথা তালাকসংক্রান্ত ইঙ্গিতবাচক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি যেহেতু উক্ত বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়্যাত করেনি, তাই এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোনো সমস্যা হয়নি। তা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। (১৫/৩০/৫৮৭৩)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٩٦- ٢٩٨ : (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب، فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب، أو لا ولا.

'কথা না মানলে তুমি আমার স্ত্রী না' বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী তাবলীগবিরোধী। আমার কথা মানতে চায় না। এ নিয়ে ঝগড়ার একপর্যায়ে আমাকে গালিগালাজ করেছে। তাই আমি বলেছি, আমার কথা না মানলে তুমি আমার স্ত্রী না। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করার বিধান কী?

উত্তর : কথা না মানা অবস্থায় ওই স্ত্রীর সাথে বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই যদি উল্লিখিত বাক্য "তুমি আমার স্ত্রী না" বলে থাকেন, তাহলে পরবর্তীতে স্ত্রী আপনার ওই কথা না মেনে থাকলে তার ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে নতুনভাবে নিকাহ করে নিতে হবে। (৮/৫৬/১৯৭৪)

Scanned by CamScanner

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ٦/ ٨١ : (قال) وإن قال لامرأته لست لي بامرأة ينوي الطلاق فهو كما وصفت لك في الخلية والبرية في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تطلق وهذا ليس بشيء لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال إذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لا فإنما هي كذبة وهذا المعنى أنه نفى نكاحها ونفي الزوجية لا يكون طلاقا بل يكون كذبا منه لما كانت الزوجية بينهما معلومة كما لو قال لامرأته والله ما أنت لي بامرأة أو علي حجة إن كانت لي امرأة أو ما لي امرأة، أو قال لم أتزوجك لم يقع الطلاق بهذه الألفاظ وإن نوى وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول قوله لست لي بامرأة كلام محتمل أي لست لي بامرأة لأني فارقتك أو لست لي بامرأة لأنك لم تكوني في نكاحي وموجب الكلام المحتمل يتبين بنيته فلا تكون هذه الألفاظ طلاقا بغير النية ونية الطلاق تعمل فيه لأنه من محتملاته.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٠٧ : ولو قال لامرأته: لست - لي بامرأة، ولو قال لها: ما أنا بزوجك، أو سئل فقيل له هل لك امرأة؟ فقال: لا فإن قال أردت الكذب يصدق في الرضا والغضب جميعا ولا يقع الطلاق، وإن قال: نويت الطلاق يقع الطلاق على قول أبي حنيفة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٢٠ : وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار.

স্ত্রীকে 'তুমি হারাম, তুমি স্বাধীন' বলার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেছে, আমি তোমার জন্য হারাম এক সপ্তাহ অথবা দুই সপ্তাহ পর্যন্ত, অনির্দিষ্টকালের জন্য। এ ছাড়া আরো বলে যে আমি ঢাকা থেকে চলে যাওয়ার পর তুমি স্বাধীন। ইচ্ছে হলে থাকতে পারো, ইচ্ছা হলে চলে যেতে পারো। উপরোক্ত সমস্যার বিধান জানতে চাই।

উল্লেখ্য, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা এবং তার স্বামী রাগের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে শাসনের উদ্দেশ্যে তালাকের ইচ্ছা ব্যতীত বলেছে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : হারাম শব্দটা আমাদের সমাজে তালাকের জন্যই ব্যবহার হওয়ার প্রচলন হয়ে গেছে। তাই তালাকের নিয়্যাত না থাকলেও এ রকম বাক্য দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যায়। তাই স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে সম্বোধন করে আমি তোমার জন্য হারাম, বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে গেছে এবং এ ক্ষেত্রে "স্বাধীন" শব্দ দ্বারা নতুন কোনো তালাক পতিত হবে না। এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে দুজন সাক্ষীর সামনে নতুনভাবে মহর নির্ধারণ করে আক্বদ করে নিতে হবে। (৮/১৭০/২০৫০)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٩ : ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرف-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٩ : وقد مر أن الصريح ما غلب في العرف استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أي لغة كانت، وهذا في عرف زماننا كذلك فوجب اعتباره صريحا كما أفتى المتأخرون في أنت علي حرام بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه عند المتقدمين توقفه على النية.

📖 فيه أيضا ٣ / ٣٠٦ : ولا يرد أنت علي حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه لا يلحق البائن، ولا يلحق البائن لكونه بائنا لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له لا بحسب أصل وضعه. اهـ

'... তোমার ওপর পড়ে যাবে' বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমার অনুপস্থিতিতে আমার গচ্ছিত টাকা দিয়ে ডিনার সেট ক্রয় করে। ক্রয় করে কোথায় রেখে দেয়, তা জানি না। জানার চেষ্টা করলেও স্ত্রী এমন কথা বলে, যার কারণে কোথায় রেখেছে তা অজ্ঞাত থাকে। আমার দৃঢ় ধারণা, ডিনার সেটটি শাশুড়ির ঘরে আছে। তাই আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, যদি ডিনার সেটটি এই বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিয়ে যাও তাহলে তোমার ওপর পড়ে যাবে। (যদি ১ নং ঘর থেকে ২ নং ঘরে নিয়ে যাও তাহলে তোমার ওপর পড়ে যাবে।) এতে আমার তালাকের নিয়্যাত ছিল, কিন্তু কত তালাকের নিয়্যাত ছিল, তা মনে পড়ছে না।
উল্লিখিত ঘটনাটি এলাকার এক মুফতি সাহেবকে জানালে তিনি বিবাহ দোহরানোর পরামর্শ দেন। আমরাও তাই করি। কিন্তু এখন মাঝে মাঝে ভয় হয়, কখনো মন বলে, এক তালাকের নিয়্যাত ছিল, কখনো মনে হয় তিন তালাকের নিয়্যাত ছিল, আবার

Scanned by CamScanner

কখনো মনে হয় শুধু তালাকের নিয়্যাত ছিল। এক কথায় বলতে গেলে অন্তরে স্থিরতা পাচ্ছি না। প্রশ্ন হলো, আসলেই আমার স্ত্রীর ওপর কত তালাক পতিত হয়েছিল?

উত্তর : শাশুড়ির ঘর ১ নং ও নিজের থাকার ঘর ২ নং আপনি বলেছেন ১ নং থেকে ২ নং-এ নিলে পড়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রথমেই ২ নং-এ থাকলে বা ১ নং থেকে ২ নং-এ না নিলে কোনো তালাক পড়বে না। আর যদি উপরোক্ত বাক্য বলার পর ১ নং থেকে ২ নং-এ নিয়ে যায় তাহলে ১ তালাক পতিত হবে। আর নিকাহ দোহরানোর পর এখন আর সন্দেহের প্রয়োজন নেই। (৮/৩৪৭/২১৪২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٨٢ : اعلم أنهم صرحوا بأن فوات المحل يبطل اليمين، وبأن العجز عن فعل المحلوف عليه يبطلها أيضا لو مؤقتة لا لو مطلقة، وبأن إمكان تصور البر شرط لانعقادها في الابتداء مطلقا وشرط لبقائها لو مؤقتة، وعلى هذا فقولهم في ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث. وجهه أنها لم تنعقد لعدم إمكان البر ابتداء .

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٧ : وأما الدخول بأن قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهي داخلة فهذا لا يكون إلا على دخول مستقبل فإن نوى الذي هو فيه لا يحنث لأن الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل وهذا لا يحتمل التجدد فلا يثبت الاسم في حالة البقاء أعني الثاني في زمان وجوده.

📖 الأشباه والنظائر صـ ١٠٨

তালাকের পর 'তোর হাতের ভাত আমার জন্য হারাম' বলার হুকুম

প্রশ্ন : বেগম নাজুর কথাবার্তায় অতিষ্ঠ হয়ে তার স্বামী তাকে বলে ফেলে যে এই হানিফার মেয়ে! তোকে এক তালাক, তোর হাতের ভাত আমার জন্য হারাম। এ কথা বেগম নাজুর স্বামী যখন বলে তখন সে শোনেনি। পুকুরের পানিতে ডুব দিয়েছিল। উক্ত মাসআলার শরয়ী সমাধান চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ ও ঘৃণিত বস্তু। তাই স্বামী-স্ত্রীর সৃষ্ট সংকট বা মতানৈক্যর সমাধান প্রাথমিকভাবে শরীয়তমতো অন্য পদ্ধতিতে করাই উত্তম। রাগের বশবর্তী হয়ে তালাক শব্দ উচ্চারণ করা অনুচিত। স্ত্রীর উপস্থিতিতে তালাক দিলে যেমনি তালাক পতিত হয়, তেমনিভাবে অনুপস্থিত থাকলেও তালাক পতিত হয়। অতএব প্রশ্নের বর্ণনা মতে, বেগম নাজুর ওপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে। আর "তোর হাতের ভাত আমার জন্য হারাম" বাক্যটি কসম বলে গণ্য হবে। (৮/৩৯১/২১৮৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٦ : (الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٥/ ٣٠٥ :الجواب- طلاق واقع ہونے کے لئے عورت کا سامنے ہونا یا طلاق کے الفاظ سننا یا عورت کا نام لے کر طلاق دینا شرط نہیں ہے۔

কোরআন ছুঁয়ে 'তুমি আমার স্ত্রী নও' বলার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি রাগের বশবর্তী হয়ে কোরআনের তাফসীর ছুঁয়ে তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার স্ত্রী নও! ইসলামের দৃষ্টিতে এর বিধান কী? পরে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাইলে তা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ঝগড়ার সময় রাগবশত স্ত্রীকে সম্বোধন করে 'তুমি আমার স্ত্রী নও' বাক্যটি তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকলে এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। এমতাবস্থায় ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে ইদ্দতের ভেতর ফিরিয়ে নিতে পারবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে পুনরায় নতুনভাবে আক্বদ করে রাখতে পারবে। (৭/৪৪২/১৬৯১)

📖 الدر المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٨٢ : لست لك بزوج أو لست لي بامرأة. أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٨٢ : لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقيد. بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقا لكونه من الكنايات، وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال لأن ذلك فيما يصلح جوابا فقط وهو ألفاظ

Scanned by CamScanner

ليس هذا منها. وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي.

'তুমি কি আমার জন্য হারাম' বলার হুকুম

প্রশ্ন : স্বামী স্ত্রীর সাথে মেলামেশার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু স্ত্রী তাতে অনীহা প্রকাশ করে অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে থাকলে স্বামী তাকে বলে ফেলে, "যাহ, আমার লাই বুলি হারাম"। উক্ত বাক্যর দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্য ছিল তুমি কি আমার জন্য হারাম? আর স্ত্রীর ধারণা, এ বাক্য দ্বারা স্বামী তাকে হারাম করে দিয়েছে।
উল্লেখ্য, ওই রাতেও স্ত্রীর অনীহাবশত স্বামী তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর বক্তব্য আলেমদের থেকে এর সমাধান না আনা পর্যন্ত স্বামীর সাথে আর মেলামেশায় লিপ্ত হবে না। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমতসহ অন্যান্য সাংসারিক কাজ অব্যাহত রেখেছে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীকে সম্বোধন করে স্বামীর ব্যবহৃত বাক্য "যাহ আমার লাই বুলি হারাম" যদি প্রশ্নবোধক হিসেবে বলে থাকে তাহলে স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি প্রশ্নবোধক ছাড়া বলে থাকে তাহলে যেহেতু উক্ত বাক্য ব্যবহারের পদ্ধতি ও তার শাব্দিক অর্থে আমাদের পরিভাষায় তালাকের জন্য নির্ধারিত, তাই তালাকের নিয়্যাত ছাড়াও উক্ত বাক্য দ্বারা এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সম্মত হয়ে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে নতুন আক্বদ করে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে। (৭/৯৮৬/১৯৩৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٥٢: ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٥٢ : (قوله فيقع بلا نية للعرف) أي فيكون صريحا لا كناية، بدليل عدم اشتراط النية وإن كان الواقع في لفظ الحرام البائن لأن الصريح قد يقع به البائن كما مر، لكن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات، وإنما كان ما ذكره صريحا لأنه صار فاشيا في العرف في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال، وقد مر أن الصريح ما غلب في العرف استعماله في

Scanned by CamScanner

الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أي لغة كانت، وهذا في عرف زماننا كذلك فوجب اعتباره صريحا كما أفتى المتأخرون في أنت علي حرام بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۵ / ۱۸۳ : الجواب- لفظ حرام طلاق صریح بائن ہیں اس سے بدون نیت بھی طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔

তালাকের নিয়্যাতে 'চলে যাও' বললে তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : ১. স্বামী তার স্ত্রীকে বলে যে তোমাকে আমার দেখতে মনে চায় না, তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও। বাক্যটি বলার শুরুতে তালাকের নিয়্যাত না থাকলেও এই বাক্যের শেষে শুধু "চলে যাও" শব্দগুলো বলার পূর্বে শয়তান স্বামীর মনে সম্পর্ক না রাখার নিয়্যাত উত্থাপন করে এবং শুধু এতটুকু বাক্যের সময় এ নিয়্যাতটি ছিল, তাহলে কোনো সমস্যা হবে কি?

২. এক মহিলা টিভি দেখছিল। তার স্বামী তাকে ডাকলে সে চলে আসে। তখন স্বামী স্ত্রীকে বলল–দেখো, মানুষ মরে যাচ্ছে আমাদের কত আমল করা দরকার, অথচ আমরা যা ইচ্ছা তা-ই করছি, আমাদের কোনো খবর নেই। তুমিও যা ইচ্ছা তা-ই করছ, যাও টিভি দেখতে চলে যাও। কিন্তু এখানেও বাক্যটির শুরুতে নিয়্যাত ছিল না, বরং শেষে "চলে যাও" বা "দেখতে যাও" বলার সময় সম্পর্ক না রাখার নিয়্যাত ছিল, তাহলে কী হুকুম বর্তাবে?

উত্তর : 'চলে যাও' বাক্যটি স্ত্রীকে তালাকের নিয়্যাতে বললে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে উভয় ঘটনায় স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। (১৯/১৯৪/৮০২৪)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/ ٢١٧ : انه احق بهذه الخمسة أربعة أخرى لا ملك لى عليك، لا سبيل عليك، خليت سبيلك، ألحقى باهلك، لو قال ذلك فى حال مذاكرة الطلاق أو فى الغضب وقال لم أنو الطلاق يصدق قضاء فى قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يصدق-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۱۴۹ : سوال-ایک شخص نے اپنی عورت کو کہا کہ اپنے میکہ چلے جاؤ تو طلاق ہوئی یا نہیں؟

الجواب- اگر طلاق کی نیت سے کہا تو طلاق بائن ہو گی ورنہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

তালাকের পর 'তুমি তোমার বাপের বাড়িতে থাকো' বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীর সাথে মোবাইলে রসাত্মক কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে ঝগড়ার দিকে চলে যাই। এ সময় তাকে তালাক কথাটি একবার উচ্চারণ করে তাকে বললাম, তুমি তোমার বাপের বাড়িতে থাকো আমি আমার মতো থাকি। কিন্তু এখন আমি আমার স্ত্রীকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাই, সে ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

উত্তর : বিহিত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জুলুমের পর্যায়ভুক্ত, অপরাগতার কথা ভিন্ন। তাই পারতপক্ষে তালাক শব্দ ব্যবহার না করাই উচিত। তা সত্ত্বেও কেউ স্বজ্ঞানে নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে তা পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নকারীর স্বীকারোক্তি মতে তালাক শব্দ একবার বলাতে এক তালাকে রজঈ পতিত হয়ে গেছে। পরক্ষণে "তুমি তোমার বাপের বাড়িতে থাকো, আমি আমার মতো থাকি"–বাক্য দ্বারা স্বামী যদি পুনরায় তালাকের নিয়্যাত করে থাকে তাহলে দুই তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে নতুনভাবে বিবাহ করে তার সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে তালাকের নিয়্যাতবিহীন বলে থাকলে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না, শুধুমাত্র প্রথম তালাকই ধর্তব্য হবে। এমতাবস্থায় ইদ্দতের ভেতর তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে, ইদ্দত পার হয়ে গেলে উক্ত তালাক বাইন তালাকে পরিণত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে মহর ধার্যকরত নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। (১৮/৬৩৬/৭৭৬৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٠٥- ١٠٦ : وقوله الحقي بأهلك يحتمل الطلاق لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت مطلقة، ويحتمل الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق فقد استتر المراد منها عند السامع، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد-

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٣٠ : لو قال: أنت طالق واعتدي أو أنت طالق اعتدي أو أنت طالق فاعتدي فإن نوى واحدة فواحدة لأنه نوى حقيقة كلامه، وإن نوى ثنتين فثنتان لأنه يحتمله، وإن لم يكن له نية إن قال أنت طالق فاعتدي تقع واحدة لأن الفاء للوصل، وإن قال: اعتدي أو واعتدي تقع ثنتان لأنه لم يذكره موصولا بالأول فيكون أمرا مستأنفا وكلاما مبتدأ وهو في حال مذاكرة الطلاق فيحمل على الطلاق وعند زفر تقع واحدة لما عرف اهـ كذا في المحيط.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/۴۷۵ :سوال- خاوند نے بیوی سے جھگڑے کے وقت غصہ کی حالت میں یہ کہا کہ جاؤ! ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، کیا اس سے نکاح متاثر ہوگا یا نہیں؟

الجواب- مذکورہ الفاظ کی عربی میں "الحقی باھلک" سے تعبیر کی جاتی ہے فقہاء کرام کی تصریحات کی روشنی میں یہ طلاق کنائی ہے جس پر تلفظ کرتے وقت نیت کرنے سے طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں۔

স্ত্রীকে গ্রহণ না করার কসম করা এবং 'খালাম্মা' বলে সম্বোধন করা

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সাথে সামান্য কিছু ব্যাপার নিয়ে যেমন–তার চলাফেরা, আচার-ব্যবহার নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়। এমতাবস্থায় সে আমার বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমি তাকে বলি, যদি চলে যাও আমি তোমাকে আর কখনো গ্রহণ করব না। তার পরও সে চলে যায়। তার বাবার বাড়ি যাওয়ার আগে আমি কসম খেয়ে বলেছিলাম, আমি যদি এক বাপের জন্ম হয়ে থাকি আর কোনো দিন গ্রহণ করব না। যাই হোক, সে চলে যাওয়ার পর আমি তাকে যে সন্দেহ করেছিলাম তা আমি সঠিক মনে করি, তার পরও আমি তাদের বাড়ি যাই। তাদের বাড়ি যাওয়ার পর সে আমার সাথে যে রকম ব্যবহার করে তাতে আমি খুবই দুঃখ পাই এবং অনেক অসন্তুষ্ট হই। যে কারণে আমি একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে তাকে খালাম্মা ডেকে ফেলি, অতঃপর সেখানে থেকে চলে আসি। কিন্তু এখন তার পরিবারের সবাই বারবার অনেক অনুরোধ করছে, এমনকি সেও বারবার মোবাইল করে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে এবং পুনরায় তাকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছে। এ পরিস্থিতিতে আমি শরীয়ত মোতাবেক তার সাথে সংসার করতে পারব কি না?

উত্তর : "তোমাকে গ্রহণ করব না, কখনো তোমাকে রাখব না"–এজাতীয় ভবিষ্যতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বাক্য উচ্চারণের দ্বারা তালাক হয় না। তেমনিভাবে স্ত্রীকে খালাম্মা বলে সম্বোধন করার দ্বারাও তালাক সংঘটিত হয় না। তবে মাহরাম মহিলার নামে স্ত্রীকে সম্বোধন করা গোনাহ। এ জন্য তাওবা করে নেওয়া জরুরি। তাই স্ত্রীকে খালাম্মা বলে সম্বোধন করার দ্বারা তার ওপর কোনো তালাক পতিত হয়নি। কিন্তু এ বাক্য উচ্চারণের কারণে কৃত গোনাহের জন্য তাওবা করে নেওয়া জরুরি। অতএব আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে কোনো আপত্তি নেই। তবে কসম করার পর কসম ভাঙার দরুন এর কাফফারা আদায় করে দিতে হবে। (১৭/২১০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٣٥١ : بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٨٤ : في المحيط لو قال بالعربية أطلق لا يكون طلاقا إلا إذا غلب استعماله للحال فيكون طلاقا .

📖 الهداية(مكتبة البشرى) ٤ / ٣ : والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۱۴۸ : سوال– ایک شخص نے اپنی عورت سے کہاکہ اگر تو فلاں کام کرے گی تو میں تجھے طلاق دیدوں گا،اس کے بعد اگر اس عورت نے وہ کام کیا تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

الجواب—اس صورت طلاق واقع نہ ہوگی اس میں صرف ارادۂ طلاق کا اظہار ہے۔

📖 امداد المفتیین (دار الاشاعت) ص ۵۳۰ : سوال- ... ... غصہ میں اس عورت کو ماں کہہ دیا کہ یہ تو میری ماں ہے میرے کام کی نہیں رہی، اس صورت میں عورت پر طلاق ہوئی یا کفارہ لازم ہے؟

الجواب—اگر یہی لفظ کہے ہیں جو سوال میں مذکور ہیں تو اس سے نہ طلاق پڑتی ہے اور نہ کوئی کفارہ عائد ہوتا ہے، البتہ ایسا کہنا مکروہ ہے اور کہنے والا گنہگار ہے، استغفار و توبہ اس کے ذمہ واجب ہیں۔

'চলে যাও' ... তালাক দিয়ে দিয়েছি' বললে কত তালাক হবে

প্রশ্ন : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাওনি কেন? তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও, আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি, তুমি তোমার রাস্তা দেখো, আমি আমার রাস্তা দেখব–এসব কথা বলার দ্বারা উক্ত মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে কি? আর যদি হয় কোন তালাক হবে?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত প্রথম শব্দ "তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও" দ্বারা তালাকের নিয়্যাত করলে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় শব্দ "আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি" বলার দ্বারা আরও এক তালাকসহ সর্বমোট দুই তালাকে বায়েন পতিত হয়ে স্ত্রী তার নিকাহ থেকে বের হয়ে গেছে। আর যদি প্রথম শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়্যাত না করে তবে দ্বিতীয় শব্দ আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি বলার দ্বারা এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বামী ইদ্দতের ভেতর মৌখিক বা স্ত্রীসুলভ আচরণ দ্বারা রজআত অর্থাৎ ফিরিয়ে না নিলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তা বায়েন তালাকে পরিণত হয়ে যাবে। (১৭/২৫০)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٣٠٦ : الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/ ٢١٧ : قوى أخرجى اذهبى انتقلى، انطلقى، لا نكاح لى عليك، وهبتك لأهلك قبل الأهل أو لم يقبل لا يقع الطلاق إلا بالنية، وإذا قال لم أنو الطلاق كان مصدقا-

তুমি আমার ওপর হারাম বললে তালাক পতিত হবে কি না

প্রশ্ন : তুমি আমার ওপর হারাম–এ কথায় তালাকে বায়েন পতিত হবে তালাকের নিয়্যাত করুক বা না করুক (ফাতাওয়ায়ে শামী, খঃ ২, পৃঃ ৭১৭) এ মত অনুযায়ী ফাতওয়া হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত মত অনুযায়ী ফাতওয়া হবে। (১৭/৮২৩/৭৩৫৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٤٣٥-٤٣٣ : (قال لامرأته: أنت علي حرام) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى التحريم، أو لم ينو شيئا، وظهار إن نواه، وهدر إن نوى الكذب) وذا ديانة، وأما قضاء فإيلاء قهستاني (وتطليقة بائنة) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ويفتى بأنه طلاق بائن (وإن لم ينوه) لغلبة العرف-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٩٨- ٢٩٩ : وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف، لا فرق في ذلك بين محرمة وحرمتك، سواء قال علي أو لا-

📖 فيه أيضا ٣/٤٣٤ : وللمرأة أيضا إن نواها، والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاما كان، أو خاصا فاغتنم هذا التحرير-

📖 احسن الفتاوى (سعید) ٥/ ١٨٣ : الجواب- لفظ حرام طلاق صریح بائن ہے اس سے بدون نیت بھی طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔

📖 كفايت المفتى ٦ / ٣٨٧

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ ۸ / ۳۰

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند ۹/ ۴۵۴

'তালাক দেওয়া বিডি যাওনা ক্যা, রইছ ক্যা' বললে তালাক হবে কি না

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমাকে ৪ বছর পূর্বে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর শরীয়তসম্মতভাবে হালালার মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে চার বছরের মাথায় সাংসারিক বিবাদের একপর্যায়ে আমার স্বামী আমাকে বলে যে তালাক দেওয়া বিডি তুই যাওনা ক্যা, তুই রইছ ক্যা, এভাবে চার-পাঁচবার বলে। এ বাক্য পরবর্তী তিন-চার দিন আমাকে উদ্দেশ করে বলে। এখন স্বামী এতে তালাকের বিষয়টি অস্বীকার করছে এবং বলছে, এতে নাকি তালাক পতিত হয় না। অতএব মাননীয় মুফতি সাহেবের নিকট বিনীতভাবে জানতে চাচ্ছি যে শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত তালাক পতিত হয়েছে কি না? না হয়ে থাকলে তার হুকুম কী?

উত্তর : আপনার স্বামীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য "যাওনা ক্যা, তুই রইছ ক্যা" দ্বারা কোনো প্রকার তালাক পতিত হবে না। আর প্রথম বাক্য "তালাক দেওয়া বিডি তুই" যদি এই উদ্দেশ্যে বলে যে আপনি পূর্বের স্বামী কর্তৃক (বাস্তবে এমন হয়ে থাকলে) তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন, তবে এর দ্বারাও কোনো তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে পূর্বে এরকম কিছু না হয়ে থাকলে উক্ত বাক্য চার-পাঁচবার বলার কারণে আপনার ওপর তিন তালাক পতিত হবে এবং সে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে হালালা ব্যতীত তার সাথে স্ত্রী হিসেবে সংসার করা আপনার জন্য বৈধ হবে না। সঠিক হালালা পদ্ধতি বিজ্ঞ কোনো মুফতি সাহেব থেকে মৌখিকভাবে জেনে নেওয়ার পরামর্শ রইল। (১৭/৯৩৩/৭৩৯৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٥١ : ومنه أي من الصريح: يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد، ولو قال: أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين خلاصة، ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال: أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان، وهو حسن كما في الفتح، وهو الصحيح كما في الخانية. ولو لم يكن لها زوج لا يصدق، وكذا لو كان لها زوج قد مات. اهـ قلت: وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت، ولم أر من ذكره في الإخبار كأنت طالق فتأمل.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/٣٥٦ : متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق وإن عنى بالثاني الأول لم يصدق في القضاء كقوله يا مطلقة أنت طالق أو طلقتك أنت طالق -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ٢٢٦ : وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها"-

'এখানেই ইতি টানতে চাই এবং ইতি টানলাম' তালাকের নিয়্যাত ছাড়া বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : ২০ বছর পূর্বে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর হতে শ্বশুরবাড়ি এবং আমার বিবির সাথে আমার বনাবনি হয় না। একপর্যায়ে প্রায় চার মাস যাবৎ আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করেছে। এসব বিষয় নিয়ে স্থানীয়ভাবে কয়েকবার মীমাংসার জন্য বৈঠক হয়। সর্বশেষ মজলিশে আমি উপস্থিত হলে সকলে আমার মতামত জানতে চাইলে আমি তখন বলি, আমার বিবাহের পর হতে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি আমি নিজে স্বীকার করছি এবং আমি আমার দোষ মেনে নিলাম, আমি আমার সংসার জীবনের এই পর্যন্ত এসে আমি উক্ত মেয়ের সাথে আর ঘর-সংসার করব না এবং এখানেই ইতি টানতে চাই এবং ইতি টানলাম এবং আমার শ্বশুরালয়ের সাথে আর শ্বশুর হিসেবে সম্পর্ক নয়, বরং পূর্বের যে সম্পর্ক ছিল দ্বীনের সাথী হিসেবে সেই সম্পর্ক থাকবে। এমতাবস্থায় নিষ্পত্তিকল্পে সকলে মিলে সুষ্ঠুভাবে ফয়সালা করে দিলে ভালো হয়। এক দিন পরে পুনরায় আমি বললাম, গত দিনের মজলিসে আমি আমার স্ত্রীর সাথে বা শ্বশুরের সাথে সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে যে সকল বাক্য বলে ছিলাম তা আমি দিল থেকে বলিনি বা তালাকের নিয়্যাতে বলিনি। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক কতটুকু বহাল থাকবে? এতে তালাক হয়ে যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : আপনার বর্ণিত ঘটনায় তালাকের স্পষ্ট কোনো শব্দ বা বাক্য উল্লেখ নেই, তবে অস্পষ্ট একটি বাক্য আছে, অর্থাৎ "আমি উক্ত মেয়ের সাথে আর ঘর-সংসার করব না এবং এখানেই ইতি টানতে চাই এবং ইতি টানলাম"। এ ধরনের অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার জন্য তালাকের নিয়্যাত শর্ত বিধায় আপনি যদি কসম করে বলতে পারেন যে আমি উল্লিখিত বাক্যটি তালাকের নিয়্যাতে বলিনি, তাহলে এর দ্বারা

Scanned by CamScanner

আপনার স্ত্রীর ওপর কোনো ধরনের তালাক পতিত হয়নি এবং পূর্বের ন্যায় আপনারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবেন। (১৬/১০১/৬৪২৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٤- ٣٧٥ : (الفصل الخامس في الكنايات) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة. ثم الكنايات ثلاثة أقسام (ما يصلح جوابا لا غير) أمرك بيدك، اختاري، اعتدي (وما يصلح جوابا وردا لا غير) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري (وما يصلح جوابا وشتما) خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا (وحالة) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها (وحالة) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٢٩٨- ٣٠١ : والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب، أو لا ولا (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردا، ونحو خلية برية حرام بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح سبا، ونحو اعتدي واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري أمرك بيدك سرحتك، فارقتك لا يحتمل السب والرد، ففي حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله، فإن أبى رفعته للحاكم -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٧٦ : وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قول الأمين مع اليمين.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢/ ٤٦٣ : الجواب-صورت مسئولہ میں اگر اس شخص نے لفظ "صاف جواب ہے" سے یا اس کے قبل الفاظ سے نیت طلاق کی ہے اس لڑکی پر ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے لأن قولہ "چاہے جہاں نکاح کر دو" وقولہ "صاف جواب ہے" مستعمل فی الطلاق عرفا ولکنہ کنایۃ فیحتاج الی النیۃ۔ پس بعد انقضاء عدت کے اس لڑکی کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے اور اگر زوج نیت طلاق سے انکار کرے اور اس پر حلف کر لے تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔

Scanned by CamScanner

'তোমার সাথে থাকলে হারাম হয়ে যাবে' বলার পর সহবাস

প্রশ্ন : ২০০৮-এর এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে ফজর নামাযের পর আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করি, কিন্তু স্ত্রী আমাকে কিছু না বলে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ১ ঘণ্টা পর আমার কাছে আসে, তখন আমি রাগান্বিত হয়ে বললাম, আমি তোমার সাথে যদি থাকি তাহলে হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু ওই দিন রাতেই স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করি। উপরোক্ত ঘটনার পর হতে এ যাবৎকাল সুখে-শান্তিতে সংসার করে আসছি। অতএব আপনার নিকট আকুল আবেদন, উক্ত কসমের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাব কিভাবে, তা জানাবেন।

উত্তর : "আমি তোমার সাথে যদি থাকি তাহলে হারাম হয়ে যাবে" এ কথার পর তার সাথে থাকার দরুন আপনার স্ত্রীর ওপর 'এক তালাকে বায়েন' পতিত হয়েছে। অতএব আপনার স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করতে চাইলে পুনরায় মহর ধার্যকরত বিবাহ নবায়ন করতে হবে। তালাক পতিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বিবাহ নবায়ন করা ব্যতীত স্ত্রীস্বরূপ আচরণ করার কারণে তাওবা ও ইস্তেগফার করতে হবে। (১৬/২১২/৬৪৬৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٩٩ : وإن كان الحرام في الأصل كناية يقع بها البائن لأنه لما غلب استعماله في الطلاق لم يبق كناية، ولذا لم يتوقف على النية أو دلالة الحال، ... ... والحاصل أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البائن بالحرام بلا نية حتى لا يصدق إذا قال لم أنو لأجل العرف الحادث في زمان المتأخرين، فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف كما في زمانهم.

তোর বাবা-মাকে খবর দে তোকে নিয়ে যেতে

প্রশ্ন : আমি গত ৪/৫/২০০৮ ইং তারিখে অসুস্থ অবস্থায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার স্ত্রীকে বলেছি যে আমি তোকে রাখব না, তোর মা-বাবাকে খবর দে তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হুজুর, এসব কথাগুলো বলেছি শাসন করার জন্য, অন্য কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে বলিনি। কিছুদিন পর তারা আমার বিরুদ্ধে যৌতুক ও মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাকে জেল খাটিয়ে ১,৬০,০০০ টাকা নিয়ে বলে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি। তাই তাকে আমার সাথে ঘর-সংসার করতে দেয় না। উল্লিখিত কারণে আমার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ঘটনায় স্ত্রীকে সম্বোধন করে স্বামীর বাক্য "আমি তোকে রাখব না"-এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়নি। আর দ্বিতীয় বাক্য "তোর মা-বাবাকে খবর দে তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য" তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। তালাকের উদ্দেশ্যে না বলে থাকলে কোনো ধরনের তালাক পতিত হয়নি। যেহেতু প্রশ্নের বিবরণ মতে, স্বামী উক্ত বাক্য তালাকের উদ্দেশ্যে বলেনি, যদি তা সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার স্ত্রীর ওপর কোনো ধরনের তালাক পতিত হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে পূর্বের মতো ঘর-সংসার করতে কোনো আপত্তি নেই। (১৬/৬১৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٩٦ : ونقل في البحر عدم الوقوع، بلا أحبك لا أشتهيك لا رغبة لي فيك وإن نوى. ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٥ : إذا قال لا أريدك أو لا أحبك أو لا أشتهيك أو لا رغبة لي فيك فإنه لا يقع وإن نوى في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في البحر الرائق.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ١٠٥- ١٠٦ : وقوله الحقي بأهلك يحتمل الطلاق لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت مطلقة، ويحتمل الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق فقد استتر المراد منها عند السامع، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ١٢/ ٥٤٧ : ایک شخص اپنی بیوی کو بحالت غصہ دو مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ میں تجھے نہیں رکھتا، کیا اس پر طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ اس عورت کو وہ مرد اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب- اگر اتنا ہی کہا ہے تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔

তালাকের নিয়্যাতে 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও' বললে তালাক হবে

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করেছে 'তুমি কি চাও? আমি বলেছি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও। এতে কি তালাক হয়ে গেছে? আমাদের মাঝে বনিবনা হয় না, এ জন্য আমি তাকে পরিত্যাজ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েই তাকে উক্ত কথা বলেছি। পরবর্তীতে স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, আমি কি বাবার বাড়িতে চলে যাব? আমি বললাম, যাও। এরপর যাওয়ার পূর্বে আবার জিজ্ঞেস করে, আমি কি চলে যাব? আমি বললাম, তোমার ইচ্ছা। এসব কথার দ্বারা কি তালাক পতিত হয়েছে? হলে কত তালাক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আপনার বাক্য "তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও" তালাকের নিয়্যাতে বলাতে এর দ্বারা আপনার স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। আর অবশিষ্ট বাক্যগুলোর দ্বারা কোনো তালাক পতিত হয়নি। অতএব পুনরায় তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে চাইলে নতুনভাবে মহর নির্ধারণ করে বিবাহের মাধ্যমে রাখতে পারেন। (১৫/৯৪৬/৬৩৫৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٣١٠ : (لا) يلحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول: كأنت بائن بائن، أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء، بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت طالق بائن، أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الإخبار فيجعل إنشاء، ولذا وقع المعلق كما قال -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠/ ٤٤١ : سوال- (١) لڑکااوراس کی بیوی (مدخول بہا) کا باپ دونوں یکجا بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی کے والد نے لڑکے سے کہدیا کہ اگر تجھے ہماری لڑکی رکھنی نہیں تو ہم اپنی لڑکی کو لے جائیں گے، اس کے جواب میں لڑکا کہتا ہے کہ نہیں رکھنی، کچھ وقت کے بعد ایک دوسرا شخص لڑکے سے کہتا ہے کہ کچھ اور سوچ سمجھ لو اس کے جواب میں لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تو کہدیا رکھنی نہیں، اور اسی طرح کئی مرتبہ ہوتا ہے لڑکے کے "نہیں رکھنی" کہنے سے کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟... ...

الجواب- (١) اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے ایسا کہا ہے تو طلاق بائن واقع ہو گئی پھر دوسری اور تیسری دفعہ کہنے سے کوئی جدید طلاق نہیں ہوئی۔

'যাকে ভালো লাগে তার কাছে যেতে পারো, রাস্তা খোলা আছে' বলার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাগ করে বলে যে আমাকে যদি ভালো না লাগে তবে যাকে ভালো লাগে তার কাছে যেতে পারো, তোমার রাস্তা খোলা আছে। এ কথা বলার পর স্ত্রী বলে, তাহলে তুমি আমাকে কেন বিবাহ করেছ? তখন স্বামী বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করিনি। তখন স্ত্রী বলে, একটি মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ। উক্ত কথোপকথনের কারণে স্ত্রীর প্রতি কোনো তালাক পতিত হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য "আমাকে যদি ভালো না লাগে তবে যাকে ভালো লাগে তার কাছে যেতে পারো, তোমার রাস্তা খোলা আছে" দ্বারা স্বামীর তালাকের নিয়্যাত না থাকলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি তালাকের নিয়্যাতে উক্ত বাক্য বলে থাকে,

Scanned by CamScanner

তাহলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এমতাবস্থায় ইচ্ছে হলে নতুনভাবে বিবাহ করে পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারবে। (১৪/২০৮/৫৫৭৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٧٢ : قال: "وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كانت بثلاث وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غلوبك الحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بيدك واختاري وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الأزواج " لأنها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٢/ ٩٨ : و لو قال "چهار راه بر تو كشاده" يقع اذا نوى، وفى فوائد شمس الاسلام: لو قال لها اذهبي فى أيّ طريق شئت لا يقع بدون النية-

📖 فيه أيضا ٢/ ٩٧ : الثالث : إذا قال لها لم أتزوجك فلا يقع الطلاق فى هذه الألفاظ الثلاثة وإن نوى -

📖 فتاوى حقانيه (مكتبۂ سيد احمد) ٤/ ٤٨٠ : سوال-ایک شخص نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی سے کہا "تیرے لئے چاروں راستے کھلے ہیں جس طرف چاہو جاسکتی ہو" شریعت مقدسہ میں ان الفاظ کا کیا حکم ہے؟
الجواب- یہ الفاظ طلاق کنائیہ کے ہیں، نیت کے ہوتے ہوئے اس سے طلاق واقع ہو گی اور بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہو گی۔

'তুই বাড়ি চলে যাইস... তোর মনের আশা পূরণ হবে'

প্রশ্ন : একবার আমার স্ত্রীর সাথে আমার রাগারাগি হয়। তখন আমি রাগ করে তাকে বলি, তুই কাল বাড়ি চলে যাইস, তোর মারে আমি ফোন করিয়া বলিয়া দিবানে তোকে নেওয়ার জন্য, আমার চেয়ে কত ভালো ভালো ছেলেরা পড়িয়া রহিয়াছে, তুই এখানে আসবি না, তোর মনের আসা পূরণ হবে। এ কথাগুলো শুধু রাগ করে মুখে বলা হয়েছে, কিন্তু তালাকের নিয়্যাত করা হয়নি। এখন শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কী হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যসমূহ তালাকের নিয়্যাত বা স্ত্রীর তালাক চাওয়া প্রসঙ্গে বলে না থাকলে তালাক পতিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। (১৪/৯২১/৫৮৬২)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٧٢ : قال: "وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كانت بثلاث وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غلوبك الحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بيدك واختاري وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الأزواج " لأنها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۴۲۶ : الجواب۔ لفظ 'جا' ان کنایات سے ہے کہ ہر حال میں اس میں نیت شرط ہے جب نیت نہ تھی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔

'তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, ঘর-সংসার সম্ভব নয়'

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি আজ থেকে তিন বছর আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় একপর্যায়ে বলে উঠল, আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, তোমার সাথে ঘর-সংসার করা সম্ভব নয়। এরপর বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে বলেছে, আমার স্ত্রীকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। একাধিকবার এ কথাগুলো বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন স্থানে, সমাজে প্রচার করেছে। কিন্তু এতে সে তালাকের নিয়্যাত করেনি, বরং মেয়েপক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য এবং কৌশলে কিছু আদায়ের নিয়্যাতে এসব বলত। এমতাবস্থায় তারা পূর্বের ন্যায় ঘর-সংসার করছে। শরীয়ত মতে তাদের সংসার জীবনে কোনো সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত ও অপছন্দনীয়। তাই শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা ঠিক নয়। এতদসত্ত্বেও স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে "আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, তোমার সাথে ঘর-সংসার করা সম্ভব নয়" তিনবার বলার দ্বারা তিন তালাক পতিত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত "আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, তোমার সাথে ঘর-সংসার করা সম্ভব নয়" বাক্যটি কমপক্ষে তিনবার নতুন করে তালাকের উদ্দেশ্যে বলে থাকলে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং উক্ত স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীকে সম্বোধন করে "আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি" এ বাক্যটি তালাকের নিয়্যাত ছাড়া বললেও তালাক পতিত হয়ে যায়। (১৩/৭৭/৫১৮২)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٩ : سرحتك فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال " رها كردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢٣٦ : ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة. اهـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٧ : الطلاق الصريح يلحق الطلاق الصريح بأن قال أنت طالق وقعت طلقة ثم قال أنت طالق تقع أخرى -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٨/ ٦٩ : اپنی بیوی کو یہ لفظ کہنا کہ میں نے تجھے چھوڑ دی ہمارے عرف میں بمنزلہ صریح طلاق کے ہے لہذا اگر عدت کے اندر اندر تین مرتبہ کہا ہے توشرعاً طلاق مغلظہ ہوگئی۔

'তোমার সাথে আমার সংসার করা শেষ' বলার হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাগান্বিত অবস্থায় বলে যে আজ থেকে তোমার সাথে আমার সংসার করা শেষ। এমতাবস্থায় তার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে কি না? হলে কী ধরনের এবং কয় তালাক পতিত হবে? মেহেরবানি করে উদ্ধৃতিসহ শরীয়তের ফয়সালা জানাবেন।

উত্তর : "আজ থেকে তোমার সাথে আমার সংসার করা শেষ" তালাকে কেনায়া তথা অস্পষ্ট শব্দে তালাকের অন্তর্ভুক্ত। আর রাগান্বিত অবস্থায় স্ত্রীকে এ ধরনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন করলে তালাক পতিত হওয়া না হওয়া স্বামীর নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। অতএব স্বামী যদি তালাকের উদ্দেশ্যে এ কথা বলে থাকে, তাহলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তালাকের উদ্দেশ্য ছাড়া বললে কোনো তালাক পতিত হবে না। (১৪/৮৩৫/৫৮৭৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٧٢- ١٧٣ : والكنايات ثلاثة أقسام: ما يصلح جوابا و ردا، وما يصلح جوابا لا ردا، وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة. ففي حالة الرضا لا يكون شيء منها طلاقا إلا بالنية، فالقول قوله في إنكار النية لما قلنا-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٠١ : بيان ذلك أن حالة الغضب تصلح للرد والتبعيد والسب والشتم كما تصلح للطلاق، وألفاظ الأولين

Scanned by CamScanner

يحتملان ذلك أيضا فصار الحال في نفسه محتملا للطلاق وغيره، فإذا عنى به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه ولا يكذبه الظاهر فيصدق في القضاء، بخلاف ألفاظ الأخير: أي ما يتعين للجواب لأنها وإن احتملت الطلاق وغيره أيضا لكنها لما زال عنها احتمال الرد والتبعيد والسب والشتم اللذين احتملتهما حال الغضب تعينت الحال على إرادة الطلاق فترجح جانب الطلاق في كلامه ظاهرا، فلا يصدق في الصرف عن الظاهر، فلذا وقع بها قضاء بلا توقف على النية كما في صريح الطلاق إذا نوى به الطلاق عن وثاق (قوله يتوقف الأول فقط) أي ما يصلح للرد والجواب لأن حالة المذاكرة تصلح للرد والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشتم وألفاظ الأول كذلك، فإذا نوى بها الرد لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر فتوقف الوقوع على النية ـ

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹/ ۴۳۷ : الجواب-اس صورت میں موافق بیان زید کے کہ نیت اس کی طلاق کی نہ تھی اس کی زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی، در مختار میں تصریح ہے کہ ان الفاظ سے جو قطع تعلق پر دال ہیں اگرچہ حالت غصہ میں سرزد ہوں بدون نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

'আমার সাথে থাকা মানে তোর বাপের সাথে থাকা, তোকে তালাক' দুই তালাক হবে

প্রশ্ন : আবুল হোসেনের স্ত্রী প্রায় সময় তার স্বামীকে বলত, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে তালাক দিয়ে দাও। একদিন আবুল হোসেন তাকে বলে ফেলল, তুই চলে যা, তুই আমার সাথে থাকা মানে তোর বাপের সাথে থাকা, তোকে তালাক। প্রশ্ন হচ্ছে, আবুল হোসেন তালাকের কোনো সংখ্যা উল্লেখ করেনি। তালাক হবে কিনা দয়া করে জানালে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় স্বামী স্ত্রীর সাথে রাগান্বিত হয়ে বা স্ত্রী স্বামী থেকে তালাক চাওয়ার প্রেক্ষিতে "চলে যা, তুই আমার সাথে থাকা মানে তোর বাপের সাথে থাকা, তোকে তালাক"–এ বাক্য দ্বারা স্ত্রীর ওপর দুই তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। সুতরাং এ মুহূর্তে আবুল হোসেনের জন্য ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা নাজায়েয। তবে নতুনভাবে মহর নির্ধারণের মাধ্যমে বিবাহ দোহরিয়ে নিলে পুনরায় ঘর-সংসার করতে

Scanned by CamScanner

পারবে। কিন্তু স্মর্তব্য যে নতুনভাবে আক্বদ করে নেওয়ার পর কোনো সময় স্ত্রীকে আবার তালাক দিলে বর্তমান দুই তালাকসহ তিন তালাক হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (১২/২৮৯/৩৯০৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٣٠٦ : (الصريح يلحق الصريح و يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۴۴۰ : الجواب- حامداً ومصلیاً، زید کے الفاظ "اب میرا تجھ سے کوئی رابطہ نہیں رہا، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ یہ کنایات طلاق ہیں اگر طلاق کے نیت سے کہے جائیں تو طلاق بائن ہوتی ہے ان الفاظ کے بعد صریح طلاق کا بولنا یہ قرینہ ہے کہ یہ الفاظ طلاق کے لئے کہے گئے ہیں لہذا ان سے ایک طلاق بائنہ واقع ہوئی پھر صریح لفظ طلاق بولا اس میں نیت کی بھی حاجت نہیں اس سے دوسری طلاق واقع ہوگئی وہ بھی بائن ہی ہوگئی کیونکہ بائن کے بعد رجعی کا محل نہیں رہا۔

‘তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই’ তালাকের নিয়্যাতে বললে তালাক হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়। পরবর্তীতে স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন তার সাথে যোগাযোগ করলে সে বলে, আমি এ স্ত্রীকে নিয়ে আর ঘর-সংসার করব না। এভাবে বিভিন্ন সময় সে বলে যে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তার সাথে আমি আর ভাত খাব না, এই মেয়েকে নিয়ে আর সংসার করব না ইত্যাদি। এখন জানার বিষয় হল, (ক) এ ধরনের কথা বলার দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো রূপ সমস্যা হয়েছে কি না?
(খ) ওই স্ত্রীর সাথে পুনরায় ঘর-সংসার করতে চাইলে করণীয় কী?

উত্তর : "তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই" এই বাক্য বলার সময় তালাকের নিয়্যাত থাকলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এখন পুনরায় ঘর-সংসার করতে চাইলে নতুনভাবে বিবাহ করে নেবে। (১৬/১২০/৬৩৮৫)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٥ : ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح يقع الطلاق إذا نوى ولو قالت المرأة لزوجها لست لي بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به الطلاق يقع في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 فتاوى قاضيخان ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل يقع الطلاق اذا نوى-

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٩/ ٤٥٨ : الجواب-اگر شوہر نے یہ لفظ کہ مجھ سے کچھ واسطہ نہیں ہے بہ نیت طلاق کہا ہے تو اس کی زوجہ پر ایک طلاق بائنہ واقع ہو گئی۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٢/ ٥٠٥ : اور لفظ "میرا تیرا کچھ واسطہ نہیں" کنایات میں سے ہے پس اگر اس سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بائن واقع ہو گی اس کا حکم یہ ہے کہ تراضیٔ طرفین سے نکاح درست ہے۔

'তার সাথে সম্পর্ক নেই, তার সাথে ভাত খাব না, তার সাথে সংসার করব না' বললে কয় তালাক হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়। পরবর্তীতে স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন তার সাথে যোগাযোগ করলে সে বলে, আমি এ স্ত্রীকে নিয়ে আর ঘর-সংসার করব না। এভাবে বিভিন্ন সময় সে বলে যে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তার সাথে আমি আর ভাত খাব না, এই মেয়েকে নিয়ে আর সংসার করব না ইত্যাদি। এখন জানার বিষয় হলো,

(ক) তালাকের নিয়্যাতে এ ধরনের শব্দের দ্বারা কোন প্রকারের তালাক পতিত হবে? যদি তালাকে 'কেনায়া' হয়ে থাকে, তাহলে এর দৃষ্টিকোণ থেকে অনূর্ধ্ব এক তালাকে বায়েন পতিত হবে, নাকি একাধিক?

(খ) ওই স্ত্রীর সাথে পুনরায় ঘর-সংসার করতে চাইলে শুধুমাত্র নতুন করে বিবাহ পড়িয়ে নিলেই চলবে কি না?

উত্তর : কেনায়া বা এমন ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা তালাক দিলে যে শব্দটি তালাকের জন্য ব্যবহৃত হয় তালাক দেওয়ার নিয়্যাত থাকলে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়। এ ধরনের শব্দ ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বললে তালাক পতিত হওয়ার প্রশ্নই আসে

Scanned by CamScanner

না। আর যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বলে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালাক পতিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এমন শব্দ ব্যবহার করা যে শব্দে প্রথম তালাক বোঝানোর অবকাশ থাকে না বরং নতুন সূত্রে তালাক দিচ্ছে বলে বিবেচিত হয়। যেমন ابنتك بأخرى। মোট কথা, কেনায়া শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়া অবস্থায় এক তালাকের অধিক পতিত হওয়াটা নিয়্যাতের ওপর নির্ভর নয়, বরং শব্দের অর্থের ওপর নির্ভর। তাই এক তালাকের অধিক নিয়্যাত থাকলেও যদি এমন কোনো শব্দ না থাকে, যা দ্বারা انشاء طلاق বোঝা যায়, তাহলে একের অধিক তালাক পতিত হবে না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত "আমি এই স্ত্রীকে নিয়ে আর ঘর-সংসার করব না" সময়ের ব্যবধানে বারবার বলেছে, প্রথমবার যেহেতু তালাক দেওয়ার নিয়্যাতে বলেছিল, তাই এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে যদি উক্ত বাক্যটি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরে বলে থাকে তাহলে পরমহিলা হওয়ার কারণে কোনো তালাক পতিত হবে না। আর যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বলে থাকে তাহলে নিয়্যাত থাকলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় তালাক পতিত হবে না। (১১/৪৯/৩৪৩২)

📖 البحرالرائق (سعيد) ٣/ ٣٠٦ : وما في الظهيرية لو قال لها أنت بائن ناويا الطلاق ثم قال لها في العدة اعتدى أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة ناويا الطلاق لا يقع، وإن كان الرجعي يلحق البائن اهـ محمول على رواية أبي يوسف لكن يرد عليه الطلاق الثلاث فإنه من قبيل الصريح اللاحق لصريح وبائن كما في فتح القدير-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٠٨ : (قوله لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح-

📖 فيه أيضا ٣/ ٣٠٩ : أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان، وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن على أن البائن لا يقع إلا بالنية، فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن المنوي، إذ غير المنوي لا يقع به شيء أصلا -

তালাকের নিয়্যাতে 'তুই আমার মা' বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির প্রায়ই স্ত্রীর সাথে ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকে। একদিন ঝগড়ার সময় চূড়ান্ত রাগান্বিত হয়ে তালাক দেওয়ার নিয়্যাতে বলে, তুই আমার মা। এরপর সে স্ত্রীকে

Scanned by CamScanner

ঘর থেকে বের করে দেয়। স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যায়। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত কথার দ্বারা তালাক হবে কি না? হলে কোন ধরনের তালাক?

উল্লেখ্য, "তুই আমার মা" কথাটি বলার সময় তালাকের ইচ্ছা থাকলেও এক তালাক, না তিন তালাক–এজাতীয় কোনো ইচ্ছা ছিল না।

উত্তর : স্ত্রীকে রাগান্বিত অবস্থায় তালাকের নিয়্যাতে "তুই আমার মা" বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয় না। যদিও এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা মোটেও উচিত নয়, বরং গোনাহ। (১০/২৪৭/৩০৬২)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٤٣٠ : وعنه أيضاً: إذا قال لها أنتِ أمّي يريد الطلاق فهو باطل؛ لأنّه كذب -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٤٧٠ : (قوله: ويكره إلخ) جزم بالكراهة تبعا للبحر والنهر والذي في الفتح: وفي أنت أمي لا يكون مظاهرا، وينبغي أن يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه. وفيه حديث رواه أبو داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فكره ذلك ونهى عنه» ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه، ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ " يا أخية " استعارة بلا شك، وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي، فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا، ومثله أن يقول لها يا بنتي، أو يا أختي ونحوه. اهـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٠٧ : لو قال لها: أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها ومثله أن يقول: يا ابنتي ويا أختي ونحوه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٨/ ١٢٦ : سوال-زید نے غصہ کی حالت میں اپنی عورت کوماں یا بہن کہاتو کیا حکم ہے؟

الجواب-حامداًومصلیاً،اس کہنے سے عورت اس پر حرام نہیں ہو گی، بلکہ یہ قول لغو ہوا لیکن ایسا کہنا مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

'ঘরে আসলে তুই আমার মেয়ে, আমি তোর বাপ' বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : গত ১২-১৩ দিন পূর্বে স্ত্রীর সাথে একটি ব্যাপারে রাগারাগি করে আমি বললাম, 'তুই যদি আমার ঘরে আসছ তাইলে তুই আমার বেটি আর আমি তোর বাপ।' তবে এ কথা বলার সময় আমার মনে কোনো প্রকার তালাক দেওয়ার নিয়্যাত ছিল না বা এর আগে-পরেও তালাকের কোনো নিয়্যাত ছিল না। এখন আমি কসম খেয়ে বলছি যে স্ত্রীকে এ কথা বলার সময় আমার কোনো প্রকার তালাক দেওয়ার নিয়্যাতও ছিল না এবং জেহারের নিয়্যাতও ছিল না। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে আমার স্ত্রীর কী হুকুম?

উত্তর : উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি স্ত্রীকে যে কথাটি বলেছেন "তুই যদি আমার ঘরে আসছ তাহলে তুই আমার বেটি আর আমি তোর বাপ" এ কথার দ্বারা আপনার স্ত্রীর ওপর কোনো রকমের তালাক পতিত হয়নি। উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে শরীয়তের কোনো বাধা নেই। তবে স্বামী স্ত্রীকে এ ধরনের কথা বলা গুনাহ। এর জন্য তাওবা করা উচিত। (১/১৬/১১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٤٧٠ : ويكره قوله أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي ونحوه-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٤٧٠ : (قوله: ويكره إلخ) جزم بالكراهة تبعا للبحر والنهر والذي في الفتح: وفي أنت أمي لا يكون مظاهرا، وينبغي أن يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه. وفيه حديث رواه أبو داود «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فكره ذلك ونهى عنه» ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه، ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ " يا أخية " استعارة بلا شك، وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي، فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا، ومثله أن يقول لها يا بنتي، أو يا أختي ونحوه. اهـ

Scanned by CamScanner

'ঘর থেকে বের হয়ে যা, তোর জন্য ঘরে থাকা জায়েয নেই' বলার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একদিন তার স্ত্রীর সাথে বাগ্‌বিতণ্ডা করে রাগান্বিত হয়ে বেদম প্রহার করে বলল, তুই আমার ঘর হতে বের হয়ে যা, তোর জন্য ঘরে থাকা জায়েয নেই। অথবা বলল, তোর সাথে আজকে দেখা করা জায়েয নয়। এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার লোকজন বলাবলি শুরু করে যে তাদের উভয়ের মধ্যে তালাক হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে কি তাদের মধ্যে তালাক হয়ে গেছে? আর যদি তালাক না হয়ে থাকে তাহলে এলাকার যেসব লোক তালাক হয়ে গেছে বলাবলির সূত্রপাত করেছে তাদের এই কর্মটি কেমন?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, প্রথম বাক্য "তুই আমার ঘর হতে বের হয়ে যা" বা এজাতীয় বাক্য বলার সময় স্বামীর অন্তরে তালাকের নিয়্যাত থাকলে তার স্ত্রীর ওপর নিয়্যাতের প্রকারভেদে এক তালাকে বায়েন বা তিন তালাক পতিত হয়। নিয়্যাতবিহীন বললে তালাক পতিত হয় না। তাই স্বামী উক্ত বাক্য উচ্চারণের সময় তালাকের নিয়্যাত না করার ব্যাপারে শপথ করলে তালাক পতিত হবে না। দ্বিতীয় বাক্য "আজকে দেখা করা জায়েয নয়"-এর দ্বারা তালাক পতিত হবে না। তার স্ত্রীর সাথে দেখা করা হালাল কাজকে হারাম করার কারণে তা কসমে পরিণত হয়েছে, তাই এদিনে স্ত্রীর সাথে দেখা করে থাকলে কসম ভঙ্গ করার কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। কাফ্‌ফারা পরিমাণ হলো, দশ জন মিসকীনের দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থা করা, সামর্থ্য না থাকলে তিন দিন রোযা রাখা।

শরয়ী কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেবল ধারণাপ্রসূত জায়েয-না জায়েযের হুকুম দেওয়ার কাজ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি। (১০/৫৫৪/৩১৮০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٤- ٣٧٥ : (الفصل الخامس في الكنايات) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة. ثم الكنايات ثلاثة أقسام (ما يصلح جوابا لا غير) أمرك بيدك، اختاري، اعتدي (وما يصلح جوابا وردا لا غير) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري (وما يصلح جوابا وشتما) خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا (وحالة) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها (وحالة) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين.

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٧٩ : والواقع بالكنايات
بائن وتصح نية الثلاث فيها.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٤/ ٥٥ : لأن تحريم الحلال يمين بالنص وهو
قوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} إلى أن قال {قد
فرض الله لكم تحلة أيمانكم} -

📖 سورة المائدة الآية ٨٩ : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۱۴۹ : سوال-ایک شخص نے اپنی عورت کو کہا کہ "اپنے
میکہ چلی جاؤ" تو طلاق ہوئی یا نہیں؟

الجواب-اگر طلاق کی نیت سے کہا تو طلاق بائن ہوگی ورنہ نہیں اگر شوہر نیت طلاق کا انکار
کرے تو اس کا قول بدون قسم معتبر نہیں اولا بیوی خود اس سے گھر ہی میں قسم طلب
کرے اگر قسم سے انکار کرے تو بیوی عدالت میں مقدمہ دائر کرے اور قاضی اس سے
قسم طلب کرے اگر وہاں بھی قسم سے انکار کرے تو قاضی ان میں تفریق کردے البتہ
اگر بیوی کو اس کے صدق کا ظن غالب ہو تو قسم طلب کرنا لازم نہیں۔

দুই তালাক দিয়ে তোর হাতের খানা আমার জন্য হারাম বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি মোঃ খায়ের। টাকা-পয়সাসংক্রান্ত হিসাব নিয়ে আমার স্ত্রী আলেয়া বেগমের সহিত কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে তাকে বলি, আমি তোকে এক তালাক, দুই তালাক দিলাম, আজ থেকে তোর হাতের খানাপিনা আমার জন্য হারাম। প্রকাশ থাকে যে উক্ত ঘটনার সময় আমার মা কলা বিবি উপস্থিত ছিলেন। সময় ছিল সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা। উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অনুতপ্ত এবং আমার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। শরীয়তসম্মতভাবে কিভাবে আমার স্ত্রীকে বৈধ করা যায়, ফাতওয়াদানে বাধিত করতে আপনার মর্জি হয়।

Scanned by CamScanner

উত্তর : নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ করে এক তালাক, দুই তালাক বলার দ্বারা দুই তালাক পতিত হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আপনার স্ত্রী আলেয়া বেগমের ওপর দুই তালাক পতিত হয়ে গেছে। অতঃপর "আজ থেকে তোর হাতের খানাপিনা আমার জন্য হারাম" বাক্যটি তালাকের অর্থে ব্যবহৃত হয় না বিধায় এর দ্বারা নতুন কোনো তালাক পতিত হবে না। তবে কসম হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় আপনি উক্ত স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবেন, স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে না নেওয়া অবস্থায় ইদ্দত পার হয়ে গেলে পুনরায় নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসার করতে পারবেন। তবে উক্ত স্ত্রীকে ভবিষ্যতে আর এক তালাক দিলে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। (৯/২২৭/২৫৮৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٥٥ : ولو قال لها أنت طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو قال أنت طالق وقد طلقتك تقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولا بها -

📖 فيه أيضا ١/ ٤٧٠ : وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض كذا في الهداية.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٥/ ١٦٦ : الجواب- جملۂ اولی "میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا" میں طلاق پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ موجود نہیں، لہذا اس سے کچھ واقع نہ ہوگا۔

স্পষ্ট তালাকের পর কেনায়ার প্রয়োগ

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে রাগান্বিত অবস্থায় বলেছি, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীর ওপর কত তালাক পড়েছে? শরীয়ত মোতাবেক জানালে উপকৃত হতাম।

উত্তর : তালাক সাধারণত রাগান্বিত অবস্থায় দেওয়া হয়। রাগ এবং তালাক উভয়টি আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। বিশেষত একই সময়ে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের কাজ। এ ধরনের অপরাধের সরকারি আইনের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ স্বজ্ঞানে রাগান্বিত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় তা স্ত্রীর উওপর পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী তালাকদাতার স্ত্রীর ওপর প্রশ্নোল্লিখিত তিনটি বাক্যের দ্বারা তিন তালাক

Scanned by CamScanner

পতিত হয়ে উক্ত স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত ওই মহিলার যাবতীয় খোরপোষ স্বামীকে বহন করতে হবে। (০৯/৩৯৯/২৬৮১)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٠٨ : واعلم أن الصريح يلحق الصريح والبائن عندنا، والبائن يلحق الصريح لا البائن إلا إذا كان معلقا.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٢٩٦- ٢٩٧ : (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال)-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٩٧ : (قوله أو دلالة الحال) المراد بها الحالة الظاهرة المفيدة لمقصوده ومنها ما تقدم ذكر الطلاق بحر عن المحيط؛ ومقتضى إطلاقه هنا كالكنز أن الكنايات كلها يقع بها الطلاق بدلالة الحال. قال في البحر: وقد تبع في ذلك القدوري والسرخسي في المبسوط؛ وخالفهما فخر الإسلام وغيره من المشايخ فقالوا بعضها لا يقع بها إلا بالنية اهوأراد بهذا بعض ما يحتمل الرد كاخرجي واذهبي وقومي؛ لكن المصنف وافق المشايخ في التفصيل الآتي فبقي الاعتراض على عبارة الكنز. وأجاب عنه في النهر بما ذكره ابن كمال باشا في إيضاح الإصلاح بأن صلاحية هذه الصور للرد كانت معارضة لحال مذاكرة الطلاق فلم يبق الرد دليلا؛ فكانت الصورة المذكورة خالية عن دلالة الحال ولذلك توقف فيها على النية. اهـ

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۱۴۲ : اس سے معلوم ہوا کہ طلاق رجعی کے بعد کنایہ کا لفظ اگر بنیت طلاق یا بلانیت کہا تو دو طلاقیں ہوں گی۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۴۴۸ :الجواب- طلاق عموماً غصہ کی حالت میں دی جاتی ہے اس لئے غصہ کا ہونا طلاق پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

ঘর থেকে বের হয়ে যা, তোকে তো কবেই তালাক দিয়ে দিয়েছি

প্রশ্ন : আমার এক খালা এবং খালু। তাদের চার ছেলে ও এক মেয়ে। খালুর খুবই মারাত্মক ডায়াবেটিক রয়েছে। সংসারে খুবই অশান্তি। ছেলেরা মা-বাবার কথা শুনতে চায় না। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রীও স্বামীকে মারতে দ্বিধাবোধ করে না। মোটকথা, সাংসারিক দুর্যোগ বলতে যা বোঝায় তা তাদের সংসারে খুবই বেশি। এভাবে আজ পর্যন্ত চলে

Scanned by CamScanner

আসছে। হঠাৎ এক রাতে স্বামী-স্ত্রী কোনো এক ব্যাপারে খুবই ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। অতঃপর একপর্যায়ে স্বামী স্ত্রীকে অত্যন্ত রাগ করে বলে, তুই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা, তোকে তো আমি কবেই তালাক দিয়ে দিছি"–এ কথাটি সে কয়েকবার বলে। মাঝে মাঝে তাদের ঝগড়া হলেই সে এ রকম কথা বলে। এখন প্রশ্ন হলো, এতে তালাক হবে কি না, না হলে তো (আলহামদুলিল্লাহ)। যদি হয় তাহলে কত তালাক হলো এবং তার হুকুম কী? এবং তার করণীয় কী?

উত্তর : তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ও অপছন্দীয় কাজ। একান্ত অপারগতা ছাড়া তালাক দেওয়া, কারণে-অকারণে তালাক শব্দের ব্যবহার, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাক দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর প্রতিরোধ সরকারি ব্যবস্থাপনায় আইনগত ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। এতদসত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় "তুই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা" বাক্যটি তালাকের নিয়্যাতে বলা হলে এর দ্বারা এক তালাক এবং "তোকে তো আমি কবেই তালাক দিয়েছি" বাক্যের দ্বারা আরো এক তালাকসহ দুই তালাকে বায়েন পতিত হয়ে গেছে। উক্ত বাক্যগুলো যদি দ্বিতীয়বার ঝগড়ার সময় নতুন তালাকের নিয়্যাতে পুনরায় উল্লেখ করে থাকে, যা প্রশ্নে সুস্পষ্ট, তাহলে সর্বমোট তিন তালাক হয়ে উক্ত স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় অবিলম্বে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরি। শরয়ী হালালার ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া তাদের মধ্যে পুনরায় বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার কোনো ব্যবস্থা শরীয়তে নেই। (০৯/৫৬৫/২৮৩৩)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٠٨ : واعلم أن الصريح يلحق الصريح والبائن عندنا، والبائن يلحق الصريح لا البائن إلا إذا كان معلقا.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٣٠٦ : (الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح-

📖 فيه أيضا ٣/ ٢٩٦- ٣٠١ : (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب، فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب، أو لا ولا (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردا، ونحو خلية برية حرام بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح سبا، ونحو اعتدي واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري

Scanned by CamScanner

أمرك بيدك ،سرحتك، فارقتك لا يحتمل السب والرد، ففي حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله، فإن أبى رفعته للحاكم -

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/ ٢٠٩ : رجل قال كنت طلقت إمرأتى أو كنت طلقت إحدى نسائى أو قال كنت طلقت إرأة لى يقال لها زينب أو كنت طلقت زينب للحال امرأته يقع الطلاق على امرأته للحال يصدق فى صرف الطلاق إلى غيرها ولا فى الإسناد -

'তোকে ছেড়ে দিলাম, চলে যা' বললে কয় তালাক হবে

প্রশ্ন : আমি মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। গত ২০/২/২০০৪ ইং তারিখে পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়। আমি স্ত্রীকে রাগের সাথে বলি–তোকে ছেড়ে দিলাম, চলে যা। তখন সে আমার ছেলেমেয়ে আমার বাড়িতে রেখে বাবার বাড়ি চলে যায়। পরে আমি আমার স্ত্রীকে আনতে আমার জ্যাঠিকে পাঠালে সে আসতে চায় না। তার চাচা মোঃ মানিক মিয়া আমার জ্যাঠিকে বলে, যে ঘটনা ঘটেছে তা লিখিত নিয়ে আসলে আমার ভাতিজিকে দিয়ে দেব। এখন এর শরয়ী বিধান জানাবেন।

উত্তর : তালাক আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণার কাজ। তাই শরয়ী কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া মারাত্মক গোনাহ। প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে রাগের সহিত "তোকে ছেড়ে দিলাম" বলার পর তালাকের নিয়্যাতে "চলে যা" বলে থাকলে এর দ্বারা তালাকে বায়েন হয়ে সর্বমোট দুই তালাক পতিত হয়েছে। অতএব পুনরায় ঘর-সংসার করতে চাইলে নতুন মহর ঠিক করে বিবাহ দোহরিয়ে নিতে হবে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে আর এক তালাক দিয়ে দিলে সর্বমোট তিন তালাক হয়ে সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। আর যদি তোকে ছেড়ে দিলামের পর "চলে যা" শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়্যাত না করে থাকে, তাহলে এক তালাকে রজঈ হওয়ায় ইদ্দতের ভেতরে হলে 'রজআত' অর্থাৎ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। (৯/৯২১/২৯৪০)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٤٠٨ : واعلم أن الصريح يلحق الصريح والبائن عندنا، والبائن يلحق الصريح لا البائن إلا إذا كان معلقا.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٣٠٦ : (الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٩٩ : سرحتك فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال " رها كردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/ ۲۴ : الجواب- ہمارے عرف میں شوہر کا اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا بمنزلہ صریح طلاق کے ہے اس سے شرعا ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے شوہر نے دوسرا لفظ یہ کہا کہ " تو نکل جا" یہ کنایۃ طلاق سے ہے اگر اس سے طلاق کی نیت کی ہے تو اس سے دوسری طلاق واقع ہو گئی اور وہ بائن ہوئی... ... اور اگر اس دوسرے لفظ سے طلاق کی نیت نہیں کی تو اس سے دوسری طلاق واقع نہیں ہوئی بلکہ پہلے لفظ سے ایک طلاق رجعی ہوتی۔

'আমাকে তালাক দিয়ে দাও–প্রতিউত্তরে চলে যাও' বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি বিশেষ কোনো অন্যায়ের কারণে আমার স্ত্রীকে শাসন করি এবং খুব ঝগড়াঝাঁটি হয় এবং একপর্যায়ে আমার নিকট তালাক বা বিদায় চায়। তখন আমি স্ত্রীকে বারবার এ কথাই বলি, তোর বাপ আসুক তারপর তোর বিচার করে তোর বিষয়ে ফয়সালা হবে, অথবা তোকে তালাক দেব। আমার রাগ ও শাসনের প্রেক্ষিতে স্ত্রী আমার সাথে খুব রাগ করে এবং অমূলক কথাবার্তা বলে, যার কারণে আমার মন খুব খারাপ হয় এবং মাঝে মাঝে এই খেয়ালও অন্তরে আসে যে স্ত্রী তালাক হলে হয়ে যাক, কিন্তু আমার আসল খেয়াল এটাই থাকে যে স্ত্রীকে তালাক দেব না। এরপর স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে চলে যায় এবং বাড়ি হতে বের হয়ে যেতে চায় এবং নিজে আত্মহত্যা করতে চায়; কিন্তু আমি বাধা দিই। এ অবস্থায় স্ত্রী আমাকে আরো রাগসূচক কথা বলে, কিন্তু আমি নীরব থাকি। একপর্যায়ে স্ত্রী আমাকে বলল, আমাকে তালাক দিয়ে দাও, আমার ছেলেমেয়ে আমি নিয়ে যাই। উত্তরে আমি বললাম, চলে যাও। আমি এ কথা অবশ্যই তালাকের উদ্দেশ্যে বলিনি। উল্লেখ্য যে আমার স্ত্রী কিছুটা মানসিক রোগী। কাজেই এ সময় তার মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। আর আমার স্ত্রী পূর্বে দুই তালাকপ্রাপ্তা ছিল, বর্তমানে কত তালাক হলো?

বিঃদ্রঃ. এখানে আরো উল্লেখ্য, যত দূর মনে পড়ে, 'যাও' শব্দ বলার সময় অথবা তার পূর্বমূহূর্তেও আমার স্ত্রী তালাক হোক আমার অন্তরে আসেনি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্ত্রী তালাক চাওয়ার প্রতিউত্তরে “চলে যাও” বলার দ্বারা স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যায়, যদি স্বামী উক্ত বাক্য তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকে। প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় বাস্তবে যদি আপনার তালাকের নিয়্যাত না থাকে তাহলে ওই বাক্য দ্বারা তালাক পতিত হয়নি। তাই ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে। (৬/৮৩/১০৮৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٦ : ولو قال لها اذهبي أي طريق شئت لا يقع بدون النية وإن كان في حال مذاكرة الطلاق۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۹/ ۴۰۳ : اور "چلی جا" وغیرہ الفاظ اس قسم کے کنایات میں ہیں کہ ان میں ہر حال میں بدون نیت طلاق واقع نہیں ہوتی۔

‘তোমাকে চাই না, তোমার ধার-ধারি না’

প্রশ্ন : স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হয় এবং মেয়ে বাবার বাড়িতে চলে যায়। স্ত্রী চলে যাওয়ার সময় স্বামী বলেছে, আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমার ধার-ধারি না। এর দ্বারা তালাক হবে কি না? জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক পতিত হওয়ার জন্য স্পষ্ট তালাক শব্দ অথবা তালাকের জন্য ব্যবহার হয়—এ ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। প্রশ্নে বর্ণিত স্বামীর বাক্য “আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমার ধার-ধারি না” তাতে এ ধরনের কোনো শব্দ নেই। তাই উক্ত বাক্যগুলির দ্বারা তালাক পতিত হবে না। হ্যাঁ, যদি কোনো এলাকায় এ বাক্যগুলো তালাকের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে এবং তা বলার সময় স্বামী তালাকের নিয়্যাতও করে থাকে, তখন এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। (৬/১০৬/১০৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٥ : إذا قال لا أريدك أو لا أحبك أو لا أشتهيك أو لا رغبة لي فيك فإنه لا يقع وإن نوى في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في البحر الرائق.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٩٦ : لأن ما ذكروه في تعريف الكناية ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بلفظ يصح خطابها به ويصلح لإنشاء الطلاق الذي أضمره أو للإخبار بأنه أوقعه كأنت حرام، إذ يحتمل لأني طلقتك أو حرام الصحبة وكذا بقية الألفاظ۔

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣/ ٢٩٦ : ونقل في البحر عدم الوقوع، بلا أحبك لا أشتهيك لا رغبة لي فيك وإن نوى. ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق لأن الغالب الندم بعده فتنشأ المحبة والاشتهاء والرغبة -

'এই বউ আমার জন্য হারাম' বললে তালাক হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে অতিশয় রাগান্বিত হয়ে বলে, তোর মতো বউ আমার কোনো দরকার নেই, তোর সাথে আজ থেকে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না, তোকে আমি রাখব না, তোর বাপ-মাকে আনাইয়া কোনো একটা ফয়সালা করে তোকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেব ইত্যাদি। খুব বেশি রাগান্বিত হয়ে যাওয়ায় তার সব কথা মনেও নেই।

তার মার ভাষায় সে বলেছে, আজ থেকে এই বউ আমার জন্য হারাম, এই বউ আমি রাখব না, তার বাপ-মাকে আনাইয়া একটা কিছু ফয়সালা করে বাপের বাড়ি দিয়া দেব। একবার বলার পর পুনরায় সে "আজ থেকে এই বউ আমার জন্য" বলার সাথে সাথে আমি তার মুখ ধরে ফেলি।

বড় ভাইয়ের বউ অর্থাৎ ভাবির ভাষায়, আজ থেকে এই বউ আমার জন্য হারাম, হা... বলার সাথে আম্মা, অর্থাৎ শাশুড়ি তার মুখ চেপে ধরে, ফলে আর কোনো শব্দ অস্পষ্ট বা গোঙানির মতো করেও শোনা যায়নি। এ ছাড়া মার বক্তব্যটুকুর সাথে আমি একমত।

তার বউয়ের ভাষায় আমি একবার শুনেছি, এই বউ আমার জন্য হারাম। এ কথা পুনরায় বলেছে কি না, তা জানি না। প্রশ্ন হলো, এ অবস্থায় শরীয়ত মোতাবেক এর ফয়সালা কী?

উত্তর : তালাক আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়। শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অপরাধ ও গোনাহ। এতদসত্ত্বেও রাগের বশবর্তী হয়ে তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনায় যদি মা ও স্ত্রীর কথা সত্য হয়ে থাকে তাহলে স্বামীর উচ্চারিত বাক্য (আজ থেকে এই বউ আমার জন্য হারাম) এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। পরে যদি স্বামী সেই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চায়, তাহলে তাদের মধ্যে মহর নির্ধারণ করে নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। (৬/১৭৮/১১৪৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٢٥٢ : ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرف.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٥٢ : (قوله فيقع بلا نية للعرف) أي فيكون صريحا لا كناية، بدليل عدم اشتراط النية وإن كان الواقع في لفظ الحرام البائن لأن الصريح قد يقع به البائن كما مر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤٧٢- ٤٧٣ : إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٨/ ٧٥ : ... ... عبارات منقولہ سے چند امور معلوم ہوئے، اول یہ کہ صریح وہ ہے جس میں نیت کی احتیاج نہ ہو عام اس سے کہ طلاق اس سے رجعی واقع ہو یا بائن، دوم یہ کہ بائن کے بعد بائن واقع نہیں ہوتی، سوم یہ کہ انت علی حرام (تو مجھ پر حرام ہے) سے بلا نیت مفتی بہ قول پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

'তোমাকে মনের থেকে বাদ দিলাম' বলার হুকুম

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী কথাকাটাকাটি করতে করতে একপর্যায়ে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে মনের থেকে বাদ দিলাম। এ বাক্যটি তিনবার বলে। সেখানে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। জনাবের সমীপে আবেদন, উল্লিখিত সমস্যার সঠিক সমাধানে শরীয়তের দিকনির্দেশনা দেবেন।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়্যাতে ওই বাক্য বলে থাকলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এমতাবস্থায় ইদ্দতের ভেতরে বা পরে পরস্পর সম্মত হয়ে নতুন মহর ধার্যের মাধ্যমে নতুন সূত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আর ওই বাক্য ব্যবহারকালে অন্তরে তালাকের নিয়্যাত না থেকে থাকলে কোনো তালাক হবে না। (৬/৩৪৮/১২২৭)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٥٢٧ : الجواب- زید کا قول ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں یہ کنایہ طلاق ہے صرح بہ فی العالمگیریۃ والخلاصۃ، حیث قال لم یبق بینی وبینک عمل أو شيء وأمثال ذلک اور یہ کنایہ قسم ثانی میں داخل ہے جس کا حکم یہ ہے کہ نیت پر موقوف ہے اگر زید نے ان لفظوں سے طلاق کی نیت کی ہے جیسے کہ قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو گئی اور اگر نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہوئی، زید سے حلف لے کر دریافت کیا جاسکتا ہے۔

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ٤٨٩ : الجواب- اگر الفاظ کنایہ چند بار کہے جائیں اور نیت طلاق ہو ایک طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے بدون حلالہ تجدید نکاح درست ہے۔

Scanned by CamScanner

'তোমার হাতের ভাত আমার জন্য হারাম' বললে কি তালাক হবে?

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন রয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে স্বামী স্ত্রীকে অনেক সময় বলে, তোমার হাতের ভাত আমার জন্য হারাম। উক্ত বাক্যটি তালাকে কেনায়ার শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? দলিলভিত্তিক বিস্তারিত সমাধান দিলে কৃতার্থ হব।

উত্তর : যেসব এলাকায় উল্লিখিত বাক্যটি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ওই সব এলাকার জন্য ওই বাক্যটি তালাকে কেনায়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে তালাকের উদ্দেশ্য না করা অবস্থায়ও এর দ্বারা ইয়ামীন (কসম) সংঘটিত হওয়া অনিবার্য, এমতাবস্থায় স্ত্রীর হাতের ভাত খেলে কসমের কাফ্ফরা আদায় করতে হবে। (০৫/২১৮/৮৭৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ١٧٠ : الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال؛ لأنها غير موضوعة للطلاق، بل تحتمل الطلاق وغيرها، فلا بد من التعيين أو دلالته.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٢٩٦ : (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٤٧ : (قوله ولو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية، وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر. وفي حاشية للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية معناه إن فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه.

📖 شرح عقود رسم المفتى (زكريا) ص ١٧٦ : وفى شرح البيرى عن المبسوط : الثابت بالعرف كالثابت بالنص -

📖 فيه أيضا ص ١٧٩ : فللمفتى اتباع عرفه الحادث فى الألفاظ العرفية، وكذا فى الأحكام التى بناها المجتهد على ما كان فى عرف زمانه -

Scanned by CamScanner

'তোমাকে নিয়ে ঘর-সংসার করি তো মায়ের সাথে যিনা করি" বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমি একটি ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সাথে রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে বলি, যদি আমি তোমাকে নিয়ে ঘর-সংসার করি, তবে আমার মার সাথে যিনা করি। এ কথা বলার সময় আমার কোনো প্রকার বিরূপ খেয়াল ছিল না। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে শরীয়তের হুকুম কী জানতে চাই?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য যদি তালাকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদের সময় এ ধরনের বাক্য ব্যবহারের সমাজে প্রচলনও থাকে। তাহলে উক্ত বাক্য দ্বারা মুহাঃ বেলালের স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এমতাবস্থায় ওই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাইলে পুনরায় বিবাহ করতে হবে। দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মহর নির্ধারণ করে ইজাব-কবুল করলে বিবাহ হয়ে যাবে। (৪/৪০৭)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۴۰۴ : سوال-ایک شخص نے اپنی بیبی سے کہا کہ میں تمہیں رکھوں تو اپنی ماں کو رکھوں، اس کا کیا حکم ہے؟ عالمگیریہ میں ہے "لو وطئتک وطئت امی فلا شيء علیه" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے طلاق یا ظہار کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کی کیا رائے ہے؟

📖 الجواب۔ عالمگیریہ میں اس کو ظہار اس لئے نہیں قرار دیا کہ اس میں حرف تشبیہ صراحۃ نہیں، مگر اب یہ الفاظ عرف عام میں صرف طلاق ہی کے لئے مستعمل ہیں اس لئے ایک طلاق صریح بائن ہوگئی اگرچہ طلاق کی نیت نہ ہو۔

'তুমি আমার মায়ের মতো' বলার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীকে মারধর করার জন্য গেলে স্বামী ভয়ে স্ত্রীকে বলে উঠল—তুমি আমার মার মতো, আমাকে মারিও না। এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলার সমাধান স্বামীর নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। যদি স্বামী প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়্যাত করে, তাহলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এমতাবস্থায় ওই স্ত্রীকে দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে সামান্য মহর নির্ধারণ করে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ করে ঘর-সংসার করা যাবে। (০৪/৪১৪/৭৬৯)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ٤٧٠ : (وإن نوى بأنت علي مثل أمي)، أو كأمي، وكذا لو حذف علي خانية (برا، أو ظهارا، أو طلاقا صحت نيته) ووقع ما نواه لأنه كناية (وإلا) ينو شيئا -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٤٧٠ : قال في البحر: وإذا نوى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام، وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف، وظهار عند محمد. والصحيح أنه ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه. اهـ ونظر فيه في الفتح بأنه إنما يتجه في " أنت علي حرام كأمي "، والكلام في مجرد أنت كأمي اهـأي بدون لفظ " حرام ". قلت: وقد يجاب بأن الحرمة مرادة وإن لم تذكر صريحا. هذا، وقال الخير الرملي: وكذا لو نوى الحرمة المجردة ينبغي أن يكون ظهارا، وينبغي أن لا يصدق قضاء في إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق. اهـ

📖 عزیز الفتاوی (دارالاشاعت) ص ٥٢٦ : سوال- اگر کوئی اپنی بیبی سے کہے کہ میں نے تجھ کو طلاق دی اور تو مثل میری ماں بہن کے ہے اگر تو میری ساتھ گھر کریگی تو گویا اپنے باپ کو لیکر کرے گی.... ...

الجواب- اس کی عورت پر ایک طلاق صریح لفظ سے واقع ہوگئی اور مثل ماں بہن کہنے میں اگر نیت طلاق ہے تو ایک طلاق بائنہ اس سے واقع ہو کر کل دو طلاق بائنہ واقع ہوگئی.... ... اس موقع پر یہ بھی نقل فرمایا ہے وینبغی أن لا یصدق قضاء فی إرادة البر إذ کان فی حال المشاجرة وذکر الطلاق- اس اخیر عبارت شامی سے یہ بھی واضح ہوا کہ مذکورہ طلاق کی وقت انت علی مثل امی سے قضاء بلانیت بھی طلاق بائنہ کا حکم ہوگا-

‘যদি... না করো তুমি যেন তোমার বাপের সাথে ব্যভিচার করো’ তালাক হবে না।

প্রশ্ন : আমি একজন কর্মজীবী মানুষ। কাজ থেকে এসে ক্লান্ত শরীরে আমার স্ত্রীকে যদি কোনো কাজ করতে বলি তখন আমার স্ত্রী বলে, তুমি নিজেই করো। যেমন–খাবার, কাপড় পরিষ্কার করা ইত্যাদির ব্যাপারেও এমন করে। ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো দেখাশোনা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সে অনীহা প্রকাশ করে। তাই একদিন রাগের মাথায় স্ত্রীকে বলি, তুমি যদি আমার সাথে ভালো আচরণ না করো, ঠিকমতো খেদমত না করো এবং ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা না করো তাহলে তুমি যেন তোমার বাপের সাথে ব্যভিচার করো। প্রশ্ন হলো, আমার এ কথাগুলোর শরয়ী বিধান কী হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়ত পরিপন্থী নির্দেশ না হলে মহিলাদের জন্য স্বামীর হুকুম মানা একান্ত জরুরি। তদ্রূপ পুরুষদের জন্যও স্ত্রীদের সাথে সৎ ও নম্র ব্যবহার আবশ্যক। স্ত্রী অভদ্র হলে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে বুঝিয়ে সংশোধন করা উচিত। তবে সংশোধন করতে গিয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করা অন্যায় ও গোনাহ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য "তোমার বাপের সাথে ব্যভিচার করো" বলা মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধ হয়েছে। এর জন্য ভবিষ্যতে না বলার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেবে। তবে এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোনো ব্যাঘাত হয়নি। (১২/৫৩০/৪০৩৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٠٧ : لو قال: إن وطئتك وطئت أمي فلا شيء عليه كذا في غاية السروجي.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٠/ ٢١٣ : اگر یہ کہا زوجہ کو کہ اگر میں تیرے گھر میں گھسوں تو اپنی ماں سے بد فعلی کروں تو یہ بھی لغو ہے، نہ ظہار ہے نہ طلاق۔

এক তালাক দিয়ে 'শেষ করে দিলাম' বললে দুই তালাক হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাক দিয়েছে। তারপর সে বলেছে–শেষ করে দিলাম, শেষ করে দিলাম। এভাবে দুবার বলেছে। প্রশ্ন হলো, এখানে কত তালাক পতিত হয়েছে?

উত্তর : স্ত্রীকে শেষ করে দিলাম বাক্য বললে সাধারণত তালাকের প্রতি ইঙ্গিত বোঝায়। এ ধরনের বাক্য স্ত্রীর সাথে তালাকের আলোচনাকালে ব্যবহার করলে নিয়্যাত ছাড়াও তালাক পতিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাক দেওয়ার পর শেষ করে দিলাম বাক্য উচ্চারণের দ্বারা والبائن يلحق الصريح -এ নীতির ভিত্তিতে আরেকটি তালাকে বায়েন পতিত হয়ে সর্বমোট দুই তালাকে বায়েন হয়ে যায়। অতঃপর "শেষ করে দিলাম" বাক্য দ্বিতীয়বার উচ্চারণের দ্বারা والبائن لا يلحق البائن - এর ভিত্তিতে এর দ্বারা কোনো তালাক পতিত হয়নি। বরং পূর্বের দুই তালাক বহাল রয়েছে। অতএব যেকোনো সময় উভয়ের সম্মতিক্রমে পুনরায় মহর নির্ধারণের মাধ্যমে নতুনভাবে বিবাহ করে সংসার করতে পারবে। তবে ভবিষ্যতে আরেক তালাক দিলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। (৮/৪৭৮/২২১৩)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٠٨ : وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات، لأن ملك النكاح باق؛ فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لا يلحقه الكنايات؛ وكذا تعليله دليل على ذلك.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٩٦ : (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٨٨ : وكل كناية قرنت بطالق يجري فيها ذلك فيقع ثنتان بائنتان.

তালাক দিয়েছি বলে 'তোমার সাথে থাকলে মায়ের সাথে থাকা হবে' বললে দুই তালাক হবে

প্রশ্ন : গত ১৩/৬/২০০০ ইং তারিখে আমি আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার একপর্যায়ে বলে ফেলি–আমি তোমাকে রাখব না, তোমাকে তালাক দিয়েছি, তোমার হাতের রান্না আর খাব না, আর তোমার সাথে যদি থাকি তাহলে আমার মায়ের সাথে থাকা হবে। এমতাবস্থায় এর ফয়সালা কী হবে?

উত্তর : তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত গর্হিত ও নিকৃষ্ট কাজ। এতদসত্ত্বেও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী স্বামীর বাক্য "তোমাকে তালাক দিয়েছি"-এর দ্বারা এক তালাক এবং "তোমার সাথে যদি থাকি তাহলে আমার মায়ের সাথে থাকা হবে" -এর দ্বারা আরো এক তালাকসহ মোট দুই তালাক পতিত হয়েছে। সুতরাং ওই স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করতে হলে নতুনভাবে মহর নির্ধারণ করে দুজন সাক্ষীর সামনে নতুন সূত্রে বিবাহ করে নিতে হবে। বিবাহের পর ভবিষ্যতে যদি আর এক তালাক দেয় তবে তিন তালাক হয়ে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। (৭/৬৯৯/১৮৪৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٠٦ : قوله والبائن يلحق الصريح لأن هذا كله من متعلقات الجملة الأولى أعني قوله الصريح يلحق الصريح والبائن.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ٦٧ : سوال— اگر کوئی شخص اپنی عورت سے کہے میں تجھ کو نہیں رکھوں گا تو طلاق ہوئی یا نہیں؟
الجواب— اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔

Scanned by CamScanner

তালাকের নিয়্যাত ছাড়া 'তোমাকে শেষ করে দিলাম' বললে তালাক হয় না

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীকে মনোক্ষুণ্ন হয়ে কাঁদতে দেখে বলে ফেললাম–বুঝেছি! তুমি আমার ঘরে থাকবে না, যাও তোমাকে শেষ করে দিলাম। লোকেরা বলছে, এতে তালাক হয়ে গেছে। তবে আমি এ কথাগুলো তালাকের নিয়্যাতে বলিনি। কেবল স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য বলেছি। বিষয়টির শরীয়তসম্মত সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত বাক্যগুলো যদি তালাকের নিয়্যাতে না বলার কথা স্বামী শপথ করে বলতে পারে, তাহলে তার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হবে না। অন্যথায় এর দ্বারা এক বা তিন তালাকের নিয়্যাত করলে তাই পতিত হয়ে যাবে। (১৯/৩২২/৮১৮৪)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/ ٢١٧ : انه احق بهذه الخمسة أربعة أخرى لا ملك لى عليك، لا سبيل عليك، خليت سبيلك، ألحقى باهلك، لو قال ذلك فى حال مذاكرة الطلاق أو فى الغضب وقال لم أنو الطلاق يصدق قضاء فى قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يصدق -

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢/ ٣٨ : (اخرجي اذهبي) ... (فلو أنكر) الزوج (النية) بأن قال: لم أنو طلاقا (صدق مطلقا) أي ديانة وقضاء في جميعها (حالة الرضاء) للاحتمال وعدم دلالة الحال والقول قوله مع يمينه في عدم النية.

তালাকে বায়েনে তিন (৩)-এর নিয়্যাত কার্যকর হবে

প্রশ্ন : কিছুসংখ্যক মুফতি ফাতওয়া দিয়েছেন, তালাকে বায়েন সর্বদা এক তালাকে বায়েন হবে, এখানে নিয়্যাতের কোনো কার্যকারিতা নেই। অর্থাৎ নিয়্যাত যতই করুক এক তালাকে বায়েন হবে। অপরদিকে অন্য মুফতিগণ ফাতওয়া দিয়েছেন যে তালাকে বায়েন দ্বারা যদি কোনো নিয়্যাত না করে তাহলে এক তালাকে বায়েন হবে, যদি এক তালাকের নিয়্যাত করে তাহলেও এক তালাকে বায়েন হবে, কিন্তু যদি তিন তালাকের নিয়্যাত করে তবে তিন তালাকে বায়েন হবে। বিষয়টির শরয়ী দলিলভিত্তিক সমাধান চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মুফতিয়ানে কেরামের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের ফাতওয়াই সঠিক। তাই কেউ বিবিকে তালাকে বায়েন বলে তিন তালাক নিয়্যাত করলে তিন তালাকই পতিত হবে। তখন বিবি স্বামীর সঙ্গে আর থাকতে পারবে না। আর এক তালাক বা দুই তালাকের নিয়্যাত করলে এক তালাক বায়েন পতিত হবে। তালাকে বায়েন পতিত

Scanned by CamScanner

হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলে মহর ধার্য করে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (৪/২৩/৭৫৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣ / ١٦٣ : وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة " وقال الشافعي رحمه الله يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول بها لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. ولنا أنه وصفه بما يحتمله لفظه ألا ترى أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين ومسئلة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الثنتين أما إذا نوى الثلاث فثلاث لما مر.

তালাকের নিয়্যাতে 'আমার সাথে পর্দা কর' বললে তালাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : আনুমানিক ৮ থেকে ৯ মাস পূর্বে আমার স্ত্রী তার মহরানার টাকা দিয়ে একটি ফ্রিজ ক্রয় করেছিল। ফ্রিজটি বহুদিনের পুরনো হওয়ায় আমি তাকে ক্রয় করার সময় নিষেধ করি। সে কথা অমান্য করে কিনেছে। কিন্তু এখন থেকে দুই মাস পূর্বে ফ্রিজটি নষ্ট হয়ে যায়। সেই ফ্রিজটি ঠিক করতে তিন হাজার টাকার প্রয়োজন। স্বল্প বেতন পেয়ে বাসা ভাড়া, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ, বাজার ও কাপড়চোপড় ইত্যাদি খরচ বহন করে ফ্রিজটি ঠিক করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা আমার স্ত্রী মানে না। সে বলে, ফ্রিজ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সব কিছু পচায়ে খাওয়াবে এবং তা বাস্তবেও করে। ইচ্ছে করে বাজার ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি করে দেয়, যা আমার জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ নিয়ে ওর সাথে আমার অনেক ঝগড়াঝাঁটি হয়। একপর্যায়ে সে রাস্তার ওপর আমার কলার ধরে টানাটানি করে। যার দরুন আমি বাসায় ফিরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার নিয়্যাতে বলি, তোকে আর রাখবই না, থাকার আশাও করিস না, এখন থেকে আমার সাথে পর্দা কর! কারণ তোকে আমি আর রাখবই না, তোর আব্বাকে বল, তোকে এসে নিয়ে যেতে। এই বলে আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাই। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া হোটেলে করি এবং মসজিদে রাত্রিযাপন করি। বাসার প্রয়োজনীয় বাজার বাসায় পাঠিয়ে দিই।

উক্ত ঘটনার পাঁচ মাস পূর্ব থেকে আমার স্ত্রীর দৈহিক চাহিদা না থাকায় আমার বিছানায় আসে না। আমার স্ত্রীর দৈহিক ক্ষমতা ফিরে আসার লক্ষ্যে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নষ্ট করেছি। কিন্তু সে ওষুধ অলসতা এবং নোংরামির কারণে সঠিক ব্যবহার না করায় সুস্থতা ফিরে আসে না। এখন আমি জানতে চাই, আমার উপরোক্ত কথা দ্বারা আমার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে কি না? হয়ে থাকলে পুনরায় সংসার করতে হলে কোনো সমাধান আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক একটি অত্যন্ত ঘৃণিত ও অপছন্দীয় কাজ। বিহিত কারণ ছাড়া তুচ্ছ ব্যাপারে, বিশেষ করে রাগের মাথায় তালাক দেওয়া মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের কাজ। এ ধরনের অপরাধীদের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা পতিত হয়ে যাবে। প্রশ্নে বর্ণিত তালাকের নিয়্যাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো সরাসরি তালাকের জন্য ব্যবহার না হলেও এ শব্দগুলো তালাকের ইঙ্গিত বহন করায় এগুলো তালাকের জন্যও ব্যবহৃত হয়। তাই তালাকের ইঙ্গিত বহনকারী এমন শব্দ তালাকের নিয়্যাতে ব্যবহার করা হলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যায়। তবে প্রথম শব্দ দ্বারা এক তালাক (বায়েন) পতিত হওয়ার পর পরবর্তী শব্দগুলো দ্বারা আর কোনো তালাক পতিত হয়নি। তাই ওই স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

অতএব, উভয়ের সম্মতিক্রমে নতুনভাবে মহর ধার্যকরত পুনরায় বিবাহ পড়িয়ে নিলে তারা পরস্পর ঘর-সংসার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মাত্র দুই তালাকের অধিকার থাকবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর দুই তালাক দিয়ে দিলে উক্ত তালাকসহ সর্বমোট তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। (১৫/৬০০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٩٦ : (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٨ : ومنها ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية حيث قال: وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء لأنه صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اهـ أي لأنه يمكن جعل الثاني خبرا من الأول.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٧ : (قوله: لا البائن) أي البائن لا يلحق البائن إذا أمكن جعله خبرا عن الأول لصدقه فلا حاجة إلى جعله إنشاء.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ٩ / ٤٠٤ : سوال- زید نے اپنے زوجہ ہندہ کو زدوکوب کرکے اس کا زیور اتار لیا اور کہدیا کہ تو اپنی ماں کے یہاں چلی جا، یا جہاں چاہے چلی جا، میرے کام کی نہیں ہے، ہندہ اس کہنے کے بعد باپ کے گھر چلی گئی اس صورت میں ہندہ پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب— الفاظ مذکورہ کہ اپنی ماں کے یہاں چلی جا جہاں جی چاہے چلی جا کنایات طلاق میں
سے ہیں، ان میں اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہو تو طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے ورنہ نہیں، پس شوہر
سے دریافت کیا جاوے کہ اس نے کس نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں۔ کذا فہم من الدر المختار۔

'যাও এটা বাদই, কোনো যোগ্য লোক দেখে নাও' তালাকের নিয়্যাতে বললে তালাক হবে

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর ওপর একবার তিন তালাক পতিত হয়েছিল। তারপর ইসলামের বিধান মোতাবেক অন্য জায়গায় বিয়ে হওয়ার পর তার নিকট তালাক প্রাপ্তির পর পুনরায় বিয়ে করি। তারপর কথা প্রসঙ্গে তাকে একদিন রাগের মাথায় বললাম–এ সম্পর্ক বাদ হয়ে পড়ছিল এইটাই ভালো ছিল, আবার কেন জোড়া লাগাতে গেলাম। এটা শেষ পর্যন্ত বাদ হবেই, যাও এটা বাদই। বাদ কথাটা একবার না দুবার বলা হয়েছে, তা মনে নেই। রাগের মাথায় এসব কথা বলেছি। তবে মনে কোনো তালাকের নিয়্যাত ছিল কি না, তা আমি সঠিকভাবে বুঝতে বা মনে করতে পারছি না।
আর একদিন আমার স্ত্রী আমার যোগ্যতা নিয়ে কথা বললে আমি তাকে বললাম, আমার যোগ্যতা নেই তাহলে তো শেষই, কোনো যোগ্য লোক দেখে চলে যাও। এ কথাগুলো রাগের মাথায় বলা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও মনে কোনো তালাকের নিয়্যাত ছিল কি না, তা আমি সঠিকভাবে বুঝতে বা মনে করতে পারছি না।

উত্তর : তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। সমাজেও তা ঘৃণিত। তাই বিশেষ অপারগতা না থাকলে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া জুলুমের পর্যায়ভুক্ত। সাধারণত রাগের বশবর্তী হয়েই মানুষ স্ত্রীকে তালাক দেয়, খুশিতে নয়। তাই রাগের মাথায় তালাক দিলে তাও পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নোক্ত স্বীকারোক্তি মতে, স্বামী যেসব শব্দ ব্যবহার করেছে তা যদি স্ত্রীকে তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকে তাহলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। নিকাহ নবায়ন না করা পর্যন্ত স্ত্রী হালাল হবে না। আর তালাকের নিয়্যাতবিহীন বলা হলে তালাক পতিত হবে না। বর্তমান স্বামী যেহেতু তালাকের নিয়্যাত ছিল কি না, তা বলতে পারছে না। তাই সন্দেহের ভিত্তিতে তালাকের ফাতওয়া প্রদান করা যায় না। এতদসত্ত্বেও সতর্কতামূলক নিকাহ নবায়ন করে নেওয়াই সমীচীন বলে বিবেচ্য। (১৯/৯৬৭/৮৫৬৪)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٣٣ : ولو قال لها: اذهبي فتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية، وإن نوى فهي واحدة بالله وإن نوى الثلاث فهي ثلاث.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/ ٢١٧ : وفيما سوى ذلك من الكنايات نحو قولك قومى، اخرجى، اذهبى، لا نكاح بينى وبينك لا يقع الطلاق إلا بالنية، وإذا قال لم أنو الطلاق كان مصدقا۔

📖 الدر المختار مع الرد ٣/ ٢٨٣ : علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا كما لو شك أطلق أم لا. ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٢٨٣ : (قوله بنى على الأقل) أي كما ذكره الإسبيجابي، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه. وعن الإمام الثاني إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى؛ وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه؛ أشباه عن البزازية قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضي خان؛ ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خصوصا في باب الفروج. اهـ قلت: ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني على الديانة ۔

📖 امداد الاحکام ٢ / ٤٧١

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৬

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner